মাসায়েলে জিহাদ

[কাফের-মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ, মুক্তিপণ, কাফেরদের হাতে বন্দি মুসলিম নারী-পুরুষের বিধান, বন্দি-বিনিময়, গনীমত অর্জন, গনীমত বণ্টন, দাস-দাসীর বিবিধ বিধান, দখলদারিত্বের হুকুম, শান্তি-চুক্তি, ভিসা, জিম্মা-চুক্তি, জিম্মী কাফেরদের বিধানাবলি, বিধর্মীদের উপাসনালয়ের বিধান, মুরতাদ, বিদ্রোহী, খারেজী, জিযিয়া ও উশর-খারাজ এবং আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদ প্রসঙ্গসহ জিহাদ-কিতাল সংশ্লিষ্ট আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক মাসায়েলের এক অনবদ্য সংকলন]

আবু উমার আল-মুহাজির

মাসায়েলে জিহাদ

[কাফের-মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ, মুক্তিপণ, কাফেরদের হাতে বন্দি মুসলিম নারী-পুরুষের বিধান, বন্দি-বিনিময়, গনীমত অর্জন, গনীমত বণ্টন, দাস-দাসীর বিবিধ বিধান, দখলদারিত্বের হুকুম, শান্তি-চুক্তি, ভিসা, জিম্মা-চুক্তি, জিম্মী কাফেরদের বিধানাবলি, বিধর্মীদের উপাসনালয়ের বিধান, মুরতাদ, বিদ্রোহী, খারেজী, জিযিয়া ও উশর-খারাজ এবং আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদ প্রসঙ্গসহ জিহাদ-কিতাল সংশ্লিষ্ট আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক মাসায়েলের এক অনবদ্য সংকলন]

আবু উমার আল-মুহাজির

মুফতী, মুহাদ্দিস, গবেষক ও অনুবাদক

পরিচালক: মাদরাসাতুশ্ শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম তাকাব্বালাহুল্লাহ

যাত্রাবাড়ী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

আল-মুহাজিরূন পাবলিকেশন্স

প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর-২০১৯ইং

নির্ধারিত মূল্যঃ

শুরুর কথা

بسم الله الرحمن الرحيم .الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على خاتم المرسلين و امام المجاهدين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم و على اله واصحابه اجمعين. اما بعد:

জিহাদ। তিন হরফের ছোট্ট একটি শব্দ। কিন্তু এই শব্দের ভার ও গভীরতা অনেক বেশি। এই শব্দের সাথে মুসলিমদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। মুসলিমদের জৌলুসপূর্ণ বর্ণাঢ্য অতীত এই তিন হরফের শব্দের উপর নির্ভর করেই তৈরি হয়েছিল। জিহাদ দ্বারাই মুসলিমগণ তখনকার অশান্ত, বর্বর, বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন। শত-সহস্র অসভ্য, অজ্ঞ, বর্বর, হিংস্র জাতি-গোষ্ঠিকে জিহাদের মাধ্যমেই দ্বীনের আলোয় আলোকিত করেছিলেন। সভ্যতার সবক শিখিয়েছিলেন। মুসলিমদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎও এই জিহাদের সাথে জড়িত। মুসলিমগণ যদি বর্তমানের এই অধঃপতন থেকে বের হয়ে নিজেদেরকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাহলে জিহাদ ছাড়া কোনো উপায় নেই। জিহাদই কেবল একমাত্র পথ যে পথে মুসলিমগণ নিজেদের হারানো অতীত ফিরিয়ে আনতে পারবে। এছাড়া অন্য যত তন্ত্র-মন্ত্র ও পথ-মতের কথা বলা হয়, তা সবই ধোঁকাবাজি ও সময় ক্ষেপন। এ বিষয়টা মুসলিমগণ না বুঝলেও তাদের শত্রু শিবিরের লোকেরা ঠিকই বুঝতে পেরেছে। তাইতো তারা আজ ইসলামের ফরয হুকুম জিহাদের উপর জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের তকমা লাগিয়ে পৃথিবী থেকে জিহাদকে সমূলে উৎপাটনের আপ্রাণ ও অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারা জানে মুসলিমগণ যদি অতীতের মত সব তন্ত্রমন্ত্র ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত জিহাদের পথে ফিরে আসে, তাহলে তাদের অসভ্য সাম্রাজ্য টিকবে না। তাদের অসুস্থ সভ্যতা-সংস্কৃতি জিহাদের তোড়ে মুখ থুবড়ে পড়বে। তাই তারা তাদের সাধ্যমত জিহাদ-মুজাহিদ (তাদের ভাষায় জঙ্গী ও জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাসবাদ) দমনের অপচেষ্টা করে যাচ্ছে। এই অপচেষ্টায় তারা বর্তমান পৃথিবীর নামধারী সবমুসলিম শাসকদেরকেও যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে পুরো পৃথিবীর রাষ্ট্রশক্তিগুলো আজ জিহাদ ও মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে। পুরো পৃথিবীই আজ রণাঙ্গনেররূপ ধারণ করেছে। কাফের-মুরতাদ গোষ্ঠি যেখানেই মুসলিমদেরকে বাগে পাচ্ছে,

সেখানেই নানান অজুহাতে তাদের উপর নির্যাতনের খড়গ হস্ত প্রসারিত করছে, তাদের স্বার্থ ধ্বংস করছে, অবিরাম গতিতে তাদের উপর যুলম-নির্যাতনের স্টিমরোলার চালিয়ে যাচ্ছে।

অপর দিকে আল্লাহ তাআলার কিছু বান্দা আল্লাহ তাআলার ওয়াদার উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রেখে, ঈমান ও তাকওয়াকে সম্বল বানিয়ে, নিজেদের সাধ্যমত সরঞ্জাম প্রস্তুত করতঃ ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। যুগের হোবল আমেরিকা ও তার দোসরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকা ও তার দোসরদেরকে একই সাথে আফগান, কাশ্মীর, সোমালিয়া, আলজেরিয়া, মালি, সিরিয়া, ইয়েমেন, পাকিস্তান, ফিলিপাইনসহ বহু ফ্রন্টে লড়তে বাধ্য করছে। ফলে আমেরিকা খেই হারিয়ে ফেলছে। ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কখন কোথায় কোন পলিসি গ্রহণ করবে। দিন যত যাচ্ছে আমেরিকা ও তার দোসরদের অর্থনীতি ততই তলানিতে যাচ্ছে। তাদের পক্ষের লাশের মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। আর জঙ্গী মোল্লা মুজাহিদীনের পাল্লা ধীরে ধীরে ভারি হচ্ছে। হয়তো আগামী দশ/বার বছরের মধ্যেই পৃথিবী নতুন অনেক কিছু দেখতে পাবে। জিহাদ ও মুজাহিদীনের বিজয় দেখতে পাবে। পশ্চিমা সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের বিলীন হওয়ার সুখকর দৃশ্যও দেখতে পাবে ইনশাআল্লাহ।

জিহাদের এই জাগড়নের মূহুর্তে জিহাদের জরুরী মাসায়েল নিয়ে বাংলাভাষাভাষি মুসলিমদের জন্য একটি সহজ-সাবলীল রচনার খুব প্রয়োজন অনুভব হচ্ছিল। কারণ, যে জিহাদ কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হবে না, তা জিহাদ না হয়ে ফাসাদ ও সন্ত্রাস হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে সাওয়াব তো হবেই না, বরং অন্যায়ভাবে জান-মাল হালাক করার কারণে আখেরাতে ভয়ংকরতম শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। দ্বীনের বিজয়ের পরিবর্তে দ্বীনের সীমাহীন ক্ষতি হবে। জিহাদের নামে যেন কোনো ফাসাদ তৈরি না হয়, জিহাদের বারাকাত থেকে উম্মাহ যেন মাহরূম না হয়, সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আল্লাহর উপর ভরসা করে ফিকহে হানাফীর দু'টি নির্ভরযোগ্য কিতাব 'বাদায়েউস সানায়ে' ও 'ফাতাওয়ায়ে শামী'কে অবলম্বন করে কাজে হাত দিলাম। সংক্ষেপে সহজবোধ্য করে মূল মাসআলাটা উপস্থাপন করাই এই সংকলনের উদ্দেশ্য। তাই দালিলিক আলোচনা খুব সামান্যই করা হয়েছে। মৌলিকভাবে 'বাদায়েউস সানায়ে' ও 'ফাতাওয়ায়ে শামী' থেকেই মাসআলার মুফতাবিহী কওল নকল করা হয়েছে। মাসআলা লিখে রেফারেন্সে আরবী ইবারাতও উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। তবে

খণ্ড ও পৃষ্ঠানাম্বার উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, উল্লেখিত ইবারাত কপি করে 'মাকতাবায়ে শামেলায়' সার্চ করলেই মাসআলা খুঁজে পাওয়া যাবে । ক্ষেত্রবিশেষ অন্য জায়গা থেকেও মাসআলা আনা হয়েছে। সেক্ষেত্রে রেফারেন্সে কিতাবের নাম উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে।

দীর্ঘ এক বছরের মেহনতের ফসল আজ পাঠকের হাতে তুলে দিলাম। পাঠকের নিকট কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে মার্জনার দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। আর সম্ভব হলে আমাদেরকে জানানোর আবেদন রইল। পরবর্তী সংস্করণে শুধরে দেয়া হবে ইনশা আল্লাহ।

কিতাব প্রকাশের এই শুভক্ষণে ঐসব দ্বীনী ভাই ও বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা কিতাব সংকলন, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং তাদেরকে জিহাদ ও শাহাদাতের জন্য কবুল করেন।

আশাকরি এই কিতাব উম্মাহর ঐসব সিংহ শার্দূলদের উপকৃত করবে, যারা 'হয়তো শরীয়ত নয়তো শাহাদাত'-এর দীপ্ত কঠিন শপথ গ্রহণ করে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জান-মালের নজরানা পেশ করতে অগ্রসর হচ্ছে। যারা দু'দিনের এই দুনিয়ার তুচ্ছ সুখ-শান্তি সম্মান ও সম্পদকে দু'পায়ে মাড়িয়ে জান্নাতের অশেষ, অসীম, অনাবীল সুখ-শান্তিকে আপন করে পেতে চাচ্ছে। হে আল্লাহ! তুমি উম্মাহর যুবকদেরকে বিশেষকরে বাংলার দামাল যুবকদেরকে জিহাদ ও শাহাদাতের জন্য কবুল করো। পার্থিব সব মায়াজাল ছিন্ন করে, তাদেরকে তোমার প্রেমে পাগল বানিয়ে দেও। তোমার জন্য নিজের সবকিছু কুরবান করার তাওফীক দান করো। আমাদেরকেও কবুল করে নেও। আমাদের টোটাফাটা মেহনতকেও কবুল করেনেও। আমীন। ছুম্মা আমীন।

বিনীত

আবু উমার আল-মুহাজির

আগস্ট ২০১৯ ইং

অর্পণ

আমার মমতাময়ী মায়ের হাতে। যিনি আমার অসহায় অবস্থার সহায় ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ক্ষমা করেন, তাঁর প্রতি রহম করেন। হায়াতে তাইয়্যেবা নসীব করেন। সহীহ ঈমানের সাথে দুনিয়া ত্যাগ করার তাওফীক দান করেন। জান্নাতে উঁচু মাকাম নসীব ফরমান।

এবং আমাতুল্লাহ ও উসামার মা-মণি, আমার প্রিয়তমার হাতে। যাকে আল্লাহ তাআলা আমার জন্য লিবাস বানিয়েছেন এবং সাকীনা ও প্রশান্তির কারণ বানিয়েছেন। যার অকৃত্রিম, নির্মল, পবিত্র ভালবাসা আমার অন্তরকে সজীব রাখে। ইতমিনানের সাথে দ্বীনের কাজ করে যাওয়ার শক্তি যোগায়। আল্লাহ তাআলা তাকে হায়াতে তাইয়্যেবা দান করেন। ধৈর্যের গুণেগুণান্বিত করেন। শাহাদাতের মর্যাদা দ্বারা ধন্য করেন। আমীন।

আবু উমার আল-মুজাহির

আগস্ট ২০১৯ ইং

সূচিপত্র

কিতাবুল জিহাদ

জিহাদের পারিভাষিক অর্থ: আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের ক্ষেত্রে নিজের সর্বোচ্চ শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করা, তা হতে পারে সরাসরি যুদ্ধে শরীক হয়ে, অর্থ ও বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে, দল ভারি করে কিংবা অন্যকোনো উপায়ে, যেমন: আহত মুজাহিদদের সেবা করে অথবা মুজাহিদদের খাদ্য-পানিয়ের ব্যবস্থা করে।[১]

মাসআলা:-১

জিহাদ সাধারণ অবস্থা তথা শত্রুবাহিনী মুসলিমদের কোনো শহরে হামলা না করাবস্থায় ফরযে কেফায়া। যেকোনো ফরযে কেফায়া সকলের উপর সমানভাবে ফরয হয়। কিন্তু ফরয আদায় হওয়ার মত যথেষ্ট পরিমাণ লোক যদি ফরযটি আদায় করে ফেলে, তাহলে অন্যান্যরা ফরয আদায় থেকে অব্যাহতি পায়; তাদের গুনাহ হয় না। আর যদি ফরয আদায় হওয়ার মত যথেষ্ট পরিমাণ লোক ফরয আদায়ের জন্য অগ্রসর না হয়, তাহলে যেসব মুসলিম অগ্রসর হবে না, তাদের প্রত্যেকেরই ফরয তরকের কারণে কবীরা গুনাহ হবে।

শত্রুরা যখন নিজ রাষ্ট্রে অবস্থান করে তখন মুসলিম শাসকের উপর ওয়াজিব হল বছরে দুইবার কিংবা একবার তাদের উপর হামলা করা। এই হামলা সফল হওয়ার জন্য যে পরিমাণ মুজাহিদ প্রয়োজন সে পরিমাণ মুজাহিদ পাওয়া গেলে

---

১. قال فى الدر: و عرفه ابن الكمال بأنه بذل الوسع فى القتال فى سبيل الله مباشرة او معاونة بمال او رأي او تكثير سواد او غير ذالك. قال الشامى قوله "او غير ذالك" كمداواة الجرحى و تهيئة المطاعم و المشارب.

قلت: (القائل مؤلف الكتاب) ثم إن الرسول ﷺ قد عرَّف الجهاد بالقتال ففي حديث عمرو بن عبسة: " قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم...) [أخرجه أحمد (١١٤/٤) وعبدا لرزاق عن معمر في الجامع الملحق بالمصنف (٢٠١٠٧) والحديث أورده الهيثمي في المجمع (٥٩/١) و(٢٠٧/٣) وقال رجاله رجال الصحيح].

অন্যান্যদের থেকে জিহাদের ফরয সাময়িকভাবে রহিত হবে। সেক্ষেত্রে তারা যুদ্ধে শরীক না হলেও গুনাহগার হবে না।[২]

মাসআলা:-২

শত্রুবাহিনী যদি অগ্রসর হয়ে মুসলিমদের কোনো শহরে হামলা করে তখন সর্বপ্রথম ঐ শহরের অধিবাসী যুদ্ধে সক্ষম সকল মুসলিমের উপর শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ফরযে আইন হয়ে যায়। যদি তারা সংখ্যা-স্বল্পতা, অলসতা কিংবা অন্যকোনো কারণে শত্রুদেরকে যথোচিতভাবে রুখতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার পার্শ্ববর্তী শরহবাসীর উপর জিহাদ নামায রোযার মত ফরযে আইন হয়ে যায়। এভাবে ক্রমান্বয়ে সারা পৃথিবীর মুসলিমদের উপর একপর্যায়ে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়।

বি.দ্র. উল্লেখিত মূলনীতির আলোকে বর্তমান বিশ্বের সকল মুসলিমের উপর ব্যক্তিগতভাবে যে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে রয়েছে, এ বিষয়টি বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন অনুভব করছি না। বিশেষত আমাদের পার্শ্ববর্তী আরাকান, কাশ্মীর, আফগান, সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের প্রতি লক্ষ্য করলে বুদ্ধিমান মাত্রই জিহাদের ফরযে আইন হওয়ার বিষয়টি মেনে নিবে বলে আশাকরি।[৩]

---

[২]. **قال فى بدائع الصنائع:** وأما بيان كيفية فرضية الجهاد ، فالأمر فيه لا يخلو من أحد وجهين ، إما إن كان النفير عاما (وإما) إن لم يكن فإن لم يكن النفير عاما فهو فرض كفاية ، ومعناه : أن يفترض على جميع من هو من أهل الجهاد ، لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين ؛ لقوله – عز وجل – { فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى } وعد الله – عز وجل – المجاهدين والقاعدين الحسنى ولو كان الجهاد فرض عين في الأحوال كلها لما وعد القاعدين الحسنى ؛ لأن القعود يكون حراما وقوله – سبحانه وتعالى – { وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين } الآية ولأن ما فرض له الجهاد وهو الدعوة إلى الإسلام ، وإعلاء الدين الحق ، ودفع شر الكفرة وقهرهم ، يحصل بقيام البعض به .

[৩]. **قال فى بدائع الصنائع** فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد ، فهو فرض عين يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه ؛ لقوله سبحانه وتعالى { انفروا خفافا وثقالا } قيل : نزلت في النفير .

মাসআলা:-৩

জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, তখন তা নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের মতই সমান গুরুত্ব রাখে। বরং যুদ্ধের সময় যদি নামায, রোযা বা হজ্বে লিপ্ত হলে যুদ্ধের ক্ষতি হওয়ার প্রবল আশংকা তৈরি হয়, তখন নামায, রোযা, হজ্বকে তার নির্ধারিত সময় থেকে পিছিয়ে দিয়ে (কাযা করে) অন্য সময় আদায় করা বৈধ হয়ে যায়।[৪]

মাসআলা:-৪

জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সুরতে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণদাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে যেতে পারবে। ঋণগ্রহীতা যদি শহীদ হয়ে যায়, তাহলে সম্ভব হলে তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে ঋণ আদায় করা হবে। আর যদি তার ঋণ আদায়ের মত সম্পদ না থাকে, তবে তার ঋণ আদায়ের ইচ্ছা থেকে থাকে, তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দিবেন এবং আখেরাতে ঋণদাতাকে সন্তুষ্ট করার ব্যবস্থা করে দিবেন।[৫]

وقوله سبحانه وتعالى { ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه } ولأن الوجوب على الكل قبل عموم النفير ثابت ؛ لأن السقوط عن الباقين بقيام البعض به ، فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل ، فبقي فرضا على الكل عينا بمنزلة الصوم والصلاة .

[৪] **. قال الشامى فى رد المحتار:** فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها، لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم، لا يسعهم تركه ثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج.

[৫] **. قال الشامى:** مطلب في تكفير الشهادة مظالم العباد ثم ذكر أحاديث في أن الشهيد تكفر خطاياه إلا الدين وقال إذا كان محتسبا صابرا مقبلا قال: وفيه بيان شدة الأمر في مظالم العباد، وقيل كان هذا في الابتداء حين نهى – ﷺ – عن الاستدانة لقلة ذات يدهم وعجزهم عن قضائه، ولهذا كان لا يصلي على مديون لم يخلف مالا ثم نسخ ذلك بقوله – عليه الصلاة والسلام – «من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا أو عيالا فهو علي» وورد نظيره في الحج «أنه – ﷺ – دعا لأمته بعرفات، فاستجيب له إلا المظالم ثم دعا بالمشعر الحرام فاستجيب له حتى المظالم فنزل جبريل – عليه السلام – يخبره أنه تعالى يقضي عن بعضهم حق البعض» فلا يبعد مثل ذلك في حق الشهيد المديون. انظر المكتبة الشاملة

মাসআলা:-৫

গনীমতের মাল হাসিল করাই যদি কোনো ব্যক্তির জিহাদে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আর সে ঐ উদ্দেশ্যেই জিহাদে বের হয়, তাহলে তার কোনো সাওয়াব হবে না; আখেরাতে জিহাদের বিনিময়ে সে কিছুই পাবে না। তবে যদি আল্লাহ তাআলার হুকুম আদায় করতঃ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন মূল উদ্দেশ্য হয়, আর সাথে সাথে গনীমত লাভের আশাও অন্তরে লালন করে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। এ রকম নিয়ত থাকলে সাওয়াব হবে। তবে গনীমত লাভ জিহাদের সাওয়াবকে অনেকাংশে হ্রাস করে দেয়। হাদীসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি জিহাদে গনীমত লাভ করে, সে তার সাওয়াবের দুইতৃতীয়াংশ দুনিয়াতেই ভোগ করে নিল। আখেরাতের জন্য শুধু একতৃতীয়াংশ থাকল। আর যে গনীমত পায়নি, তার পুরো বিনিময় আখেরাতের জন্য রয়ে গেল।'[৬]

মাসআলা:-৬

জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায় (যেমন বর্তমান অবস্থা), তখন সন্তান পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়াই জিহাদে যেতে পারবে। ফরযে আইন জিহাদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা সন্তানকে নিষেধ করতে পারবে না। আর তারা নিষেধ

---

[৬]. **قال الشامى فى رد المحتار:** عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – «أن رجلا سأل النبي – ﷺ – فقال رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يريد عرض الدنيا، فقال – عليه الصلاة والسلام – لا أجر له» الحديث. قال: ثم تأويله من وجهين: أحدهما: أن يرى أنه يريد الجهاد ومراده في الحقيقة المال، فهذا كان حال المنافقين ولا أجر له، أو يكون معظم مقصوده المال وفي مثله «قال – عليه الصلاة والسلام – للذي استؤجر على الجهاد بدينارين إنما لك ديناراك في الدنيا والآخرة» وأما إذا كان معظم مقصوده الجهاد، ويرغب معه في الغنيمة فهو داخل في قوله تعالى – {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: ١٩٨]– يعني التجارة في طريق الحج فكما أنه لا يحرم ثواب الحج فكذا الجهاد.

وقال النبى ﷺ: ما من غازية تغزو فى سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثى أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. اخرجه مسلم فى صحيحه.

করলেও সন্তানের জন্য সে নিষেধাজ্ঞা মান্য করা জায়েয হবে না। পীর-শাইখ ও উস্তাদের নিষেধাজ্ঞারও একই হুকুম।[৭]

মাসআলা:-৭

জিহাদ ফরযে কেফায়া থাকাবস্থায় সন্তানের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে জিহাদে শরীক হওয়া কর্তব্য। সেক্ষেত্রে যদি তারা অনুমতি না দেয়, তাহলে তাদের গুনাহ হবে না। এমনিভাবে সন্তানের জন্যও তাদের বাঁধা মেনে ঘরে বসে থাকা অবৈধ নয় ।[৮]

মাসআলা:-৮

জিহাদ ফরযে কেফায়া থাকাবস্থায় মহিলাদের উপর ফরয হয় না। আর কৃতদাসকে যদি মনীব অনুমতি দেয়, তাহলে তার উপর ফরয হয় অন্যথায় নয়। তবে জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, তখন স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত এবং দাস মনীবের অনুমতি ব্যতীত জিহাদে শরীক হতে পারবে। বর্তমান সময়ে যদিও জিহাদ ফরযে আইন, তথাপি এই অবস্থায় মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং তারা ঘরে থেকে নিজের স্বামী, সন্তান, বাপ, ভাই ও অন্যান্য মাহরাম পুরুষ এবং আশপাশের মহিলাদেরকে জিহাদের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে। আর নিজের সাধ্যানুযায়ী জিহাদের ফাণ্ডে অর্থকড়ি দান করবে। মুজাহিদ ভাইদের কল্যাণকামনায় দুআ করবে। এর দ্বারাই তাদের ফরয দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।[৯]

---

[৭]. **فی رد المحتار:** (قوله إن هجم العدو) أي دخل بلدة بغتة، وهذه الحالة تسمى النفير العام قال في الاختيار: والنفير العام أن يحتاج إلى جميع المسلمين (قوله فيخرج الكل) أي كل من ذكر من المرأة والعبد والمديون وغيرهم قال السرخسي، وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام وإن كره ذلك الآباء والأمهات

[৮]. **قال فی بدائع الصنائع:** وكذا الولد لا يخرج إلا بإذن والديه أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا ؛ لأن بر الوالدين فرض عين فكان مقدما على فرض الكفاية ،

[৯]. **قال فی بدائع الصنائع:** فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد ، فهو فرض عين يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه ؛ لقوله سبحانه وتعالى { انفروا خفافا وثقالا } قيل :

যাদের উপর জিহাদ ফরয হয় এবং যাদের উপর হয় না

মাসআলা:-৯

জিহাদের কোনো কাজ করতে সক্ষম এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরয হয়। যাদের সক্ষমতা নেই তাদের উপর জিহাদ ফরয হয় না। যেমন, লেংড়া, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী, অন্ধ, অতিশয় বৃদ্ধ, এমন অসুস্থতা যা নিয়ে জিহাদের কোনো কাজ করা সম্ভব নয়, এমন দুর্বল ব্যক্তি যে জিহাদের কোনো কাজ করতে সক্ষম নয় এবং জিহাদে যাওয়ার খরচ নেই এমন ব্যক্তি। উল্লেখিত ব্যক্তিদের উপর জিহাদ ফরয হয় না।

কুরআনে উল্লেখিত অনেক মা'যূরের উপর বর্তমানে জিহাদ ফরয

বি.দ্র. বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মুজাহিদগণ গেরিলা যুদ্ধনীতি অবলম্বন করে জিহাদের কাজ আনজাম দিয়ে যাচ্ছেন। গেরিলা যুদ্ধের ক্ষেত্রে অনেকে নিজ বাড়ি ও নিজ এলাকাতে থেকেই জিহাদের কার্যক্রমে শরীক হতে পারে। জিহাদী কাজে শরীক হওয়ার জন্য নিজ এলাকা ছাড়ারও প্রয়োজন হয় না। অতএব, বর্তমান অবস্থায় উপরোল্লেখিত মা'যূর ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যার যতটুকু সাধ্য রয়েছে, তার উপর ততটুকু সাধ্য জিহাদে খরচ করা ফরয । যেমন, ধরুন অন্ধ ও অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তির ধন-সম্পদ রয়েছে। তাহলে তার জন্য জিহাদে ধন-সম্পদ দান করা ফরয। কিংবা ধরুন, একজন লেংড়া ব্যক্তি মিডিয়ার বিভিন্ন কাজ জানে। তাহলে তার জন্য ঘরে বসে মিডিয়া যুদ্ধে শরীক হওয়া ফরয। এমনিভাবে যে দুর্বল ব্যক্তির এমন বাসস্থান রয়েছে যেখানে সে দু'চারজন

نزلت في النفير... فبقي فرضا على الكل عينا بمنزلة الصوم والصلاة ، فيخرج العبد بغير إذن مولاه ، والمرأة بغير إذن زوجها . **وقال الشامى:** قال في الهداية في فصل قسمة الغنيمة: ولهذا أي لعجزها عن الجهاد لم يلحقها فرضه؛ ولأنها عورة كما في القهستاني عن المحيط قال فلا يخص المزوجة كما ظن، وبه ظهر الفرق وهو أن عدم وجوبه على العبد لحق المولى فإذا زال حقه بإذنه ثبت الوجوب، بخلاف المرأة فإنه ليس لحق الزوج بل لكونها ليست من أهله ولذا لم يجب على غير المزوجة.

মুজাহিদকে কয়েক দিন বা কয়েক মাস আশ্রয় দিতে পারে, তাহলে তার জন্য আনসার হওয়ার মাধ্যমে জিহাদের কাজে শরীক হওয়া ফরয হয়ে যাবে।[১০]

মাসআলা:-১০

পৃথিবীর কোনো স্থানে যদি একজন মুসলিম নারীকে বন্দি করা হয়, তাহলে তাকে উদ্ধার করা সকল মুসলিমের উপর ওয়াজিব হয়ে যায়।[১১]

মাসআলা:-১১

যেহেতু জিহাদের হুকুম আদায়ের জন্য সাধ্য ও সক্ষমতা থাকা জরুরী, তাই স্বাভাবিক অবস্থায় নারী ও শিশুদের উপর জিহাদ ফরয হয় না। কারণ, তাদের মধ্যে যুদ্ধের সক্ষমতা নেই।[১২]

মাসআলা:-১২

কোনো মুজাহিদ বাহিনী যদি কাফেরদের কোনো বাহিনীর সম্মুখীন হয়ে যায়, আর কাফেরদের সেনা সংখ্যা যদি এই পরিমাণ হয় যে, মুজাহিদদের প্রবল ধারণা হয়, কাফেররা তাদেরকে মেরে ফেলবে; তারা পরাজিত হবে। তাহলে মুজাহিদদের জন্য এতে কোনো বাঁধা নেই যে, তারা মুসলিমদের কোনো শহরে/ আনসারের ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করবে (তাদের থেকে সাহায্য লাভের আশায়), কিংবা নিজেদের অন্যকোনো বাহিনীর কাছে ফিরে যাবে শক্তি অর্জন করতঃ পুনরায় হামলা করার আশায়। এ ক্ষেত্রে শত্রু সেনাসংখ্যা বা নিজেদের সংখ্যার

---

[১০]. **قال الله تعالى:** فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُم. التغابن:١٦ وقال ايضا: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. البقرة:٢٨٦

[১১]. قال الشامى:وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: مُسْلِمَةٌ سُبِيَتْ بِالْمَشْرِقِ وَجَبَ عَلَى أَهْلِ الْمَغْرِبِ تَخْلِيصُهَا مِنْ الْأَسْرِ مَا لَمْتَدْخُلْ دَارَ الْحَرْبِ وَفِي الذَّخِيرَةِ يَجِبُ عَلَى مَنْ لَهُمْ قُوَّةٌ اتِّبَاعُهُمْ لِأَخْذِ مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنْ النِّسَاءِ وَالذَّرَارِيِّ وَإِنْ دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ مَا لَمْ يَبْلُغُوا حُصُونَهُمْ، وَلَهُمْ أَنْ لَا يَتَّبِعُوهُمْ لِلْمَال.

[১২]. **قال فى البدائع:** وَلَا جِهَادَ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ ؛ لِأَنَّ بِنْيَتَهُمَا لَا تَحْتَمِلُ الْحَرْبَ عَادَةً ،

কম-বেশি বিবেচ্য নয়। শত্রুর উপর বিজয় লাভ করা বা পরাজিত হওয়ার প্রবল ধারণাই মূল বিবেচ্য বিষয়।[১৩]

মাসআলা:-১৩

শত্রুদের হামলায় কিংবা দুর্ঘটনা বশত মুজাহিদদের বহনকারী নৌযানে আগুন লেগে নৌযান পুড়ে যদি তারা ডুবে যাওয়ার আশংকা করে, এমতাবস্থায় যদি তাদের প্রবল ধারণা হয় যে, পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাতরিয়ে কুলে উঠতে পারবে, তাহলে তাদের জন্য পানিতে ঝাঁপ দেওয়া ওয়াজিব। আর যদি অবস্থা এমন সংকটাপন্ন হয় যে, উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেও মৃত্যুর আশংকা রয়েছে আর নৌযানে থাকলেও পুড়ে মরার আশংকা রয়েছে, উভয় শংকাই বরাবর। তাহলে, পানিতে ঝাঁপ দেওয়া বা নৌযানে অবস্থান করার ব্যাপারে তাদের এখতিয়ার থাকবে। যেটা তাদের পক্ষে সহজ মনে হয়, সেটা তারা গ্রহণ করতে পারবে।[১৪]

শত্রুর উপর হামলা সম্পর্কীয় বিবিধ বিধান

মাসআলা:-১৪

কোনো মুজাহিদ যদি শত্রুর আঘাতে মারাত্মক রকমের আহত হয়ে পড়ে, আহতবস্থায় নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও যদি সে, যে বা যারা তাকে আঘাত করেছে তাদের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়, তাহলে এমন আক্রমণ জায়েয হবে। বরং এটা উত্তম হওয়ার দাবি রাখে। কারণ, চরম ভয়ানক রকমের আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পরও সে আল্লাহর দ্বীনের বিজয় ও সম্মানের জন্য নিজের

---

[১৩]. **قال فی البدائع:** الْغُزَاةُ إِذَا جَاءَهُمْ جَمْعٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مَا لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِ ، وَخَافُوهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُمْ ، فَلَا بَأْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْحَازُوا إِلَى بَعْضِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ إِلَى بَعْضِ جُيُوشِهِمْ ، وَالْحُكْمُ فِي هَذَا الْبَابِ لِغَالِبِ الرَّأْيِ ، وَأَكْبَرِ الظَّنِّ دُونَ الْعَدَدِ ،

[১৪]. **قال فی البدائع:** إِذَا كَانَتْ الْغُزَاةُ فِي سَفِينَةٍ فَاحْتَرَقَتْ السَّفِينَةُ وَخَافُوا الْغَرَقَ ، حَكَّمُوا فِيهِ غَالِبَ رَأْيِهِمْ ، وَأَكْبَرَ ظَنِّهِمْ ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَى رَأْيِهِمْ أَنَّهُمْ لَوْ طَرَحُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الْبَحْرِ لِيَنْجُوا بِالسِّبَاحَةِ ، وَجَبَ عَلَيْهِمْ الطُّرُقُ لِيَسْبَحُوا فَيَتَحَيَّزُوا إِلَى فِئَةٍ ، وَإِنْ اسْتَوَى جَانِبَا الْحَرْقِ وَالْغَرَقِ ، بِأَنْ كَانَ إِذَا قَامُوا حُرِّقُوا ، وَإِذَا طَرَحُوا غَرِقُوا ، فَلَهُمْ الْخِيَارُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ – رَحِمَهُمَا اللَّهُ

জীবন উৎসর্গ করতে অগ্রসর হচ্ছে। এর দ্বারা যেমন আল্লাহর প্রতি তার ভালবাসা প্রমাণিত হয়, ঠিক তেমনিভাবে অন্যান্য মুজাহিদগণও আল্লাহর পথে নিজ জীবন উৎসর্গ করতে উৎসাহিত হয়।[১৫]

মাসআলা:-১৫

আল্লাহর শত্রু কর্তৃক মুসলিমদের কোনো শহর আক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, তখন লড়াই করতে সক্ষম নাবালেগ শিশু-কিশোরও যুদ্ধে বের হতে পারবে, যদিও তার পিতা-মাতা যুদ্ধে বের হওয়াকে অপছন্দ করুক না কেন।[১৬]

মাসআলা:-১৬

কোনো মুজাহিদের যদি এ ব্যাপারে প্রবল ধারণা হয় যে, সে একাকী শত্রুর উপর হামলা করে হত্যা, যখম, সম্পদ ধ্বংস, ভীতসন্ত্রস্ত করণ কিংবা অন্যকোনো উপায়ে শত্রুর ক্ষতি সাধন করতে পারবে, তাহলে মৃত্যু নিশ্চিত জানা সত্ত্বেও তার জন্য একাকী শত্রুর উপর হামলা করা জায়েয আছে। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মধ্য থেকে অনেকেই এমন হামলা করেছেন। ওহুদ যুদ্ধের সময় বেশ কয়েকজন সাহাবী রাযি. এমন হামলা করেছেন। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রশংসা করেছেন। তাছাড়া মুসাইলামাতুল কাজ্জাব এর বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে বারা ইবনে মালেক রাযি. এর ঘটনা এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। তবে শত্রুর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না মর্মে প্রবল ধারণা হলে, একাকী

---

[১৫]. **قال فى البدائع:** وَلَوْ طُعِنَ مُسْلِمٌ بِرُمْحٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَمْشِيَ إلَى مَنْ طَعَنَهُ مِنْ الْكَفَرَةِ حَتَّى يُجْهِزَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَقْصِدُ بِالْمَشْيِ إلَيْهِ بَذْلَ نَفْسِهِ ؛ لِإِعْزَازِ دِينِ اللَّهِ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى – وَتَحْرِيضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَنْ لَا يَبْخَلُوا بِأَنْفُسِهِمْ فِي قِتَالِ أَعْدَاءِ اللَّهِ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى – فَكَانَ جَائِزًا وَاَللَّهُ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى – أَعْلَمُ .

[১৬]. **قال فى رد المحتار:** الْغِلْمَانُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا إذَا أَطَاقُوا الْقِتَالَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجُوا وَيُقَاتِلُوا فِي النَّفِيرِ الْعَامِّ وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ الْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ

শত্রুর ভিতর ঢুকে যাওয়া জায়েয হবে না। কারণ, এর দ্বারা দ্বীনের কোনো উপকার হয় না। [১৭]

মাসআলা:-১৭

ফাসেক মুসলিমগণ কোথাও গুনাহের কাজে লিপ্ত। এক ব্যক্তি একাকী তাদের বাঁধা দিতে যেতে চায়। 'নাহি আনিল মুনকারের' দায়িত্ব পালন করতে চায়। কিন্তু তার প্রবল ধারণা হচ্ছে, বাঁধা দিতে গেলে তারা তাকে হত্যা করে ফেলবে। এমতাবস্থায়ও তার জন্য বাঁধা দিতে যাওয়া বৈধ। তারা তাকে হত্যা করে ফেললে সে শহীদ বলে গণ্য হবে। তবে এক্ষেত্রে তার জন্য বাঁধা না দিয়ে চুপ থাকারও অবকাশ আছে। [১৮]

মাসআলা:-১৮

আল্লাহর ইচ্ছায় যখন দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন মুজাহিদগণ পার্শ্ববর্তী দারুল হরবে অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে যদি কাফেরদেরকে বেষ্টন করে ফেলে, তাহলে প্রথমে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো মুস্তাহাব। এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে জিযিয়া কর দিয়ে ইসলামী হুকুমাতের অধীন থাকার আহ্বান জানানো মুস্তাহাব। এই আহ্বানও যদি প্রত্যাখ্যান করে, তখন তাদের উপর হামলা করা হবে। ইসলাম গ্রহণ বা জিযিয়া কর প্রদানের আহ্বান না জানিয়েও তাদের উপর হামলা করতে কোনো বাঁধা নেই। বরং ইসলাম বা

---

[১৭]. **قال فی رد المحتار:** ذَكَرَ فِي شَرْحِ السِّيَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُقْتَلُ إذَا كَانَ يَصْنَعُ شَيْئًا بِقَتْلٍ أَوْ بِجَرْحٍ أَوْ بِهَزْمٍ فَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَوْمَ أُحُدٍ وَمَدَحَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَأَمَّا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْكِي فِيهِمْ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِحَمْلَتِهِ شَيْءٌ مِنْ إعْزَازِ الدِّينِ،

[১৮]. **قال فی رد المحتار:** بِخِلَافِ نَهْيِ فَسَقَةِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مُنْكَرٍ إذَا عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا يَمْتَنِعُونَ بَلْ يَقْتُلُونَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْإِقْدَامِ، وَإِنْ رُخِّصَ لَهُ السُّكُوتُ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَعْتَقِدُونَ مَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِعْلُهُ مُؤَثِّرًا فِي بَاطِنِهِمْ بِخِلَافِ الْكُفَّارِ.

জিযিয়া কর প্রদানের আহ্বান জানাতে গিয়ে যদি শত্রুর কোনো প্রকার ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার আশংকা থাকে, তখন আহ্বান না জানানোই উত্তম।[১৯]

মাসআলা:-১৯

কাফেররা মুজাহিদ ভাইদের পরিবেষ্টনে থাকাবস্থায় যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তারা আমাদের দ্বীনী ভাই বলে পরিগণিত হবে। আর যদি তারা জিযিয়া/কর দিতে রাজি হয়ে যায়, তাহলে তারা জিম্মী বলে পরিগণিত হবে। সেক্ষেত্রে মুসলিমদের সাথে যেরূপ ইনসাফের মুআমালা করা হয়, তাদের সাথেও সর্বক্ষেত্রে তেমন ইনসাফের মুআমালা করা হবে। কোনো ক্ষেত্রে তাদের উপর বে-ইনসাফী করা যাবে না। তাদের জান-মালের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তাদেরকে শর্তসাপেক্ষে তাদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেওয়া হবে। মুসলিমদের মত ইসলামী দণ্ড-বিধির যাবতীয় বিধান তাদের উপরও আরোপিত হবে। তবে মদ্যপানের দণ্ড তাদের উপর প্রয়োগ করা হবে না। কিন্তু মুরতাদ এবং আরবের মুশরিকদের থেকে শুধু ইসলামই গ্রহণ করা হবে। জিযিয়া কর গ্রহণ করে তাদেরকে তাদের ধর্মের উপর অটল থাকার সুযোগ দেওয়া জায়েয নেই।[২০]

মাসআলা:-২০

যদি বাস্তবে এমন কোনো কাফের সম্প্রদায় পাওয়া যায়, যাদের কাছে ইসলাম ধর্মের কথা পৌঁছেনি, তাহলে তাদের উপর হামলা করার পূর্বে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া ওয়াজিব। যেন তারা বুঝতে পারে, আমরা তাদের সাথে ইসলামের জন্য যুদ্ধ করছি; তাদের ধন-সম্পদ হস্তগত করার জন্য নয়। ইসলামের দাওয়াত না দিয়েই যদি আক্রমণ করা হয় এবং তাদেরকে হত্যা করা হয়, তাহলে ওয়াজিব তরক করার কারণে যদিও গুনাহ হবে, কিন্তু হত্যার

---

১৯. **قال فى رد المحتار:** (قَوْلُهُ دَعَوْنَاهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ) أَيْ نَدْبًا إنْ بَلَغَتْهُمْ الدَّعْوَةُ، وَإِلَّا فَوُجُوبًا مَا لَمْ يَتَضَمَّنْ ضَرَرًا كَمَا يَأْتِي.

২০. **قال فى الدر المختار:** (فَإِنْ حَاصَرْنَاهُمْ دَعَوْنَاهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَسْلَمُوا) فَبِهَا (وَإِلَّا فَإِلَى الْجِزْيَةِ) لَوْ مَحَلًّا لَهَا كَمَا سَيَجِيءُ (فَإِنْ قَبِلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لَنَا) مِنْ الْإِنْصَافِ (وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا) مِنْ الِانْتِصَافِ. قال فى رد المحتار: وَقَدَّمْنَا أَنَّ الذِّمِّيَّ مُؤَاخَذٌ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ إلَّا حَدَّ الشُّرْبِ.

পরিবর্তে কোনো দণ্ড সাব্যস্ত হবে না। তবে বর্তমান বিশ্বে ইসলাম বা মুসলিমদের সম্পর্কে মোটেই জানে না এমন কোনো সম্প্রদায় আছে বলে আমাদের জানা নেই। পৃথিবীর সকল ধর্মের মানুষই এখন ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে কমবেশি জানে। তাই এখন অমুসলিমদেরকে মৌখিকভাবে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া ওয়াজিব নয়; বরং মুস্তাহাব।[২১]

‘দাওয়াতুল ইসলাম’

বি.দ্র. বাংলাদেশে ‘দাওয়াতুল ইসলাম’ শিরোনামে অমুসলিমদের মধ্যে যে ধারা ও পদ্ধতিতে বর্তমানে দাওয়াতের কার্যক্রম চলছে, তা জায়েয বা উত্তম একটি কাজ হলেও ওয়াজিব কিংবা ফরয নয়। অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াতের ঐ পদ্ধতি ফরয, যে পদ্ধতিতে মৌখিক দাওয়াতের পরে তাদের সামনে জিযিয়া কর দিয়ে অধীনস্ত হয়ে থাকা কিংবা তরবারীর মাধ্যমে শক্তি পরীক্ষার অপশন পেশ করা হয়। নবীজী সা. মদীনায় আসার পর অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই দাওয়াতের ময়দানে গিয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশেদীনও সশস্ত্র বাহিনীগুলোকেই ইসলামের দাওয়াতের জন্য দিগ্বিদিক পাঠিয়েছিলেন। হাদীস, আছারে সাহাবা এবং সীরাত ও ইতিহাসের কিতাব এর জ্বলন্ত প্রমাণ। তাই এখানে সংশয় ছড়ানোর কোনো অবকাশ নেই। তাছাড়া জিহাদ ফরযে আইনের এই জমানায় ফরয ছেড়ে দিয়ে একটা জায়েয কাজ নিয়ে পড়ে থাকা, আবার এই কাজকেই ফরয তরকের অজুহাত হিসাবে পেশ করা কতটুকু যুক্তিসংগত তাও ভেবে দেখা উচিত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করেন। আমীন।

মাসআলা:-২১

শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য চুক্তি ভঙ্গ করা ছাড়া তাদের সাথে অন্য যেকোনো আচরণই বৈধ। অতএব, স্বাভাবিকভাবে আক্রমণ চালিয়ে যদি তাদেরকে পরাস্ত

---

[২১]. **قال فی الدر المختار:** (وَلَا) يَحِلُّ لَنَا أَنْ (نُقَاتِلَ مَنْ لَا تَبْلُغُهُ الدَّعْوَةُ) بِفَتْحِ الدَّالِ (إلَى الْإِسْلَامِ) وَهُوَ وَإِنْ اشْتَهَرَ فِي زَمَانِنَا شَرْقًا وَغَرْبًا لَكِنْ لَا شَكَّ أَنَّ فِي بِلَادِ اللَّهِ مَنْ لَا شُعُورَ لَهُ بِذَلِكَ. قال فی رد المحتار: (قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ لَنَا إلَخْ) ؛ لِأَنَّ بِالدَّعْوَةِ يَعْلَمُونَ أَنَّا مَا نُقَاتِلُهُمْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَسَبْيِ عِيَالِهِمْ فَرُبَّمَا يُجِيبُونَ إلَى الْمَقْصُودِ بِلَا قِتَالٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِعْلَامِ فَتْحٌ فَلَوْ قَاتَلَهُمْ قَبْلَ الدَّعْوَةِ أَثِمَ لِلنَّهْيِ وَلَا غَرَامَةَ لِعَدَمِ الْعَاصِمِ.

করা সম্ভব না হয়, তাহলে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাদের ঘর-বাড়ি, ক্ষেতখামারে ব্যাপকভাকে আগুন লাগিয়ে দিয়ে, পানির বাধঁ ভেঙ্গে দিয়ে তাদেরকে পুড়িয়ে ও ডুবিয়ে মারাও জায়েয আছে। ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র যেমন, পারমানবিক বোমা, রাসয়নিক বোমাসহ এজাতীয় অন্যান্য ভয়ংকর বিধ্বংসী অস্ত্রও ব্যবহার করা জায়েয আছে। তাদেরকে হীনবল করার জন্য তাদের ফসল ও ফলদার বৃক্ষ কেটে ফেলা জায়েয। ব্যাপকভাবে অবিচারে গুলি ও গোলা বর্ষণ করাও জায়েয। ব্যাপক হামলায় তাদের নারী-শিশু এবং তাদের মধ্যে অবস্থানরত কোনো মুসলিম মারা গেলে, মুজাহিদদের কোনো গুনাহ হবে না। তাদের উপর কোনো দণ্ডও ওয়াজিব হবে না। তবে বিজয় যদি প্রবল সম্ভবনাময় হয়, তাহলে তাদের ফসলের ক্ষেত জ্বালানো এবং ব্যাপকভাবে তাদেরকে পুড়িয়ে বা ডুবিয়ে মারা মাকরূহ।[২২]

মাসআলা:-২২

দারুল হারবের বালেগ পুরুষদেরকে টার্গেট করে হামলা করা জায়েয। চাই তারা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য হোক বা না হোক। যুদ্ধে সক্ষম বালেগ পুরুষ হত্যার উপযুক্ত ব্যক্তি। তার রক্ত হালাল হওয়ার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য হওয়া কোনো শর্ত নয়। বালেগ পুরুষদেরকে টার্গেট করে পরিচালিত কোনো হামলায় যদি আশপাশে অবস্থানরত কাফেরদের কিছু নারী-শিশু নিহত হয়, তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এতে কোনো গুনাহ হবে না। (প্রাগুক্ত)

মাসআলা:-২৩

যে এলাকায় হারবী কাফেররা হামলা করেছে, সেখানে পৌঁছার পথে যদি ডাকাতদল বা কাফেরদের কোনো মিত্রবাহিনী বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সক্ষমতা থাকার শর্তে প্রথমে বাঁধাদানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জরুরী। পথের বাঁধা হটানোর পর শত্রুকবলিত এলাকায় যাবে। বাঁধাদানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সক্ষমতা না থাকলে এবং তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে যাওয়াও সম্ভব না

---

[২২]. قال فى الدر المختار: (نَسْتَعِينُ بِاَللَّهِ وَنُحَارِبُهُمْ بِنَصْبِ الْمَجَانِيقِ وَحَرْقِهِمْ وَغَرَقِهِمْ وَقَطْعِ أَشْجَارِهِمْ) وَلَوْ مُثْمِرَةً وَإِفْسَادِ زُرُوعِهِمْ إلَّا إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ ظَفَرُنَا فَيُكْرَهُ فَتْحٌ (وَرَمْيِهِمْ) بِنَبْلٍ وَنَحْوِهِ.

হলে, বাঁধাদানকারীদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধের সক্ষমতা অর্জন করা জরুরী। চুপচাপ বসে থাকার কোনো অবকাশ শরীয়তে নেই। [২৩]

মাসআলা:-২৪

যে ব্যক্তি জান ও মাল উভয়টা দ্বারাই জিহাদ করতে সক্ষম, তার জন্য উভয়টা দিয়েই জিহাদ করা জরুরী। তার জন্য সাধারণ মানুষ থেকে জিহাদে যাওয়ার খরচ বাবদ চাঁদা গ্রহণ করা উচিত নয়। আর যে ব্যক্তির মাল আছে কিন্তু সে জিহাদে যেতে অক্ষম, তাহলে সে অতিঅবশ্যই তার মাল দ্বারা অন্যকে জিহাদে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। আর যে নিজে যেতে সক্ষম কিন্তু তার পরিবার ও নিজ রাহা খরচের ব্যবস্থা নেই, এমন ব্যক্তিকে 'বাইতুল মাল' থেকে যদি খরচ সরবারহ করা হয়, তাহলে তার জন্য অন্যদের থেকে চাঁদা গ্রহণ করা উচিত নয়। [২৪]

মাসআলা:-২৫

কোনো মালদার অক্ষম ব্যক্তি জিহাদে গমনেচ্ছুক মুজাহিদকে বলল, ' তুমি এই মাল নিয়ে যাও, আর আমার পক্ষ থেকে জিহাদ কর'- তাহলে এভাবে অর্থ গ্রহণ জায়েয হবে না। কারণ, এটি ভাড়া চুক্তির মত হয়ে যায়। আর জিহাদ করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা যায় না। তবে যদি লোকটি বলে 'তুমি এই মাল নিয়ে যাও, জিহাদের কাজে খরচ কর বা এর দ্বারা জিহাদ কর' সেক্ষেত্রে অর্থ গ্রহণ

---

[২৩]. قال فى رد المحتار: (قَوْلُهُ لَا أَمْنَ الطَّرِيقِ) أَيْ مِنْ قُطَّاعٍ أَوْ مُحَارِبِينَ، فَيَخْرُجُونَ إلَى النَّفِيرِ، وَيُقَاتِلُونَ بِطَرِيقِهِمْ أَيْضًا حَيْثُ أَمْكَنَ وَإِلَّا سَقَطَ الْوُجُوبُ؛ لِأَنَّ الطَّاعَةَ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ تَأَمَّلْ.

[২৪]. قال فى رد المحتار: مَنْ قَدَرَ عَلَى الْجِهَادِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ لَزِمَهُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَخْذُ الْجُعْلِ، وَمَنْ عَجَزَ عَنْ الْخُرُوجِ وَلَهُ مَالٌ يَنْبَغِي أَنْ يَبْعَثَ غَيْرَهُ عَنْهُ بِمَالِهِ وَعَكْسُهُ إنْ أَعْطَاهُ الْإِمَامُ كِفَايَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ غَيْرِهِ جُعْلًا،

জায়েয হবে। জিহাদের জন্য প্রদানকৃত অর্থ দ্বারা অভাবী মুজাহিদ নিজ পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচও বহন করতে পারবে।[২৫]

মাসআলা:-২৬

শত্রুদের কোনো শহর, সেনানিবাস, ঘাটি, থানা বা ক্যাম্পে যদি বন্দী বা ব্যবসায়ী মুসলিমদের অবস্থানের সংবাদ নিশ্চিতভাবে জানা যায়, আর সেখানে হামলা করলে মুসলিমদের শহীদ হওয়ার আশংকা থাকে, তবুও সেখানে হামলা করা জায়েয আছে। হামলার সময় শুধু কাফেরদের উপর হামলার নিয়ত করবে। হামলায় যদি মুসলিম বন্দী/ব্যবসায়ী নিহত হয়, তাহলে সে শহীদ বলে গণ্য হবে। [২৬]

মাসআলা:-২৭

আল্লাহর শত্রুরা যদি মুসলিম নারী-শিশুদেরকে মানবঢালরূপে ব্যবহার করে। তখনও হামলা করা জায়েয আছে। তবে হামলার সময় শুধু কাফেরদের উপর হামলার নিয়ত করবে। হামলায় নিহত নারী-শিশুগণ শহীদ বলে গণ্য হবে। মুজাহিদদের কোনো গুনাহ হবে না এবং তাদের উপর কাফ্ফারা বা দিয়তও ওয়াজিব হবে না।[২৭]

মাসআলা:-২৮

---

[২৫]. قال فى رد المحتار: وَإِذَا قَالَ الْقَاعِدُ لِلْغَازِي: خُذْ هَذَا الْمَالَ لِتَغْزُوَ بِهِ عَنِّي لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ عَلَى الْجِهَادِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: فَاغْزُ بِهِ وَمِثْلُهُ الْحَجُّ وَلِلْغَازِي أَنْ يَتْرُكَ بَعْضَ الْجُعْلِ لِنَفَقَةِ عِيَالِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَهَيَّأُ لَهُ الْخُرُوجُ إلَّا بِهِ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ.

[২৬]. **قال فى البدائع:** وَلَا بَأْسَ بِرَمْيِهِمْ بِالنِّبَالِ ، وَإِنْ عَلِمُوا أَنَّ فِيهِمْ مُسْلِمِينَ مِنْ الْأَسَارَى وَالتُّجَّارِ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرُورَةِ ، إذْ حُصُونُ الْكَفَرَةِ قَلَّمَا تَخْلُو مِنْ مُسْلِمٍ أَسِيرٍ ، أَوْ تَاجِرٍ فَاعْتِبَارُهُ يُؤَدِّي إلَى انْسِدَادِ بَابِ الْجِهَادِ ، وَلَكِنْ يَقْصِدُونَ بِذَلِكَ الْكَفَرَةَ دُونَ الْمُسْلِمِينَ.

[২৭]. **قال فى البدائع:** وَكَذَا إذَا تَتَرَّسُوا بِأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ بِالرَّمْيِ إلَيْهِمْ ؛ لِضَرُورَةِ إقَامَةِ الْفَرْضِ ، لَكِنَّهُمْ يَقْصِدُونَ الْكُفَّارَ دُونَ الْأَطْفَالِ ، فَإِنْ رَمَوْهُمْ فَأَصَابَ مُسْلِمًا فَلَا دِيَةَ وَلَا كَفَّارَةَ.

আল্লাহর শত্রুদের উপর আত্মঘাতি বা শহীদী হামলার সময় আশপাশে অবস্থানরত কিছু মুসলমান যদি অনিচ্ছা ও পূর্ণ সতর্কতা সত্ত্বেও নিহত হয়, তাহলে এর কারণে মুজাহিদের কোনো গুনাহ হবে না। আর ঐ মুসলিমগণ শহীদ বলে বিবেচিত হবে। (পূর্বের দুই মাসআলার রেফারেন্স দ্রষ্টব্য)

মাসআলা:-২৯

মানবঢালরূপে ব্যবহৃত নিহত মুসলিমের অভিভবক যদি কোনো নির্দিষ্ট মুজাহিদের বিরুদ্ধে এই দাবি উত্থাপন করে যে, ঐ মুজাহিদ ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে হত্যা করেছে, সে গুলি নিক্ষেপের সময় নিহত মুসলিমকে উদ্দেশ্য করেই নিক্ষেপ করেছে। তাহলে এক্ষেত্রে কসমের সাথে মুজাহিদের বক্তব্য ধর্তব্য হবে। তার বক্তব্য অনুযায়ী ফায়সালা হবে; অভিযোগ উত্থাপনকারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।[২৮]

মাসআলা:-৩০

কোনো এলাকা বা শহর বিজিত হওয়ার পর অমুসলিম বন্দীদের মধ্যে যদি কোনো মুসলিম বা জিম্মীর অবস্থানের কথা জানা যায়, তাহলে তাকে সনাক্ত করে বের করার পূর্ব পর্যন্ত কাউকে হত্যা করা জায়েয হবে না। তবে যদি শহর থেকে মুসলিম-কাফের নির্বিশেষে কোনো একজনকে বের করে দেওয়া হয়, তাহলে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বাকী বন্দীদেরকে হত্যা করা বৈধ।[২৯]

---

[২৮]. **قال فی رد المحتار**: إذَا قَصَدْنَا الْكُفَّارَ بِالرَّمْيِ، وَأَصَبْنَا أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ تَتَرَّسَ الْكُفَّارُ بِهِمْ لَا نَضْمَنُهُ، وَذَكَرَ السَّرَخْسِيُّ أَنَّ الْقَوْلَ لِلرَّامِي بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ قَصَدَ الْكُفَّارَ لَا لِوَلِيِّ الْمُسْلِمِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ تَعَمَّدَ قَتْلَهُ.

[২৯].**قال فی الدر المختار**: (وَلَوْ فَتَحَ الْإِمَامُ بَلْدَةً وَفِيهَا مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ لَا يَحِلُّ قَتْلُ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَصْلًا وَلَوْ أُخْرِجَ وَاحِدٌ) مَّا (حَلَّ) حِينَئِذٍ (قَتْلُ الْبَاقِينَ) لِجَوَازِ كَوْنِ الْمُخْرَجِ هُوَ ذَاكَ فَتْحٌ.

দারুল হারবে যেসব জিনিস নিয়ে যাওয়া ও রফতানী করা জায়েয নেই

মাসআলা:-৩১

দারুল ইসলাম থেকে মুজাহিদ বাহিনী যদি দারুল হারবে বিজয়াভিযান পরিচালনা করতে যায়, আর সংখ্যা স্বল্পতা কিংবা অন্যকোনো কারণে পরাজয়ের আশংকা করে, তাহলে মুজাহিদগণ তাদের সাথে কুরআন শরীফ, হাদীসের কিতাব, ফিকহের কিতাব এবং মহিলাদেরকে নিয়ে যেতে পারবে না। তবে যদি বাহিনী নিরাপদ হয়, বিজয়ের সম্ভবনা প্রবল থাকে, সেক্ষেত্রে উল্লেখিত বস্তুগুলো সাথে নিয়ে যেতে পারবে। রান্নাবান্না, কাপড় ধোয়া ও আহতদের সেবা-যত্নের জন্য মহিলাদেরকেও সাথে নিতে পারবে। তবে যুবতীদেরকে না নিয়ে বয়স্ক মহিলাদেরকে নেয়া উত্তম।[৩৩]

মাসআলা:-৩২

মুসলিম ব্যবসায়ীগণ এমন কোনো বস্তু বা পণ্য দারুল হারবে রফতানী করতে পারবে না, যা কাফেরগোষ্ঠি সরাসরি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে। যেমন, অস্ত্র-সস্ত্র, গোলা-বারুদ, ট্যাং, যুদ্ধ বিমান, যুদ্ধে ব্যবহার হয় এমন সব গাড়ি, ঘোড়া, কাফের দাস ইত্যাদি। তবে এমনসব বস্তু বা পণ্য দারুল হারবে রফতানী করা যাবে যা স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার হয়

---

[৩৩]. **قال فى البدائع:** وَأَمَّا الْمُسَافَرَةُ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ ، إنْ كَانَ الْعَسْكَرُ عَظِيمًا مَأْمُونًا عَلَيْهِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ... وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْمُونًا عَلَيْهِ كَالسَّرِيَّةِ يُكْرَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ خَوْفِ الْوُقُوعِ فِي أَيْدِيهِمْ وَالِاسْتِخْفَافِ بِهِ ، فَكَانَ الدُّخُولُ بِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ تَعْرِيضًا لِلِاسْتِخْفَافِ بِالْمُصْحَفِ الْكَرِيمِ

.

...وَكَذَلِكَ حُكْمُ إخْرَاجِ النِّسَاءِ مَعَ أَنْفُسِهِمْ إلَى دَارِ الْحَرْبِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.

না। যেমন, খাদ্যদ্রব্য, কাপড়, গৃহস্থলি তৈজষপত্র, ঔষধ ইত্যাদি। তবে দারুল হারবে এসব পণ্য রফতানীর ব্যবসা না করাও উত্তম। [৩১]

মাসআলা:-৩৩

দারুল হারবের কোনো কাফের নাগরিক যদি আমান/ভিসা নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করে, তাহলে তাকে অস্ত্র-সস্ত্র ক্রয় করতে দেওয়া হবে না। যদি সে কিনেই ফেলে তাহলে তা নিয়ে দারুল হারবে যেতে দেওয়া হবে না। তবে সে যদি নিজের সাথে বহনকৃত উন্নতমানের অস্ত্র পাল্টিয়ে সমমান বা নিম্ন মানের সমগোত্রীয় অস্ত্র নিয়ে যায় (যেমন, ক্লাশিনকোভ পাল্টিয়ে থ্রিনট থ্রি রাইফেল নিয়েগেল), তাহলে এতটুকুর অনুমতি রয়েছে। কিন্তু নিম্ন মানের অস্ত্র পাল্টিয়ে উন্নত মানের অস্ত্র নিয়ে যেতে পারবে না। এমনিভাবে এক প্রকারের অস্ত্র পাল্টিয়ে আরেক প্রকারের অস্ত্র নিতে পারবে না। যেমন, পিস্তল পাল্টিয়ে রাইফেল নিতে পারবে না। [৩২]

মাসআলা:-৩৪

---

[৩১]. **قال فى البدائع:** لَيْسَ لِلتَّاجِرِ أَنْ يَحْمِلَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ أَهْلُ الْحَرْبِ عَلَى الْحَرْبِ مِنْ الْأَسْلِحَةِ ، وَالْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَكُلِّ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ فِي الْحَرْبِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إمْدَادَهُمْ ، وَإِعَانَتَهُمْ عَلَى حَرْبِ الْمُسْلِمِينَ... وَلَا بَأْسَ بِحَمْلِ الثِّيَابِ وَالْمَتَاعِ وَالطَّعَامِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ إلَيْهِمْ ؛ لِانْعِدَامِ مَعْنَى الْإِمْدَادِ ، وَالْإِعَانَةِ ، وَعَلَى ذَلِكَ جَرَتْ الْعَادَةُ مِنْ تُجَّارِ الْأَعْصَارِ ، أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ دَارَ الْحَرْبِ لِلتِّجَارَةِ مِنْ غَيْرِ ظُهُورِ الرَّدِّ وَالْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ ، إلَّا أَنَّ التَّرْكَ أَفْضَلُ.

[৩২]. **قال فى البدائع:** الْحَرْبِيُّ إذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ لَا يُمَكَّنُ مِنْ أَنْ يَشْتَرِيَ السِّلَاحَ ، وَلَوْ اشْتَرَى لَا يُمَكَّنُ مِنْ أَنْ يُدْخِلَهُ دَارَ الْحَرْبِ لِمَا قُلْنَا ، إلَّا إذَا كَانَ دَاخِلَ دَارِ الْإِسْلَامِ بِسِلَاحٍ فَاسْتَبْدَلَهُ ، فَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ ، إنْ كَانَ الَّذِي اسْتَبْدَلَهُ خِلَافَ جِنْسِ سِلَاحِهِ ، بِأَنْ اُسْتُبْدِلَ الْقَوْسُ بِالسَّيْفِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، لَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ أَصْلًا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ سِلَاحِهِ ، فَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ ، أَوْ أَرْدَأَ مِنْهُ يُمَكَّنُ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ أَجْوَدَ مِنْهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْهُ لِمَا قُلْنَا .

কোনো মুসলিম যদি আমান/ভিসা নিয়ে বিশেষ কোনো কাজে এমন কোনো দারুল হারবে প্রবেশ করে, যারা ওয়াদা রক্ষা করে বলে পরিচিত, তাহলে সেখানে কুরআন শরীফ নিয়ে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। [৩৩]

যুদ্ধক্ষেত্রে কিছু নিষিদ্ধ বিষয়

মাসআলা:-৩৫

শত্রুদের সাথে যদি কখনো কোনো প্রয়োজনে কোনো চুক্তি বা অঙ্গিকার করা হয়, তাহলে চুক্তি বা অঙ্গিকারের খেলাফ কোনো কিছু করা যাবে না। কারণ, অঙ্গিকার ভঙ্গ করা নিষিদ্ধ।

মাসআলা:-৩৬

গনীমতের মালে খেয়ানত নিষিদ্ধ। অর্থাৎ বণ্টনের পূর্বে সেখান থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা জায়েয নেই। তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য, তেল-গ্যাস ও কাপড় গ্রহণ করা যাবে। [৩৪]

মাসআলা:-৩৭

বন্দী কাফেরদেরকে হত্যার পূর্বে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা জায়েয নেই। বরং হত্যার প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়া ব্যতীত হত্যা করতে হবে। (প্রাগুক্ত)

শত্রু পক্ষের যাদেরকে হত্যা করা যাবে না

মাসআলা:-৩৮

---

[৩৩]. **قال فى الدر:** (وَإِذَا دَخَلَ مُسْلِمٌ إلَيْهِمْ بِأَمَانٍ جَازَ حَمْلُ الْمُصْحَفِ مَعَهُ إذَا كَانُوا يُوفُونَ بِالْعَهْدِ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ تَعَرُّضِهِمْ هِدَايَةٌ.

[৩৪]. **قال فى الدر:** (وَ) نُهِينَا (عَنْ غَدْرٍ وَغُلُولٍ وَ) عَنْ (مُثْلَةٍ) بَعْدَ الظَّفْرِ بِهِمْ أَمَّا قَبْلَهُ فَلَا بَأْسَ بِهَا اخْتِيَارٌ.

قال فى البدائع: فَلَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِالْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ ، وَالْعَلَفِ وَالْحَطَبِ مِنْهَا قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ فَقِيرًا كَانَ الْمُنْتَفِعُ أَوْ غَنِيًّا ؛ لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَى الِانْتِفَاعِ بِذَلِكَ فِي حَقِّ الْكُلِّ ،

যুদ্ধ চলাকালীন শত্রু পক্ষের যাদেরকে ইচ্ছাকৃত টার্গেট করে হত্যা করা বৈধ নয় তাদের বিবরণ নিম্নরূপ:

১. নারী।

২. শিশু (নাবালেগ পুত্র ও কন্যা সন্তান)।

৩. মস্তিষ্ক বিকৃত বৃদ্ধ এবং এমন বৃদ্ধ যিনি যুদ্ধ, সন্তান জন্মদান এবং উচ্চ স্বরে চিৎকারে অক্ষম।

৪. পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগী।

৫. প্যারালাইসিস রুগী।

৬. অন্ধ ব্যক্তি।

৭. ডান হাত বাম পা কিংবা বাম হাত ডান পা কর্তিত ব্যক্তি।

৮. শুধু ডান হাত কর্তিত ব্যক্তি।

৯. নির্বোধ ব্যক্তি।

১০. পাগল।

১১. মন্দির বা গীর্জায় অবস্থানকারী সন্যাসী।

১২. মানুষের সংশ্রবত্যাগী পাহাড় বা জঙ্গলে নির্জনবাসী ব্যক্তি।

১৩. ঘরে বা উপাসনালয়ে অবস্থানকারী সংসারবিরাগী ব্যক্তি।

তবে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ যদি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে যায়, তখন তাদেরকেও হত্যা করা বৈধ হবে। যেমন, কেউ যদি অস্ত্র হাতে যুদ্ধের ময়দানে চলে আসে কিংবা কাফেরদেরকে যুদ্ধের উপর উদ্বুদ্ধ করে, অথবা মুসলিমদের কোনো গোপন সংবাদ ফাঁস করে দেয় বা যুদ্ধের ব্যাপারে বুদ্ধি-পরামর্শ দেয় কিংবা তাদের কেউ যদি শত্রুবাহিনীর নেতা/নেত্রী হয়, সেক্ষেত্রে

তাদেরকে হত্যা করা বৈধ। এমনিভাবে তাদের কেউ যদি যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থকড়ি প্রদান করে, তাহলে তাকেও হত্যা করা বৈধ। [৩৫]

মাসআলা:-৩৯

মানুষের সংশ্রবত্যাগী পাহাড় বা জঙ্গলে নির্জনবাসী ব্যক্তি এবং ঘরে বা উপাসনালয়ে অবস্থানকারী সংসারবিরাগী ব্যক্তি যদি মানুষের সংশ্রবে আসে। মানুষের সাথে উঠাবসা করে, তাহলে তাকেও হত্যা করা বৈধ। এমনিভাবে এমন পাগল, যে মাঝে মাঝে সুস্থ হয়, সুস্থাবস্থায় তাকে হত্যা করা বৈধ। তাছাড়া বোবা, বধির এবং শুধু বাম হাত কিংবা এক পা কর্তনের শিকার ব্যক্তিকেও হত্যা করা বৈধ যদিও তারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করুক। কারণ, তারা মূলত যোদ্ধা হওয়ার উপযুক্ত।[৩৬]

মাসআলা:-৪০

যাদেরকে হত্যা করা বৈধ নয়, তাদের কাউকে যদি কোনো মুজাহিদ ইচ্ছাকৃত হত্যা করে ফেলে, তাহলে অবৈধ কাজ করার কারণে গুনাহ হবে। তাই তাওবা-ইস্তিগফার করে নিবে। তবে কোনো দিয়ত বা কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। [৩৭]

মাসআলা:-৪১

---

[৩৫]. **قال فى البدائع:** أَمَّا حَالَ الْقِتَالِ فَلَا يَحِلُّ فِيهَا قَتْلُ امْرَأَةٍ وَلَا صَبِيٍّ ، وَلَا شَيْخٍ فَانٍ ، وَلَا مُقْعَدٍ وَلَا يَابِسِ الشِّقِّ ، وَلَا أَعْمَى ، وَلَا مَقْطُوعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ ، وَلَا مَقْطُوعِ الْيَدِ الْيُمْنَى ، وَلَا مَعْتُوهٍ ، وَلَا رَاهِبٍ فِي صَوْمَعَةٍ ، وَلَا سَائِحٍ فِي الْجِبَالِ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ ، وَقَوْمٍ فِي دَارٍ أَوْ كَنِيسَةٍ تَرَهَّبُوا وَطَبَقَ عَلَيْهِمْ الْبَابُ ... وَلَوْ قَاتَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قُتِلَ ، وَكَذَا لَوْ حَرَّضَ عَلَى الْقِتَالِ ، أَوْ دَلَّ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ كَانَ الْكَفَرَةُ يَنْتَفِعُونَ بِرَأْيِهِ ، أَوْ كَانَ مُطَاعًا ، وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً أَوْ صَغِيرًا ؛ لِوُجُودِ الْقِتَالِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى . قال فى الدر: (إلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ مَلِكًا) أَوْ مُقَاتِلًا (أَوْ ذَا رَأْيٍ) أَوْ مَالٍ (فِي الْحَرْبِ،

[৩৬]. **قال فى البدائع:** فَيُقْتَلُ الْقِسِّيسُ وَالسَّيَّاحُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ ، وَالَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ ، وَالْأَصَمُّ وَالْأَخْرَسُ ، وَأَقْطَعُ الْيَدِ الْيُسْرَى ، وَأَقْطَعُ إحْدَى الرِّجْلَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلُوا ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ ،

[৩৭]. **قال فى الدر:** وَلَوْ قَتَلَ مَنْ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ) مِمَّنْ ذُكِرَ (فَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ وَالِاسْتِغْفَارُ فَقَطْ) كَسَائِرِ الْمَعَاصِي؛ لِأَنَّ دَمَ الْكَافِرِ لَا يَتَقَوَّمُ إلَّا بِالْأَمَانِ وَلَمْ يُوجَدْ،

নাবালেগ বাচ্চা এবং নির্বোধ ব্যক্তি যদি যুদ্ধে শরীক হয়, তাহলে যুদ্ধ চলাকালীন তাদেরকে হত্যা করা বৈধ। কিন্তু যুদ্ধ শেষে বন্দী করার পর তাদেরকে হত্যা করা যাবে না, যদিও তারা কোনো মুসলিমকে হত্যা করুক না কেন।[৩৮]

মাসআলা:-৪২

মুজাহিদ যদি রণাঙ্গনে তার কাফের/মুরতাদ উর্ধতন পুরুষ যথা বাপ-দাদাকে পেয়ে যায়, তাহলে সে অগ্রসর হয়ে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে। বরং সে এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করবে, যেন অন্য কোনো মুজাহিদ এসে তাকে হত্যা করে ফেলে। তবে যদি এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে, তাকে হত্যা না করলে আত্মরক্ষা সম্ভব নয় কিংবা অন্য কোনো মুজাহিদ ধারেকাছে নেই, সেক্ষেত্রে নিজেই তাকে কতল করতে পারবে। তবে বাপ-দাদা ব্যতীত পুত্র, দৌহিত্রসহ অন্য যেকোনো আত্মীয় স্বজনকে নিজ থেকে অগ্রসর হয়ে হত্যা করতে পারবে। [৩৯]

মাসআলা:-৪৩

---

৩৮. **قال فى البدائع:** وَكُلُّ مَنْ يَحِلُّ قَتْلُهُ فِي حَالِ الْقِتَالِ إذَا قَاتَلَ حَقِيقَةً أَوْ مَعْنًى ، يُبَاحُ قَتْلُهُ بَعْدَ الْأَخْذِ وَالْأَسْرِ إلَّا الصَّبِيَّ ، وَالْمَعْتُوهَ الَّذِي لَا يَعْقِلُ ، فَإِنَّهُ يُبَاحُ قَتْلُهُمَا فِي حَالِ الْقِتَالِ إذَا قَاتَلَا حَقِيقَةً وَمَعْنًى ، وَلَا يُبَاحُ قَتْلُهُمَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْقِتَالِ إذَا أُسِرَا ، وَإِنْ قَتَلَا جَمَاعَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ بَعْدَ الْأَسْرِ بِطَرِيقِ الْعُقُوبَةِ ، وَهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْعُقُوبَةِ ، فَأَمَّا الْقَتْلُ فِي حَالَةِ الْقِتَالِ فَلِدَفْعِ شَرِّ الْقِتَالِ ، وَقَدْ وُجِدَ الشَّرُّ مِنْهُمَا فَأُبِيحَ قَتْلُهُمَا لِدَفْعِ الشَّرِّ ، وَقَدْ انْعَدَمَ الشَّرُّ بِالْأَسْرِ ، فَكَانَ الْقَتْلُ بَعْدَهُ بِطَرِيقِ الْعُقُوبَةِ ، وَهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِهَا وَاَللَّهُ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى – أَعْلَمُ .

৩৯. **قال فى الدر:** (وَلَا) يَحِلُّ لِلْفَرْعِ أَنْ (يَبْدَأَ أَصْلَهُ الْمُشْرِكَ بِقَتْلٍ) كَمَا لَا يَبْدَأُ قَرِيبَهُ الْبَاغِيَ (وَيَمْتَنِعُ الْفَرْعُ) عَنْ قَتْلِهِ بَلْ يَشْغَلُهُ (لِ) لِأَجْلِ أَنْ (يَقْتُلَهُ غَيْرُهُ) فَإِنْ فُقِدَ قَتَلَهُ (وَلَوْ قَتَلَهُ فَهَدَرٌ) لِعَدَمِ الْعَاصِمِ (وَلَوْ قَصَدَ الْأَصْلُ قَتْلَهُ وَلَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ إلَّا بِقَتْلِهِ قَتَلَهُ) لِجَوَازِ الدَّفْعِ مُطْلَقًا.

নিহত শত্রুদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে যার মাথা কর্তন করা হলে শত্রুদের অন্তর্জ্বালা বৃদ্ধি পাবে, আর মুসলিমদের অন্তর প্রশান্ত হবে, তাহলে তার মাথা কর্তন করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া এবং কোথাও ঝুলিয়ে রাখা বৈধ। [৪০]

কাফেরদের সাথে সন্ধি সংক্রান্ত আলোচনা

মাসআলা:-৪৪

দারুল ইসলামের রাষ্ট্রপ্রধান (খলীফা/সুলতান) যদি বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে কাফেরদের থেকে অর্থ গ্রহণের বিনিময়ে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি চুক্তি করা মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর মনে করেন, তাহলে তিনি তা করতে পারেন। এর অধিকার তার রয়েছে। এমনিভাবে মুসলিমদের দুর্বলতার সময়ে কাফেরদেরকে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে সাময়িক সময়ের জন্য (শক্তি অর্জন পর্যন্ত) যুদ্ধ বিরতির চুক্তি করাও জায়েয। তবে জাতিসংঘের অধীনে গিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য/ সারা জীবনের জন্য সমস্ত কাফেরের সাথে যুদ্ধ পরিহার ও শান্তিচুক্তি করা জায়েয নেই। কারণ, তাহলে তো শরীয়তের ফরয বিধান ইকদামী জিহাদের অস্তিত্বই বহাল থাকবে না। আল্লাহ তাআলা কাফেরদের জন্য যে জিল্লতীর শাস্তি নির্ধারণ করেছেন তাও তাদের উপর প্রয়োগ করা হবে না। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে না।[৪১]

মাসআলা:-৪৫

কাফেরদের সাথে কৃত সাময়িক যুদ্ধ বিরতি চুক্তির মেয়াদ যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন সাথে সাথেই তাদের উপর হামলা করা বৈধ। আর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই যদি রাষ্ট্রপ্রধান চুক্তি ভঙ্গ করা ভাল মনে করেন, তাহলে তিনি চুক্তি

---

৪০. **قال فى الدر:** لَا بَأْسَ بِحَمْلِ رَأْسِ الْمُشْرِكِ لَوْ فِيهِ غَيْظُهُمْ وَفِيهِ فَرَاغُ قَلْبِنَا، وَقَدْ «حَمَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَوْمَ بَدْرٍ رَأْسَ أَبِي جَهْلٍ وَأَلْقَاهَا بَيْنَ يَدَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا فِرْعَوْنِي وَفِرْعَوْنُ أُمَّتِي كَانَ شَرُّهُ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي أَعْظَمَ مِنْ شَرِّ فِرْعَوْنَ عَلَى مُوسَى وَأُمَّتِهِ» ظَهِيرِيَّةٌ.

৪১. **قال فى الدر:** (وَيَجُوزُ الصُّلْحُ) عَلَى تَرْكِ الْجِهَادِ (مَعَهُمْ بِمَالٍ) مِنْهُمْ أَوْ مِنَّا (لَوْ خَيْرًا) - لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} [الأنفال: ٦١]-

ভঙ্গের কথা কাফেরদেরকে জানিয়ে দিবেন। আর তাদের উপর হামলা করার জন্য এতটুকু সময় নিবেন, যেন তারা নিজেদেরকে গুছিয়ে নিতে পারে।[৪২]

মাসআলা:-৪৬

যুদ্ধ বিরতির চুক্তি যদি অর্থ গ্রহণের বিনিময়ে হয়ে থাকে, আর নির্ধারিত সময়ের আগেই যদি চুক্তি ভঙ্গ করা কল্যাণকর মনে করা হয়, সেক্ষেত্রে যে পরিমাণ সময় বাকি রয়েছে তার সমপরিমাণ অর্থ ফেরত দিতে হবে। [৪৩]

মাসআলা:-৪৭

দারুল হারবে অভিযানের জন্য বের হয়ে দারুল হারবে প্রবেশের পর যদি অর্থের বিনিময়ে তাদের সাথে যুদ্ধ বিরতির চুক্তি হয়, তাহলে ঐ অর্থ গনীমত বলে বিবেচিত হবে। তার উপর গনীমতের হুকুম বর্তাবে। আর দারুল হারবে প্রবেশের আগেই যদি দূত প্রেরণ বা অন্যকোনো মাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে যুদ্ধ বিরতির চুক্তি হয়, তাহলে সেই অর্থ গনীমত বলে বিবেচিত হবে না। বরং তা খারাজ ও জিযিয়ার মত গন্য হবে এবং খারাজ ও জিযিয়ার খাতে ব্যয় করা হবে।[৪৪]

মাসআলা:-৪৮

যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর যদি মেয়াদের মধ্যেই শত্রুপক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করে, চাই তা শত্রু-প্রধানের চুক্তির কোনো শর্ত লঙ্ঘন করার মাধ্যমে হোক কিংবা তার স্পষ্ট

---

[৪২]. (وَنَنْبِذُ) أَيْ نُعْلِمُهُمْ بِنَقْضِ الصُّلْحِ تَحَرُّزًا عَنْ الْغَدْرِ الْمُحَرَّمِ (لَوْ خُيِّرًا). قال الشامى: لَكِنْ لَا يَجُوزُ قِتَالُهُمْ أَيْضًا حَتَّى يَمْضِيَ عَلَيْهِ زَمَانٌ يَتَمَكَّنُ فِيهِ مَلِكُهُمْ مِنْ إنْفَاذِ الْخَبَرِ إلَى أَطْرَافِ مَمْلَكَتِهِ، حَتَّى لَوْ كَانُوا خَرَّبُوا حُصُونَهُمْ لِلْأَمَانِ، وَتَفَرَّقُوا فِي الْبِلَادِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَعُودُوا إلَى مَأْمَنِهِمْ وَيَعْمُرُوا حُصُونَهُمْ كَمَا كَانَتْ تَوَقِّيًا عَنْ الْغَدْرِ، وَهَذَا لَوْ نُقِضَ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، أَمَّا لَوْ مَضَتْ فَلَا يَنْبِذُ إلَيْهِمْ،

[৪৩]. **قال فى رد المحتار:** وَلَوْ كَانَ الصُّلْحُ بِجُعْلٍ فَنَقَضَهُ قَبْلَ الْمُدَّةِ رَدَّ عَلَيْهِمْ بِحِصَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ مُقَابَلٌ بِالْأَمَانِ فِي الْمُدَّةِ فَيَرْجِعُونَ بِمَا لَمْ يُسَلِّمْ لَهُمْ الْأَمَانَ فِيهِ زَيْلَعِيٌّ.

[৪৪]. **قال فى رد المحتار:** (قَوْلُهُ بِمَالٍ مِنْهُمْ) وَيُصْرَفُ مَصَارِفَ الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ إنْ كَانَ قَبْلَ النُّزُولِ بِسَاحَتِهِمْ بَلْ بِرَسُولٍ أَمَّا إذَا نَزَلْنَا بِهِمْ فَهُوَ غَنِيمَةٌ نُخَمِّسُهَا وَنَقْسِمُ الْبَاقِيَ نَهْر

অনুমতি বা মৌনসমর্থনক্রমে ছোট কোনো বাহিনী কর্তৃক আমাদের উপর হামলার মাধ্যমে হোক- সেক্ষেত্রে আমরা পূর্বঘোষণা ছাড়াই তাদের উপর হামলা করতে পারব। তবে শত্রু-প্রধানের স্পষ্ট অনুমতি এবং মৌনসমর্থন ব্যতীত তাদের ছোট কোনো দল আমাদের উপর হামলা করলে, হামলাকারীদের ব্যাপারে চুক্তি ভঙ্গ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। অন্যদের ব্যাপারে চুক্তি বহাল থাকবে। [৪৫]

মাসআলা:-৪৯

মুরতাদ গোষ্ঠি যদি কোনো এলাকা নিজেদের কব্জায় নিয়ে নেয়। সেখানে তাদের হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে প্রয়োজনে তাদের সাথেও যুদ্ধবিরতির চুক্তি করা যাবে। তবে তাদের থেকে অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। আর আমরা যদি তাদের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হই, তাহলে অর্থের বিনিময়েও চুক্তি করা যাবে। নাজায়েয হওয়া সত্ত্বেও যদি মুরতাদদের থেকে অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে চুক্তি করা হয়, তাহলে সে অর্থ তাদেরকে ফেরত দেওয়া হবে না। বরং তা ফাই হিসাবে ব্যবহার করা হবে। তবে বিদ্রোহী মুসলিমদের সাথে যদি অর্থের বিনিময়ে চুক্তি করা হয়, তাহলে যুদ্ধ পূর্ণমাত্রায় থেমে যাওয়ার পর তাদের অর্থ তাদেরকে ফেরত দেওয়া হবে।[৪৬]

নিরাপত্তা ও ভিসা সংক্রান্ত মাসায়েল

মাসআলা:-৫০

---

[৪৫]. **قال فى الدر:** (وَنُقَاتِلُهُمْ بِلَا نَبْذٍ مَعَ خِيَانَةِ مَلِكِهِمْ) وَلَوْ بِقِتَالِ ذِي مَنَعَةٍ بِإِذْنِهِ وَلَوْ بِدُونِهِ انْتَقَضَ حَقُّهُمْ فَقَطْ.

[৪৬]. **قال فى الدر:** (وَ) نُصَالِحُ (الْمُرْتَدِّينَ لَوْ غَلَبُوا عَلَى بَلْدَةٍ وَصَارَتْ دَارُهُمْ دَارَ حَرْبٍ) لَوْ خَيْرًا (بِلَا مَالٍ وَإِلَّا) يَغْلِبُوا عَلَى بَلْدَةٍ (لَا) ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَقْرِيرَ الْمُرْتَدِّ عَلَى الرِّدَّةِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ فَتْحٌ (وَإِنْ أُخِذَ) الْمَالُ (مِنْهُمْ لَمْ يُرَدَّ) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْصُومٍ بِخِلَافِ أَخْذِهِ مِنْ بُغَاةٍ فَإِنَّهُ يُرَدُّ بَعْدَ وَضْعِ الْحَرْبِ أَوْزَارَهَا فَتْحٌ

যুদ্ধ চলাকালীন যদি কোনো স্বাধীন মুসলিম নারী বা পুরুষ এক বা একাধিক কাফেরকে নিরাপত্তা প্রদান করে, তাহলে অন্য কোনো মুসলিমের জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করা ও তাদেরকে হত্যা করা বৈধ হবে না।[৪৭]

মাসআলা:-৫১

নিরাপত্তা প্রদান স্পষ্ট শব্দ, ইঙ্গিতমূলক শব্দ এবং ইশারা এই তিনো পদ্ধতিতে সহীহ হয়। স্পষ্ট শব্দ যেমন, 'আমি তোমাকে নিরাপত্তা প্রদান করলাম' 'তোমাদের কোনো অসুবিধা নেই'। ইঙ্গিতমূলক শব্দ যেমন 'এখানে চলে এস' যদি নিরাপত্তাদাতা এটাকে নিরাপত্তার জন্য বলে থাকে। ইশারা যেমন, আঙ্গুলি দ্বারা আকাশের প্রতি ইঙ্গিত করে নিরাপত্তা বুঝানো।[৪৮]

মাসআলা:-৫২

কাফেরদের কেউ যদি মুসলিমদের প্রতি অস্ত্র তাক না করে (অস্ত্র ফেলে দিয়ে বা নিম্নমুখী করে) নিরাপত্তা চাইতে চাইতে তার বাহিনী ত্যাগ করে মুসলিমদের কাছে চলে আসে, তাহলে তাকে কোনো মুসলিম নিরাপত্তা না দিলেও সে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। তাই তাকে হত্যা করা জায়েয হবে না।[৪৯]

---

[৪৭]. **قال فی رد المحتار:** (قَوْلُهُ وَلَا نَقْتُلُ مَنْ أَمَّنَهُ إلَخْ) أَيْ إذَا أَمَّنَ رَجُلٌ حُرٌّ أَوْ امْرَأَةٌ حَرَّةٌ كَافِرًا أَوْ جَمَاعَةً أَوْ أَهْلَ حِصْنٍ أَوْ مَدِينَةٍ صَحَّ أَمَانُهُمْ وَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قِتَالُهُمْ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» أَيْ لَا تَزِيدُ دِيَةُ الشَّرِيفِ عَلَى دِيَةِ الْوَضِيعِ «وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» أَيْ أَقَلُّهُمْ عَدَدًا وَهُوَ الْوَاحِدُ وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ

[৪৮]. **قال فی الدر:** وَيَصِحُّ بِالصَّرِيحِ كَأَمَّنْتُ أَوْ لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ وَبِالْكِنَايَةِ كَتَعَالَ إذَا ظَنَّهُ أَمَانًا وَبِالْإِشَارَةِ بِالْأُصْبُعِ إلَى السَّمَاءِ.

[৪৯]. **قال فی رد المحتار:** (قَوْلُهُ وَلَوْ نَادَى الْمُشْرِكُ) بِالرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ أَيْ لَوْ طَلَبَ الْمُشْرِكُ الْأَمَانَ مِنَّا صَحَّ لَوْ مُمْتَنِعًا أَيْ فِي مَوْضِعٍ يَمْنَعُهُ عَنْ وُصُولِنَا إلَيْهِ قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ وَهُوَ مَادٌّ سَيْفَهُ أَوْ رُمْحَهُ فَهُوَ فَيْءٌ. اهـ. قُلْت: وَمُفَادُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ مُمْتَنِعًا يَصِيرُ آمِنًا بِمُجَرَّدِ طَلَبِهِ الْأَمَانَ وَإِنْ لَمْ نُؤَمِّنْهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هَذَا إذَا تَرَكَ مَنْعَتَهُ وَجَاءَ إلَيْنَا طَالِبًا فَفِي شَرْحِ السِّيَرِ وَلَوْ كَانَ فِي مَنَعَةٍ بِحَيْثُ لَا يَسَعُ الْمُسْلِمُونَ كَلَامَهُ وَلَا يَرَوْنَهُ فَانْحَطَّ إلَيْنَا وَحْدَهُ بِلَا سِلَاحٍ فَلَمَّا كَانَ بِحَيْثُ نَسْمَعُهُ نَادَى بِالْأَمَانِ فَهُوَ آمِنٌ

মাসআলা:-৫৩

দারুল ইসলামে কোনো হারবী কাফেরকে গ্রেফতার করা হল। সে দাবি করল সে আমান নিয়ে প্রবেশ করেছে। কিন্তু সে তার দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হল না। তাহলে সে ফাই (গোলাম) বলে বিবেচিত হবে।[৫০]

মাসআলা:-৫৪

মুসলিমদের এক বাহিনী এক কাফের গোষ্ঠিকে নিরাপত্তা দিয়েছে। কিন্তু আরেক বাহিনী নাজেনে তাদের উপর হামলা করে তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করেছে, আর নারী-শিশু ও সম্পদ নিজেদের মধ্যে ভাগবটোয়ারা করে নিয়েছে। বণ্টনের পর তারা তাদের আমান সম্পর্কে জানতে পারল। এই অবস্থায় করণীয় হল, হত্যাকারীর রক্তপন আদায় করা আর সঙ্গমকারীর মহরে মিসিল আদায় করা এবং সম্পদ ও বন্দীদেরকে ফেরত দেওয়া।

উল্লেখ্য, উক্ত সঙ্গমে যে বাচ্চা জন্ম নিবে তা স্বাধীন মুসলিম বলে বিবেচিত হবে। আর যেসব মহিলাদের সাথে সঙ্গম করা হয়েছে, তাদেরকে তিন হায়েয ইদ্দত পালন করতে হবে।[৫১]

بِخِلَافِ مَا إذَا أَقْبَلَ سَالًّا سَيْفَهُ مَادًّا بِرُمْحِهِ نَحْوَنَا فَلَمَّا قَرُبَ اسْتَأْمَنَ فَهُوَ فَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الظَّاهِرِ فِيمَا يَتَعَذَّرُ الْوُقُوفُ عَلَى حَقِيقَتِهِ جَائِزٌ، وَلَوْ فِي إبَاحَةِ الدَّمِ كَمَا لَوْ دَخَلَ بَيْتَهُ إنْسَانٌ لَيْلًا، وَلَمْ يَدْرِ أَنَّهُ سَارِقٌ أَوْ هَارِبٌ، فَلَوْ عَلَيْهِ سِيَمَا اللُّصُوصِ لَهُ قَتْلُهُ وَإِلَّا فَلَا ثَمَّ. قَالَ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ فَارَقَ الْمَنَعَةَ عِنْدَ الِاسْتِئْمَانِ فَإِنَّهُ يَكُونُ آمِنًا عَادَةً وَالْعَادَةُ تُجْعَلُ حُكْمًا إذَا لَمْ يُوجَدْ التَّصْرِيحُ بِخِلَافِهِ،

[৫০]. **قال فى رد المحتار:** وَلَوْ وَجَدْنَا حَرْبِيًّا فِي دَارِنَا فَقَالَ: دَخَلْت بِأَمَانٍ لَمْ يُصَدَّقْ وَكَذَا ... فَلَوْ لَمْ يَصْحَبْهُ دَلِيلٌ وَلَا كِتَابٌ فَأَخَذَهُ مُسْلِمٌ فَهُوَ فَيْءٌ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

[৫১]. **قال فى الدر:** وَلَوْ غَارَ عَلَيْهِمْ عَسْكَرٌ آخَرُ ثُمَّ بَعْدَ الْقِسْمَةِ عَلِمُوا بِالْأَمَانِ فَعَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَةُ وَعَلَى الْوَاطِئِ الْمَهْرُ، وَالْوَلَدُ حُرٌّ مُسْلِمٌ تَبَعًا لِأَبِيهِ وَتُرَدُّ النِّسَاءُ وَالْأَوْلَادُ إلَى أَهْلِهَا يَعْنِي بَعْدَ ثَلَاثِ حِيَضٍ. وقال فى شرح السير الكبير: رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَمَّنَ قَوْمًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ آخَرُونَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلُوا الرِّجَالَ وَأَصَابُوا النِّسَاءَ وَالْأَمْوَالَ فَاقْتَسَمُوهَا، وَوُلِدَ مِنْهُنَّ لَهُمْ أَوْلَادٌ، ثُمَّ عَلِمُوا بِالْأَمَانِ، فَعَلَى الْقَاتِلِينَ دِيَةُ الْقَتْلَى. لِأَنَّ أَمَانَ الْوَاحِدِ نَافِذٌ فِي حَقِّ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَيَظْهَرُ بِهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّقَوُّمُ فِي نُفُوسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.

মাসআলা:-৫৫

প্রদেয় 'নিরাপত্তা'/ ভিসা যদি অকল্যাণকর মনে হয়, তাহলে দারুল ইসলামের রাষ্ট্রপ্রধান তা উঠিয়ে নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে, অমুক সময় থেকে তোমাদের নিরাপত্তা উঠিয়ে নেয়া হল।[৫২]

মাসআলা:-৫৬

কেউ যদি উপযুক্ত কারণ বিবেচনা ছাড়াই কাউকে নিরাপত্তা প্রদান করে, তাহলে সে শাস্তির উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত হবে। তবে যাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে সে নিরাপত্তা পেয়ে যাবে।[৫৩]

মাসআলা:-৫৭

জিম্মী কাফের, বন্দী মুসলিম, দারুল হারবে অবস্থানরত ব্যবসায়ী, পাগল, এমন কিশোর ও গোলাম যারা যুদ্ধের অনুমতি পায়নি এবং এমন ব্যক্তি যে দারুল হারবে মুসলমান হয়েছে কিন্তু দারুল ইসলামে হিজরত করেনি, তাদের আমান বা নিরাপত্তা প্রদান বাতিল বলে বিবেচিত হবে।[৫৪]

وَالْقَتْلُ مِنْ الْقَاتِلِينَ كَانَ بِصِفَةِ الْخَطَأِ حِين لَمْ يَعْلَمُوا بِالْأَمَانِ، أَوْ بِصِفَةِ الْعَمْدِ إنْ عَلِمُوا بِالْأَمَانِ، وَلَكِنْ مَعَ قِيَامَ الشُّبْهَةِ الْمُبِيحَةِ وَهِيَ الْمُحَارَبَةُ. فَتَجِبُ الدِّيَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] . وَالنِّسَاءُ وَالْأَمْوَالُ مَرْدُودَةٌ عَلَيْهِمْ لِبُطْلَانِ الِاسْتِرْقَاقِ بِعِصْمَةِ الْمَحَلِّ، وَيَغْرَمُونَ لِلنِّسَاءِ أَصْدُقَهُنَّ لِأَجْلِ الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ، فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُمْ بَاشَرُوا الْوَطْءَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَسَقَطَ الْحَدُّ بِشُبْهَةٍ، فَيَجِبُ الْمَهْرُ وَالْأَوْلَادُ أَحْرَارٌ.

[৫২]. **قال فى الدر:** (وَيَنْقُضُ الْإِمَامُ) الْأَمَانَ (لَوْ) بَقَاؤُهُ (شَرًّا) **قال فى رد المحتار:** (قَوْلُهُ وَيَنْقُضُ الْإِمَامُ الْأَمَانَ) وَيُعْلِمُهُمْ بِذَلِكَ كَمَا مَرَّ قُهُسْتَانِيٌّ.

[৫৩]. **قال فى الدر:** وَمُبَاشِرُهُ بِلَا مَصْلَحَةٍ يُؤَدَّبُ.

[৫৪]. **قال فى الدر:** (وَبَطَلَ أَمَانُ ذِمِّيٍّ) إلَّا إذَا أَمَرَهُ بِهِ مُسْلِمٌ شُمُنِّيٌّ (وَأَسِيرٍ وَتَاجِرٍ وَصَبِيٍّ وَعَبْدٍ مَحْجُورَيْنِ عَنْ الْقِتَالِ) وَصَحَّحَ مُحَمَّدٌ أَمَانَ الْعَبْدِ. وَفِي الْخَانِيَّةِ خِدْمَةُ الْمُسْلِمِ مَوْلَاهُ الْحَرْبِيَّ أَمَانٌ لَهُ (وَمَجْنُونٍ وَشَخْصٍ أَسْلَمَ ثَمَّةَ وَلَمْ يُهَاجِرْ إلَيْنَا) ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ الْقِتَالَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

মাসআলা:-৫৮

কাফেরদের হাতে বন্দী মুসলিম যদি তাদেরকে আমান দেয়। এরপর রাতের আধাঁরে চুপিচুপি তাদেরকে নিয়ে নিরাপত্তা চাওয়ার জন্য মুসলিম বাহিনীর শিবিরে উপস্থিত হলে, আগত কাফেররা ফাই বলে গণ্য হবে। তবে তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা যাবে না। কেননা তারা যুদ্ধ করতে আসেনি; আমান চাইতে এসেছিল।[৫৫]

মাসআলা:-৫৯

মুজাহিদবাহিনী শত্রুদেরকে চতুরদিক থেকে ঘেরাউ করে ফেলার পর কেউ যদি অস্ত্র ফেলে আমান চেয়ে আমাদের কাছে চলে আসে, তাহলে সে হত্যা থেকে নিরাপত্তা পাবে, অর্থাৎ তাকে হত্যা করা যাবে না। (প্রাগুক্ত রেফারেন্স দ্রষ্টব্য)

গনীমত সংক্রান্ত মাসায়েল

এ অধ্যায়ের শুরুতেই তিনটি পরিভাষা সম্পর্কে জেনে রাখা উচিত।

১. গনীমত: কাফেরদের কাছ থেকে যুদ্ধ/বল প্রয়োগের মাধ্যমে যে সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয় তাকে গনীমত বলে। গনীমতের এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মালে দিতে হয়, বাকী সম্পদ যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হয়।

২. ফাই: যুদ্ধ ও বলপ্রয়োগ ছাড়া চুক্তি কিংবা অন্যকোনো মাধ্যমে যে সম্পদ অর্জিত হয় তা হল ফাই। যেমন, খারাজ, জিযিয়া। এই সম্পদ পুরোটাই বাইতুল মালে থাকবে। রাষ্ট্রপ্রধান প্রয়োজন অনুপাতে মুসলিমদের কল্যাণে তা ব্যয় করবেন।

৩. নফল বা পুরস্কার: যুদ্ধের আমীর যদি যুদ্ধের সময় ঘোষণা করে দেন যে, ‘যে মাল যে পাবে তা তার বলে গণ্য হবে কিংবা যে যাকে হত্যা করবে তার

---

[৫৫]. **قال فى رد المحتار:** [تَنْبِيهٌ] ذَكَرَ فِي شَرْحِ السِّيَرِ: لَوْ أَمَّنَهُمْ الْأَسِيرُ ثُمَّ جاءَ بِهِمْ لَيْلًا إلَى عَسْكَرِنَا فَهُمْ فَيْءٌ لَكِنْ لَا تُقْتَلُ رِجَالُهُمْ اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّهُمْ جَاءُوا لِلِاسْتِئْمَانِ لَا لِلْقِتَالِ كَالْمَحْصُورِ إذَا جَاءَ تَارِكًا لِلْقِتَالِ بِأَنْ أَلْقَى السِّلَاح وَنَادَى بِالْأَمَانِ فَإِنَّهُ يَأْمَنُ الْقَتْلَ.

অস্ত্রসহ তার সাথের যাবতীয় বস্তু সে পাবে’- এটাকে বলা হয় নফল বা পুরস্কার। নফলের মধ্যে ব্যক্তি মালিকানা সাব্যস্ত হয়, এর কোনো অংশ বাইতুল মালে দিতে হবে না।[৫৬]

মাসআলা:-৬০

দারুল হারবের কাফেরদের কোনো সম্পদ যদি কোনো মুসলিম চুরি করে বা কেড়ে নেয় কিংবা হারবী কাফের যদি কোনো মুসলিমকে কিছু হাদিয়া দেয়, তাহলে তা গনীমত নয়। এর কোনো অংশ বাইতুল মালে দিতে হবে না। বরং এ মাল যে নিয়েছে ও যাকে দেয়া হয়েছে তার মালিকানা বলে গণ্য হবে। সে তা ব্যবহার করতে পারবে।[৫৭]

মাসআলা:-৬১

যুদ্ধ বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিজিত অঞ্চলের সম্পদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১. অস্থাবর সম্প ২. স্থাবর সম্পদ ৩. কয়েদী।

---

[৫৬]. **قال فی رد المحتار:** مَطْلَبٌ بَيَانُ مَعْنَى الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ قَالَ فِي الْهِنْدِيَّةِ: الْغَنِيمَةُ اسْمٌ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ الْكَفَرَةِ بِقُوَّةِ الْغُزَاةِ وَقَهْرِ الْكَفَرَةِ وَالْفَيْءُ: مَا أُخِذَ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ كَالْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ وَفِي الْغَنِيمَةِ الْخُمُسُ دُونَ الْفَيْءِ. قال فی البدائع: فَالْغَنِيمَةُ عِنْدَنَا اسْمٌ لِلْمَأْخُوذِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى سَبِيلِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ ، وَأَمَّا) الْفَيْءُ فَهُوَ اسْمٌ لِمَا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ ، وَلَا رِكَابٍ ، نَحْوُ الْأَمْوَالِ الْمَبْعُوثَةِ بِالرِّسَالَةِ إلَى إمَامِ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْأَمْوَالِ الْمَأْخُوذَةِ عَلَى مُوَادَعَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَلَا خُمْسَ فِيهِ ؛ (أَمَّا) النَّفَلُ فِي اللُّغَةِ فَعِبَارَةٌ عَنْ الزِّيَادَةِ ، ... وَفِي الشَّرِيعَةِ عِبَارَةٌ عَمَّا خَصَّهُ الْإِمَامُ لِبَعْضِ الْغُزَاةِ تَحْرِيضًا لَهُمْ عَلَى الْقِتَالِ ، سُمِّيَ نَفْلًا لِكَوْنِهِ زِيَادَةً عَلَى مَا يُسْهَمُ لَهُمْ مِنْ الْغَنِيمَةِ ، وَالتَّنْفِيلُ هُوَ تَخْصِيصُ بَعْضِ الْغُزَاةِ بِالزِّيَادَةِ ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ : مَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَلَهُ رُبْعُهُ أَوْ ثُلُثُهُ أَوْ قَالَ : مَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ أَوْ قَالَ : مَنْ أَخَذَ شَيْئًا أَوْ قَالَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ أَوْ قَالَ لِسَرِيَّةٍ : مَا أَصَبْتُمْ فَلَكُمْ رُبْعُهُ أَوْ ثُلُثُهُ أَوْ قَالَ : فَهُوَ لَكُمْ وَذَلِكَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ بِذَلِكَ تَحْرِيضٌ عَلَى الْقِتَالِ ، وَأَنَّهُ أَمْرٌ مَشْرُوعٌ وَمَنْدُوبٌ إلَيْهِ .

[৫৭]. **قال فی رد المحتار:** وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ هَدِيَّةٌ أَوْ سَرِقَةٌ أَوْ خِلْسَةٌ أَوْ هِبَةٌ، فَلَيْسَ بِغَنِيمَةٍ وَهُوَ لِلْآخِذِ خَاصَّةً. اهـ.

অস্থাবর সম্পদের হুকুম: অস্থাবর সম্পদ যেমন, নগদ অর্থ, সোনা, রূপা, ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র এবং প্রাপ্ত অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদির এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মালে দিয়ে বাকী অংশ মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। এর ব্যতিক্রম করার কোনো সুযোগ নেই।

বি.দ্র. বর্তমানে যেহেতু মুজাহিদের থাকা-খাওয়া, অস্ত্র, গোলাবারুদ, চিকিৎসাসহ যাবতীয় খরচ ইমারা/বাইতুল মাল বহন করে, তাই গনীমত মুজাহিদকে না গিয়ে পুরোটাই ইমারা/ বাইতুল মাল নিতে পারবে বলে আশা করা যায়। আল্লাহু আ'লাম।

স্থাবর সম্পদের হুকুম: স্থাবর সম্পদ তথা বিজিত এলাকার জমি ও ঘর-বাড়ী। বিজিত এলাকার স্থাবর সম্পদের ব্যাপারে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান নিম্ন বর্ণিত দুই নীতির যেকোনো একটি গ্রহণ করতে পারবে।

ক. এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মালে দিয়ে বাকী অংশ যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া।

খ. যদি জমির মালিক মুরতাদ বা আরবের মুশরিক না হয়, বরং আহলে কিতাব বা আজমের মুশরিক হয়, সেক্ষেত্রে জমির মালিকদের কাছে জমি বুঝিয়ে দিয়ে জমির উপর খারাজ ধার্য করবে এবং তাদের উপর জিযিয়া আরোপ করে তাদেরকে জিম্মী হিসাবে বসবাস করার সুযোগ দিবে। আর ফসল উঠার আগ পর্যন্ত যতটুকু খরচ তাদের প্রয়োজন তাও তাদেরকে দিতে হবে।

কয়েদীদের হুকুম: কয়েদীদের ব্যাপারে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান তিন নীতির যেকোনো একটি গ্রহণ করতে পারবে:

ক. বালেগ পুরুষদের হত্যা করবে আর নারী ও শিশুদেরকে দাস-দাসীরূপে বণ্টন করে দিবে।

খ. নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে দাস-দাসীরূপে বণ্টন করে দিবে।

গ. সকলকে জিম্মীরূপে স্বাধীন ছেড়ে দিবে। আর তাদের উপর জিযিয়া কর আরোপ করে দিবে।

তবে মুরতাদ এবং আরবের মুশরিকদেরকে ছাড়া হবে না। হয়তো তারা ইসলাম কবুল করবে নয়তো তাদেরকে কতল করা হবে। কিন্তু মুরতাদ ও আরবের মুশরিকদের নারী-শিশুদেরকে কতল করা হবে না। বরং তাদেরকে দাস-দাসীরূপে বণ্টন করে দিবে।[৫৮]

মাসআলা:-৬২

যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করার আগেই যদি কয়েদীরা মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু বন্দী হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ তাদের দাস-দাসী হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। তবে বন্দী হওয়ার আগেই যদি তারা মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে হত্যাও করা যাবে না এবং দাস-

---

[৫৮]. **قال فی البدائع:** إذَا ظَهَرَ الْإِمَامُ عَلَى بِلَادِ أَهْلِ الْحَرْبِ فَالْمُسْتَوْلَى عَلَيْهِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ أَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ : الْمَتَاعُ ، وَالْأَرَاضِي ، وَالرِّقَابُ ، أَمَّا الْمَتَاعُ : فَإِنَّهُ يُخَمَّسُ وَيُقْسَمُ الْبَاقِي بَيْنَ الْغَانِمِينَ ، وَلَا خِيَارَ لِلْإِمَامِ فِيهِ .وَأَمَّا الْأَرَاضِي فَلِلْإِمَامِ فِيهَا خِيَارَانِ إنْ شَاءَ خَمَّسَهَا وَيَقْسِمُ الْبَاقِيَ بَيْنَ الْغَانِمِينَ لِمَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا فِي يَدِ أَهْلِهَا بِالْخَرَاجِ وَجَعَلَهُمْ ذِمَّةً إنْ كَانُوا بِمَحَلِّ الذِّمَّةِ ، بِأَنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مِنْ مُشْرِكِي الْعَجَمِ ، وَوَضَعَ الْجِزْيَةَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَالْخَرَاجَ عَلَى أَرَاضِيهِمْ... وَأَمَّا الرِّقَابُ فَالْإِمَامُ فِيهَا بَيْنَ خِيَارَاتٍ ، ثَلَاثٍ ، إنْ شَاءَ قَتَلَ الْأَسَارَى مِنْهُمْ ، وَهُمْ الرِّجَالُ الْمُقَاتِلَةُ ، وَسَبَى النِّسَاءَ وَالذَّرَارِيَّ... وَإِنْ شَاءَ اسْتَرَقَّ الْكُلَّ فَخَمَسَهُمْ وَقَسَمَهُمْ ، لِأَنَّ الْكُلَّ غَنِيمَةٌ حَقِيقَةً لِحُصُولِهَا فِي أَيْدِيهِمْ عَنْوَةً وَقَهْرًا بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ الْكُلَّ إلَّا رِجَالَ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَالْمُرْتَدِّينَ ، فَإِنَّهُمْ لَا يُسْتَرَقُّونَ عِنْدَنَا ، بَلْ يُقْتَلُونَ أَوْ يُسْلِمُونَ... وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمْ أَحْرَارًا بِالذِّمَّةِ إنْ كَانُوا بِمَحَلِّ الذِّمَّةِ وَالِاسْتِرْقَاقِ ؛

وقال فی الدر: وَلَوْ فَتَحَهَا عَنْوَةً) بِالْفَتْحِ أَيْ قَهْرًا (قَسَمَهَا بَيْنَ الْجَيْشِ) إنْ شَاءَ (أَوْ أَقَرَّ أَهْلَهَا عَلَيْهَا بِجِزْيَةٍ) عَلَى رُءُوسِهِمْ (وَخَرَاجٍ) عَلَى أَرَاضِيهِمْ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى عِنْدَ حَاجَةِ الْغَانِمِينَ (أَوْ أَخْرَجَهُمْ مِنْهَا وَأَنْزَلَ بِهَا قَوْمًا غَيْرَهُمْ وَوَضَعَ عَلَيْهِمْ الْخَرَاجَ) وَالْجِزْيَةَ (لَوْ) كَانُوا (كُفَّارًا) فَلَوْ مُسْلِمِينَ وَضَعَ الْعُشْرَ لَا غَيْرُ (وَقَتَلَ الْأُسَارَى) إنْ شَاءَ إنْ لَمْ يُسْلِمُوا (أَوْ اسْتَرَقَّهُمْ أَوْ تَرَكَهُمْ أَحْرَارًا ذِمَّةً لَنَا) إلَّا مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَالْمُرْتَدِّينَ كَمَا سَيَجِيءُ.

وقال فی رد المحتار: وَأَمَّا الْمَنُّ عَلَيْهِمْ بِرِقَابِهِمْ وَأَرْضِهِمْ فَمَكْرُوهٌ، إلَّا أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِمْ مِنْ الْمَالِ مَا يَتَمَكَّنُونَ بِهِ مِنْ إقَامَةِ الْعَمَلِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى الْأَرَاضِي إلَى أَنْ يَخْرُجَ الْغِلَالُ وَإِلَّا فَهُوَ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ،

দাসীরূপে ব্যবহারও করা যাবে না, বরং তারা স্বাধীন মুসলিম বলে বিবেচিত হবে।[৫৯]

মাসআলা:-৬৩

যুদ্ধবন্দীদেরকে ফ্রী ছেড়ে দেওয়া হারাম। তবে রাষ্ট্রপ্রধান যদি বিশেষ কোনো বন্দীকে মুসলিমদের বিশেষ কোনো স্বার্থে ছেড়ে দেওয়া কল্যাণকর মনে করেন, তাহলে সেক্ষেত্রে বিশেষ কাউকে ফ্রী ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। বন্দীদের কেউ যদি বন্দী হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করে তবুও স্বাভাবিক হালতে তাকে ফ্রী ছাড়া যাবে না।[৬০]

মাসআলা:-৬৪

সন্ধির মাধ্যমে কোনো এলাকা বিজিত হলে রাষ্ট্রপ্রধান সন্ধির শর্ত বহাল রাখবে। পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধানও সন্ধি বহাল রাখবে। বিজিত এলাকার জমির মালিকানা জমির মালিকদের হাতেই বহাল থাকবে। তাদের উপর জিযিয়া কর আরোপ

---

[৫৯]. وقال فى رد المحتار: (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُسْلِمُوا) فَلَوْ أَسْلَمُوا تَعَيَّنَ الْأَسْرُ (قَوْلُهُ أَوْ اسْتَرَقَّهُمْ) وَإِسْلَامُهُ لَا يَمْنَعُ اسْتِرْقَاقَهُمْ، مَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ الْأَخْذِ كَذَا فِي الْمُلْتَقَى وَشَرْحِهِ.

[৬০]. وقال فى الدر: (وَحَرُمَ مَنُّهُمْ) أَيْ إطْلَاقُهُمْ مَجَّانًا وَلَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِمْ ابْنُ كَمَالٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَانِمِينَ، وَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى - {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [مُحَمَّد: ۴]- قُلْنَا نُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى - {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: ۵]- شَرْحُ مَجْمَعٍ.

وقال فى رد المحتار: وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ النَّظَرَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الْمَنِّ عَلَى بَعْضِ الْأَسَارَى، فَلَا بَأْسَ بِهِ أَيْضًا؛ «لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَنَّ عَلَى ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ الْحَنَفِيِّ بِشَرْطِ أَنْ يَقْطَعَ الْمِيرَةَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَفَعَلَ ذَلِكَ حَتَّى قَحَطُوا» شَرْحُ السِّيَرِ مُلَخَّصًا.

করবে। আর জমি যে পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয় সেই পানির বিবেচনায় জমির ফসলের উপর খারাজ বা উশর নির্ধারণ করবে।[৬১]

মাসআলা:-৬৫

রাষ্ট্রপ্রধান চাইলে যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত এলাকার সমস্ত কাফেরকে উচ্ছেদ করে, সেখানে মুসলিমদেরকে কিংবা অন্যকোনো কাফের গোষ্ঠিকেও বসবাস করার সুযোগ দিতে পারে। যদি মুসলিমদেরকে জমি বুঝিয়ে দেয়, তাহলে জমির উপর উশর নির্ধারণ করবে। আর কাফেরদেরকে দিলে তাদের উপর জিযিয়া এবং জমির উপর খারাজ নির্ধারণ করে দিবে। [৬২]

বন্দী বিনিময়ের আলোচনা

মাসআলা:-৬৬

মুসলিমদের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বচ্ছল থাকাবস্থায় অর্থের বিনিময়ে কাফের বন্দীদেরকে মুক্ত করা জায়েয নেই। তবে মুসলিমদের যদি অর্থের প্রয়োজন পড়ে, সেক্ষেত্রে অর্থ/মুক্তিপণ গ্রহণ করে কাফের কয়েদীকে ছেড়ে দেওয়া জায়েয আছে। বিশেষত এমন সব ব্যক্তিকে অর্থের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া বৈধ, যাদের থেকে সন্তান জন্মের আশা করা যায় না; যারা সন্তান জন্মদানে সক্ষম নয়। যেমন, অতিশয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। এমনিভাবে মুসলিম বন্দীদের বিনিময়ে কাফেরদের নারী-পুরুষ ও শিশুসহ যেকোনো বন্দীকে মুক্ত করা জায়েয আছে।[৬৩]

---

[৬১]. قال فی الدر: (إذَا فَتَحَ الْإِمَامُ بَلْدَةً صُلْحًا جَرَى عَلَى مُوجِبِهِ وَكَذَا مَنْ بَعْدَهُ) مِنْ الْأُمَرَاءِ (وَأَرْضُهَا تَبْقَى مَمْلُوكَةً لَهُمْ. وقال فی رد المحتار: (قَوْلُهُ إذَا فَتَحَ الْإِمَامُ بَلْدَةً صُلْحًا) وَيُعْتَبَرُ فِي صُلْحِهِ الْمَاءُ الْخَرَاجِيُّ وَالْعُشْرِيُّ، فَإِنْ كَانَ مَاؤُهُمْ خَرَاجِيًّا صَالَحَهُمْ عَلَى الْخَرَاجِ وَإِلَّا فَعَلَى الْعُشْرِ أَفَادَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ ط

[৬২]. قال فی الدر: (أَوْ أَخْرَجَهُمْ مِنْهَا وَأَنْزَلَ بِهَا قَوْمًا غَيْرَهُمْ وَوَضَعَ عَلَيْهِمْ الْخَرَاجَ) وَالْجِزْيَةَ (لَوْ) كَانُوا (كُفَّارًا) فَلَوْ مُسْلِمِينَ وَضَعَ الْعُشْرَ لَا غَيْرُ.

[৬৩]. وقال فی رد المحتار: ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ: «أَنَّهُ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَفَدَى بِامْرَأَةٍ نَاسًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةَ» .قُلْت: وَعَلَى

মাসআলা:-৬৭

অর্থকড়ির খুব বেশি জরুরত ব্যতীত কাফেরদের থেকে প্রাপ্ত যুদ্ধাস্ত্র অর্থের বিনিময়ে ফিরিয়ে দেওয়া জায়েয নেই। এমনিভাবে কোনো কয়েদী মুসলমান হয়েগেলে তার সন্তুষ্টি এবং কাফেরদের পরিবেশে তার ঈমান ঠিক থাকার আশা ব্যতীত, তার বিনিময়ে কাফেরদের হাতে আটক আরেক মুসলিম কয়েদীকে মুক্ত করা জায়েয নেই।[৬৪]

মাসআলা:-৬৮

কোনো মুসলিম দারুল হারব থেকে মুসলিম বন্দীদেরকে ক্রয়ের মাধ্যমে মুক্ত করতে চাইলে, স্বাভাবিক অবস্থায় নারীদেরকে প্রথমে মুক্ত করার চেষ্টা করবে। যাতে কাফেররা মুসলিম নারীদের অবমাননা করার সুযোগ নাপায়। তবে মুসলিমদের যোদ্ধা পুরুষের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে, সেক্ষেত্রে যোদ্ধা পুরুষদেরকেও অগ্রাধিকার দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।[৬৫]

মাসআলা:-৬৯

هَذَا فَقَوْلُ الْمُتُونِ حَرُمَ فِدَاؤُهُمْ مُقَيَّدٌ بِالْفِدَاءِ بِالْمَالِ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ أَمَّا الْفِدَاءُ بِالْمَالِ عِنْدَ الْحَاجَةِ أَوْ بِأَسْرَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ جَائِزٌ... (قَوْلُهُ وَاتَّفَقُوا أَنَّهُ لَا يُفَادَى بِنِسَاءٍ وَصِبْيَانٍ) إذْ الصِّبْيَانُ يَبْلُغُونَ فَيُقَاتِلُونَ وَالنِّسَاءُ يَلِدْنَ فَيَكْثُرُ نَسْلُهُمْ مِنَحٌ وَلَعَلَّ الْمَنْعَ فِيمَا إذَا أَخَذَ الْبَدَلَ مَالًا وَإِلَّا فَقَدْ جَوَّزُوا دَفْعَ أَسْرَاهُمْ فِدَاءً لِأَسْرَانَا مَعَ أَنَّهُمْ إذَا ذَهَبُوا إلَى دَارِهِمْ يَتَنَاسَلُونَ ط

[৬৪]. قال فى رد المحتار: (قَوْلُهُ وَخَيْلٍ وَسِلَاحٍ) أَيْ إذَا أَخَذْنَاهُمَا مِنْهُمْ فَطَلَبُوا الْمُفَادَاةَ بِمَالٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ نَفْعَلَ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَقْوِيَةً يَخْتَصُّ بِالْقِتَالِ فَلا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ مِنَحٌ ط (قَوْلُهُ إلَّا إذَا أَمِنَ عَلَى إسْلَامِهِ) أَيْ وَطَابَتْ نَفْسُهُ بِدَفْعِهِ فِدَاءً؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ تَخْلِيصَ مُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ إضْرَارٍ لِمُسْلِمٍ آخَرَ فَتْحٌ.

[৬৫]. قال فى رد المحتار: [تَنْبِيهٌ] فِي الْقُنْيَةِ: أَرَادَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَنْ يَشْتَرِيَ أُسَارَى وَفِيهِمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ وَعُلَمَاءُ وَجُهَّالٌ فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ الرِّجَالِ وَالْجُهَّالِ قَالَ: وَجَوَابُهُ إنْ كَانَ مَنْصُوصًا مِنْ السَّلَفِ فَسَمْعًا وَطَاعَةً، وَإِلَّا فَقَضِيَّةُ الدَّلِيلِ تَقْدِيمُ النِّسَاءِ صِيَانَةً لِأَبْضَاعِ الْمُسْلِمَاتِ. قُلْت: وَالْعُلَمَاءُ احْتِرَامًا لِلْعِلْمِ. اهـ. وَعَلَّلَ الْبَزَّازِيُّ تَأْخِيرَ الْعَالِمِ لِفَضْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخْدَعُ بِخِلَافِ الْجَاهِلِ دُرٌّ مُنْتَقَى، وَقَدْ يُقَالُ يُقَدَّمُ الرِّجَالُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِمْ فِي الْقِتَالِ ط وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا اُضْطُرَّ إلَيْهِمْ وَإِلَّا فَصِيَانَةُ الْأَبْضَاعِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى ذَلِكَ الِانْتِفَاعِ تَأَمَّلْ.

কাফেরদের হাতে বন্দী মুসলিমদেরকে নগদ অর্থ, স্বর্ণ-রূপা, কাপড়চোপড়, খাদ্য ইত্যাদির বিনিময়ে মুক্ত করা জায়েয আছে। তবে অস্ত্র এবং এমন সব বস্তু যা যুদ্ধের কাজে ব্যবহার হয় তা মুক্তিপণ হিসাবে দেওয়া জায়েয নেই। [৬৬]

মাসআলা:-৭০

দুইজন কাফের পুরুষ বন্দীকে মুক্ত করার বিনিময়ে একজন মুসলিম পুরুষকে মুক্ত করানো জায়েয নেই। বরং দুইজন কাফেরের বিনিময়ে কমপক্ষে দুইজন মুসলিম পুরুষকে মুক্ত করাতে হবে।[৬৭]

মাসআলা:-৭১

গ্রেফতারের পর বণ্টনের পূর্বে কোনো বন্দী ইসলাম কবুল করলে তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। [৬৮]

যুদ্ধ ও যুদ্ধজয় সংক্রান্ত বিবিধ মাসায়েল

মাসআলা:-৭২

দারুল হারবের বিজিত এলাকাকে দারুল ইসলামের আওতাভুক্ত করা সম্ভব না হওয়ার সুরতে, বিজিত এলাকার নারী-শিশুসহ যাদেরকে হত্যা করা নিষিদ্ধ, তাদেরকে তাদের অবস্থায় রেখে আসবে। তাদেরকে ধ্বংস করার কোনো পাঁয়তারা করা নাজায়েয, যেমন তাদেরকে গভীর মরুভূমিতে রেখে আসা।[৬৯]

---

[৬৬]. **قال فى البدائع:** وَتَجُوزُ مُفَادَاةُ أَسَارَى الْمُسْلِمِينَ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالثِّيَابِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَيْسَ فِيهَا إِعَانَةٌ لَهُمْ عَلَى الْحَرْبِ ، وَلَا يُفَادُونَ بِالسِّلَاحِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إِعَانَةً لَهُمْ عَلَى الْحَرْبِ وَاَللَّهُ.

[৬৭]. **قال فى البدائع:** وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْ الْأَسَارَى ، وَيُؤْخَذَ بَدَلَهُ رَجُلَيْنِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ؛ لِأَنَّ كَمْ مِنْ وَاحِدٍ يَغْلِبُ اثْنَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَيُؤَدِّي إِلَى الْإِعَانَةِ عَلَى الْحَرْبِ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ ،

[৬৮]. **قال فى البدائع:** ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ خِيَارِ الْقَتْلِ لِلْإِمَامِ فِي الْأَسَارَى قَبْلَ الْقِسْمَةِ إِذَا لَمْ يُسْلِمُوا ، فَإِنْ أَسْلَمُوا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَا يُبَاحُ قَتْلُهُمْ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ عَاصِمٌ ،

[৬৯]. قال فى رد المحتار: فَحَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُهُمْ فَلْيُتْرَكُوا فِي مَكَانِهِمْ بِلَا مُبَاشَرَةِ السَّبَبِ فِي إِهْلَاكِهِمْ.

মাসআলা:-৭৩

বিজিত এলাকার যেসব গবাদি পশু সঙ্গে করে নিয়ে আসা সম্ভব নয়, সেগুলো জবাই করে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলবে। যেন আল্লাহর শত্রু কাফেররা এসব দ্বারা উপকৃত হতে না পারে। এমনিভাবে, যেসব আসবাবপত্র, গাড়ি ও অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে আসা সম্ভব নয়, সেগুলোর মধ্য থেকে যেগুলো জ্বালানো সম্ভব তা জ্বালিয়ে দিবে। আর যেগুলো জ্বলার নয় সেগুলো গোপন কোনো স্থানে মাটিতে দাফন করে রাখবে। কাফেরদের উপর বিদ্বেষ প্রকাশের জন্য তাদের ঘরোয়া তৈজষপত্রও ভেঙ্গেচুরে রেখে আসবে। যেসব খাদ্যবস্তু নিয়ে আসা যাচ্ছে না, তাও নষ্ট করে রেখে আসবে।[৯০]

মাসআলা:-৭৪

মুজাহিদগণ দারুল হারবে সাপ-বিচ্ছুর সম্মুখীন হলে সেগুলো মারবে না। বরং বাচিয়ে রাখবে, যাতে এই বিষধর প্রাণীগুলো বংশ বিস্তার করণের মাধ্যমে দারুল হারবের অধিবাসীদের কষ্ট দিতে পারে। তবে সাময়িকভাবে সেগুলোর অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সাপের দাঁত ফেলে দিবে আর বিচ্ছুর লেজ উপড়ে ফেলবে।[৯১]

মাসআলা:-৭৫

হারবী কাফেররা মৃত মহিলাদের সাথেও সঙ্গমে লিপ্ত হয়, কিংবা মুসলিমদের সাথে শত্রুতার কারণে মুসলিম নারী দেহের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হতে পারে-এমন তথ্য জানা থাকলে মুজাহিদদের সাথে অবস্থানরত কোনো নারীর মৃত্যুহলে তাকে গোপন কোনোস্থানে দাফন করে দিবে, যেন ওরা খুঁজে না পায়। তবে যদি মুজাহিদগণ সেখানে এই পরিমাণ সময় অবস্থান করেন যে পরিমাণ সময়ে লাশ পঁচে গলে যায়, সেক্ষেত্রে প্রকাশ্য স্থানেও দাফন করা যাবে । কিন্তু যদি দ্রুত

---

[৯০] **قال فى الدر:** (وَ) حَرُمَ (عَقْرُ دَابَّةٍ شَقَّ نَقْلُهَا) إلَى دَارِنَا (فَتُذْبَحُ وَتُحْرَقُ) بَعْدَهُ إذْ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إلَّا رَبُّهَا (كَمَا تُحْرَقُ أَسْلِحَةٌ وَأَمْتِعَةٌ تَعَذَّرَ نَقْلُهَا وَمَا لَا يُحْرَقُ مِنْهَا) كَحَدِيدٍ (يُدْفَنُ بِمَوْضِعٍ خَفِيٍّ) وَتُكْسَرُ أَوَانِيهِمْ وَتُرَاقُ أَدْهَانُهُمْ مُغَايَظَةً لَهُمْ.

[৯১] **قال فى الدر:** (وَجَدَ الْمُسْلِمُونَ حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا فِي رِحَالِهِمْ ثَمَّةَ) أَيْ فِي دَارِ الْحَرْبِ (يَنْزِعُونَ ذَنَبَ الْعَقْرَبِ وَأَنْيَابَ الْحَيَّةِ) قَطْعًا لِلضَّرَرِ عَنَّا (بِلَا قَتْلٍ) إبْقَاءً لِلنَّسْلِ تَتَارْخَانِيَّةٌ.

চলে আসতে হয় এবং গোপন স্থানেও লাশ দাফন করা সম্ভব না হয়, অপর দিকে কাফের কর্তৃক মুসলিম নারী দেহের অবমাননার আশংকা হয়, সেক্ষেত্রে লাশ জ্বালিয়ে দিবে।[৭২]

গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন নীতি

বণ্টন দুই প্রকার:

১. স্থানান্তরের প্রয়োজনে বণ্টন: যেমন, দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে মালামাল নিয়ে আসার যথেষ্ট পরিমাণ গাড়ি-ঘোড়া না থাকলে স্থানান্তরের জন্য যোদ্ধাদের মাঝে মাল বণ্টন করে দেওয়া। এই বণ্টন জায়েয। এই বণ্টন দ্বারা কেউ মালের মালিক হয় না।

২. মালিকানামূলক বণ্টন: অর্থাৎ যে বণ্টন দ্বারা প্রত্যেকে নিজ অংশের মালিক হয়ে যায় এবং বেচা-কেনা, হেবাসহ মালিকানার অন্যসকল প্রকার হক সাব্যস্ত হয়। এই প্রকারের বণ্টন নিয়ে নিম্নে আলোচনা হবে।

মাসআলা:-৭৬

বিজিত এলাকাকে যদি (আহকামুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপত্তা জোরদার করণের মাধ্যমে) দারুল ইসলামের আওতাভুক্ত করা হয়, তাহলে সেখানেই মালিকানামূলক বণ্টন জায়েয আছে। বিজিত এলাকাকে যদি দারুল ইসলামের আওতাভুক্ত করা না হয়, সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক হালতে দারুল হারবে থাকাবস্থায় মালিকানা মূলক বণ্টন জায়েয নেই। আর দারুল হারবে থাকাবস্থায় মালের মধ্যে যোদ্ধাদের মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। এমনিভাবে দারুল ইসলামে নিয়ে আসার পর বণ্টনের পূর্বেও যোদ্ধাদের মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। বরং বণ্টনের পর মালিকানা সাব্যস্ত হয়। তবে দারুল হারবে থাকাবস্থায় যুদ্ধলব্ধ সম্পদে যোদ্ধাদের

---

[৭২]. **قال فى الدر:** مَاتَ نِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ ثَمَّةَ وَأَهْلُ الْحَرْبِ يُجَامِعُونَ الْأَمْوَاتَ يُحْرَقْنَ بِالنَّارِ. قال الشامى: (قَوْلُهُ يُحْرَقْنَ بِالنَّارِ) أَيْ إذَا لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُنَّ بِمَحِلٍّ يَخْفَى عَلَيْهِمْ وَلَمْ تَطُلْ الْمُدَّةُ بِحَيْثُ يَتَفَسَّخْنَ ط.

হক সাব্যস্ত হয়। দারুল ইসলামে নিয়ে আসার পর সাব্যস্ত হক আরো শক্তিশালী হয়। আর বণ্টনের পর মালিকানা প্রমাণিত হয়।

তবে দারুল হারবে থাকাবস্থায় বিশেষ কোনো প্রয়োজনে যদি আমীর সাহেব প্রাপ্ত সম্পদকে বণ্টন ভাল মনে করেন কিংবা যোদ্ধাগণ যদি মালিকানামূলক বণ্টন দাবি করে বসেন, আর আমীর সাহেব বণ্টন না করলে ফেতনার আশংকা অনুভব করেন, সেক্ষেত্রে দারুল হারবে থাকাবস্থায়ই মালিকানামূলক বণ্টন জায়েয আছে।[৭৩]

মাসআলা:-৭৭

মুজাহিদদেরকে সাহায্যকারী বাহিনী দারুল হারবে যোদ্ধা বাহিনীর সাথে মিলিত হলে তারাও গনীমতে সমান অংশ পাবে। তাদের আসার পূর্বেই যদি যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়, তারপরও তারা গনীমতে অংশীদার সাব্যস্ত হবে। তবে কয়েক সূরতে তারা গনীমতে ভাগিদার হবে না, যথা:

ক. তাদের আসার আগেই যদি মুজাহিদগণ দারুল ইসলামে পৌঁছে যান।

খ. তাদের আসার আগেই যদি দারুল হারবের মধ্যে আমীর সাহেব গনীমত তাকসীম করে দেন।

---

[৭৩] **قال فى الدر:** (وَلَا تُقْسَمُ غَنِيمَةٌ ثَمَّةَ إلَّا إذَا قُسِمَ) عَنْ اجْتِهَادٍ أَوْ لِحَاجَةِ الْغُزَاةِ فَتَصِحُّ أَوْ (لِلْإِيدَاعِ) فَتَحِلُّ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ حَمُولَةٌ. قال فى رد المحتار: مَطْلَبٌ فِي قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ (قَوْلُهُ وَلَا تُقْسَمُ غَنِيمَةٌ ثَمَّةَ) عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَهَا قَبْلَ الْإِحْرَازِ، وَقِيلَ تُكْرَهُ تَحْرِيمًا دُرٌّ مُنْتَقَى (قَوْلُهُ أَوْ لِحَاجَةِ الْغُزَاةِ) وَكَذَا لَوْ طَلَبُوا الْقِسْمَةَ مِنْ الْإِمَامِ وَخَشِيَ الْفِتْنَةَ كَمَا فِي الْهِنْدِيَّةِ عَنْ الْمُحِيطِ (قَوْلُهُ فَتَصِحُّ) أَيْ وَتَثْبُتُ الْأَحْكَامُ فَتْحٌ أَيْ مِنْ حِلِّ الْوَطْءِ وَالْبَيْعِ وَالْعِتْقِ وَالْإِرْثِ. بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِدُونِ اجْتِهَادٍ أَوْ احْتِيَاجٍ، وَلَوْ بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِنَا ...وَالْحَاصِلُ كَمَا فِي الْفَتْحِ عَنْ الْمَبْسُوطِ: أَنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ عِنْدَنَا بِنَفْسِ الْأَخْذِ وَيَتَأَكَّدُ بِالْإِحْرَازِ وَيُمْلَكُ بِالْقِسْمَةِ كَحَقِّ الشُّفْعَةِ يَثْبُتُ بِالْبَيْعِ، وَيَتَأَكَّدُ بِالطَّلَبِ وَيَتِمُّ الْمِلْكُ بِالْأَخْذِ وَمَا دَامَ الْحَقُّ ضَعِيفًا لَا تَجُوزُ الْقِسْمَةُ. اهـ.

গ. তাদের আসার আগেই যদি আমীর সাহেব গনীমতের মাল বিক্রি করে দেন সেক্ষেত্রে মূল্যের মধ্যে তারা অংশীদার সাব্যস্ত হবে না।

ঘ. তাদের আসার আগেই যদি যোদ্ধা মুজাহিদগণ বিজিত এলাকাকে দারুল ইসলামের আওতাভুক্ত করে ফেলেন, সেক্ষেত্রেও সাহায্যকারী বাহিনী গনীমতে অংশ পাবে না।[৭৪]

মাসআলা:-৭৮

মুজাহিদ বাহিনীর মধ্য থেকে যে সরাসরি যুদ্ধ করেছে এবং যে অসুস্থতা কিংবা অন্যকোনো কাজের কারণে যুদ্ধে শরীক হতে পারেনি, তারা উভয়ে গনীমতের মধ্যে সমান অংশ পাবে। এমনিভাবে হুকুমতের পক্ষ থেকে নিয়োজিত নিয়মিত যোদ্ধা এবং স্বেচ্ছাসেবক সাময়িক কালের মুজাহিদ উভয়ে সমান অংশ পাবে। স্বাভাবিক অবস্থায় কাউকে কমবেশি দেওয়া যাবে না। এমনকি মুজাহিদ বাহিনীর প্রধানকেও বেশি দেওয়া যাবে না। [৭৫]

মাসআলা:-৭৯

যারা শুধু ব্যবসার জন্য মুজাহিদ বাহিনীর সাথে যাবে, তারা গনীমত পাবে না। এমনিভাবে দারুল হারবের হারবী কাফের এবং মুরতাদ যদি মুসলমান হয় তবুও তারা গনীমত পাবে না। তবে এই তিন শ্রেণীর লোক যদি যুদ্ধে শরীক হয়

---

[৭৪]. قال فى رد المحتار: (قَوْلُهُ وَمَدَدٌ لَحِقَهُمْ ثَمَّةَ) أَيْ إذَا لَحِقَ الْمُقَاتِلِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ جَمَاعَةً يَمُدُّونَهُمْ وَيَنْصُرُونَهُمْ شَارَكُوهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمُقَاتِلِينَ لَمْ يَمْلِكُوهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَذَكَرَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة أَنَّهُ لَا تَنْقَطِعُ مُشَارَكَةُ الْمَدَدِ لَهُمْ إلَّا بِثَلَاثٍ إحْدَاهَا: إحْرَازُ الْغَنِيمَةِ بِدَارِنَا. الثَّانِيَةُ: قِسْمَتُهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ. الثَّالِثَةُ: بَيْعُ الْإِمَامِ لَهَا ثَمَّةَ؛ لِأَنَّ الْمَدَدَ لَا يُشَارِكُ الْجَيْشَ فِي الثَّمَنِ اهـ قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ وَتَقْيِيدُهُ بِقَوْلِهِ ثَمَّةَ أَيْ فِي دَارِ الْحَرْبِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ فَتَحَ الْعَسْكَرُ بَلَدًا بِدَارِ الْحَرْبِ، وَاسْتَظْهَرُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ لَحِقَهُمْ الْمَدَدُ لَمْ يُشَارِكْهُمْ؛ لِأَنَّهُ صَارَ بَلَدَ الْإِسْلَامِ، فَصَارَتْ الْغَنِيمَةُ مُحْرَزَةً بِدَارِ الْإِسْلَامِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الِاخْتِيَارِ. اهـ. قُلْت: وَكَذَا فِي شَرْحِ السِّيَرِ وَزَادَ أَنَّ مِثْلَهُ لَوْ وَقَعَ قِتَالُ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي دَارِنَا فَلَا شَيْءَ لِلْمَدَدِ.

[৭৫]. قال فى رد المحتار: [تَنْبِيهٌ] قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَأَفَادَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْمُقَاتِلَ وَغَيْرَهُ سَوَاءٌ، حَتَّى يَسْتَحِقَّ الْجُنْدِيُّ الَّذِي لَمْ يُقَاتِلْ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ وَاحِدٌ عَلَى آخَرَ بِشَيْءٍ حَتَّى أَمِيرُ الْعَسْكَرِ، وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ كَذَا فِي الْفَتْحِ وَفِي الْمُحِيطِ وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الْغَزْوِ وَصَاحِبُ الدِّيوَانِ سَوَاءٌ.

তাহলে তারা গনীমত পাবে। কিন্তু আমান বা ভিসা নিয়ে ব্যবসার জন্য যে ব্যক্তি দারুল হারবে গিয়েছে সে গনীমত পাবে না, যদিও সে যুদ্ধে শরীক হোকনা কেন।[৭৬]

মাসআলা:-৮০

যে মুজাহিদ যুদ্ধে শহীদ হবে কিংবা গনীমত বণ্টন বা বিক্রির পূর্বে দারুল হারবে মৃত্যুবরণ করবে সে গনীমত পাবে না। তবে গনীমত বণ্টন, বিক্রি কিংবা দারুল ইসলামে নিয়ে আসার পর যদি কেউ ইন্তিকাল করে, তাহলে তার অংশ তার ওয়ারিশগণ পাবে।[৭৭]

উল্লেখ্য, শহীদ মুজাহিদের পরিবার-পরিজনের পূর্ণ নিরাপত্তা ও দেখভালের দায়িত্ব, দারুল ইসলাম-কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাবে।

মাসআলা:-৮১

গনীমত বণ্টন শেষ হওয়ার পর এক ব্যক্তি এসে দাবি করল, সে যুদ্ধে শরীক হয়েছিল এবং সে যথাযথ প্রমাণ পেশ করার মাধ্যমে নিজ দাবি প্রমাণিত করল। এমতাবস্থায় পূর্বের বণ্টন ভঙ্গ করা হবে না। বরং দাবিদারকে তার প্রাপ্য অংশ বাইতুল মাল থেকে দিয়ে দেওয়া হবে।[৭৮]

মাসআলা:-৮২

কোনো মুজাহিদ যদি দারুল হারবে এমন কোনো কিছু পায় যা কারো মালিকানাধীন নয়, যেমন মুক্ত হরিণ, খরগোশ, মধুর চাক ইত্যাদি তাও

---

[৭৬]. **قال فی الدر:** لَا سُوقِيٍّ) وَحَرْبِيٍّ أَوْ مُرْتَدٍّ أَسْلَمَ ثَمَّةَ (بِلَا قِتَالٍ) فَإِنْ قَاتَلُوا شَارَكُوهُمْ قال فی رد المحتار: (قَوْلُهُ لَا سُوقِيٍّ) هُوَ الْخَارِجُ مَعَ الْعَسْكَرِ لِلتِّجَارَةِ نَهْرٌ (قَوْلُهُ أَسْلَمَ ثَمَّةَ) عَائِدٌ عَلَى الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ لِلْعَطْفِ بِأَوْ وَزَادَ فِي الْفَتْحِ التَّاجِرَ الَّذِي دَخَلَ بِأَمَانٍ وَلَحِقَ الْعَسْكَرَ وَقَاتَلَ.

[৭৭]. **قال فی الدر:** (وَلَا مَنْ مَاتَ ثَمَّةَ قَبْلَ قِسْمَةٍ أَوْ بَيْعٍ، وَ) أَوْ مَاتَ (بَعْدَ أَحَدِهِمَا ثَمَّةَ أَوْ بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِنَا يُورَثُ نَصِيبُهُ) لِتَأَكُّدِ مِلْكِهِ تَتَارْخَانِيَّةٌ

[৭৮]. **قال فی الدر:** ادَّعَى رَجُلٌ شُهُودَ الْوَقْعَةِ وَبَرْهَنَ وَقَدْ قُسِمَتْ لَمْ تُنْقَضْ اسْتِحْسَانًا وَيُعَوَّضُ بِقَدْرِ حَظِّهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ،

গনীমতের মধ্যে ফিরিয়ে দিতে হবে। বিক্রি করে ফেললে, তার মূল্য ফিরিয়ে দিবে।[৭৯]

মাসআলা:-৮৩

দারুল হারবে থাকাবস্থায় বণ্টনের আগে কোনো মুজাহিদ যদি গনীমতের কোনো মাল নষ্ট করে ফেলে, তাহলে জরিমানা দিতে হবে না। তবে দারুল ইসলামে প্রবেশের পর নষ্ট করলে জরিমানা দিতে হবে।[৮০]

মাসআলা:-৮৪

কোনো মুজাহিদবাহিনী যদি গনীমত নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশের আগেই কিংবা দারুল হারবে তাকসীম করার আগেই কাফেরদের কোনো বাহিনী হামলা করে তাদের থেকে মাল ছিনিয়ে নিয়ে যায়, এরপর আরেক মুজাহিদ বাহিনী কাফেরদের থেকে ঐ মাল ছিনিয়ে নিয়ে আসে, তাহলে দ্বিতীয় বাহিনী-ই ঐ মালের হকদার সাব্যস্ত হবে। প্রথম বাহিনীর ঐ মালের মধ্যে কোনো অধিকার থাকবে না।

তবে প্রথম বাহিনী উক্ত মাল নিজেদের মধ্যে তাকসীম করার পর যদি কাফেররা নিয়ে যায়, তাহলে দ্বিতীয় বাহিনী ঐ মাল নিয়ে আসার পর নিজেদের মধ্যে তাকসীম করার আগে, প্রথম বাহিনীর সদস্যগণ নিজ নিজ ভাগের মাল দ্বিতীয় বাহিনী থেকে কোনো মূল্য পরিশোধ ছাড়াই নিয়ে নিতে পারবে। আর যদি দ্বিতীয় বাহিনী উক্ত মাল নিজেদের মধ্যে তাকসীম করে ফেলে, সেক্ষেত্রে প্রথম বাহিনীর সদস্যগণ উচিত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে নিজ মাল ফেরত নিতে

---

[৭৯]. **قال فى الدر**: وَمَنْ وَجَدَ مَا لَا يَمْلِكُهُ أَهْلُ الْحَرْبِ كَصَيْدٍ وَعَسَلٍ فَهُوَ مُشْتَرَكٌ فَيَتَوَقَّفُ بَيْعُهُ عَلَى إجَازَةِ الْأَمِيرِ فَإِنْ هَلَكَ أَوْ الثَّمَنُ أَنْفَعُ أَجَازَهُ وَإِلَّا رَدَّهُ لِلْغَنِيمَةِ بَحْر.

[৮০]. **قال فى البدائع**: إذَا أَتْلَفَ وَاحِدٌ مِنْ الْغَانِمِينَ شَيْئًا مِنْ الْغَنِيمَةِ لَا يَضْمَنُ عِنْدَنَا... وَأَمَّا بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ ، أَوْ يَتَأَكَّدُ الْحَقُّ وَيَتَقَرَّرُ ؛ ...فَتَجُوزُ الْقِسْمَةُ وَيَجْرِي فِيهِ الْإِرْثُ ، وَيَضْمَنُ الْمُتْلِفُ ،

পারবে, যদি ফেরত নিতে চায়। আর দ্বিতীয় বাহিনীর সদস্যগণও তাকসীমের পর মূল্যের বিনিময়ে মাল ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।[৮১]

মাসআলা:-৮৫

সেনাপ্রধান যদি যুদ্ধের সময় এই ঘোষণা প্রদান করেন যে, 'যে যোদ্ধা যে জিনিস নিতে পারবে সেটা তার মালিকানাধীন বলে গণ্য হবে', তাহলে এই তানফীল বা পুরস্কার ঘোষণার ক্ষেত্রে যে যোদ্ধা যে মাল পাবে সেটার উপর তার ব্যক্তি মালিকানা সাব্যস্ত হবে। উক্ত মালের মধ্যে অন্য কেউ শরীক হবে না। কোনো সাহায্যকারী বাহিনী আসলেও তারা ঐ মালের মধ্যে শরীক হবে না।[৮২]

মাসআলা:-৮৬

দারুল হারবে অবস্থানকালে প্রয়োজন পড়লে বণ্টনের আগেই মুজাহিদগণ গনীমতের মাল থেকে প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করতে পারবে। নিজের অস্ত্র হারিয়ে গেলে কিংবা নষ্ট হয়ে গেলে গনীমতের অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে পারবে। তবে যুদ্ধ শেষে অস্ত্র গনীমতে ফেরত দিতে হবে। এমনিভাবে গরু, ছাগল, উট, ঘোড়া ইত্যাদি জবাই করে খাওয়া যাবে, তবে চামড়া গনীমতের মালের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। নিজেদের গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহন সচল রাখার প্রয়োজনে তাদের পাম্প থেকে হাজত মাফিক তেল-গ্যাস, পেট্রল

---

[৮১]. **قال فى البدائع:** وَلَوْ أَخَذَ الْمُسْلِمُونَ غَنِيمَةً ثُمَّ غَلَبَهُمْ الْعَدُوُّ فَاسْتَنْقَذُوهَا مِنْ أَيْدِيهِمْ ، ثُمَّ جَاءَ عَسْكَرٌ آخَرُ فَأَخَذَهَا مِنْ الْعَدُوِّ فَأَخْرَجُوهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ اخْتَصَمَ الْفَرِيقَانِ نُظِرَ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُونَ لَمْ يَقْتَسِمُوهَا وَلَمْ يُحْرِزُوهَا بِدَارِ الْإِسْلَامِ فَالْغَنِيمَةُ لِلْآخَرِينَ ، لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ لَمْ يَثْبُتْ لَهُمْ إلَّا مُجَرَّدُ حَقٍّ غَيْرِ مُتَقَرِّرٍ ، وَقَدْ ثَبَتَ لِلْآخَرِينَ مِلْكٌ عَامٌّ أَوْ حَقٌّ مُتَقَرِّرٌ يَجْرِي مَجْرَى الْمِلْكِ ، فَكَانُوا أَوْلَى بِالْغَنَائِمِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُونَ قَدْ اقْتَسَمُوهَا فَالْقِسْمَةُ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا لَمْ يُحْرِزُوهَا بِدَارِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهَا بِالْقِسْمَةِ مِلْكًا خَاصًّا ، فَإِذَا غَلَبَهُمْ الْكُفَّارُ فَقَدْ اسْتَوْلَوْا عَلَى أَمْلَاكِهِمْ ، فَإِنْ وَجَدُوهَا فِي يَدِ الْآخَرِينَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذُوهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَإِنْ وَجَدُوهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذُوهَا بِالْقِيمَةِ إنْ شَاءُوا كَمَا فِي سَائِرِ أَمْوَالِهِمْ الَّتِي اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْعَدُوُّ ،

[৮২]. **قال فى البدائع:** وَالصَّحِيحُ أَنَّ ثُبُوتَ الْمِلْكِ فِي النَّفْلِ لَا يَقِفُ عَلَى الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ بَيْنَ أَصْحَابِنَا.

ইত্যাদিও গ্রহণ করা যাবে। এসব হুকুমের ক্ষেত্রে ধনী ও গরীব যোদ্ধার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।[৮৩]

মাসআলা:-৮৭

মুজাহিদ বাহিনীর সাথে যেসব মহিলা আহতদের চিকিৎসা, রান্নাবান্না, পানি পান করানো ইত্যাদি কাজের জন্য গিয়েছে, তারা গনীমতের মালে পুরুষদের মত পূর্ণ অংশ পাবে না। বরং সেনাপ্রধান নিজ ইচ্ছামত তাদেরকে কিছু দিয়ে খুশি করবে।[৮৪]

মাসআলা:-৮৮

ব্যবসার জন্য যেসব মুসলমান মুজাহিদ বাহিনীর সাথে গিয়েছে, তারা যেমন গনীমতের মালে অংশ পাবে না, ঠিক তেমনি তারা গনীমতের মাল থেকে প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও ফ্রী ফ্রী কিছু খেতে পারবে না। তাদের প্রয়োজন হলে তারা গনীমতের মাল থেকে ক্রয় করে আহার করতে পারবে।[৮৫]

মাসআলা:-৮৯

---

[৮৩]. **قال فی البدائع:** فَلَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِالْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ ، وَالْعَلَفِ وَالْحَطَبِ مِنْهَا قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ فَقِيرًا كَانَ الْمُنْتَفِعُ أَوْ غَنِيًّا ؛ لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَى الِانْتِفَاعِ بِذَلِكَ فِي حَقِّ الْكُلِّ ، فَإِنَّهُمْ لَوْ كُلِّفُوا حَمْلَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ مُدَّةَ ذَهَابِهِمْ وَإِيَابِهِمْ وَمُقَامِهِمْ فِيهَا لَوَقَعُوا فِي حَرَجٍ عَظِيمٍ ، بَلْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ ، فَسَقَطَ اعْتِبَارُ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْغَانِمِينَ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ ، وَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ شَرْعًا وَالْتَحَقَتْ هَذِهِ الْمَحَالُّ بِالْمُبَاحَاتِ الْأَصْلِيَّةِ لِهَذِهِ الضَّرُورَةِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ مَأْكُولًا مِثْلَ السَّمْنِ وَالزَّيْتِ وَالْخَلِّ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ وَيُدْهِنَ بِهِ نَفْسَهُ ، وَدَابَّتَهُ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الِانْتِفَاعِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ لَازِمَةٌ .... وَهَكَذَا إذَا ذَبَحُوا الْبَقَرَ أَوْ الْغَنَمَ وَأَكَلُوا اللَّحْمَ وَرَدُّوا الْجُلُودَ إلَى الْمَغْنَمِ ؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِهِ لَيْسَ مِنْ الْحَاجَاتِ اللَّازِمَةِ ،

[৮৪]. **قال فی البدائع:** الْمَرْأَةَ تَسْتَحِقُّ الرَّضْخَ مِنْ الْغَنِيمَةِ ،

[৮৫]. (وَأَمَّا) بَيَانُ مَنْ يَنْتَفِعُ بِالْغَنَائِمِ ، فَنَقُولُ : إنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا إلَّا الْغَانِمُونَ ، فَلَا يَجُوزُ لِلتُّجَّارِ أَنْ يَأْكُلُوا شَيْئًا مِنْ الْغَنِيمَةِ إلَّا بِثَمَنٍ ؛

যদি কোনো হারবী কাফের বন্দী হওয়ার আগেই দারুল হারবে মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে সে নিজেকে, নিজের নাবালেগ সন্তানকে, নিজের সাথে যেসব অর্থকড়ি আছে তা এবং কোনো মুসলিম বা জিম্মীর কাছে যেসব মাল আমানত রেখেছে সেসব মাল হেফাজতে সক্ষম হল। অর্থাৎ তাকে ও তার নাবালেগ সন্তানকে দাস বানানো যাবে না এবং তার উল্লেখিত সম্পদও তার থেকে নেওয়া যাবে না।

তবে তার ইসলাম কবুলের আগেই যদি তার নাবালেগ সন্তানদেরকে গ্রেফতার করা হয়, তাহলে তারা গনীমতের মাল বলে গণ্য হবে। আর তার বালেগ সন্তানাদি, স্ত্রী এবং স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পদ (পূর্বে উল্লেখিত সম্পদ ব্যতীত) গনীমত বলে গণ্য হবে।

এমনিভাবে যদি হারবী কাফের ইসলাম কবুল করে দারুল ইসলামে চলে আসে, এরপর মুজাহিদ বাহিনী দারুল হারব বিজয় করে, সেক্ষেত্রেও তার যাবতীয় মাল গনীমত বলে গণ্য হবে। তবে তার নাবালেগ সন্তান গনীমত হবে না।[৮৬]

মাসআলা:-৯০

কোনো হারবী কাফের ভিসা ব্যতীত দারুল ইসলামে প্রবেশ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সে ও তার মাল মুসলিমদের জন্য ফাই-এ পরিণত হয়। তাই সে যদি গ্রেফতারের পূর্বে ইসলাম কবুল করে তবুও সে ও তার সাথের যাবতীয় মাল ফাই বলে গণ্য হবে। সে ও তার মাল বাইতুল মালের সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। সাহেবাইন এর মতে গ্রেফতারকারী ব্যক্তিগতভাবে তার ও তার মালের

---

[৮৬]. **قال فى الدر:** (وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ) قَبْلَ مَسْكِهِ (عَصَمَ نَفْسَهُ وَطِفْلَهُ وَكُلَّ مَا مَعَهُ) فَإِنْ كَانُوا أُخِذُوا أَحْرَزَ نَفْسَهُ فَقَطْ (أَوْ أَوْدَعَهُ مَعْصُومًا) وَلَوْ ذِمِّيًّا فَلَوْ عِنْدَ حَرْبِيٍّ فَفَيْءٌ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ ثُمَّ خَرَجَ إلَيْنَا ثُمَّ ظَهَرْنَا عَلَى الدَّارِ فَمَالُهُ ثَمَّةَ فَيْءٌ سِوَى طِفْلِهِ لِتَبَعِيَّتِهِ (لَا وَلَدَهُ الْكَبِيرَ وَزَوْجَتَهُ وَحَمْلَهَا وَعَقَارَهُ وَعَبْدَهُ الْمُقَاتِلَ) وَأَمَتَهُ الْمُقَاتِلَةَ وَحَمْلَهَا؛ لِأَنَّهُ جُزْءُ الْأُمِّ.

মালিক হবে। সেক্ষেত্রে একপঞ্চমাংশ বাইতুল মালে দিতে হবে কিনা এ ব্যাপারে পক্ষে ও বিপক্ষে দুইটি বর্ণনাই রয়েছে। তবে দেওয়া-ই উত্তম।[৮৭]

মাসআলা:-৯১

গনীমতের সমস্ত সম্পদ সমান পাঁচ ভাগ করে একভাগ বাইতুল মালে দিতে হবে। বাকী চারভাগ যোদ্ধাদের মধ্যে সমহারে বণ্টন করতে হবে। তবে ঘোড়সাওয়ার দুইভাগ পাবে। একভাগ নিজের। আরেকভাগ ঘোড়ার কারণে। দারুল ইসলামের সীমান্ত পার হওয়ার সময় যে ঘোড়সাওয়ার ছিল সে ঘোড়সাওয়ার বিবেচিত হবে। আর সীমান্ত পার হওয়ার সময় যে পদাতিক ছিল সে পদাতিক বিবেচিত হবে। ঘোড়া নিয়ে সীমান্ত পার হওয়ার পর যদি ঘোড়া মরে যায়, তাহলেও সে ঘোড়সাওয়ার হিসাবে দুই ভাগ পাবে। দারুল হারবে প্রবেশের পর যদি কেউ ঘোড়া ক্রয় করে, তাহলে সে পদাতিকের মত একভাগই পাবে।[৮৮]

মাসআলা:-৯২

বাইতুল মালে গনীমতের যে একপঞ্চমাংশ দেওয়া হবে তা এতীম (পিতৃহীন নাবালেগ শিশু), মিসকীন (অসহায়-গরীব) এবং সহায়-সম্বলহীন মুসাফিরদের জন্য খরচ করা হবে। তবে যোদ্ধাদের কেউ যদি হাজতগ্রস্ত হয় তাহলে তাকেও খুমুস থেকে দেওয়া যাবে।[৮৯]

---

[৮৭]. **قال فى الدر:** (حَرْبِيٌّ دَخَلَ دَارَنَا بِغَيْرِ أَمَانٍ) فَأَخَذَهُ أَحَدُنَا (فَهُوَ) وَمَا مَعَهُ (فَيْءٌ) لِكُلِّ الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ (أُخِذَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَوْ بَعْدَهُ) وَقَالَا لِآخِذِهِ خَاصَّةً وَفِي الْخُمُسِ رِوَايَتَانِ قُنْيَةٌ،

[৮৮]. **قال فى الدر:** (الْمُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ) لِسَهْمِ فَارِسٍ وَرَاجِلٍ (وَقْتُ الْمُجَاوَزَةِ) أَيْ الِانْفِصَالِ مِنْ دَارِنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَقْتُ الْقِتَالِ (فَلَوْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَارِسًا فَنَفَقَ) أَيْ مَاتَ (فَرَسُهُ اسْتَحَقَّ سَهْمَيْنِ، وَمَنْ دَخَلَ رَاجِلًا فَشَرَى فَرَسًا اسْتَحَقَّ سَهْمًا وَلَا يُسْهَمُ لِغَيْرِ فَرَسٍ وَاحِدٍ) صَحِيحٍ كَبِيرٍ (صَالِحٍ لِقِتَالٍ) فَلَوْ مَرِيضًا إنْ صَحَّ قَبْلَ الْغَنِيمَةِ اسْتَحَقَّهُ اسْتِحْسَانًا لَا لَوْ مُهْرًا فَكَبِرَ تَتَارْخَانِيَّةٌ، وَكَأَنَّ الْفَرْقَ حُصُولُ الْإِرْهَابِ بِكَبِيرٍ مَرِيضٍ لَا بِالْمُهْرِ

[৮৯]. **قال فى الدر:** (وَالْخُمُسُ) الْبَاقِي يُقْسَمُ أَثْلَاثًا عِنْدَنَا (لِلْيَتِيمِ وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) وَجَازَ صَرْفُهُ لِصِنْفٍ وَاحِدٍ فَتْحٌ، وَفِي الْمُنْيَةِ لَوْ صَرَفَهُ لِلْغَانِمِينَ لِحَاجَتِهِمْ جَازَ وَقَدْ حَقَّقْتُهُ فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى

মাসআলা:-৯৩

ঘোড়া ব্যতীত অন্যান্য সাওয়ারী যেমন, উট, গাঁধা, খচ্চর ইত্যাদিতে সাওয়ার হয়ে যুদ্ধ করলে অতিরিক্ত কোনো কিছু পাবে না। কারণ, এসব সাওয়ারী ঘোড়ার মত শত্রুদের ভীতসন্ত্রস্ত করতে সক্ষম নয়।[৯০]

বি.দ্র. বর্তমান জমানায় কেউ যদি ব্যক্তিমালিকানাধীন ট্যাংক নিয়ে যুদ্ধে যায়, তাহলে সে ঘোড়সাওয়ারের মত দুই ভাগের উপযুক্ত হবে বলে আশা করা যায়। কারণ, পূর্বের জমানায় ঘোড়া শত্রুর অন্তরে যেরকম ভীতি তৈরি করত, বর্তমানে ট্যাংক একই রকম ভীতি তৈরিতে সক্ষম। তাই অনেক মুজাহিদ ফকীহ বর্তমানের ট্যাংককে ঘোড়ার স্থলাভিষিক্ত মনে করেন।

মাসআলা:-৯৪

গোলাম বা নাবালেগ শিশু যদি যুদ্ধে শরীক হয়, তাহলে মহিলাদের মত তাদেরকেও গনীমত তাকসীমের আগেই আমীর সাহেব নিজ পছন্দমত কিছু দিয়ে খুশি করে দিবে। তবে এই দান যোদ্ধাদের অংশের সমপরিমাণ যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মাসআলা:-৯৫

প্রয়োজনে যুদ্ধের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জিম্মী কাফের-মুশরিকদের থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে। যেমন, তাদের বিশেষজ্ঞ কোনো ব্যক্তি থেকে রণকৌশল শিক্ষা করা, ট্রেনিং রপ্ত করা, তাদের থেকে অস্ত্র ক্রয় করা বা ধার নেওয়া, পথঘাট সম্পর্কে অভিজ্ঞ কারো থেকে গাইডের কাজ নেওয়া ইত্যাদি। তবে কাফের-মুশরিকদের দ্বারা সরাসরি যুদ্ধের ক্ষেত্রে সহযোগিতা গ্রহণ করা বৈধ নয়। কারণ, নবীজী সা. মুশরিকদের থেকে যদিও যুদ্ধ সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা নিয়েছেন, কিন্তু তিনি কখনো কোনো মুশরিককে সরাসরি যুদ্ধে শরীক হওয়ার অনুমতি দেননি।

জিম্মীকাফেরদের থেকে যেসব ক্ষেত্রে সহযোগিতা গ্রহণ করা বৈধ, সে সব ক্ষেত্রে যদি সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়, তাহলে তাদেরকেও বণ্টনের পূর্বেই আমীর

---

[৯০]. قال فى الدر: لَايُسْهمُ (لِلرَّاحِلَةِ وَالْبَغْلِ) وَالْحِمَارِ لِعَدَمِ الْإِرْهَابِ.

সাহেব গনীমত থেকে নিজ ইচ্ছামাফিক কিছু দিয়ে দিবে। জিম্মির সহযোগিতার অবস্থা ভেদে তাকে যোদ্ধাদের সমপরিমাণ কিংবা তার চেয়ে বেশিও দেওয়ার অবকাশ রয়েছে।[৯১]

মাসআলা:-৯৬

'যে যাকে হত্যা করবে সে তার সাথের মাল পাবে' ' যে যা নিতে পারবে সেটা তার হবে'- যোদ্ধাদেরকে যুদ্ধের উপর উদ্বুদ্ধ করার স্বার্থে সেনা প্রধানের জন্য এজাতীয় ঘোষণা দেওয়া মুস্তাহাব। এমনিভাবে আখেরাতের সাওয়াবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েও উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। মোটকথা দুনিয়াবী পুরস্কার হোক কিংবা উখরবী পুরস্কার, যেকোনো পুরস্কারের কথা বলে মুজাহিদদেরকে জিহাদের উপর তাহরীয/ উদ্বুদ্ধ করা ওয়াজিব।[৯২]

---

[৯১]. **قال فی الدر:** (وَلَا) يُسْهَمُ (لِعَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ وَذِمِّيٍّ) وَمَجْنُونٍ وَمَعْتُوهٍ وَمُكَاتَبٍ (وَرُضِخَ لَهُمْ) قَبْلَ إخْرَاجِ الْخُمُسِ عِنْدَنَا (إذَا بَاشَرُوا الْقِتَالَ أَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَقُومُ بِمَصَالِحِ الْمَرْضَى) أَوْ تُدَاوِي الْجَرْحَى (أَوْ دَلَّ الذِّمِّيُّ عَلَى الطَّرِيقِ) وَمُفَادُهُ جَوَازُ الِاسْتِعَانَةِ بِالْكَافِرِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَقَدْ «اسْتَعَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِالْيَهُودِ عَلَى الْيَهُودِ وَرَضَخَ لَهُمْ» (وَلَا يَبْلُغُ بِهِ السَّهْمَ إلَّا فِي الذِّمِّيِّ) إذَا دَلَّ فَيُزَادُ عَلَى السَّهْمِ؛ لِأَنَّهُ كَالْأُجْرَةِ.
(قال المؤلف:روي عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال لن أستعين بمشرك .اخرجه النسائی فی سننه الكبرى. وعن أبي إسحاق قال سمعت البراء ﷺ يقول أتى النبي ﷺ رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم قال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله ﷺ عمل قليلا وأجر كثيرا. اخرجه البخاری فی صحيحه.)

[৯২]. **قال فی الدر:** (وَنُدِبَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ وَقْتَ الْقِتَالِ حَثًّا) وَتَحْرِيضًا فَيَقُولُ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ سَمَّاهُ قَتِيلًا لِقُرْبِهِ مِنْهُ (أَوْ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ) وَقَدْ يَكُونُ بِدَفْعِ مَالٍ وَتَرْغِيبِ مَآلٍ فَالتَّحْرِيضُ نَفْسُهُ وَاجِبٌ لِلْأَمْرِ بِهِ وَاخْتِيَارٌ لِأَدْعَى الْمَقْصُودِ مَنْدُوبٌ وَلَا يُخَالِفُهُ تَعْبِيرُ الْقُدُورِيِّ أَيْ بِلَا بَأْسٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُطَّرِدًا لِمَا تَرْكُهُ أَوْلَى بَلْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْدُوبِ أَيْضًا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَلِذَا عَبَّرَ فِي الْمَبْسُوطِ بِالِاسْتِحْبَابِ. قال الشامی: وَحَاصِلُهُ: أَنَّ التَّحْرِيضَ الْوَاجِبَ قَدْ يَكُونُ بِالتَّرْغِيبِ فِي ثَوَابِ الْآخِرَةِ أَوْ فِي التَّنْفِيلِ، فَهُوَ وَاجِبٌ مُخَيَّرٌ وَإِذَا كَانَ التَّنْفِيلُ أَدْعَى الْخِصَالِ إلَى الْمَقْصُودِ يَكُونُ هُوَ الْأَوْلَى، فَصَارَ الْمَنْدُوبُ اخْتِيَارَ إسْقَاطِ الْوَاجِبِ بِهِ لَا هُوَ فِي نَفْسِهِ بَلْ هُوَ وَاجِبٌ مُخَيَّرٌ فَتْحٌ مُلَخَّصًا، وَفِيهِ رَدٌّ لِقَوْلِ الْعِنَايَةِ إنَّ الْأَمْرَ فِي الْآيَةِ مَصْرُوفٌ عَنْ الْوُجُوبِ لِقَرِينَةٍ.

মাসআলা:-৯৭

গনীমতের মধ্যে যাদের নির্ধারিত অংশ নেই যেমন, নারী-শিশু তারা যদি পুরস্কার ঘোষণার পর কাউকে হত্যা করে, তাহলে তারাও ঘোষিত পুরস্কারের হকদার সাব্যস্ত হবে। তাদেরকেও নির্ধারিত নফল/ পুরস্কার দিতে হবে।[৯৩]

মাসআলা:-৯৮

যুদ্ধক্ষেত্রে যাদেরকে হত্যা করা বৈধ শুধু তাদেরকে হত্যা করলেই পুরস্কার পাবে। যাদেরকে হত্যা করা বৈধ নয় যেমন, নারী-শিশু, পাগল ইত্যাদি তাদেরকে হত্যা করলে পুরস্কার পাবে না। তবে শত্রুপক্ষের নারী-শিশু যদি যুদ্ধে শরীক হয়, সেক্ষেত্রে তাদেরকে হত্যা করলেও পুরস্কার পাবে। [৯৪]

মাসাআলা:-৯৯

সেনাপ্রধানের পুরস্কার ঘোষণা যারা শুনবে তারাতো পুরস্কার পাবেই, যারা শুনবে না, তারাও পুরস্কার পাবে। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধের ময়দানে সকলকে ঘোষণা শুনানো সম্ভব হয় না। আর যতক্ষণ না সেনাপ্রধান তানফীল এর ঘোষণা বাতিল করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ সফরে দারুল হারব থেকে ফিরার আগের সমস্ত যুদ্ধেই ঐ ঘোষণা বহাল থাকবে। তবে হ্যাঁ, যদি যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর পর আমীর পুরস্কারের ঘোষণা করেন, তাহলে ঐ যুদ্ধের মধ্যেই ঐ ঘোষণা সীমাবদ্ধ থাকবে।[৯৫]

---

[৯৩]. قال فی الدر: وَيَسْتَحِقُّهُ مُسْتَحِقُّ سَهْمٍ أَوْ رَضْخٍ فَعَمَّ الذِّمِّيَّ وَغَيْرَهُ.

[৯৪]. قال فی الدر: (وَذَا) أَيْ التَّنْفِيلُ (إِنَّمَا يَكُونُ فِي مُبَاحِ الْقَتْلِ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ بِقَتْلِ امْرَأَةٍ وَمَجْنُونٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّنْ لَمْ يُقَاتِلْ.

[৯৫]. قال فی الدر: وَسَمَاعُ الْقَاتِلِ مَقَالَةَ الْإِمَامِ لَيْسَ بِشَرْطٍ) فِي اسْتِحْقَاقِهِ مَا نَفَّلَهُ إذْ لَيْسَ فِي الْوُسْعِ إسْمَاعُ الْكُلِّ، وَيَعُمُّ كُلَّ قِتَالٍ فِي تِلْكَ السَّنَةِ مَا لَمْ يَرْجِعُوا وَإِنْ مَاتَ الْوَالِي أَوْ عُزِلَ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ الثَّانِي نَهْرٌ، قال الشامی: (قَوْلُهُ وَيَعُمُّ كُلَّ قِتَالٍ فِي تِلْكَ السَّنَةِ) الْأَوْلَى السَّفْرَةِ كَمَا عَبَّرَ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ، وَفِي شَرْحِ السِّيَرِ لَوْ نَفَّلَ فِي دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ الْقِتَالِ يَبْقَى حُكْمُهُ إلَى أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ حَتَّى لَوْ رَأَى مُسْلِمٌ مُشْرِكًا نَائِمًا

মাসআলা:-১০০

যাকে খেদমতের জন্য ভাড়া চুক্তিতে নেওয়া হয়েছে, সে মুজাহিদগণের সাথে অবস্থান করা সত্ত্বেও গনীমত পাবে না। বরং সে তার নির্ধারিত পারিশ্রমিক পাবে। তবে সে যদি যুদ্ধে শরীক হয়ে যায় এবং খেদমত ছেড়ে দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে সে অন্য মুজাহিদদের মত গণ্য হবে এবং পরিপূর্ণরূপে গনীমত পাবে।[৯৬]

মাসআলা:-১০১

গনীমতের অংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আরবী ঘোড়া এবং আজমী ঘোড়ার মধ্যে কোনো পর্থক্য নেই। বরং উভয় প্রকারের ঘোড়াই গনীমত থেকে সমান অংশ পাবে। আর কোনো ব্যক্তি যদি একাধিক ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধে যায়, তাহলে সে শুধু একটি ঘোড়া বাবদ গনীমত পাবে।[৯৭]

মাসআলা:-১০২

আমীর সাহেব বড় লস্কর নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশের পর ছোট কোনো বাহিনীকে যদি বিশেষ কোনো অপারেশনে পাঠায় এবং তাদেরকে বলেদেয়, ‘গনীমত যা পাবে সব তোমরা নিজেদের মধ্যে সমহারে বণ্টন করে নিবে’ তাহলে এমন ঘোষণা দেওয়াও বৈধ। সেক্ষেত্রে তারা যা কিছু গনীমত পাবে তা পদাতিক

فَقَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ فِي الصَّفِّ أَوْ بَعْدَ الْهَزِيمَةِ أَمَّا لَوْ نَفَّلَ بَعْدَمَا اصْطَفُّوا لِلْقِتَالِ فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ الْقِتَالِ حَتَّى يَنْقَضِيَ وَلَوْ بَقِيَ أَيَّامًا.

[৯৬]. **قال فى البدائع:** وَلَا سَهْمَ لِلْأَجِيرِ لِانْعِدَامِ الدُّخُولِ عَلَى قَصْدِ الْقِتَالِ ، فَإِنْ قَاتَلَ نُظِرَ فِي ذَلِكَ إنْ تَرَكَ الْخِدْمَةَ فَقَدْ دَخَلَ فِي جُمْلَةِ الْعَسْكَرِ ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ فَلَا شَيْءَ لَهُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَتْرُكْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى قَصْدِ الْقِتَالِ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ .

[৯৭]. **قال فى البدائع:** وَيَسْتَوِي فِيهِ الْعَتِيقُ مِنْ الْخَيْلِ وَالْفَرَسِ وَالْبِرْذَوْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَضْلَ فِي النُّصُوصِ بَيْنَ فَارِسٍ وَفَارِسٍ ، وَلِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ سَهْمِ الْفَرَسِ لِحُصُولِ إرْهَابِ الْعَدُوِّ بِهِ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - وَصَفَ جِنْسَ الْخَيْلِ بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - { وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ } فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَ نَوْعٍ وَنَوْعٍ ، وَلَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسٍ وَاحِدٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُسْهَمُ لِفَرَسَيْنِ .

ও ঘোড়সাওয়ার নির্বিশেষে সকলে সমহারে বণ্টন করে নিবে। তবে দারুল ইসলাম থেকে কোনো বাহিনীকে এরূপ ঘোষণা দিয়ে পাঠানো জায়েয নেই।[৯৮]

মাসআলা:-১০৩

জিহাদের বিনিময়ে পারিশ্রমিক দেওয়া ও নেওয়া কোনোটাই জায়েয নেই। তাই আমীর যদি কোনো সৈনিককে বলে, তুমি যদি অমুক কাফেরকে হত্যা কর তাহলে তোমাকে আমি এতটাকা পরিশ্রমিক হিসাবে দিব। সেক্ষেত্রে সে উক্ত কাফেরকে হত্যা করলে ঘোষিত পারিশ্রমিক দিতে হবে না। তবে যদি বলে, অমুককে হত্যা করলে তোমাকে এতটাকা দিব, সেক্ষেত্রে তাকে হত্যা করলে ঘোষিত টাকা দিতে হবে। কারণ, এই ঘোষণা পুরস্কার বলে সাব্যস্ত হবে, যেহেতু এখানে পারিশ্রমিকের কথা উল্লেখ করা হয়নি।[৯৯]
উল্লেখ্য, বর্তমান সময়ে মুজাহিদ ভাইদেরকে তানজীমের পক্ষ থেকে খরচা স্বরূপ যা কিছু দেওয়া হয়, তা পারিশ্রমিক নয়। বরং তা নাফাকাহ। আর জিহাদের কাজে ব্যস্ত ব্যক্তির জন্য, নিজের প্রয়োজন পরিমাণ নাফাকাহ গ্রহণ করা বৈধ।

---

[৯৮] **.قال فی رد المحتار:** وَحَاصِلُهُ: أَنَّ السَّرِيَّةَ إنْ كَانَتْ مَبْعُوثَةً مِنْ دَارِ الْحَرْبِ بِأَنْ دَخَلَ الْإِمَامُ مَعَ الْجَيْشِ ثُمَّ بَعَثَ سَرِيَّةً وَنَفَّلَ لَهُمْ مَا أَصَابُوا جَازَ؛ لِأَنَّهُمْ قَبْلَ التَّنْفِيلِ لَا يَخْتَصِمُونَ بِمَا أَصَابُوا، وَهَذَا التَّنْفِيلُ لِلتَّخْصِيصِ عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيضِ، وَإِنْ كَانَتْ السَّرِيَّةُ مَبْعُوثَةً مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَكَذَا لَوْ نَفَّلَ لَهُمْ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ، أَوْ قَبْلَ الْخُمُسِ كَانَ بَاطِلًا؛ لِأَنَّهُ مَا خَصَّ بَعْضَهُمْ بِالتَّنْفِيلِ، وَلَيْسَ مَقْصُودُهُ إلَّا إبْطَالَ الْخُمُسِ أَوْ إبْطَالَ تَفْضِيلِ الْفَارِسِ عَلَى الرَّاجِلِ فَلَا يَجُوزُ كَمَا لَوْ قَالَ: لَا خُمُسَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَصَبْتُمْ أَوْ الْفَارِسُ وَالرَّاجِلُ سَوَاءٌ فِيمَا أَصَبْتُمْ فَإِنَّهُ يَكُونُ بَاطِلًا فَكَذَا كُلُّ تَنْفِيلٍ لَا يُفِيدُ إلَّا ذَلِكَ بَاطِلٌ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ دُونَ بَاقِي أَصْحَابِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى التَّخْصِيصِ لِلتَّحْرِيضِ،؛ لِأَنَّ الْقَاتِلَ يَخْتَصُّ بِالنَّفْلِ، دُونَ بَاقِي أَصْحَابِهِ.

[৯৯] **. قال فی رد المحتار:** (قوله ولو قال إن قتلت ذلك الفارس إلخ) أقول: هذا إذا صرح بكونه أجرا وإلا فهو تنفيل لما في السير الكبير للسرخسي، ولو قال الأمير لمسلم حر أو عبد إن قتلت ذلك الفارس من المشركين، فلك علي أجر مائة دينار، فقتله لم يكن له أجر؛ لأنه لما صرح بالأجر لا يمكن حمل كلامه على التنفيل، والاستئجار على الجهاد لا يجوز... وأما القول بأن الاستئجار على الطاعات جائز عند المتأخرين، ففيه أنهم أجازوه في مسائل خاصة للضرورة، وليس الجهاد منها ولا يصح حمل كلامهم على كل عبادة كما نبهنا عليه سابقا فافهم.

দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচিতি

মাসআলা:-১০৪

দারুল হারব:

কুফরী বিধি-বিধান/ কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী বিধি-বিধান দ্বারা পরিচালিত ভূখণ্ডকে দারুল হারব বলে।

মাসআলা:-১০৫

দারুল ইসলাম:

আহকামুল ইসলাম/ কুরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধান দ্বারা পরিচালিত ভূখণ্ডকে দারুল ইসলাম বলে।

উল্লেখ্য, দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের সংজ্ঞা দ্বারা এ কথা বুঝা গেল যে, কোনো রাষ্ট্র দারুল ইসলাম বা দারুল হারব হওয়ার ক্ষেত্রে সে রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদের ধর্মের কোনো প্রভাব থাকে না। অতএব, কোনো রাষ্ট্রের ৯৮% অধিবাসী যদি কাফের হয় কিন্তু সাশসক সম্প্রদায় আহকামুল ইসলাম দ্বারা দেশ পরিচালনা করে, তাহলে সে দেশ দারুল ইসলাম বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে কোনো দেশের ৯৯% অধিবাসী মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যদি শাসক সম্প্রদায় কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন দ্বারা দেশ পরিচালনা করে, তাহলে সে দেশ দারুল হারব বলে বিবেচিত হবে।

দারুল হারব যেভাবে দারুল ইসলামে পরিণত হয়: আহকামুল ইসলাম জারী করার পর দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হয়।

দারুল ইসলাম যেভাবে দারুল হারবে রূপান্তিত হয়: ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে তিনটি বিষয় পাওয়া গেলে দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়: ১. কুফরী আইন-কানুন প্রকাশ পাওয়া ২. পাশেই কোনো দারুল হারব থাকা ৩. প্রথম বিজয়ের পর মুসলিম এবং জিম্মীরা বিজয়ী মুসলিমদের পক্ষ থেকে জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর যে নিরাপত্তা পেয়েছিল তা অবশিষ্ট না থাকা।

এই তিনটি শর্ত যখন কোনো দারুল ইসলামে পাওয়া যাবে তখন তা দারুল হারব বলে বিবেচিত হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. এর মতে, যেকোনো দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার জন্য মাত্র একটি শর্ত পাওয়া যাওয়াই যথেষ্ট। আর তা হল, কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কুফরী আইন-কানুন প্রকাশ পাওয়া।

উপরের আলোচনা দ্বারা পরিষ্কারভাবে এ কথা প্রমাণিত হল যে, বাংলাদেশ-পাকিস্তানসহ অন্যান্য যেসব মুসলিম রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র/দারুল ইসলাম মনে করা হয়, তা মূলত দারুল ইসলাম নয় বরং নিরেট দারুল কুফর/দারুল হারব। এই দারুল কুফরসমূহে যখন পরিপূর্ণরূপে শরীয়াহ আইন বাস্তবায়িত হবে এবং শরীয়াহ সাংঘর্ষিক সব আইন রহিত করা হবে, তখন তা দারুল ইসলামে পরিণত হবে।[১০০]

দখলদারিত্বের বিধান

[১০০]. **قال فی البدائع:** وَأَمَّا بَيَانُ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ ، فَنَقُولُ : لَا بُدَّ أَوَّلًا مِنْ مَعْرِفَةِ مَعْنَى الدَّارَيْنِ ، دَارِ الْإِسْلَامِ وَدَارِ الْكُفْرِ ؛ لِتُعْرَفَ الْأَحْكَامُ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِمَا ، وَمَعْرِفَةُ ذَلِكَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا بِهِ ، تَصِيرُ الدَّارُ دَارَ إسْلَامٍ أَوْ دَارَ كُفْرٍ فَنَقُولُ : لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي أَنَّ دَارَ الْكُفْرِ تَصِيرُ دَارَ إسْلَامٍ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهَا وَاخْتَلَفُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، إنَّهَا بِمَاذَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ ؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إنَّهَا لَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ إلَّا بِثَلَاثِ شَرَائِطَ ، أَحَدُهَا : ظُهُورُ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِيهَا وَالثَّانِي : أَنْ تَكُونَ مُتَاخِمَةً لِدَارِ الْكُفْرِ وَالثَّالِثُ : أَنْ لَا يَبْقَى فِيهَا مُسْلِمٌ وَلَا ذِمِّيٌّ آمِنًا بِالْأَمَانِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ أَمَانُ الْمُسْلِمِينَ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ – رَحِمَهُمَا اللَّهُ : إنَّهَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِيهَا .

قال فی الدر: (لَا تَصِيرُ دَارُ الْإِسْلَامِ دَارَ حَرْبٍ إلَّا) بِأُمُورٍ ثَلَاثَةٍ: (بِإِجْرَاءِ أَحْكَامِ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَبِاتِّصَالِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ، وَبِأَنْ لَا يَبْقَى فِيهَا مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ آمِنًا بِالْأَمَانِ الْأَوَّلِ) عَلَى نَفْسِهِ (وَدَارُ الْحَرْبِ تَصِيرُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِإِجْرَاءِ أَحْكَامِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِيهَا) كَجُمُعَةٍ وَعِيدٍ (وَإِنْ بَقِيَ فِيهَا كَافِرٌ أَصْلِيٌّ وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ بِدَارِ الْإِسْلَامِ) دُرَرٌ،

মুসলিমদের মালের উপর কাফেরদের দখলদারিত্ব এবং এক কাফের কর্তৃক আরেক কাফেরের মালের উপর দখলদারিত্বের বিধান।

মাসআলা:-১০৬

কাফেররা যদি দারুল ইসলামে হামলা করে মুসলিমদের মাল দখল করে নেয় এবং মালামাল নিয়ে দারুল হারবে চলে যায়, তাহলে তারা উক্ত মালের মালিক হয়ে যাবে। দারুল ইসলামে থাকাবস্থায় তারা দখলকৃত মালের মালিক হবে না। তাই তারা দারুল ইসলামে থাকাবস্থায় যদি মুসলিম বাহিনী তাদের থেকে দখলকৃত মাল ছিনিয়ে নিয়ে আসে, তাহলে এই মাল গনীমতও হবে না। বরং এই মাল মালের প্রকৃত মালিকের কাছে কোনো বিনিময় ছাড়াই ফেরত দিতে হবে। কাফেররা যদি দারুল ইসলামে বসে দখলকৃত মাল নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে ফেলে তারপরও উল্লেখিত হুকুমের মধ্যে কোনো পার্থক্য হবে না।[১০১]

মাসআলা:-১০৭

কোনো দারুল হারবে আরেক দারুল হারবের কাফের যদি তাদের থেকে আমান নেওয়া ছাড়াই প্রবেশ করে, তাহলে ঐ দারুল হারবের যেকেউ তাকে গ্রেফতার করলে তার ও তার সঙ্গে থাকা মালের মালিক হয়ে যাবে। এমনিভাবে এক দারুল হারবের কাফেররা যদি আরেক দারুল হারবের কাফেরদের মালামাল দখল করে নিজ দেশে নিয়ে যায়, তাহলে তারা উক্ত মালের মালিক হয়ে যাবে।

---

১০১. **قال فى البدائع:** لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْكُفَّارَ إذَا دَخَلُوا دَارَ الْإِسْلَامِ وَاسْتَوْلَوْا عَلَى أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يُحْرِزُوهَا بِدَارِهِمْ ، إنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَهَا حَتَّى لَوْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ ، وَأَخَذُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ ، لَا يَصِيرُ مِلْكًا لَهُمْ ، وَعَلَيْهِمْ رَدُّهَا إلَى أَرْبَابِهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَكَذَا لَوْ قَسَمُوهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ ، فَأَخَذُوهَا مِنْ أَيْدِيهِمْ ، أَخَذَهَا أَصْحَابُهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ ؛ لِأَنَّ قِسْمَتَهُمْ لَمْ تَجُزْ لِعَدَمِ الْمِلْكِ ، فَكَانَ وُجُودُهَا وَالْعَدَمُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، بِخِلَافِ قِسْمَةِ الْإِمَامِ الْغَنَائِمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، إنَّهَا جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ فِيهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ ؛ **قال فى الدر:** (وإن غلبوا على أموالنا) ولو عبدا مؤمنا (وأحرزوها بدارهم ملكوها).

যেমন, রাশিয়ান কোনো কাফের আমেরিকায় (ভিসা ছাড়া) প্রবেশ করল, আর আমেরিকান কেউ তাকে গ্রেফতার করে ফেলল, তাহলে গ্রেফতারকারী ঐ কয়েদী কাফের ও তার সাথে থাকা মালের মালিক হয়ে যাবে। এমনিভাবে, রাশিয়া যদি আমেরিকায় হামলা করে আমেরিকানদের মাল নিজেদের দেশে নিয়ে আসে, তাহলে তারা উক্ত মালের মালিক হয়ে যাবে। [১০২]

উল্লেখ্য, যেহেতু এক কাফের গোষ্ঠি আরেক কাফের গোষ্ঠির মালের উপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করলে তারা উক্ত মালের মালিক হয়ে যায়, তাই কোনো মুসলিম যদি দখলদার থেকে উক্ত মাল ক্রয় করে, তাহলে তার জন্য ক্রয় বৈধ হবে এবং সে ক্রয়কৃত মালের বৈধ মালিক বলে বিবেচিত হবে।

মাসআলা:-১০৭

এক কাফের গোষ্ঠি আরেক কাফের গোষ্ঠির মাল দখল করার পর যদি মুজাহিদবাহিনী দখলদার গোষ্ঠির উপর হামলা করে উক্ত মাল নিয়ে আসতে পারে, তাহলে মুজাহিদগণ উক্ত মালের মালিক হয়ে যাবে।[১০৩]

মাসআলা:-১০৮

দখলদার কাফেরদের থেকে আমাদের জন্য দখলকৃত মাল ক্রয় করা বৈধ, যদিও যাদের মাল দখল করা হয়েছে তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ বিরতির সন্ধি থাকুকনা কেন।

---

[১০২]. **قال فى الدر:** (إذا سبى كافر كافرا) آخر (بدار الحرب وأخذ ماله ملكه) **قال فى رد المحتار:** (قوله بدار الحرب) أفاد إطلاقه أنه لا يشترط الإحراز بدار المالك، حتى لو استولى كفار الترك والهند على الروم وأحرزوها بالهند، ثبت الملك لكفار الترك ككفار الهند كما في الخلاصة قهستاني ونحوه في البحر. ويأتي ما يؤيده لكن ذكر ابن كمال أن الإحراز هنا غير شرط، وإنما هو مخصوص في المسألة الآتية وهي قوله: وإن غلبوا على أموالنا إلخ على ما أفصح عنه صاحب الهداية اهـ أي حيث أطلق هنا وقيد بالإحراز في الآتية، وذكر في الشرنبلالية مثل ما ذكره ابن كمال فتأمل (قوله لاستيلائه على مباح) أي فيملكه هو بمباشرة سببه كالاحتطاب والاصطياد.

[১০৩]. **قال فى الدر:** (وملكنا ما نجده من ذلك) السبي للكافر (إن غلبنا عليهم) اعتبارا لسائر أملاكهم.

এমনিভাবে দখলদার এবং যাদের মাল দখল করা হয়েছে উভয় পক্ষের সাথেই যদি আমাদের সন্ধি চুক্তি থাকে, সেক্ষেত্রেও দখলদারদের থেকে দখলকৃত মাল ক্রয় করা আমাদের জন্য বৈধ। এই মালক্রয় দ্বারা চুক্তি ভঙ্গ হবে না।[১০৪]

মাসআলা:-১০৯

হারবী কাফেররা যদি দারুল ইসলাম থেকে স্বাধীন মুসলিম, জিম্মী কাফের এবং মুদাব্বার (মালিকের মৃত্যুর পর আযাদীর ওয়াদাপ্রাপ্ত গোলাম), উম্মে ওয়ালাদ (এমন দাসী যার থেকে মনিবের সন্তান হয়েছে) ও মুকাতাব (নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধের শর্তে আযাদীর চুক্তিতে আবদ্ধ দাস) দাস-দাসীদেরকে ধরে নিয়ে দারুল হারবে চলে যায়, তথাপি তারা এসবের মালিক হবে না। তবে সাধারণ দাস-দাসীদেরকে ধরে নিয়ে গেলে তারা সেসবের মালিক বলে গণ্য হবে।[১০৫]

মাসআলা:-১১০

---

[১০৪]. **قال فی رد المحتار:** (قوله اعتبارا بسائر أملاكهم) أي كما نملك باقي أملاكهم، وشمل ما إذا كان بيننا وبين المسبيين موادعة؛ لأنا لم نغدرهم إنما أخذنا مالا خرج عن ملكهم، ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين موادعة كان لنا أن نشتري من السابين لما ذكرنا إلا إذا اقتتلوا بدارنا؛ لأنهم لم يملكوه لعدم الإحراز فيكون شراؤنا غدرا بالآخرين؛ لأنه على ملكهم وتمامه في البحر عن الفتح وقوله: لم يملكوه لعدم الإحراز يدل على اشتراط الإحراز في المسألة المارة كما ذكرناه.

[১০৫]. **قال فی الدر:** (ولو سبى أهل الحرب أهل الذمة من دارنا لا) يملكونهم؛ لأنهم أحرار. وقال فی البدائع: وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُمْ أَيْضًا إذَا اسْتَوْلَوْا عَلَى رِقَابِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمُدَبَّرِيهِمْ ، وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِمْ ، وَمُكَاتَبِيهِمْ ، أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَهُمْ ، وَإِنْ أَحْرَزُوهُمْ بِالدَّارِ وَاخْتُلِفَ فِيمَا إذَا دَخَلُوا دَارَ الْإِسْلَامِ فَاسْتَوْلَوْا عَلَى أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَحْرَزُوهَا بِدَارِ الْحَرْبِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا : يَمْلِكُونَهَا حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُسْتَوْلَى عَلَيْهِ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ الْحَرْبِيُّ ، أَوْ بَاعَهُ ، أَوْ كَاتَبَهُ ، أَوْ دَبَّرَهُ ، أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَاسْتَوْلَدَهَا جَازَ ذَلِكَ خَاصَّةً.

দারুল ইসলামের সীমান্তবর্তী এমন লবনাক্ত সমুদ্র, জঙ্গল ও মরুভূমি যার ওপারে আর কোনো ইসলামী ভূখণ্ড নেই, তা দারুল হারবের হুকুমে ধরা হবে। [১০৬]

মাসআলা:-১১১

হারবী কাফের গোষ্ঠি দারুল ইসলামে প্রবেশ করে আমাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়অর পর যতক্ষণ তারা দারুল ইসলামের সীমানার ভিতর থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মালামাল উদ্ধারকল্পে তাদের উপর আক্রমণ করা ফরয। আর যদি তারা আমাদের নারী-শিশুদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়, তাহলে তারা দারুল হারবে তাদের সুরক্ষিত কেল্লায় প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত নারী-শিশুদের উদ্ধারকল্পে তৎক্ষণাত তাদের উপর হামলা করা ফরয।[১০৭]

মাসআলা:-১১২

হারবী কাফেররা মুসলিমদের মালামাল দখল করে দারুল হারবে নিয়ে যাওয়ার পর যদি তারা মুসলমান হয়ে যায়, তাহলেও তারা ঐ মালের বৈধ মালিক বলে বিবেচিত হবে। সেক্ষেত্রে দারুল ইসলামের যোদ্ধাগণ দারুল হারবের উপর বিজয় লাভ করলেও দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণকারী ঐ মুসলিমদের মাল গনীমত হবে না এবং ঐ মুসলিমদের জন্য উক্ত দখলকৃত মাল তার আসল

---

[১০৬]. **قال فی رد المحتار:** مطلب يلحق بدار الحرب المفازة والبحر الملح (قوله وأحرزوها بدارهم) ويلحق بها البحر الملح ونحوه كمفازة ليس وراءها بلاد إسلام، نقله بعضهم عن الحموي وفي حاشية أبي السعود عن شرح النظم الهاملي سطح البحر له حكم دار الحرب اهـ وفي الشرنبلالية قبيل باب العشر: سئل قارئ الهداية عن البحر الملح أمن دار الحرب، أو الإسلام أجاب: أنه ليس من أحد القبيلين؛ لأنه لا قهر لأحد عليه اهـ قال في الدر المنتقى هناك: لكن قدمنا في باب نكاح الكافر أن البحر الملح ملحق بدار الحرب.

[১০৭]. **قال فی رد المحتار:** (قوله ويفترض علينا اتباعهم) أي لاستنقاذ أموالنا ما داموا في دار الإسلام؛ فإن دخلوا دار الحرب لا يفترض؛ والأولى الاتباع بخلاف الذراري يفترض اتباعهم مطلقا بحر عن المحيط وقوله مطلقا أي، وإن دخلوا دار الحرب لكن ما لم يبلغوا حصونهم كما قدمناه أول الجهاد عن الذخيرة.

মালিককে ফিরিয়ে দেওয়াও জরুরী নয়। বরং তার জন্য ঐ মাল ভোগ করা হালাল হবে। [১০৮]

মাসআলা:-১১৩

হারবী কাফের যদি মুসলিমদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া মাল, দারুল ইসলামের কোনো মুসলিমকে হাদিয়া দেয়, তাহলে যে মুসলিমকে দেওয়া হয়েছে সে মুসলিম হাদিয়াস্বরূপ প্রাপ্ত উক্ত মালের বৈধ মালিক বলে গণ্য হবে। তবে পুরাতন মুসলিম মালিক যদি ঐ মাল ফেরত নিতে চায়, তাহলে বাজারদর দিয়ে সে তা ফেরত নিতে পারবে। [১০৯]

মাসআলা:-১১৪

কোনো মুসলিম দারুল হারবে গিয়ে যদি এমন স্বাধীন মুসলিমকে ক্রয় করে নিয়ে আসে যাকে হারবী কাফেররা গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছিল, তাহলে ঐ বন্দী মুসলিম দারুল ইসলামে আসার পর পূর্বের ন্যায় স্বাধীন বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে ক্রয়কারী মুসলিমকে কোনো কিছুই দিতে হবে না। আইনত সে কোনো বিনিময় পাওয়ার অধিকার রাখে না। তবে কোনো মুসলিম যদি বন্দী মুসলিমের নির্দেশে তাকে ক্রয় করে নিয়ে আসে, সেক্ষেত্রে ক্রয়মূল্য ক্রেতাকে ফেরত দিতে হবে। [১১০]

---

[১০৮]. **قال فى رد المحتار:** (قوله فإن أسلموا تقرر ملكهم) أي لا سبيل لأربابها عليها بحر عن شرح الطحاوي؛ وعبر الشارح بالتقرر؛ لأن ملكهم بعد الإحرازقبل الإسلام، على شرف الزوال إذا غلبنا عليهم وبهذا التعبير صح ذكر هذه المسألة في شرح قوله، وإن غلبوا على أموالنا إلخ، ليفيد أن قوله ملكوها أي ملكا على شرف الزوال، وإلا كان المناسب ذكرها عند قوله وملكنا ما نجده من ذلك إلخ بأن يقول إلا إن كانوا أسلموا لتقرر ملكهم تأمل

[১০৯]. **قال فى البدائع:** وَلَوْ وَهَبَ الْحَرْبِيُّ مَا مَلَكَهُ بِالِاسْتِيلَاءِ لِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، أَخَذَهُ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ بِالْقِيمَةِ إنْ شَاءَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَظَرًا لِلْجَانِبَيْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّا.

[১১০]. **قال فى البدائع:** وَلَوْ كَانَ الْمَأْسُورُ حُرًّا فَاشْتَرَاهُ مُسْلِمٌ وَأَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَلَا شَيْءَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْحُرِّ ؛ لِأَنَّهُ مَا اشْتَرَاهُ حَقِيقَةً ؛ إذْ الْحُرُّ لَا يَحْتَمِلُ التَّمَلُّكَ ، لَكِنَّهُ بَذَلَ مَالًا لِاسْتِخْلَاصِ الْأَسِيرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَكَانَ مُتَطَوِّعًا فِيهِ ، فَلَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَمَرَهُ الْحُرُّ بِذَلِكَ فَفَعَلَهُ بِأَمْرِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَمَرَهُ

মাসআলা:-১১৫

হারবী কাফের নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে এসে কোনো মুসলিম দাস ক্রয় করলে সে উক্ত দাসের মালিক হয়ে যাবে। কিন্তু তাকে উক্ত দাস দারুল ইসলামে বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে; দারুল হারবে নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। এমনিভাবে হারবী কাফের যদি নিজস্ব দাস নিয়ে দারুল ইসলামে আসার পর দাস মুসলমান হয়ে যায়, সেক্ষেত্রেও তাকে ঐ মুসলিম দাস বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে।[১১১]

মাসআলা:-১১৬

যদি আমাদের কোনো মুসলিম গোলাম পালিয়ে দারুল হারবে চলে যায়, আর হারবী কাফেররা তাকে গ্রেফতার করে, তাহলে তারা উক্ত গোলামের মালিক হবে না। তবে তারা দারুল ইসলাম থেকে গোলামকে ধরে নিয়ে গেলে মালিক হয়ে যাবে। এমনিভাবে আমাদের কোনো চতুষ্পদ জন্তু যেমন, ঘোড়া, মহিষ, গরু, ছাগল, উট ইত্যাদি যদি পালিয়ে দারুল হারবে চলে যায়, তাহলে তারা সেটার মালিক হয়ে যাবে।[১১২]

উল্লেখ্য, গনীমতের মাল বণ্টনের ক্ষেত্রে কারো ভাগে শত্রুপক্ষের কোনো নারী পড়লে, উক্ত নারী তার দাসী বা বাঁদিরূপে পরিগনিত হবে। দাসী হস্তগত হওয়ার

بِذَلِكَ فَكَأَنَّهُ اسْتَقْرَضَ مِنْهُ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الْمَالِ ، فَأَقْرَضَهُ إيَّاهُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى فُلَانٍ فَفَعَلَ ، فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الِاسْتِقْرَاضِ ،

[১১১]. **قال فى البدائع:** الْحَرْبِيُّ إذَا خَرَجَ إلَيْنَا فَاشْتَرَى عَبْدًا مُسْلِمًا ثَبَتَ الْمِلْكُ لَهُ فِيهِ عِنْدَنَا ؛ لَكِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ خَرَجَ إلَيْنَا بِعَبْدِهِ فَأَسْلَمَ فِي يَدِهِ يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ ،

[১১২]. **قال فى الدر:** (وَلَوْ نَدَّ إلَيْهِمْ دَابَّةٌ مَلَكُوهَا) لِتَحَقُّقِ الِاسْتِيلَاءِ إذْ لَا يَدَ لِلْعَجْمَاءِ (وَإِنْ أَبَقَ إلَيْهِمْ قِنٌّ مُسْلِمٌ فَأَخَذُوهُ) قَهْرًا (لَا) خِلَافًا لَهُمَا لِظُهُورِ يَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْخُرُوجِ مِنْ دَارِنَا فَلَمْ يَبْقَ مَحَلًّا لِلْمِلْكِ. وقال الشامى: (قَوْلُهُ وَإِنْ أَبَقَ إلَيْهِمْ قِنٌّ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ قَيَّدَ بِقَوْلِهِ إلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ أَخَذُوهُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ مَلَكُوهُ اتِّفَاقًا، وَبِقَوْلِهِ مُسْلِمٌ احْتِرَازًا عَنْ الْمُرْتَدِّ كَمَا يَأْتِي، وَفِي الْعَبْدِ الذِّمِّيِّ إذَا أَبَقَ قَوْلَانِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَبِقَوْلِهِ: قَهْرًا لِمَا فِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ مِنْ أَنَّ الْخِلَافَ فِيمَا أَخَذُوهُ قَهْرًا وَقَيَّدُوهُ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ قَهْرًا فَلَا يَمْلِكُونَهُ اتِّفَاقًا نَهْر

পর এক হায়েযের মাধ্যমে ইদ্দত পালন করার শর্তে, তার সাথে সঙ্গমসহ স্ত্রীসুলভ সব আচরণ করা হালাল।

বি.দ্র. এ অধ্যায়ে গোলাম-বাঁদি/দাস-দাসী সম্পর্কীয় আরো অনেক মাসআলা রয়েছে। আল্লাহ তাআলার তাওফীক শামেলে হাল হলে আমরা পরবর্তী কোনো প্রকাশনায় বিস্তারিতভাবে সেসব মাসায়েল আলোচনা করার আশা রাখি।

নিরাপত্তা (ভিসা)সহ দারুল হারবে প্রবেশকারীর বিধান

মাসআলা:-১১৭

কোনো মুসলিম যদি ভিসা নিয়ে কোনো প্রয়োজনে দারুল হারবে যায়, তাহলে তার জন্য কাফেরদের জান-মালে হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়। কাফেররা যদি তার কোনো দাসীকে দারুল ইসলাম থেকে দারুল হারবে ধরে নিয়েগিয়ে থাকে, তাহলে সেই দাঁসীকেও সে তাদেরকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে আসতে পারবে না। কারণ, সেই দাসী তাদের বৈধ মালিকানায় প্রবেশ করেছে। তবে কাফেররা যদি তার স্বাধীন স্ত্রী, মুদাব্বার (এমন দাসী যাকে তার মনিব বলেছে, আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ) ও উম্মেওয়ালাদ (এমন দাসী যার গর্ভ থেকে মনিবের সন্তান হয়েছে) দাসীকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে তাদেরকে মুক্ত করে নিয়ে আসতে পারবে। এমনিভাবে তাদের হাতে আটক অন্যান্য স্বাধীন নারী-পুরুষ ও শিশুদেরকে মুক্ত করে নিয়ে আসতে পারবে। এর জন্য প্রয়োজনে তাদেরকে ধোঁকাও দিতে পারবে। কারণ, এদের উপর তাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে এরা কাফেরদের মালের মধ্যে গণ্য নয়। তবে যদি দারুল হারব কর্তৃপক্ষ তাকে দেওয়া নিরাপত্তা ভঙ্গ করে (তাকে গ্রেফতার করার মাধ্যমে কিংবা তার মাল ক্রোক করার মাধ্যমে, চাই এ কাজ সরকারী বাহিনী করুক কিংবা তার সন্তুষ্টিতে অন্য কেউ করুক), তাহলে তখন তার জন্য কাফেরদের জান-মাল হালাল বলে গণ্য হবে। [১১৩]

---

[১১৩]. **قال فى الدر:** بَابُ الْمُسْتَأْمِنِ أَيْ الطَّالِبِ لِلْأَمَانِ (هُوَ مَنْ يَدْخُلُ دَارَ غَيْرِهِ بِأَمَانٍ) مُسْلِمًا كَانَ أَوْ حَرْبِيًّا (دَخَلَ مُسْلِمٌ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ حَرُمَ تَعَرُّضُهُ لِشَيْءٍ) مِنْ دَمٍ وَمَالٍ وَفَرْجٍ (مِنْهُمْ) إذْ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. وقال فى رد المحتار: (قَوْلُهُ حَرُمَ تَعَرُّضُهُ لِشَيْءٍ إلَخْ) شَمِلَ الشَّيْءُ أَمَتَهُ الْمَأْسُورَةَ لِأَنَّهَا مِنْ أَمْلَاكِهِمْ

মাসআলা:-১১৮

নিরাপত্তাসহ দারুল হারবে প্রবেশ করে সেখান থেকে যদি কোনো মাল চুরি করে নিয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে, তাহলে সে ঐ মালের মালিকতো বনে যাবে বটে, কিন্তু উক্ত মাল ভোগ করতে পারবে না। বরং তা সদকা করে দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে। [১১৪]

মাসআলা:-১১৯

যদি কেউ নিরাপত্তাসহ দারুল হারবে প্রবেশ করে সেখানকার কোনো অমুসলিমাকে (ইহুদী বা খ্রিষ্টানকে) বিবাহ করে, এরপর জোরপূর্বক স্ত্রীকে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে, তাহলে স্ত্রী তার দাসীতে পরিণত হবে। সে উক্ত স্ত্রীর মালিক হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে যাবে। স্বামী চাইলে উক্ত স্ত্রীকে বিক্রিও করতে পারবে। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় তার সাথে চলে আসে, তাহলে সে তার মালিক হবে না । [১১৫]

মাসআলা:-১২০

بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَمُدَبَّرَتِهِ لِعَدَمِ مِلْكِهِمْ لَهُنَّ وَكَذَا مَا أَسَرُوهُ مِنْ ذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِينَ فَلَهُ تَخْلِيصُهُمْ مِنْ أَيْدِيهِمْ إذَا قَدَرَ أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ.

[تَنْبِيهٌ]اهـ. (قَوْلُهُ إذْ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) لِأَنَّهُ ضَمِنَ بِالِاسْتِئْمَانِ أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لَهُمْ، وَالْغَدْرُ حَرَامٌ إلَّا إذَا غَدَرَ بِهِ مَلِكُهُمْ فَأَخَذَ مَالَهُ أَوْ حَبَسَهُ أَوْ فَعَلَ غَيْرُهُ بِعِلْمِهِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ لِأَنَّهُمْ الَّذِينَ نَقَضُوا الْعَهْدَ بَحْرٌ

[১১৪]. **قال فى الدر:** (فَلَوْ أَخْرَجَ) إلَيْنَا (شَيْئًا مَلَكَهُ) مِلْكًا (حَرَامًا) لِلْغَدْرِ (فَيَتَصَدَّقُ بِهِ) وُجُوبًا، قَيَّدَ بِالْإِخْرَاجِ لِأَنَّهُ لَوْ غَصَبَ مِنْهُمْ شَيْئًا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ وُجُوبا.

[১১৫]. **قال فى رد المحتار:** لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْهُمْ ثُمَّ أَخْرَجَهَا إلَى دَارِنَا قَهْرًا مَلَكَهَا فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ لَهَا وَإِنْ طَاوَعَتْهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا، وَقَيَّدُوا إخْرَاجَهَا كُرْهًا بِمَا إذَا أَضْمَرَ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ يُخْرِجُهَا لِيَبِيعَهَا وَلَا بُدَّ مِنْهُ إذْ لَوْ أَخْرَجَهَا لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ لَهُ إنْ يَذْهَبَ بِزَوْجَتِهِ إذَا أَوْفَاهَا الْمُعَجَّلَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْلِكَهَا اهـ.

কাফেররা যদি কোনো মুসলিমকে বন্দী করে দারুল হারবে নিয়ে যায়, অতঃপর সে যদি বন্দীদশা থেকে মুক্ত হতে পারে কিংবা তারাই যদি তাকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয়, তাহলে তার জন্য কাফেরদের জান ও মালে হস্তক্ষেপ করা বৈধ। সে কাফেরদের যে কাউকে হত্যা করতে পারবে। যে কারো মাল লুণ্ঠন করতে পারবে। নারী-শিশুদের অপহরণ করতে পারবে। তবে দারুল হারবে থাকাবস্থায় অপহরণকৃত নারীর সাথে সঙ্গম বৈধ হবে না। অপহরণ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসলে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সঙ্গমও জায়েয হবে। এমনিভাবে তার দাসীকে যদি কাফেররা দারুল ইসলাম থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে দারুল হারবে তাকে পেলে সেখানে তার সাথে সঙ্গম বৈধ হবে না। তবে দারুল হারবে যদি সে তার স্ত্রী, উম্মেওয়ালাদ কিংবা মুদাব্বার দাসীকে পায় এবং কাফেররা তাদের সাথে সঙ্গম না করে থাকে, তাহলে ইদ্দত পালন ছাড়াই তাদের সাথে সঙ্গম বৈধ হবে। আর তারা তাদের সাথে সঙ্গম করে থাকলে ইদ্দতের পর সঙ্গম করতে পারবে।[১১৬]

মাসআলা:-১২১

দুইজন মুসলিম নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশ করার পর যদি একজন অপরজনকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে দেখতে হবে হত্যাকারী ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছে কিনা। যদি ইচ্ছাকৃত হত্যা প্রমাণিত হয়, তাহলে হত্যাকারীর জন্য নিজস্বমাল থেকে রক্তপণ বা দিয়ত আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি ভুলবশত হত্যা প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে রক্তপণ আদায়ের সাথে সাথে কাফ্ফারা আদায়ও ওয়াজিব হবে। [১১৭]

---

[১১৬]. **قال فى الدر:** (بِخِلَافِ الْأَسِيرِ) فَيُبَاحُ تَعَرُّضُهُ (وَإِنْ أَطْلَقُوهُ طَوْعًا) لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَأْمَنٍ، فَهُوَ كَالْمُتَلَصِّصِ (فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْمَالِ وَقَتْلُ النَّفْسِ دُونَ اسْتِبَاحَةِ الْفَرْجِ) لِأَنَّهُ لَا يُبَاحُ إلَّا بِالْمِلْكِ (إلَّا إذَا وَجَدَ امْرَأَتَهُ الْمَأْسُورَةَ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرَتَهُ) لِأَنَّهُمْ مَا مَلَكُوهُنَّ بِخِلَافِ الْأَمَةِ (وَلَمْ يَطَأْهُنَّ أَهْلُ الْحَرْبِ) إذْ لَوْ وَطِئُوهُنَّ تَجِبُ الْعِدَّةُ لِلشُّبْهَةِ.

[১১৭]. **قال فى الدر:** (قتل أحد المسلمين المستأمنين صاحبه) عمدا أو خطأ (تجب الدية) لسقوط القود ثمة كالحد (في ماله) فيهما لتعذر الصيانة على العاقلة مع تباين الدارين (والكفارة) أيضا (في الخطأ) لإطلاق النص. وقال فى رد المحتار: (قوله لسقوط القود) أي في العمد لأنه لا يمكن استيفاء القود إلا بمنعة ولا منعة

মাসআলা:-১২২

দারুল হারবে এক বন্দী মুসলিম যদি আরেক বন্দী মুসলিমকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে ভুলবশত হত্যা করার ক্ষেত্রে শুধু কাফ্ফারা আদায় ওয়াজিব হবে। আর ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কেসাস, দিয়াত ও কাফ্ফারার মধ্য থেকে কিছুই ওয়াজিব হবে না। শুধু গুনাহ হবে। [১১৮]

উল্লেখ্য, হত্যার কাফ্ফারা হল, একটি মুমিন দাস আযাদ করা। এর সক্ষমতা না থাকলে, ধারাবাহিক দুই মাস রোযা রাখা। (সূরা নিসা:৯২)

মাসআলা:-১২৩

দারুল হারবে যদি কোনো মুসলিম কোনো কয়েদী মুসলিমকে হত্যা করে কিংবা এমন মুসলিমকে হত্যা করে যে দারুল হারবেই মুসলিম হয়েছে, তাহলে দেখতে হবে হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত ঘটেছে কিনা। যদি ইচ্ছাকৃত হয়, তাহলে পূর্বের মাসআলার মত এখানেও গুনাহ ছাড়া অন্য কোনো দণ্ড হত্যাকারীর উপর বর্তাবে না। আর ভুলবশত হত্যা করলে, শুধু কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

যদি কোনো বন্দী মুসলিম নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশকারী মুসলিমকে হত্যা করে, তাহলে যদি এই হত্যা ইচ্ছাকৃত প্রমাণিত হয়, তাহলে হত্যাকারীর জন্য নিজস্বমাল থেকে রক্তপণ বা দিয়ত আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি

دون الإمام وجماعة المسلمين، ولم يوجد ذلك في دار الحرب بحر (قوله كالحد) أي كسقوط الحد لو زنى أو سرق لعدم الولاية (قوله فيهما) أي في العمد والخطإ (قوله لتعذر الصيانة) علة لقوله في ماله: أي لا على العاقلة لأن وجوب الدية على العاقلة بسبب تركهم صيانته عن القتل ولا قدرة لهم عليها مع تباين الدارين، وهذا في الخطإ فكان ينبغي أن يزيد ولأن العواقل لا تعقل العمد (قوله لإطلاق النص) هو قوله تعالى - {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: ٩٢]- بلا تقييد بدار الإسلام أو الحرب درر.

[১১৮] .قال فى الدر: (وفي) قتل أحد (الأسيرين) الآخر (كفر فقط) لما مر بلا دية (في الخطأ) ولا شيء في العمد أصلا لأنه بالأسرصار تبعا لهم فسقطت عصمته المقومة لا المؤثمة، فلذا يكفر في الخطأ (كقتل مسلم) أسيرا أو (من أسلم ثمة) ولو ورثته مسلمون ثمة فيكفر في الخطإ فقط لعدم الإحراز بدارنا.

ভুলবশত হত্যা প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে রক্তপণ আদায়ের সাথে সাথে কাফ্ফারা আদায়ও ওয়াজিব হবে। [১১৯]

মাসআলা:-১২৪

কোনো মুসলিম যদি দারুল হারবে গিয়ে যিনা করে, চুরি করে, মদ্যপান করে কিংবা কোনো মুসলিমকে যিনার অপবাদ আরোপ করে, তাহলে এসব অপরাধের শরীয়ত নির্ধারিত হদ তার উপর প্রয়োগ করা যাবে না। সে দারুল ইসলামে চলে আসলেও দারুল হারবে কৃত অপরাধের কারণে তার উপর হদ প্রয়োগ করা হবে না। তবে তা'যীর করতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু কোনো মুসলিম দারুল ইসলামে উল্লেখিত অপরাধ করে যদি দারুল হারবে পালিয়ে যায়, তাহলে সে কখনো দারুল ইসলামে ফিরে আসলে, তার উপর যথাযথ হদ প্রয়োগ করতে হবে। [১২০]

মাসআলা:-১২৫

মুসলিমদের কোনো বাহিনী অভিযানের জন্য দারুল হারবে প্রবেশ করার পর, বাহিনীর কোনো সদস্য থেকে যদি এমন কোনো অপরাধ সংগঠিত হয় যার কারণে হদ ওয়াজিব হয়, তাহলে আমীরুল জাইশ/ বাহিনীপ্রধান তার উপর হদ প্রয়োগ করবে না। তবে স্বয়ং খলীফা/প্রাদেশিক আমীর যদি বাহিনী নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশ করেন, তখন যদি বাহিনীর কেউ অপরাধ করে, তখন খলীফা/প্রাদেশিক আমীর সেখানে হদ কায়েম করবেন। কারণ, মুসলিম

---

[১১৯]. **قال فى رد المحتار:** (قوله كقتل مسلم أسيرا) أفاد أن تصوير المسألة بالأسيرين غير قيد بل المعتبر كون المقتول أسيرا لأن المناط كون المقتول صار تبعا لهم بالقهر كما علمت سواء كان القاتل مثله أو مستأمنا فلو كان بالعكس بأن قتل الأسير مستأمنا فالظاهر أنه كقتل أحد المستأمنين صاحبه كما بحثه ح.

[১২০]. **قال فى البدائع:** وَأَمَّا الْأَحْكَامُ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ فَأَنْوَاعٌ ، مِنْهَا أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا زَنَا فِي دَارِ الْحَرْبِ ، أَوْ سَرَقَ ، أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، أَوْ قَذَفَ مُسْلِمًا لَا يُؤْخَذُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إقَامَةِ الْحُدُودِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ؛ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ .وَلَوْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ لَمْ يَقَعْ مُوجِبًا أَصْلًا ، وَلَوْ فَعَلَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ هَرَبَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ يُؤْخَذُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ وَقَعَ مُوجِبًا لِلْإِقَامَةِ ، فَلَا يَسْقُطُ بِالْهَرَبِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ ،

সেনাছাউনি খলীফা/প্রাদেশিক আমীরের উপস্থিতিতে দারুল ইসলামের হুকুম রাখে। কিন্তু বাহিনীর কেউ যদি সেনাছাউনি থেকে বাইরে গিয়ে (দারুল হারবের কোনো স্থানে) কোনো অপরাধ করে, সেক্ষেত্রে খলীফা তার উপর হদ প্রয়োগ করতে পারবে না। [১২১]

মাসআলা:-১২৬

কোনো মুসলিম বা জিম্মী কাফের নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশ করে যদি কাফেরদের সাথে সুদী কারবার করে কিংবা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো ফাসেদ কারবার করে, তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই। উক্ত কারবারের মাধ্যমে অর্জিত মাল তার জন্য হালাল হবে। তবে ইমাম আবু ইউসুফের মতে এসব কারবার জায়েয হবে না। [১২২]

মাসআলা:-১২৭

---

[১২১]. **قال فى البدائع:** وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ ، أَوْ أَمِيرَ جَيْشٍ وَزَنَا رَجُلٌ مِنْهُمْ ، أَوْ سَرَقَ ، أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، أَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا خَطَأً أَوْ عَمْدًا ، لَمْ يَأْخُذْهُ الْأَمِيرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ مَا فُوِّضَ إلَيْهِ إقَامَةُ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ ؛لِعِلْمِهِ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إقَامَتِهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ ، إلَّا أَنَّهُ يَضْمَنُهُ السَّرِقَةَ إنْ كَانَ اسْتَهْلَكَهَا وَيُضَمِّنُهُ الدِّيَةَ فِي بَابِ الْقَتْلِ ؛ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى اسْتِيفَاءِ ضَمَانِ الْمَالِ . وَلَوْ غَزَا الْخَلِيفَةُ أَوْ أَمِيرٌ الشَّامَ ، فَفَعَلَ رَجُلٌ مِنْ الْعَسْكَرِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاقْتَصَّ مِنْهُ فِي الْعَمْدِ وَضَمَّنَهُ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ فِي الْخَطَأِ ؛ لِأَنَّ إقَامَةَ الْحُدُودِ إلَى الْإِمَامِ ، وَتَمَكُّنُهُ الْإِقَامَةَ بِمَالِهِ مِنْ الْقُوَّةِ وَالشَّوْكَةِ بِاجْتِمَاعِ الْجُيُوشِ وَانْقِيَادِهَا لَهُ ، فَكَانَ لِعَسْكَرِهِ حُكْمُ دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَلَوْ شَذَّ رَجُلٌ مِنْ الْعَسْكَرِ فَفَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ وَالْقِصَاصُ ؛ لِاقْتِصَارِ وِلَايَةِ الْإِمَامِ عَلَى الْمُعَسْكَرِ ،

[১২২]. **قال فى البدائع:** إذَا دَخَلَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ ، فَعَاقَدَ حَرْبِيًّا عَقْدَ الرِّبَا أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ فِي حُكْمِ الْإِسْلَامِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ – رَحِمَهُمَا اللَّهُ – وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِيهِمْ أَوْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُهَاجِرْ إلَيْنَا ، فَعَاقَدَ حَرْبِيًّا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إلَّا مَا يَجُوزُ لَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ .

দারুল হারবে আটক দুইজন মুসলিম বন্দী এবং নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশকারী দুইজন মুসলিমের জন্য পরস্পর সুদী কারবারসহ অন্যকোনো নিষিদ্ধ কারবার করা জায়েয নেই।[১২৩]

মাসআলা:-১২৮

দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণকারী এমন মুসলিম যে এখনও হিজরত করে দারুল ইসলামে আসেনি, তার সাথে নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশকারী মুসলিম সুদী কারবারসহ অন্যান্য নিষিদ্ধ কারবার করতে পারবে।[১২৪]

মাসআলা:-১২৯

নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশকারী মুসলিম যদি হারবী কাফের থেকে করজ গ্রহণ করে কিংবা হারবী কাফের যদি তার থেকে করজ নেয়, অতঃপর মুসলিম দারুল ইসলামে চলে আসে এবং হারবীও নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে, আর তারা একে অপরের বিরুদ্ধে অমিমাংসিত কর্জের ব্যাপারে মামলা দায়ের করে তাহলে কাজী সাহেব (মুসলিম বিচারক) তাদের মামলা খারেজ করে দিবেন। কারো পক্ষে কিংবা বিপক্ষে ফায়সালা করবেন না। এমনিভাবে তারা যদি একে অপরের বিরুদ্ধে দারুল হারবে সংগঠিত কোনো গসবের (কোনো মাল জবরদখলের) অভিযোগ দায়ের করে, সেক্ষেত্রেও কাজী সাহেব তাদের মামলা খারেজ করে দিবেন। তবে মুসলিম যদি গসবকারী হয়ে থাকে তাহলে গসবকৃত মাল ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাকে ফাতওয়া দেওয়া হবে।[১২৫]

---

[১২৩]. **قال فى البدائع:** وَلَوْ كَانَا أَسِيرَيْنِ أَوْ دَخَلَا بِأَمَانٍ لِلتِّجَارَةِ فَتَعَاقَدَا عَقْدَ الرِّبَا أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْبِيَاعَاتِ الْفَاسِدَةِ لَا يَجُوزُ بِالِاتِّفَاقِ .

[১২৪]. **قال فى البدائع:** وَلَوْ عَاقَدَ هَذَا الْمُسْلِمُ الَّذِي دَخَلَ بِأَمَانٍ مُسْلِمًا أَسْلَمَ هُنَاكَ وَلَمْ يُهَاجِرْ إلَيْنَا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ.

[১২৫]. **قال فى البدائع:** إذَا دَخَلَ مُسْلِمٌ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ ، فَأَدَانَهُ حَرْبِيٌّ أَوْ أَدَانَ حَرْبِيًّا ، ثُمَّ خَرَجَ الْمُسْلِمُ وَخَرَجَ الْحَرْبِيُّ مُسْتَأْمَنًا ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالدَّيْنِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا لَا يَقْضِي بِالْغَصْبِ ؛ لِأَنَّ الْمُدَايَنَةَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَقَعَتْ هَدَرًا ؛ لِانْعِدَامِ وِلَايَتِنَا عَلَيْهِمْ

কাফের আমান/ভিসা নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করলে

মাসআলা:-১৩০

হারবী কাফের যদি এক বছর কিংবা তার চেয়ে বেশি সময়ের নিরাপত্তার (ভিসার) আবেদন করে, তাহলে তার এই আবেদন গ্রহণ করা হবে না। তাকে একবছর কিংবা তার চেয়ে বেশি সময়ের ভিসা দেওয়া যাবে না। তবে হারবী কাফেরকে এক বছরের কম সময়ের নিরাপত্তা/ভিসা দেওয়ার অবকাশ রয়েছে। সে যদি এক বছর কিংবা ভিসার নির্ধারিত সময়ের বেশি সময় অবস্থান করে, তাহলে সে জিম্মী হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে তাকে তার দেশে ফিরে যেতে দেওয়া হবে না। তবে ভিসা ইস্যুর সময় তাকে এ কথা বলে দিতে হবে যে, তুমি যদি নির্ধারিত সময়ের বেশি অবস্থান কর, তাহলে কিন্তু জিম্মী বনে যাবে। (সামনের ১২৬ নং রেফারেন্স দ্রষ্টব্য)

মাসআলা:-১৩১

ভিসাসহ প্রবেশকারী কাফের যখন জিম্মীতে পরিণত হবে, তখন সে অন্যান্য জিম্মীদের মত সমস্ত হক প্রাপ্ত হবে। আর অন্যান্য জিম্মীদের উপর যা কিছু আরোপ করা হয়, তার উপরও তা আরোপ করা হবে। অতএব, সে জিযিয়া কর দিবে। আর মুসলিমগণ তার জান, মাল, ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা দিবে। (দলীল সামনের ১২৬ নং রেফারেন্সে দ্রষ্টব্য)

মাসআলা:-১৩২

যে মুস্তামিন (ভিসা নিয়ে প্রবেশকারী) কাফের জিম্মিতে পরিণত হয়েছে, তাকে অন্যান্য জিম্মিদের মত স্থায়ীভাবে দারুল হারবে যেতে দেওয়া হবে না। তবে কেউ যদি বিশেষ কোনো প্রয়োজনে সাময়িকভাবে দারুল হারবে যেতে চায়, আর দারুল ইসলাম কর্তৃপক্ষের কাছে তার কথা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়,

---

وَانْعِدَامِ وِلَايَتِهِمْ أَيْضًا فِي حَقِّنَا ، وَكَذَا غَصْبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَادَفَ مَالًا غَيْرُ مَضْمُونٍ فَلَمْ يَنْعَقِدْ سَبَبًا لِوُجُوبِ الضَّمَانِ ... إِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ كَانَ هُوَ الْغَاصِبَ يُفْتَى بِأَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ غَادِرًا بِهِمْ نَاقِضًا عَهْدَهُمْ ، فَتَلْزَمُهُ التَّوْبَةُ ، وَلَا تَتَحَقَّقُ التَّوْبَةُ إِلَّا بِرَدِّ الْمَغْصُوبِ ،

সেক্ষেত্রে তাকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার অবকাশ রয়েছে। (দলীল সামনের ১২৬ নং রেফারেন্সে দ্রষ্টব্য)

মাসআলা:-১৩৩

যে মুস্তামিন ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে জিম্মীতে পরিণত হয়েছে, তার উপর চলতি বছরের জিযিয়া কর আরো করা হবে না। বরং সামনের বছর থেকে আরোপ করা হবে। তবে যদি ভিসা ইস্যুর সময় চলতি বছরেই কর আরোপের শর্ত করা হয়, সেক্ষেত্রে চলতি বছরের করও নেওয়া যাবে। (সামনের ১২৬ নং রেফারেন্স দ্রষ্টব্য)

মাসআলা:-১৩৪

দারুল ইসলামে ভিসা নিয়ে প্রবেশকারী কাফের যদি জিম্মী হয়ে যায়, তাহলে শরীয়তের সমস্ত দণ্ডবিধি তার উপর বর্তাবে। অতএব, তাকে যদি কোনো মুসলিম হত্যা করে, তাহলে কিসাস স্বরূপ মুসলিমকেও হত্যা করা হবে। এমনিভাবে সে যদি কোনো মুসলিমকে হত্যা করে, তাহলে কেসাস স্বরূপ তাকেও হত্যা করা হবে। তার মাল যদি কেউ নষ্ট করে তাহলে যথাযোগ্য জরিমানা দিতে হবে। এমনকি কোনো মুসলিম যদি তার মালিকানাধীন মদ কিংবা শুকর ধ্বংস করে, তাহলে জরিমানা স্বারূপ মদ ও শুকরের বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। ভুলবশত তাকে হত্যা করে ফেললে, দিয়ত পরিশোধ করতে হবে। তাকে কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া যাবে না। তার গীবতও করা যাবে না। (সামনের ১২৬ নং রেফারেন্স দ্রষ্টব্য)

মাসআলা:-১৩৫

দারুল ইসলামে ভিসা নিয়ে প্রবেশকারী কাফের যদি দারুল ইসলামে মারা যায়, তাহলে তার সাথের মালামাল তার ওয়ারিশদের জন্য রেখে দেওয়া হবে। ওয়ারিশগণ তার ওয়ারিশ হওয়ার ব্যাপারে যথাযথ প্রমাণ পেশ করার মাধ্যমে মালামাল নিয়ে যেতে পারবে। ওয়ারিশগণ যদি জিম্মী কাফেরদের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করে, অর্থাৎ দুইজন জিম্মী কাফের এসে যদি এই সাক্ষ্য দেয় যে, আমাদের জানামতে এরাই এই মৃত লোকের ওয়ারিশ। তাহলে তাদের সাক্ষীর উপর ভিত্তি করে ওয়ারিশদেরকে মাল দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু জিম্মীদের একজনকে কাফীল

বানিয়ে রাখা হবে। যাতে পরবর্তীতে কোনো ঝামেলা হলে, কাফীল তা মোকাবেলা করতে পারে।

ওয়ারাসাত প্রমাণের জন্য দারুল হারবের রাষ্ট্রপ্রধানের চিঠি প্রমাণরূপে যথেষ্ট নয়। কারণ, রাষ্ট্রপ্রধান স্বয়ং এসেও যদি সাক্ষী দেয় তবুও তার একক সাক্ষী প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট হবে না। সেক্ষেত্রে চিঠির কথা তো বলাই বাহুল্য। (সামনের ১২৬ নং রেফারেন্স দ্রষ্টব্য)

মাসআলাঃ-১৩৬

দারুল হারবের কোনো অমুসলিম নারী যদি আমান নিয়ে দারুল ইসলামে এসে কোনো জিম্মী কাফেরকে বিবাহ করে, কিংবা প্রকৃত ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান যদি কোনো মুসলিমকে বিবাহ করে, তাহলে শুধু বিবাহের আকদ অনুষ্ঠিত হওয়ার দ্বারাই স্বামী তার স্ত্রীকে দারুল হারবে ফিরে যাওয়া থেকে বাঁধা দানের অধিকার রাখবে। স্ত্রীকে বাঁধাদানের অধিকার প্রাপ্তির জন্য 'মিলন' শর্ত নয়। (সামনের ১২৬ নং রেফারেন্স দ্রষ্টব্য)

মাসআলাঃ-১৩৭

দারুল ইসলামে ভিসা নিয়ে প্রবেশকারী কাফের যদি কোনো জিম্মী (অমুসলিম) নারীকে বিবাহ করে, তাহলে এই বিবাহ তার দারুল হারবে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না। কারণ, সে চাইলে তো স্ত্রীকে তালাক দিয়েও দারুল হারবে চলে যেতে পারে। তাই বিবাহের কারণে দারুল ইসলামে ভিসা নিয়ে প্রবেশকারী কাফের পুরুষকে দারুল হারবে ফিরে যেতে বাঁধা প্রদান করা হবে না।

তবে যদি বিবাহের পর জিম্মী স্ত্রী মহর দাবি করে, তাহলে মহর আদায় পর্যন্ত তাকে বাঁধা দান করা হবে। মহর আদায় করতে গিয়ে যদি তার ভিসার নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে সে জিম্মীতে পরিণত হবে। তখন তাকে আর স্থায়ীভাবে দারুল হারবে যেতে দেওয়া হবে না। (সামনের ১২৬ নং রেফারেন্স দ্রষ্টব্য)

মাসআলাঃ-১৩৮

দারুল ইসলামে ভিসা নিয়ে প্রবেশকারী কাফের যদি মুসলিম বা জিম্মী থেকে ঋণ গ্রহণ করে, তাহলে ঋণ পরিশোধ পর্যন্ত তাকে দারুল হারবে যেতে দেওয়া হবে না। ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে যদি তার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে সে জিম্মীতে পরিণত হবে। তখন তাকে আর ফিরতে দেওয়া হবে না। [১২৬]

মাসআলা:-১৩৯

নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ কারী কাফেরের উপর হদ্দুল কযফ (যিনার অপবাদ সংক্রান্ত হদ) এবং কেসাস ছাড়া অন্য কোনো হদ জারী করা

---

[১২৬]. **قال فى الدر:** لَا يُمَكَّنُ حَرْبِيٌّ مُسْتَأْمَنٌ فِينَا سَنَةً لِئَلَّا يَصِيرَ عَيْنًا لَهُمْ وَعَوْنًا عَلَيْنَا (وَقِيلَ لَهُ) مِنْ قِبَلِ الْإِمَامِ (إنْ أَقَمْتَ سَنَةً) قَيْدٌ اتِّفَاقِيٌّ لِجَوَازِ تَوْقِيتِ مَا دُونَهُ كَشَهْرٍ وَشَهْرَيْنِ دُرَرٌ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَلْحَقَهُ ضَرَرٌ بِتَقْصِيرِ الْمُدَّةِ جِدًّا فَتْحٌ (وَضَعْنَا عَلَيْك الْجِزْيَةَ فَإِنْ مَكَثَ سَنَةً) بَعْدَ قَوْلِهِ (فَهُوَ ذِمِّيٌّ) ظَاهِرُ الْمُتُونِ أَنَّ قَوْلَ الْإِمَامِ لَهُ ذَلِكَ شَرْطٌ لِكَوْنِهِ ذِمِّيًّا، فَلَوْ أَقَامَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ قَبْلَ الْقَوْلِ فَلَيْسَ بِذِمِّيٍّ وَبِهِ صَرَّحَ الْعَتَّابِيُّ وَقِيلَ نَعَمْ وَبِهِ جَزَمَ فِي الدُّرِّ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ . قال الشامى: (قوله قيد اتفاقي) أي بالنسبة للأقل لا للأكثر فلا يجوز تحديدا أكثر من سنة بقرينة قوله السابق لا يمكن إلخ ط

(وَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ فِي حَوْلِ الْمُكْثِ إلَّا بِشَرْطِ أَخْذِهَا مِنْهُ فِيهِ (وَ) إذَا صَارَ ذِمِّيًّا (يَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ) –ويضمن المسلم قيمة خمره وخنزيره إذا أتلفه وتجب الدية عليه إذا قتله خطأ ويجب كف الأذى عنه. (وتحرم غيبته كالمسلم) فتح. وفيه: لو مات المستأمن في دارنا وورثته ثمة وقف ماله لهم، ويأخذوه ببينة ولو من أهل الذمة فبكفيل ولا يقبل كتاب ملكهم.

(وإذا أراد الرجوع إلى دار الحرب بعد الحول) ولو لتجارة أو قضاء حاجة كما يفيد الإطلاق نهر (منع) لأن عقد الذمة لا ينقض، ومفاده منع الذمي أيضا (كما) يمنع (لو وضع عليه الخراج) بأن ألزم به وأخذ منه عند حلول وقته لأن خراج الأرض كخراج الرأس (أو صار لها) أي المستأمنة الكتابية (زوج مسلم أو ذمي) لتبعيتها له وإن لم يدخل بها (لا عكسه) لإمكان طلاقها، ولو نكحها هنا فطالبته بمهرها فلها منعه من الرجوع تتارخانية. فلو لم يف حتى مضى حول ينبغي صيرورته ذميا على ما مر عن الدرر ومنه علم حكم الدين الحادث في دارنا.

হবে না। তবে ইমাম আবু ইউসুফের মতে জিম্মীদের মত তার উপর সব হদই জারী করা হবে, শুধু মদ্যপানের হদ জারী করা হবে না। [১২৭]

মাসআলা:-১৪০

নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশকারী কাফেরের সাহায্য করা দারুল ইসলাম কর্তৃপক্ষের উপর ওয়াজিব। দারুল ইসলামে ভিসা নিয়ে প্রবেশকারী কাফের দারুল ইসলামে বসবাসকারী জিম্মী কাফেরদের মতই সমস্ত অধিকার প্রাপ্ত হবে। তবে ব্যতিক্রম শুধু এতটুকু যে, কোনো মুসলিম বা জিম্মী তাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করলে কেসাস ওয়াজিব হবে না। বরং দিয়ত তথা রক্তপণ ওয়াজিব হবে। তবে দারুল ইসলামে ভিসা নিয়ে প্রবেশকারী এক কাফের যদি আরেক ভিসা নিয়ে প্রবেশকারী কাফেরকে হত্যা করে, তাহলে তাদের আপোসে কেসাস ওয়াজিব হবে। নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ নিহতের পক্ষ হয়ে কেসাস উসুল করবে। [১২৮]

মাসআলা:-১৪১

কাফের স্বামী-স্ত্রী যদি নিরাপত্তা নিয়ে নাবালেগ বাচ্চাসহ দারুল ইসলামে আসে। অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন মুসলমান হয়েগেলে নাবালেগ বাচ্চাদেরকেও মুসলমান ধরা হবে। এমনিভাবে যদি স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন জিম্মী হয়ে যায়, তাহলে নাবালেগ বাচ্চাদেরকেও জিম্মী ধরা হবে। সেক্ষেত্রে মুসলমান হওয়া ও জিম্মী হওয়ার হুকুম নাবালেগ বাচ্চাদের উপরও বর্তাবে। বালেগ সন্তানদেরকে

---

[১২৭]. قال فی رد المحتار: المستأمن في دارنا إذا ارتكب ما يوجب عقوبة لا يقام عليه إلا ما فيه حق العبد من قصاص، أو حد قذف، وعند أبي يوسف: يقام عليه كل ذلك إلا حد الخمر كأهل الذمة،

[১২৮]. قال فی رد المحتار: أما قبل صيرورته ذميا فلا قصاص بقتله عمدا بل الدية. قال في شرح السير: الأصل أنه يجب على الإمام نصرة المستأمنين ما داموا في دارنا، فكان حكمهم كأهل الذمة إلا أنه لا قصاص على مسلم أو ذمي بقتل مستأمن، ويقتص من المستأمن بقتل مثله، ويستوفيه وارثه إن كان معه.

মুসলিম বা জিম্মী হওয়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অনুগামী ধরা হবে না। বালেগ কন্যা সন্তানকেও পিতা-মাতার অনুগামী ধরা হবে না।[১২৯]

মাসআলা:-১৪২

কোনো কাফের যদি তার নাবালেগ ভাই, ভাতিজা কিংবা নাতি নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করে, তাহলে সে ইসলাম গ্রহণ করলে কিংবা জিম্মী হয়ে গেলে নাবালেগ বাচ্চাকে তার অনুগামী ধরা হবে না। যদি ঐ নাবালেগ বাচ্চার পিতা মৃত হয় তথাপিও নয়।[১৩০]

মাসআলা:-১৪৩

যদি দারুল ইসলামে ভিসা নিয়ে প্রবেশকারী কোনো কাফের দারুল ইসলামে এসে ইসলাম কবুল করে। তাহলে দারুল হারবে অবস্থানকারী তার নাবালেগ সন্তানদেরকে মুসলিম গণ্য করা হবে না। তবে তার মৃত্যুর আগেই বাচ্চাদেরকে যদি দারুল ইসলামে নিয়ে আসা হয়, তাহলে তারা মুসলিম বলে গণ্য হবে।[১৩১]

মাসআলা:-১৪৪

দারুল ইসলামে ভিসা নিয়ে প্রবেশকারী কাফের যদি ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তার নিজ দেশ কিংবা অন্যকোনো দারুল হারবে চলে যায়, তাহলে সে পূর্বের মত হারবী কাফের বলে বিবেচিত হবে। মুসলিমদের জন্য তার জান-মাল হালাল হয়ে যাবে। দারুল ইসলামে ভিসা নিয়ে প্রবেশকারী কাফের জিম্মীতে

---

[১২৯]. **قال فی رد المحتار:** ولو دخل مع امرأته ومعهما أولاد صغار، فأسلم أحدهما أو صار ذميا فالصغار تبع له، بخلاف الكبار، ولو إناثا لانتهاء التبعية بالبلوغ عن عقل،

[১৩০]. **قال فی رد المحتار:** ولا يصير الصغير تبعا لأخيه أو عمه أو جده ولو الأب ميتا في ظاهر الرواية. وفي رواية الحسن: يصير مسلما بإسلام جده والصحيح الأول إذ لو صار مسلما بإسلام الجد الأدنى، لصار مسلما بإسلام الأعلى، فيلزم الحكم بالردة لكل كافر لأنهم أولاد آدم ونوح - عليهما السلام -،

[১৩১]. **قال فی رد المحتار:** ولو أسلم في دارنا وله أولاد صغار في دارهم لم يتبعوه إلا إذا أخرجوا إلى دارنا قبل موت أبيهم.

পরিণত হওয়ার পরও যদি স্থায়ীভাবে দারুল হারবে চলে যায়, তখনও তার জান-মাল মুসলিমদের জন্য হালাল বিবেচিত হবে।[১৩২]

মাসআলা:-১৪৫

দারুল ইসলামে ভিসা নিয়ে প্রবেশকারী কাফের বা জিম্মী কাফের স্থায়ীভাবে দারুল হারবে চলে গিয়েছে। যাওয়ার আগে যদি সে কোনো মুসলিম বা জিম্মীকে করজ দিয়ে যায় কিংবা 'বাইয়ে সালামের' ভিত্তিতে কাউকে অগ্রীম টাকা দিয়ে যায়, অথবা কোনো কিছুর অগ্রীম ভাড়া দিয়ে যায় বা তার থেকে কিছু দবরদস্তি কেড়ে নেওয়া হয়, অতঃপর তাকে বিশেষ কোনো অভিযানের মাধ্যমে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয় বা তাদের উপর বিজয় অর্জিত হওয়ার পর তাকে মুসলিমগণ গ্রেফতার করে কিংবা হত্যা করে, সেক্ষেত্রে পূর্বোক্ত ঋণগুলো মওকুফ হয়ে যাবে। যাদের কাছে সে টাকা পেত, তাদের উক্ত টাকা পরিশোধ করতে হবে না। জবরদস্তি কেড়ে নেওয়া মালও ফেরত দিতে হবে না।

কিন্তু সে যদি যাওয়ার পূর্বে কোনো মুসলিম বা জিম্মীর কাছে আমানতস্বরূপ কিছু রেখে যায়, তাহলে তা গনীমত বলে বিবেচিত হবে। এমনিভাবে তার ব্যবসায়িক পাটনার এর কাছে তার যে মাল আছে এবং দারুল ইসলামে তার ঘরে যেসব মাল রয়েছে সবই ফাই বলে গণ্য হবে। তবে এই ফাই থেকে খুমুস নেওয়া হবে না। বরং তা জিযিয়া ও খারাজের খাতে ব্যয় করা হবে।[১৩৩]

---

[১৩২] **قال فى الدر المختار:** (فإن رجع) المستأمن (إليهم) ولو لغير داره (حل دمه) لبطلان أمانه. قال الشامى: (قوله فإن رجع المستأمن) ظاهره أنه لا فرق بين كونه قبل الحكم بكونه ذميا، أو بعده لأن الذمي إذا لحق بدار الحرب صار حربيا كما سيأتي بحر.

[১৩৩] **قال فى الدر:** (فإن ترك وديعة عند معصوم) مسلم أو ذمي (أو دينا) عليهما (فأسر أو ظهر) بالبناء للمجهول بمعنى غلب (عليهم فأخذوه أو قتلوه سقط دينه) وسلمه وما غصب منه وأجرة عين أجرها لسبق يده (وصار ماله) كوديعته وما عند شريكه ومضاربه وما في بيته في دارنا (فيئا) . وقال فى رد المحتار: (قوله سقط دينه) لأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة، وقد سقطت، ويد من عليه أسبق إليه من يد العامة فيختص به فيسقط ولا طريق لجعله فيئا لأنه الذي يؤخذ قهرا، ولا يتصور ذلك في الدين نهر، وهذا معنى

মাসআলা:-১৪৬

পূর্বোক্ত ব্যক্তি যদি ঋণের পরিবর্তে কোনো মাল বন্ধক রেখে যায়, তাহলে বন্ধকি মাল বিক্রি করে ঋণদাতার ঋণ পরিশোধ করা হবে। ঋণ পরিশোধের পর অতিরিক্ত যদি কিছু থাকে, তাহলে তা ফাই এর খাতে চলে যাবে। [১৩৪]

মাসআলা:-১৪৭

দারুল ইসলামে ভিসা নিয়ে প্রবেশকারী কাফের কিংবা জিম্মী কাফের স্থায়ীভাবে দারুল হারবে চলে যাওয়ার পর, সে যদি তার করজ ও আমানত উসূলের জন্য কাউকে পাঠায়, তাহলে তার কাছে তার আমানতের মাল ও পাওনা টাকা দিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। [১৩৫]

মাসআলা:-১৪৮

قوله الآتي لسبق يده فهو علة للكل (قوله وسلمه) أي لو أسلم إلى مسلم دراهم على شيء (قوله وما غصب منه) ذكره في البحر بحثا، وبنى عليه في النهر السلم والأجرة.

(قوله وصار ماله) أفاد أن الدين ليس ماله لأنه ملك المديون، وللمالك حق المطالبة به ليستوفي مثله لا عينه (قوله كوديعته) أي عند مسلم أو ذمي ملتقى قال ط وكذا غيره بالأولى وفي البحر: وإنما صارت وديعته غنيمة لأنها في يده تقديرا لأن يد المودع كيده فيصير فيئا تبعا لنفسه، وإذا صار ماله غنيمة لا خمس فيه وإنما يصرف كما يصرف الخراج، والجزية لأنه مأخوذ بقوة المسلمين بلا قتال بخلاف الغنيمة.

[১৩৪]. **قال فى رد المحتار:** (قوله واختلف في الرهن) فعند أبي يوسف للمرتهن بدينه وعند محمد يباع ويستوفى دينه والزيادة فيء للمسلمين وينبغي ترجيحه لأن ما زاد على قدر الدين في حكم الوديعة بحر ورده في النهر بأن تقديم قول أبي يوسف يؤذن بترجيحه وهذا لأن الوديعة إنما كانت فيئا لما مر أنها في يده حكما ولا كذلك الرهن اهـ.

وأجاب الحموي: بأنه على تسليم أن التقديم يفيد الترجيح دائما فيفيد أرجحية الأول فيما إذا كان الرهن قدر الدين، أما الزيادة فقد صرحوا في كتاب الرهن بأنها أمانة غير مضمونة وكذا قال ح: الحق ما في البحر وذكر نحو ذلك.

[১৩৫]. **قال فى الدر:** وفي السراج: لو بعث من يأخذ الوديعة والقرض وجب التسليم إليه انتهى. قال الشامى: (قوله وجب التسليم إليه) لأن ماله لا يصير فيئا إلا بأسره أو بقتله ولم يوجد أحدهما ط.

দারুল ইসলামে ভিসা নিয়ে প্রবেশকারী কাফের বা জিম্মী কাফের যদি দারুল ইসলামের কোনো মুসলিম বা জিম্মী থেকে করজ গ্রহণ করে দারুল হারবে চলে যায়, তাহলে দারুল ইসলামে রেখে যাওয়া তার মাল থেকে করজ আদায় করা হবে, যদিও তার মাল ফাই-এ পরিণত হোকনা কেন। যদি তার রেখে যাওয়া মাল ঋণ এর সমগোত্রীয় না হয়, তাহলে কাজী সাহেব (ইসলামী আদালতের বিচারক) তা বিক্রি করে দিয়ে মূল্য দ্বারা ঋণ পরিশোধ করে দিবেন। [১৩৬]

মাসআলা:-১৪৯

দারুল ইসলামে ভিসা নিয়ে প্রবেশকারী কাফের বা জিম্মী কাফের স্থায়ীভাবে দারুল হারবে চলে যাওয়ার পর, যদি তার উপর গালাবা (বিজয়) অর্জন করা ছাড়াই তাকে হত্যা করা হয়, কিংবা সে যদি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে দারুল ইসলামে রেখে যাওয়া তার আমানত ও অন্যান্য মাল তার ওয়ারিশগণ পাবে। এমনিভাবে তাকে গ্রেফতার করার পর যদি সে পালিয়ে যায়, তখনও তার মাল তার ওয়ারিশগণ পাবে। [১৩৭]

মাসআলা:-১৫০

দারুল ইসলামে ভিসা নিয়ে প্রবেশকারী কাফের, দারুল ইসলামে আসার পর যদি ইসলাম কবুল করে কিংবা জিম্মীতে পরিণত হয়, অতঃপর আমরা দারুল হারবের উপর বিজয় অর্জন করলে, এই ব্যক্তির দারুল হারবে অবস্থিত তার সমুদয় সম্পদ, স্ত্রী এবং বালেগ-নাবালেগ সন্তান সবই গনীমত বলে বিবেচিত

---

[১৩৬]. **قال فى رد المحتار:** (قوله وعليه) أي على ما ذكر من وجوب التسليم، ووجه البناء أن طلب غريمه كطلبه بوكيله، أو رسوله: وهذه المسألة ذكرها في البحر بحثا فقال: ولم أر حكم ما إذا كان على المستأمن دين لمسلم أو ذمي أدانه له في دارنا ثم رجع، ولا يخفى أنه باق لبقاء المطالبة، وينبغي أن يوفى من ماله المتروك، ولو صارت وديعته فيئا اهـ ولا يخفى أن فيما ذكره الشارح تبعا للنهر من بناء المسألة على ما قبلها تقوية للبحث، وقد علمت وجهه وقال في النهر، فإن كانت الوديعة من غير جنس الدين باعها القاضي ووفى منها وقد أفتيت بذلك. اهـ.

[১৩৭]. **قال فى الدر:** (وإن قتل أو مات فقط) بلا غلبة عليه. (فديته وقرضه ووديعته لورثته) لأن نفسه لم تصر مغنومة فكذا ماله كما لو ظهر عليه فهرب فماله له.

হবে। কতল করা বৈধ নয় এমন কারো কাছে যদি তার কোনো মাল গচ্ছিত থাকে, তাহলে সেই মালও গনীমত বলে বিবেচিত হবে। তার নাবালেগ বাচ্চাকে গ্রেফতার করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসা হলে, সে মুসলিম গোলাম বলে গণ্য হবে।

তবে সে যদি দারুল হারবে থাকাবস্থায় ইসলাম কবুল করার পর দারুল ইসলামে চলে আসে, সেক্ষেত্রে যদিও তার স্ত্রী, বালেগ সন্তান এবং সমুদয় সম্পদ গনীমত হবে, কিন্তু তার নাবালেগ সন্তান স্বাধীন মুসলিম বলে বিবেচিত হবে। এমনিভাবে কোনো মুসলিম বা জিম্মীর কাছে যদি সে কোনো সম্পদ গচ্ছিত রেখে থাকে, তাহলে তা তারই থাকবে। [১৩৮]

মাসআলা:-১৫১

ভিসা নিয়ে প্রবেশকারী কাফের দারুল ইসলামে এসে ইসলাম কবুল করার পর, যদি কেউ তাকে ইচ্ছাকৃত কিংবা ভুলবশত হত্যা করেফেলে, সেক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান তার পক্ষ হয়ে দিয়াত ও কিসাস গ্রহণ করবেন। ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে তিনি হন্তারকের 'আকেলা' থেকে দিয়াত গ্রহণ করবেন। আর ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস গ্রহণ করবেন, কিংবা সুলাহ এর মাধ্যমে দিয়াত গ্রহণ করবেন। হত্যাকারীকে ক্ষমা করবেন না। আর গৃহিত দিয়াত/রক্তপণ বাইতুল মালে রেখে দিবেন।[১৩৯]

---

[১৩৮]. **قال فى الدر:** (حَرْبِيٌّ هُنَا لَهُ ثَمَّةَ عِرْسٌ وَأَوْلَادٌ وَوَدِيعَةٌ مَعَ مَعْصُومٍ وَغَيْرِهِ فَأَسْلَمَ) هُنَا أَوْ صَارَ ذِمِّيًّا (ثُمَّ ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَكُلُّهُ فَيْءٌ) لِعَدَمِ يَدِهِ وَوِلَايَتِهِ؛ وَلَوْ سُبِيَ طِفْلُهُ إلَيْنَا فَهُوَ قِنٌّ مُسْلِمٌ (وَإِنْ أَسْلَمَ ثَمَّةَ فَجَاءَ) هُنَا (فَظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَطِفْلُهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ) لِاتِّحَادِ الدَّارِ (وَوَدِيعَتُهُ مَعَ مَعْصُومٍ لَهُ) لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِهِ مُحْتَرَمَةٌ (وَغَيْرُهُ فَيْءٌ) وَلَوْ عَيْنًا غَصَبَهَا مُسْلِمٌ لِعَدَمِ النِّيَابَةِ فَتْحٌ

[১৩৯]. **قال فى الدر:** (وَلِلْإِمَامِ) حَقُّ (أَخْذُ دِيَةِ مُسْلِمٍ لَا وَلِيَّ لَهُ) أَصْلًا (وَ) دِيَةِ (مُسْتَأْمَنٍ أَسْلَمَ هُنَا مِنْ عَاقِلَةِ قَاتِلِهِ خَطَأً) لِقَتْلِهِ نَفْسًا مَعْصُومَةً (وَفِي الْعَمْدِ لَهُ الْقَتْلُ) قِصَاصًا (أَوْ الدِّيَةُ) صُلْحًا (لَا الْعَفْوُ) نَظَرًا لِحَقِّ الْعَامَّةِ. قال الشامى: (قَوْلُهُ وَلِلْإِمَامِ حَقُّ أَخْذِ دِيَةِ إلَخْ) زَادَ لَفْظَ: حَقُّ إشَارَةً إلَى مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّ أَخْذَهُ الدِّيَةَ لَيْسَ لِنَفْسِهِ، بَلْ لِيَضَعَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ ذِكْرِهَا هُنَا، وَإِلَّا فَحُكْمُ الْقَتْلِ الْخَطَأِ مَعْلُومٌ، وَلِذَا لَمْ يَنُصَّ عَلَى الْكَفَّارَةِ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ.

দারুল ইসলামে অবস্থানরত জিম্মী কাফেরদের বিবিধ হুকুম-আহকাম

জিযিয়ার বিবরণ:

মাসআলা:-১৫২

জিযিয়া (কর) দুই প্রকার:

ক. সন্ধির মাধ্যমে নির্ধারিত জিযিয়া।

খ. স্বাভাবিক নিয়মে নির্ধারিত জিযিয়া।

সন্ধির মাধ্যমে যেসব এলাকা মুসলিমদের সাশনাধীন হয়েছে, সেসব এলাকার কাফের অধিবাসীদের উপর সন্ধির সময়ে আলোচনা সাপেক্ষে যে পরিমাণ জিযিয়া/কর নির্ধারণ করা হবে, তারা সর্বদা সেই পরিমাণ করই প্রদান করবে। তাদের থেকে নির্ধারিত করের কমও নেয়া যাবে না, বেশিও নেয়া যাবে না।

আর যেসব এলাকা যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় হয়েছে এবং বিজয়ের পর এলাকার অধিবাসীদেরকে নিজস্ব ভূমিতে বহাল রাখা হয়েছে, তাদের উপর নিম্ন বর্ণিত হারে জিযিয়া/কর নির্ধারণ করতে হবে:

ক. বছরের অধিকাংশ সময় কাজে সক্ষম ফকীর ব্যক্তি বছরে ১২ দেরহাম (৩৬.৭৪১৬ গ্রাম রূপা বা তার মূল্য) আদায় করবে। এর মধ্য থেকে প্রত্যেক মাসে ১ দেরহাম করে (৩.০৬১৮ গ্রাম রূপা বা তার মূল্য) আদায় করবে।

খ. মধ্যবিত্ত প্রত্যেক মাসে ২ দেরহাম করে বছরে মোট ২৪ দেরহাম (৭৩.৪৮৩২ গ্রাম রূপা বা তার মূল্য) আদায় করবে।

গ. ধনী ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে ৪ দেরহাম করে বছরে মোট ৪৮ দেরহাম (১৪৬.৯৬৬৪ গ্রাম রূপা বা তার মূল্য) আদায় করবে।

দুইশত দেরহামের কম যার মালিকানায় আছে সে ফকীর। দুইশত দেরহাম বা তার চেয়ে বেশি (কিন্তু দশ হাজার দেরহামের কম) যার মালিকানায় আছে সে মধ্যবিত্ত। দশ হাজার দেরহাম বা তার চেয়ে বেশি যার মালিকানায় আছে সে ধনী। তবে কারো কারো মতে ধনী, ফকীর, মধ্যবিত্ত উরফ তথা সামাজিক প্রচলনের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে। সমাজের মানুষ যাকে ধনী বলে, সে ধনী। আর যাকে ফকীর বলে সে ফকীর।

বছরের অধিকাংশ সময় যে ধনী বা ফকীর থাকবে তাকে ধনী বা ফকীর হিসাবে গণ্য করা হবে। তবে কেউ কেউ বলেছেন, বছরের শেষ অংশের অবস্থা হিসাবে ধনী-ফকীরের হুকুম আরোপিত হবে।[১৪০]

---

[১৪০]. **قال فى الدر:** وهي نوعان (الموضوع من الجزية بصلح لا) يقدر ولا (يغير) تحرزا عن الغدر (وما وضع بعدما قهروا وأقروا على أملاكهم يقدر في كل سنة على فقير معتمل) يقدر على تحصيل النقدين بأي وجه كان ينابيع، وتكفي صحته في أكثر السنة هداية (اثنا عشر درهما) في كل شهر درهم (وعلى وسط الحال ضعفه) في كل شهر درهمان (وعلى المكثر ضعفه) في كل شهر أربعة دراهم وهذا للتسهيل لا لبيان الوجوب لأنه بأول الحول بناية (ومن ملك عشرة آلاف درهم فصاعدا غني ومن ملك مائتي درهم فصاعدا متوسط ومن ملك ما دون المائتين أو لا يملك شيئا فقير) قاله الكرخي، وهو أحسن الأقوال، وعليه الاعتماد بحر واعتبر أبو جعفر العرف، وهو الأصح تتارخانية، ويعتبر وجود هذه الصفات في آخر السنة فتح لأنه وقت وجوب الأداء نهر.

قال الشامى: وبعد تحقق الأهلية لا يعتبر أولها في حق تغير الأوصاف، بل يعتبر أكثرها فيه كما إذا كان مريضا في أولها، فإن صح بعده في أكثرها وجبت، وإلا فلا وكذا لو كان فقيرا غير معتمل، ثم صار فقيرا معتملا أو متوسطا أو غنيا في أكثرها، وعلى هذا يحمل ما في الولوالجية وغيرها من أن الفقير لو أيسر في آخر السنة أخذت منه. اهـ. أي إذا أيسر أكثرها، وعلى هذا عكسه بأن كان غنيا في أولها فقيرا في آخرها اعتبر ما وجد في أكثرها، لكن ما مر من أنه يؤخذ في كل شهر قسط يؤخذ ممن كان غنيا في أولها شهرين مثلا قسط شهرين دون الباقي لما في القهستاني عن المحيط يسقط الباقي في جزية السنة إذا صار شيخا كبيرا أو فقيرا أو مريضا نصف سنة أو أكثر. اهـ. وأشار إلى أن ما نقص عن نصف سنة لا يجعل عذرا ولذا قال في الفتح: إنما يوظف على المعتمل إذا كان صحيحا في أكثر السنة وإلا فلا جزية عليه لأن الإنسان لا يخلو عن قليل مرض فلا يجعل القليل منه عذرا وهو ما نقص عن نصف العام. اهـ.

জিযিয়া যাদের উপর আরোপ করা হবে এবং যাদের উপর হবে না

মাসআলা:-১৫৩

ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজক ও অনারবের মূর্তিপূজকদের (হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ইত্যাদি) উপর জিযিয়া কর আরোপ করা হবে।

আরবের মূর্তিপূজক এবং আরব-অনারব নির্বিশেষে যেকোনো স্থানের মুরতাদ এর উপর জিযিয়া কর আরোপ করা যাবে না। তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার বিনিময়ে তাদের থেকে কর গ্রহণ করা জায়েয নেই। ইসলাম গ্রহণ কিংবা কতল-এর মধ্য থেকে তাদের যেকোনো একটি পথ বেছে নিতে হবে। হয়তো তারা মুসলমান হবে। তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করা হবে।[১৪১]

মাসআলা:-১৫৪

বিজয়ের পর মুরতাদদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে গোলাম বানানো হবে এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে। কিন্তু মূর্তিপূজকদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে ইসলাম কবুল করতে বাধ্য করা হবে না।[১৪২]

মাসআলা:-১৫৫

---

[১৪১]. **قال فى الدر:** (وَتُوضَعُ عَلَى كِتَابِيٍّ) يَدْخُلُ فِي الْيَهُودِ السَّامِرَةُ لِأَنَّهُمْ يَدِينُونَ بِشَرِيعَةِ مُوسَى – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ –، وَفِي النَّصَارَى الْفِرِنْجُ وَالْأَرْمَنُ وَأَمَّا الصَّابِئَةُ فَفِي الْخَانِيَّةِ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا (وَمَجُوسِيٍّ) وَلَوْ عَرَبِيًّا لِوَضْعِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – عَلَى مَجُوسِ هَجَرَ (وَوَثَنِيٍّ عَجَمِيٍّ) لِجَوَازِ اسْتِرْقَاقِهِ فَجَازَ ضَرْبُ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِ (لَا) عَلَى وَثَنِيٍّ (عَرَبِيٍّ) لِأَنَّ الْمُعْجِزَةَ فِي حَقِّهِ أَظْهَرُ فَلَمْ يُعْذَرْ (وَمُرْتَدٍّ) فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمَا إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ وَلَوْ ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَنِسَاؤُهُمْ وَصِبْيَانُهُمْ فَيْءٌ.

[১৪২]. **قال فى رد المحتار:** (قَوْلُهُ: وَلَوْ ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَنِسَاؤُهُمْ وَصِبْيَانُهُمْ فَيْءٌ) لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – اسْتَرَقَّ نِسَاءَ بَنِي حَنِيفَةَ وَصِبْيَانَهُمْ لَمَّا ارْتَدُّوا وَقَسَّمَهُمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ هِدَايَةٌ قَالَ فِي الْفَتْحِ: إلَّا أَنَّ ذَرَارِيَّ الْمُرْتَدِّينَ وَنِسَاءَهُمْ يُجْبَرُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ بَعْدَ الِاسْتِرْقَاقِ بِخِلَافِ ذَرَارِيِّ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ لَا يُجْبَرُونَ اهـ: أَيْ وَكَذَا نِسَاؤُهُمْ وَالْفَرْقُ أَنَّ ذَرَارِيَّ الْمُرْتَدِّينَ تَبَعٌ لَهُمْ فَيُجْبَرُونَ مِثْلَهُمْ وَكَذَا نِسَاؤُهُمْ لِسَبْقِ الْإِسْلَامِ مِنْهُنَّ.

যিন্দিককে গ্রেফতার করার পর যদি সে তাওবা করে, তাহলে তাকে ক্ষমা করা হবে না। বরং তাকে হত্যা করা হবে। আর মুরতাদের মত যিন্দিকের উপরও জিযিয়া কর আরোপ করা যাবে না। তাকে গোলামও বানানো যাবে না।

এমনিভাবে বিদআতী সম্প্রদায়কেও গোলাম বানানো যাবে না যদিও তার বিদআত কুফরী পর্যায়ের হোকনা কেন এবং তাদের উপর জিযিয়া করও আরোপ করা যাবে না। তবে বিদআতী যদি বিদআতকে প্রকাশ করে বেড়ায়; তাওবা করে ফিরে না আসে, সেক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে।[১৪৩]

মাসআলা:-১৫৬

শিআয়ে ইমামিয়া (১২ ইমামের প্রবক্তা শিআ), বাতেনীভাবে ইবাদাত আদায়ের প্রবক্তা গোষ্ঠি, মাজার পূজায় লিপ্ত মুশরিক এবং ইসলামের দাবিদার অন্যান্য মুশরিক ও যিন্দিক সম্প্রদায়ের উপর জিযিয়া কর আরোপ করা যাবে না। আবার তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর বহালও রাখা যাবে না। বরং তাদেরকে হত্যা করা হবে। তবে গ্রেফতার করার পূর্বে এবং প্রকাশ্যে বিদআত করে বেড়ানোর পূর্বে যদি তারা তাওবা করে, তাহলে তাদের তাওবা গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, যেহেতু তারা মুরতাদের হুকুমে, তাই তাদের স্ত্রী ও নাবালেগ সন্তানদেরকে দাস-দাসী বানানো যাবে। [১৪৪]

---

[১৪৩] .قال فى رد المحتار: مَطْلَبٌ الزِّنْدِيقُ إذَا أُخِذَ قَبْلَ التَّوْبَةِ يُقْتَلُ وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ [تَنْبِيهٌ]
قَالَ فِي الْفَتْحِ قَالُوا لَوْ جَاءَ زِنْدِيقٌ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ فَأَخْبَرَ بِأَنَّهُ زِنْدِيقٌ وَتَابَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، فَإِنْ أُخِذَ ثُمَّ تَابَ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَيُقْتَلُ لِأَنَّهُمْ بَاطِنِيَّةٌ يَعْتَقِدُونَ فِي الْبَاطِنِ خِلَافَ ذَلِكَ فَيُقْتَلُ وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ. اهـ. وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْمُرْتَدِّ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ هُوَ الْمُفْتَى بِهِ، وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَلَا تُوضَعُ عَلَى الْمُبْتَدِعِ، وَلَا يُسْتَرَقُّ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا لَكِنْ يُبَاحُ قَتْلُهُ إذَا أَظْهَرَ بِدْعَتَهُ، وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْ ذَلِكَ وَتُقْبَلُ تَوْبَتُهُ.

[১৪৪] . قال فى رد المحتار: مَطْلَبٌ الزِّنْدِيقُ إذَا أُخِذَ قَبْلَ التَّوْبَةِ يُقْتَلُ وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ [تَنْبِيهٌ]
قَالَ فِي الْفَتْحِ قَالُوا لَوْ جَاءَ زِنْدِيقٌ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ فَأَخْبَرَ بِأَنَّهُ زِنْدِيقٌ وَتَابَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، فَإِنْ أُخِذَ ثُمَّ تَابَ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَيُقْتَلُ لِأَنَّهُمْ بَاطِنِيَّةٌ يَعْتَقِدُونَ فِي الْبَاطِنِ خِلَافَ ذَلِكَ فَيُقْتَلُ وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ. اهـ. وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْمُرْتَدِّ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ هُوَ الْمُفْتَى بِهِ، وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَلَا تُوضَعُ عَلَى الْمُبْتَدِعِ، وَلَا يُسْتَرَقُّ وَإِنْ كَانَ

মাসআলা:-১৫৭

নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের উপর জিযিয়া আরোপ করা হবে না: নাবালেগ, মহিলা, গোলাম, প্যারালাইসিস রুগি, কামাই-রোজগারে অক্ষম বৃদ্ধ, অন্ধ, রোজগারহীন ফকীর এবং এমন রাহেব যে মানুষের সংমিশ্রণ এড়িয়ে চলে।[১৮৫]

মাসআলা:-১৫৮

জিযিয়া নির্ধারণের সময় যারা জিযিয়ার অনুপযুক্ত ছিল, তারা যদি জিযিয়া নির্ধারণের পর উপযুক্ত হয়ে যায়, তবুও তাদের উপর ঐ বছর নতুন করে জিযিয়া আরোপ করা হবে না। যেমন, জিযিয়া নির্ধারণের পর পাগল যদি সুস্থ হয়ে যায়, নাবালেগ যদি বালেগ হয়ে যায়, গোলাম যদি স্বাধীনতা পেয়ে যায়, তাহলে ঐ বছর তাদের উপর আর জিযিয়া আরোপ করা যাবে না।

কিন্তু ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) দায়িত্ব হল, প্রত্যেক বছর নতুন করে জিযিয়া নির্ধারণ করা, যাতে করে গত বছরের অনুপযুক্তদের মধ্য থেকে এখন যারা উপযুক্ত হয়ে গিয়েছে, তাদের উপরও জিযিয়া আরোপ করা যায়।[১৮৬]

كَافِرًا لَكِنْ يُبَاحُ قَتْلُهُ إِذَا أَظْهَرَ بِدْعَتَهُ، وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْ ذَلِكَ وَتُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ الْإِبَاحِيَّةِ وَالشِّيعَةِ وَالْقَرَامِطَةِ وَالزَّنَادِقَةِ مِنْ الْفَلَاسِفَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنْ تَابَ الْمُبْتَدِعُ قَبْلَ الْأَخْذِ وَالْإِظْهَارِ، تُقْبَلُ وَإِنْ تَابَ بَعْدَهُمَا لَا تُقْبَلُ كَمَا هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا فِي التَّمْهِيدِ السَّالِمِيِّ اهـ قَالَ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى: وَاعْتَمَدَ الْأَخِيرَ صَاحِبُ التَّنْوِيرِ.

[১৮৫]. **قال فى الدر:** (وَصَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ وَعَبْدٍ) وَمُكَاتَبٍ وَمُدَبَّرٍ وَابْنِ أُمِّ وَلَدٍ (وَزَمِنٍ) مِنْ زَمِنَ يَزْمَنُ زَمَانَةً نَقَصَ بَعْضُ أَعْضَائِهِ أَوْ تَعَطَّلَ قُوَاهُ فَدَخَلَ الْمَفْلُوجُ وَالشَّيْخُ الْعَاجِزُ (وَأَعْمَى وَفَقِيرٍ غَيْرِ مُعْتَمِلٍ وَرَاهِبٍ لَا يُخَالِطُ) لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ وَالْجِزْيَةُ لِإِسْقَاطِهِ.

[১৮৬]. **قال فى الدر:** (وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْأَهْلِيَّةِ) لِلْجِزْيَةِ (وَعَدَمِهَا وَقْتُ الْوَضْعِ) فَمَنْ أَفَاقَ أَوْ عَتَقَ أَوْ بَلَغَ أَوْ بَرِئَ بَعْدَ وَضْعِ الْإِمَامِ لَمْ تُوضَعْ عَلَيْهِ (بِخِلَافِ الْفَقِيرِ إذَا أَيْسَرَ بَعْدَ الْوَضْعِ حَيْثُ تُوضَعُ عَلَيْهِ) لِأَنَّ سُقُوطَهَا لِعَجْزِهِ وَقَدْ زَالَ اخْتِيَارٌ

قال الشامى: (قَوْلُهُ لَمْ تُوضَعْ عَلَيْهِ) لِأَنَّ وَقْتَ الْوُجُوبِ أَوَّلُ السَّنَةِ عِنْدَ وَضْعِ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الْإِمَامَ يُجَدِّدُ الْوَضْعَ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ سَنَةٍ لِتَغَيُّرِ أَحْوَالِهِمْ بِبُلُوغِ الصَّبِيِّ وَعِتْقِ الْعَبْدِ، وَغَيْرِهِمَا فَإِذَا احْتَلَمَ وَعَتَقَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْوَضْعِ فَقَدْ

মাসআলা:-১৫৯

জিযিয়া নির্ধারণ করার পর বছরের অধিকাংশ সময় বাকী থাকাবস্থায় যদি কামাই-রোজগারহীন ফকীর, জিযিয়া দেওয়ার উপযুক্ত ধনাঢ্যতা অর্জন করতে পারে, তাহলে তার উপর চলতি বছরই জিযিয়া নির্ধারণ করা হবে। (প্রাগুক্ত)

মাসআলা:-১৬০

জিম্মী কাফেরদের কুফর এর উপর অবিচল থাকার শাস্তি স্বরূপ জিযিয়া কর নির্ধারণ করা হয়। আমরা তাদের কুফরীর উপর সন্তুষ্ট-এই হিসেবে জিযিয়া আরোপ করা হয় না। [১৪৭]

যেসব কারণে জিযিয়া মওকুফ হয়ে যায়

মাসআলা:-১৬১

জিযিয়া যেহেতু মূলত কুফরের উপর অটল থাকার শাস্তি স্বরূপ ওয়াজিব হয়, তাই যদি কেউ মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে তাকে আর জিযিয়া পরিশোধ করতে হবে না। কেউ যদি দুই বছরের জিযিয়া অগ্রীম আদায় করে থাকে, তাহলে ইসলাম কবুল করলে এক বছরেরটা ফেরত পাবে। জিযিয়া বছরের শুরুতেই ওয়াজিব হয়ে যায়, তাই কেউ যদি বছরের শুরুতে জিযিয়া আদায়ের পর ইসলাম কবুল করে, তাহলে সে কোনো কিছু ফেরত পাবে না। [১৪৮]

مَضَى وَقْتُ الْوُجُوبِ، فَلَمْ يَكُونَا أَهْلًا لِلْوُجُوبِ وَالْوَاجِبِيَّةُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْفَقِيرِ) أَيْ غَيْرِ الْمُعْتَمِلِ إذَا أَيْسَرَ بِالْعَمَلِ فَإِنَّهَا تُوضَعُ عَلَيْهِ ط (قَوْلُهُ لِأَنَّ سُقُوطَهَا لِعَجْزِهِ) لِأَنَّ الْفَقِيرَ أَهْلٌ لِوَضْعِ الْجِزْيَةِ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ: أَيْ لِكَوْنِهِ حُرًّا مُكَلَّفًا لَكِنَّهُ مَعْذُورٌ بِالْفَقْرِ فَإِذَا زَالَ أُخِذَتْ مِنْهُ لَكِنْ إنْ بَقِيَ مِنْ الْحَوْلِ أَكْثَرُهُ عَلَى مَا قَدَّمْنَا تَحْرِيرَهُ.

[১৪৭]. **قال فى الدر:** (وَهِيَ) أَيْ الْجِزْيَةُ لَيْسَتْ رِضًا مِنَّا بِكُفْرِهِمْ كَمَا طَعَنَ الْمَلَاحِدَةُ بَلْ إنَّمَا هِيَ (عُقُوبَةٌ) لَهُمْ عَلَى إقَامَتِهِمْ (عَلَى الْكُفْرِ).

[১৪৮]. **قال فى الدر:** (فَتَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ) وَلَوْ بَعْدَ تَمَامِ السَّنَةِ، وَيَسْقُطُ الْمُعَجَّلُ لِسَنَةٍ لَا لِسَنَتَيْنِ، فَيُرَدُّ عَلَيْهِ سَنَةٌ خُلَاصَةٌ. قال الشامى: (قَوْلُهُ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ سَنَةٌ) أَيْ لَوْ عَجَّلَ لِسَنَتَيْنِ لِأَنَّهُ أَدَّى خَرَاجَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، قَبْلَ

মাসআলা:-১৬২

কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জিযিয়া মওকুফ হয়ে যাবে। এমনিভাবে বছরের অর্ধেক কিংবা অধিকাংশ বাকী থাকতেই যদি কেউ অন্ধ হয়ে যায়, প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় কিংবা অতিবৃদ্ধপনার কারণে কামাইরোজগারে অক্ষম হয়ে যায়, তাহলে তাদের থেকেও জিযিয়া মওকুফ হয়ে যাবে। এমনিভাবে দুই বছরের জিযিয়া একত্রিত হয়ে গেলে প্রথম বছরেরটা মওকুফ হয়ে যাবে। [১৪৯]

মাসআলা:-১৬৩

জিযিয়া কর যেহেতু কুফরের উপর অটল থাকার শাস্তি স্বরূপ প্রদান করতে হয়, তাই কর আদায়ের সময় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কর পরিশোধ করে যাবে। কারো মারফত পাঠালে গ্রহণ করা হবে না। বরং সে যেন

الْوُجُوبِ، فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَمَّا لَوْ عَجَّلَ لِسَنَةٍ فِي أَوَّلِهَا فَقَدْ أَدَّى خَرَاجَهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ قَالَ فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ: وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْجِزْيَةِ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.

[১৪৯]. **قال فى الدر:** (والموت والتكرار) للتداخل كما سيجيء (و) ب (العمى والزمانة وصيرورته) فقيرا أو (مقعدا أو شيخا كبيرا لا يستطيع العمل) ثم بين التكرار فقال (وإذا اجتمع عليه حولان تداخلت والأصح سقوط جزية السنة الأولى بدخول) السنة (الثانية) زيلعي لأن الوجوب بأول الحول بعكس خراج الأرض.

قال الشامى: (قوله وبالعمى والزمانة إلخ) أي لو حدث شيء من ذلك، وقد بقي عليه شيء لم يؤخذ كما في الولوالجية والخانية أي لو بقي عليه شيء من أقساط الأشهر، وكذا لو كان لم يدفع شيئا لكن قدمنا عن القهستاني عن المحيط تقييد سقوط الباقي بما إذا دامت هذه الأعذار نصف سنة فأكثر، ومثله ما ذكره الشارح أول الفصل عن الهداية فافهم: هذا وفي التتارخانية قال في المنتقى: قال أبو يوسف: إذا أغمي عليه أو أصابته زمانة وهو موسر أخذت منه الجزية قال الإمام الحاكم أبو الفضل على هذه الرواية يشترط للأخذ أهلية الوجوب في أول الحول وعلى رواية الأصل شرطها من أوله إلى آخره اه ملخصا.

قلت: وحاصله أنه على رواية المنتقى يشترط وجود الأهلية في أوله فقط فلا يضر زوالها بعده وعلى رواية الأصل يشترط عدم زوالها، وهو ما مشى عليه المصنف وليس المراد عدم الزوال أصلا بل المراد أن لا يستمر العذر نصف سنة فأكثر، فلا ينافي ما مر فتدبر.

লাঞ্ছনা অনুভব করে তাই তাকেই আসতে বলা হবে। কর পরিশোধকারীর হাত নিচে থাকবে, গ্রহিতার হাত উপরে থাকবে।[১৫০]

বিজিত এলাকায় বিধর্মীদের উপাসনালয় সংক্রান্ত বিধান

মাসআলা:-১৬৪

যে এলাকা বলপ্রয়োগ দ্বারা বিজিত হয়েছে এবং তা যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে, কিংবা তা মুসলিমদের বসবাসের শহরে পরিণত হয়েছে, সেসব এলাকায় শহর কিংবা গ্রাম কোনো স্থানেই জিম্মীদেরকে নতুন কোনো উপাসনালয় (মন্দির, গীর্জা, সিনাগগ ইত্যাদি) তৈরি করার অনুমতি দেওয়া হবে না। এমনিভাবে তারা কোনো মূর্তি তৈরি করতে পারবে না। এক জায়গার মূর্তি আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। তাদেরকে কোনো মাজার ইত্যাদি তৈরি করার অনুমতিও দেওয়া হবে না।

তবে কোনো এলাকা যদি সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়, আর ভূমি জিম্মিদের মালিকানায় থাকবে মর্মে সন্ধি হয়, তাহলে সেখানে তারা নতুন ধর্মালয় তৈরি করতে পারবে । এমনিভাবে যদি তারা সন্ধির শর্তের মধ্যে নতুন উপাসনালয় তৈরির শর্ত দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রেও তারা নতুন নতুন উপাসনালয় তৈরি করতে পারবে।

কিন্তু সন্ধির মাধ্যমে বিজিত শহরও যদি কোনো কালে মুসলিমদের শহরে পরিণত হয়, তাহলে তখনও তাদেরকে সেখানে নতুন উপাসনালয় তৈরির অনুমতি দেওয়া হবে না। অল্প কিছু মুসলিম ব্যতীত অধিকাংশ মুসলিমই যদি কখনো উক্ত শহর পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়, সেক্ষেত্রে তারা পুনরায় নতুন উপাসনালয় তৈরির অনুমতি পাবে। মুসলিমগণ পুনরায় ফিরে আসার পূর্বে যেসব মন্দির-গীর্জা

---

[১৫০]. **قال فى الدر**: (ولا تقبل من الذمي لو بعثها على يد نائبه) في الأصح (بل يكلف أن يأتي بنفسه فيعطيها قائما والقابض منه قاعد). قال الشامى: (قوله في الأصح) أي من الروايات لأن قبولها من النائب يفوت المأمور به من الإذالة عند الإعطاء قال تعالى - {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: ٢٩]- فتح (قوله والقابض منه قاعد) وتكون يد المؤدي أسفل ويد القابض أعلى هندية.

ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে, তা তাদের ফিরে আসার পরে ভেঙ্গে ফেলা যাবে না।

মোটকথা, যখন কোনো শহরে মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে বসবাস শুরু করবে, তখন থেকে সেখানে নতুন করে বিধর্মীদেরকে উপাসনালয় তৈরি করতে দেওয়া যাবে না। [১৫১]

---

[১৫১]. **قال فی الدر:** (ولا) يجوز أن (يحدث بيعة، ولا كنيسة ولا صومعة، ولا بيت نار، ولا مقبرة) ولا صنما حاوي (في دار الإسلام) ولو قرية في المختار فتح. قال الشامی: (قوله ولا يجوز أن يحدث) بضم الياء وكسر الدال وفاعله الكافر ومفعوله بيعة كما يقتضيه قول الشارح، ولا صنما. وفي نسخة: ولا يحدثوا أي أهل الذمة. اهـ. ح ومن الإحداث نقلها إلى غير موضعها كما في البحر وغيره ط

(قوله ولو قرية في المختار) نقل تصحيحه في الفتح عن شرح شمس الأئمة السرخسي في الإجارات ثم قال: إنه المختار، وفي الوهبانية إنه الصحيح من المذهب الذي عليه المحققون إلى أن قال: فقد علم أنه لا يحل الإفتاء بالإحداث في القرى لأحد من أهل زمامنا بعدما ذكرنا من التصحيح والاختيار للفتوى وأخذ عامة المشايخ ولا يلتفت إلى فتوى من أفتى بما يخالف هذا، ولا يحل العمل به ولا الأخذ بفتواه، ويحجر عليه في الفتوى ويمنع لأن ذلك منه مجرد إتباع هوى النفس وهو حرام لأنه ليس له قوة الترجيح، لو كان الكلام مطلقا فكيف مع وجود النقل بالترجيح والفتوى فتنبه لذلك، والله الموفق...

و قال الشامی ايضا: مطلب في بيان أن الأمصار ثلاثة وبيان إحداث الكنائس فيها [تنبيه]

في الفتح: قيل الأمصار ثلاثة ما مصره المسلمون، كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط، ولا يجوز فيه إحداث ذلك إجماعا وما فتحه المسلمون عنوة فهو كذلك، وما فتحوه صلحا فإن وقع على أن الأرض لهم جاز الإحداث وإلا فلا إلا إذا شرطوا الإحداث اهـ ملخصا وعليه فقوله: ولا يجوز أن يحدثوا مقيد بما إذا لم يقع الصلح على أن الأرض لهم أو على الإحداث، لكن ظاهر الرواية أنه لا استثناء فيه كما في البحر والنهر. قلت: لكن إذا صالحهم على أن الأرض لهم فلهم الإحداث إلا إذا صار مصرا للمسلمين بعد فإنهم يمنعون من الإحداث بعد ذلك، ثم لو تحول المسلمون من ذلك المصر إلا نفرا يسيرا فلهم الإحداث أيضا، فلو رجع المسلمون إليه لم يهدموا ما أحدث قبل عودهم كما في شرح السير الكبير، وكذا قوله وما فتح عنوة فهو كذلك ليس على إطلاقه أيضا بل هو فيما قسم بين الغانمين أو صار مصرا للمسلمين، فقد صرح في شرح

মাসআলা:-১৬৫

কারণে কিংবা অকারণে যেভাবেই হোক একবার যদি কোনো উপাসনালয়কে ভেঙ্গে ফেলা হয়, চাই হুকুমত কর্তৃক ভাঙ্গা হোক কিংবা সাধারণ মুসলিম কর্তৃক ভাঙ্গা হোক (সাধারণ মুসলিম হুকুমতের অনুমতি ছাড়া এ কাজ করলে তাকে হুকুমত শাস্তি দিতে পারবে), তাহলে তা আর পুনরায় নির্মাণ করা যাবে না। তবে যদি কোনো উপাসনালয় নিজ থেকে ধ্বসে পড়ে, তাহলে তা পুনঃনির্মাণ করার অনুমতি দেওয়া যাবে। কিন্তু বিজয়ের পরে সেটা যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থা থেকে বেশি মজবুত করে নির্মাণ করতে দেওয়া হবে না। [১৫২]

মাসআলা:-১৬৬

পরিত্যাক্ত কোনো উপাসনালয়কে যদি হুকুমত কর্তৃক একবার সিলগালা (তালাবদ্ধ) করে দেওয়া হয়, তাহলে তা আর কখনো জিম্মীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া বৈধ নয়। [১৫৩]

السير بأنه لو ظهر على أرضهم وجعلهم ذمة لا يمنعون من إحداث كنيسة لأن المنع مختص بأمصار المسلمين التي تقام فيها الجمع والحدود، فلو صارت مصرا للمسلمين منعوا من الإحداث،

[১৫২]. **قال فى الدر:** (ويعاد المنهدم) أي لا ما هدمه الإمام، بل ما انهدم أشباه في آخر الدعاء برفع الطاعون (من غير زيادة على البناء الأول) . قال الشامى: (قوله أشباه) حيث قال في فائدة نقل السبكي الإجماع على أن الكنيسة إذا هدمت ولو بغير وجه لا يجوز إعادتها ذكره السيوطي في حسن المحاضرة.... قال الخير الرملي في حواشي البحر أقول: كلام السبكي عام فيما هدمه الإمام وغيره في كلام الأشباه يخص الأول. والذي يظهر ترجيحه العموم لأن العلة فيما يظهر أن في إعادتها بعد هدم المسلمين استخفافا بهم، وبالإسلام وإخمادا لهم وكسرا لشوكتهم، ونصرا للكفر وأهله غاية الأمر أن فيه افتياتا على الإمام فيلزم فاعله التعزير كما إذا أدخل الحربي بغير إذنه يصح أمانه ويعزر لافتياته.

[১৫৩]. **قال الشامى:** (قوله أشباه) حيث قال في فائدة نقل السبكي الإجماع على أن الكنيسة إذا هدمت ولو بغير وجه لا يجوز إعادتها ذكره السيوطي في حسن المحاضرة. قلت: يستنبط منه أنها إذا قفلت، لا تفتح ولو بغير وجه كما وقع ذلك في عصرنا بالقاهرة في كنيسة بحارة زويلة قفلها الشيخ مُحَّد بن إلياس قاضي القضاة،

মাসআলা:-১৬৭

কোনো গীর্জা-মন্দির ইত্যাদি যদি জিম্মীরা নিজেরাই ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে সেটা তারা পুনরায় নির্মাণ করার সুযোগ পাবে ।[১৫৪]

মাসআলা:-১৬৮

যেসব ক্ষেত্রে নতুন উপাসনালয় নির্মাণ নিষিদ্ধ, সেসব ক্ষেত্রে বসবাসের কোনো ঘরকে উপাসনার জন্য নির্ধারণ করা এবং সেখানে একত্রিত হয়ে উপাসনা করাও নিষিদ্ধ। বসবাসের কোনো ঘরকে উপাসনালয়ে রূপান্তর করার সুযোগও জিম্মীদেরকে দেওয়া হবে না।[১৫৫]

পোশাক-পরিচ্ছদ ও চলনফেরনে জিম্মিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

মাসআলা:-১৬৯

জিম্মী কাফেররা যেহেতু মুসলিমদের মধ্যে অবস্থান করবে, তাই তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, যানবাহন ইত্যাদির ক্ষেত্রে এমন বিশেষ কোনো লাঞ্ছনাকর প্রতীক নির্ধারণ করে দিতে হবে, যেন তা দ্বারা তাদেরকে মুসলিমদের থেকে আলাদা করে চিনা যায়। কোনো মুসলিম নাজেনে না চিনে যেন তাদের কাউকে সম্মান না করে বসে এবং সালাম না দেয়। কারণ, জিম্মী কাফেরদেরকে সম্মান দেখানো না জায়েয। তাদেরকে লাঞ্ছিত-অপদস্থ করা জরুরী। তাছাড়া তাদের কেউ যদি হঠাৎ সফরে মারা যায়, তখন তাকে যেন সহজে চিনা যায় এবং তার

فلم تفتح إلى الآن حتى ورد الأمر السلطاني بفتحها فلم يتجاسر حاكم على فتحها، ولا ينافي ما نقله السبكي قول أصحابنا يعاد المنهدم لأن الكلام فيما هدمه الإمام لا فيما تهدم فليتأمل. اهـ.

[১৫৪]. **قال الشامى:** بخلاف ما إذا هدموها بأنفسهم فإنها تعاد كما صرح به علماء الشافعية وقواعدنا لا تأباه لعدم العلة التي ذكرناها فيستثنى من عموم كلام السبكي. اهـ.

[১৫৫]. قال الشامى:وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْإِحْدَاثِ أَنْ يَكُونَ بِنَاءً حَادِثًا لِأَنَّهُ نَصَّ فِي شَرْحِ السِّيَرِ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَرَادُوا أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْتًا لَهُمْ مُعَدًّا لِلسُّكْنَى كَنِيسَةً يَجْتَمِعُونَ فِيهِ يُمْنَعُونَ مِنْهُ لِأَنَّ فِيهِ مُعَارَضَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَازْدِرَاءٌ بِالدِّينِ. اهـ.

উপর জানাযা পড়া থেকে বাঁচা যায়- এসব কারণে জিম্মী কাফেরদেরকে পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে বিশেষ রকমের পোশাক পরতে বাধ্য করা হবে।

উল্লেখ্য, যদিও মানসিকভাবে জিম্মী কাফেরদেরকে হেনস্তা করা মুসলিমদের দায়িত্ব কিন্তু, তাদেরকে অকারণে কোনোরূপ শারীরিক কষ্ট দেওয়া যাবে না। [১৫৬]

মাসআলা:-১৭০

আলেম-উলামা এবং সম্মানিত মুসলিমগণ যেসব পোশাক পরিধান করেন, তাদেরকে সেজাতীয় পোশাক পরিধান করতে দেওয়া যাবে না। তাদেরকে পাগড়ীও পরিধান করার অনুমতি দেওয়া হবে না। এমনিভাবে তারা রেশমের পৈতা পরতে পারবে না। বরং সূতা বা উনের তৈরি পৈতা পরবে। [১৫৭]

মাসআলা:-১৭১

মুসলিম দাঁড়িয়ে থাকলে জিম্মী কাফের বসতে পারবে না। মুসলিমগণ তাদের সাথে মুসাফাহা করবে না। সালাম দিবে না। তারা সালাম দিলে 'আলাইয়্যা ওয়া আলাইকা' বলে উত্তর দিবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাদেরকে সালাম দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। পোশাকের ক্ষেত্রে যেমন তাদের বিশেষ আলামত থাকবে, তেমনিভাবে তাদের বসবাসের ঘর-বাড়ির উপরও বিশেষ প্রতীক বসিয়ে দিতে হবে, যেন কোনো মুসলিম ফকীর/হাজতমান্দ তাদের বাড়িতে না যায়,

---

[১৫৬]. **قال فى الدر:** (ويميز الذمي عنا في زيه) بالكسر لباسه وهيئته ومركبه وسرجه وسلاحه. قال الشامى: (قوله ويميز الذمي إلخ) حاصله: أنهم لما كانوا مخالطين أهل الإسلام، فلا بد من تمييزهم عنا كي لا يعامل معاملة المسلم من التوقير والإجلال، وذلك لا يجوز وربما يموت أحدهم فجأة في الطريق ولا يعرف فيصلى عليه، وإذا وجب التمييز وجب أن يكون بما فيه صغار لا إعزاز لأن إذلالهم لازم بغير أذى من ضرب أو صفع بلا سبب يكون منه بل المراد اتصافه بهيئة وضيعة فتح.

[১৫৭]. **قال فى الدر:** (ويمنع من لبس العمامة) ولو زرقاء أو صفراء على الصواب نهر ونحوه في البحر واعتمده في الأشباه كما قدمناه وإنما تكون طويلة سوداء (و) من (زنار الإبريسم والثياب الفاخرة المختصة بأهل العلم والشرف) كصوف مربع وجوخ رفيع وأبراد رقيقة ومن استكتاب ومباشرة يكون بها معظما عند المسلمين وتمامه في الفتح.

তাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ না করে এবং কান্নাকাটি করে তাদের কাছে নাচায়।[১৫৮]

মাসআলা:-১৭২

মক্কা-মদীনাসহ জাযীরতুল আরব (আরব উপদীপ)-এর কোথাও অমুসলিমদেরকে বসবাস করার সুযোগ দেওয়া জায়েয নেই। তবে ব্যবসা বা অন্যকোনো বিশেষ প্রয়োজনে তারা মক্কা-মদীনাসহ জাযীরাতুল আরবের অন্যান্য স্থানে যেতে পারবে। কিন্তু এক বছর বা তার চেয়ে অধিক সময় অবস্থান করতে পারবে না।[১৫৯]

মাসআলা:-১৭৩

জিম্মী কাফের যদি মুসলিমদের বসবাসের শহরে বাড়ী/ফ্ল্যাট ক্রয় করতে চায়, তাহলে কাফেরদের তুলনায় মুসলিমদের সংখ্যা কমে না যাওয়া এবং মুসলিমদের কোনো প্রকার ক্ষতি না হওয়ার শর্তে ক্রয়ের অনুমতি দেওয়া যাবে। মুসলিমদের

---

[১৫৮]. **قال فى الدر:** وفي الحاوي: وينبغي أن يلازم الصغار فيما يكون بينه وبين المسلم في كل شيء وعليه فيمنع من القعود حال قيام المسلم عنده بحر. ويحرم تعظيمه، وتكره مصافحته، ولا يبدأ بسلام إلا لحاجة ولا يزاد في الجواب علي وعليك ويضيق عليه في المرور ويجعل على داره علامة وتمامه في الأشباه من أحكام الذمي. قال الشامى: (قوله ويجعل على داره علامة) لئلا يقف سائل فيدعو له بالمغفرة أو يعامله في التضرع معاملة المسلمين فتح

[১৫৯]. **قال فى الدر:** وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ويمنعون من استيطان مكة والمدينة لأنهما من أرض العرب قال – عليه الصلاة والسلام – «لا يجتمع في أرض العرب دينان» ولو دخل لتجارة جاز ولا يطيل. قال الشامى: (قوله لأنهما من أرض العرب) أفاد أن الحكم غير مقصور على مكة والمدينة، بل جزيرة العرب كلها كذلك كما عبر به في الفتح وغيره وقدمنا تحديدها، والحديث المذكور قاله – عليه الصلاة والسلام – في مرضه الذي مات فيه كما أخرجه في الموطأ وغيره وبسطه في الفتح (قوله ولا يطيل) فيمنع أن يطيل فيها المكث حتى يتخذ فيها مسكنا لأن حالهم في المقام في أرض العرب مع التزام الجزية كحالهم في غيرها بلا جزية وهناك لا يمنعون من التجارة، بل من إطالة المقام فكذلك في أرض العرب شرح السير وظاهره أن حد الطول سنة تأمل

সাথে জিম্মী কাফেরদের বসবাসের সুযোগ দেওয়ার কারণ হল, যাতে তারা নিকট থেকে ইসলামের সৌন্দর্য অবলোকন করে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা মুসলিম অধিবাসীদের থেকে বেড়ে যাওয়ার আশংকা হলে, তাদেরকে শহরের এমন এক কিনারে বসবাস করতে দিবে যেখানে মুসলিমগণ বসবাস করে না। [১৬০]

মাসআলা:-১৭৪

যদি কোনো মসজিদের চারো দিকে জিম্মী কাফেরদের ঘর-বাড়ি থাকে। নামাযের সময় হলে শুধু ইমাম-মুআজ্জিন দু'জনই নামায পড়ে। অন্য কোনো মুসল্লী না আসে। সেক্ষেত্রে জিম্মীদেরকে মসজিদের চারো পাশে অবস্থিত বাড়ি-ঘর বাজার মূল্যে মুসলিমদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে। মুসলিমগণ এসে মসজিদ আবাদ করবে। আর ইমাম-মুআজ্জিন যেহেতু তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে, তাই তারা অযীফা (বেতন-ভাতা) গ্রহণ করতে পারবে। [১৬১]

---

[১৬০]. **قال الشامى فى رد المحتار:** مَطْلَبٌ فِي سُكْنَى أَهْلِ الذِّمَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمِصْرِ
(قَوْلُهُ الذِّمِّيُّ إذَا اشْتَرَى دَارًا إلَخْ) قَالَ السَّرَخْسِيُّ فِي شَرْحِ السِّيَرِ فَإِنْ مَصَّرَ الْإِمَامُ فِي أَرَاضِيهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ كَمَا مَصَّرَ عُمَرُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – الْبَصْرَةَ وَالْكُوفَةَ، فَاشْتَرَى بِهَا أَهْلُ الذِّمَّةِ دُورًا وَسَكَنُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، لَمْ يُمْنَعُوا مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّا قَبِلْنَا مِنْهُمْ عَقْدَ الذِّمَّةِ، لِيَقِفُوا عَلَى مَحَاسِنِ الدِّينِ، فَعَسَى أَنْ يُؤْمِنُوا وَاخْتِلَاطُهُمْ بِالْمُسْلِمِينَ وَالسَّكَنِ مَعَهُمْ يُحَقِّقُ هَذَا الْمَعْنَى، وَكَانَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ يَقُولُ: هَذَا إذَا قَلُّوا وَكَانَ بِحَيْثُ لَا تَتَعَطَّلُ جَمَاعَاتُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَقَلَّلُ الْجَمَاعَةُ بِسُكْنَاهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَأَمَّا إذَا كَثُرُوا عَلَى وَجْهٍ يُؤَدِّي إلَى تَعْطِيلِ بَعْضِ الْجَمَاعَاتِ أَوْ تَقْلِيلِهَا مُنِعُوا مِنْ ذَلِكَ وَأُمِرُوا أَنْ يَسْكُنُوا نَاحِيَةً لَيْسَ فِيهَا لِلْمُسْلِمِينَ جَمَاعَةٌ، وَهَذَا مَحْفُوظٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْأَمَالِي. اهـ... (قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يُجْبَرُ إلَّا إذَا كَثُرَ) نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الصُّغْرَى بَعْدَ أَنْ نَقَلَهُ عَنْ الْخَانِيَّةِ، بِلَا تَقْيِيدٍ بِالْكَثْرَةِ، وَلَكِنْ لَمْ يُعَبِّرْ عَنْهُ بِقِيلَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ يَصْلُحُ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ وَهَذَا قَوْلُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيِّ كَمَا عَلِمْته آنِفًا وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْوَهْبَانِيَّةِ وَشَرْحِهَا، وَكَذَا قَالَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ إنَّ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهِ التَّفْصِيلُ، فَلَا نَقُولُ بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا وَلَا بِعَدَمِهِ مُطْلَقًا بَلْ يَدُورُ الْحُكْمُ عَلَى الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ وَالضَّرَرِ وَالْمَنْفَعَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ فَتَأَمَّلْ. اهـ.

[১৬১]. **قال فى الدر المختار:** وَفِي مَعْرُوضَاتِ الْمُفْتِي أَبِي السُّعُودِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ سُئِلَ عَنْ مَسْجِدٍ لَمْ يَبْقَ فِي أَطْرَافِهِ بَيْتُ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَحَاطَ بِهِ الْكَفَرَةُ فَكَانَ الْإِمَامُ وَالْمُؤَذِّنُ فَقَطْ لِأَجْلِ وَظِيفَتِهِمَا يَذْهَبَانِ إلَيْهِ

মাসআলা:-১৭৫

মুসলিমঅধ্যুষিত এলাকায় যদি জিম্মী কাফেররা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে চায়, তাহলে তাদেরকে থাকার জন্য ঘর ভাড়া দিতে কোনো বাঁধা নেই। কারণ, এর দ্বারা তারা নিকট থেকে মুসলিমদের আচার-আখলাক দেখার সুযোগ পাবে। ফলশ্রুতিতে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মুসলিম হয়ে যাবে। তবে ঐ এলাকায় মুসলিমদের তুলনায় কাফেরদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার আশংকা হলে, তখন তাদের কাছে ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে না।[১৬২]

মাসআলা:-১৭৬

মুসলিমঅধ্যুষিত এলাকায় জিম্মী কাফের যদি বাড়ি নির্মাণ করে, তাহলে সে প্রতিবেশী মুসলিমের বাড়ির তুলনায় উঁচু ও শানদার করে বাড়ি নির্মাণ করতে পারবে না। তাকে তার প্রতিবেশী মুসলিমের তুলনায় নিচু করে বাড়ি নির্মাণ করতে বাধ্য করা হবে, তার অন্তরে লাঞ্ছনা ও অবমাননার অনুভূতি প্রবেশ করানোর জন্য।[১৬৩]

যেসব কারণে 'জিম্মাচুক্তি' ভেঙ্গে যায়

فَيُؤَذِّنَانِ وَيُصَلِّيَانِ بِهِ فَهَلْ تَحِلُّ لَهُمْ الْوَظِيفَةُ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: تِلْكَ الْبُيُوتُ تَأْخُذُهَا الْمُسْلِمُونَ بِقِيمَتِهَا جَبْرًا عَلَى الْفَوْرِ. قال الشامى: (قَوْلُهُ فَأَجَابَ إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ مَبْنِيٌّ عَلَى اخْتِيَارِ الْحَلْوَانِيِّ وَغَيْرِهِ قَالَ ط: وَلَمْ يُجِبْ عَنْ الْمَسْئُولِ عَنْهُ وَجَوَابُهُ أَنَّهُمَا يَسْتَحِقَّانِ الْوَظِيفَةَ لِقِيَامِهِمَا بِالْعَمَلِ. اهـ.

[১৬২]. **قال فى الدر المختار:** (وَإِذَا تَكَارَى أَهْلُ الذِّمَّةِ دُورًا فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِيَسْكُنُوا فِيهَا) فِي الْمِصْرِ (جَازَ) لِعَوْدِ نَفْعِهِ إلَيْنَا وَلِيَرَوْا تَعَامُلَنَا فَيُسْلِمُوا (بِشَرْطِ عَدَمِ تَقْلِيلِ الْجَمَاعَاتِ لِسُكْنَاهُمْ) شَرَطَهُ الْإِمَامُ الْحَلْوَانِيُّ (فَإِنْ لَزِمَ ذَلِكَ مِنْ سُكْنَاهُمْ أُمِرُوا بِالِاعْتِزَالِ عَنْهُمْ وَالسُّكْنَى بِنَاحِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا مُسْلِمُونَ) وَهُوَ مَحْفُوظٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ بَحْرٌ عَنْ الذَّخِيرَةِ،

[১৬৩]. **قال فى رد المحتار:** وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ مَنْعَهُمْ عَنْ التَّعَلِّي وَاجِبٌ، وَأَنَّ ذَلِكَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَتَعْظِيمِ دِينِهُ فَلَا يُبَاحُ بِرِضَا الْجَارِ الْمُسْلِمِ. اهـ.
وَقَوَاعِدُنَا لَا تَأْبَاهُ فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَعْظِيمُهُ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الرِّضَا بِاسْتِعْلَائِهِ تَعْظِيمٌ لَهُ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي هَذَا الْمَحَلِّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

মাসআলা:-১৭৭

চার কারণে 'জিম্মাচুক্তি' ভেঙ্গে যায়:

১. যদি জিম্মী কাফেররা কোনো এলাকায় দখলদারিত্ব কায়েম করে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একত্রিত হয়, তাহলে তাদের জিম্মাচুক্তি ভেঙ্গে যাবে।

২. কোনো জিম্মী যদি স্থায়ীভাবে দারুল হারবে চলে যায়, তাহলে তার জিম্মাচুক্তি ভেঙ্গে যাবে।

৩. কোনো জিম্মীকে যদি কাফেরদের পক্ষে গুপ্তচরাবৃত্তির জন্য পাঠানো হয়, তাহলে তার জিম্মাচুক্তি ভেঙ্গে যাবে। যেমন, দারুল হারব থেকে আমান নিয়ে কোনো কাফের দারুল ইসলামে প্রবেশ করে বছরাধিক কাল অবস্থান করায় সে জিম্মীতে পরিণত হল। অতঃপর সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত হল। সেক্ষেত্রে এই জিম্মির জিম্মাচুক্তি ভেঙ্গে যাবে।

তবে দারুল ইসলামে অবস্থানকারী মৌলিক কোনো জিম্মী যদি নিজ উদ্যোগে নিজেকে কাফেরদের পক্ষে গুপ্তচরাবৃত্তির কাজে নিয়োজিত করে, তাহলে তার জিম্মাচুক্তি ভাঙবে না বটে, কিন্তু সে শাস্তি থেকেও নিষ্কৃতি পাবে না। তার অপরাধের মাত্রা বুঝে ইসলামী হুকুমাত প্রাণদণ্ডসহ যেকোনো শাস্তি দিতে পারবে।

৪. কোনো জিম্মী যদি জিযিয়া কবুল করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তার জিম্মাচুক্তি ভেঙ্গে যাবে। যেমন, কোনো নাবালেগ তার বাবার অনুগামীরূপে জিম্মী হয়েছিল। অতঃপর সে বালেগ হওয়ার পর জিযিয়া কবুল করতে অস্বীকৃতি জানাল। তাহলে এখন তার জিম্মাচুক্তি ভেঙ্গে যাবে। [১৬৪]

---

[১৬৪]. قال فى رد المحتار: مطلب فيما ينتقض به عهد الذمي وما لا ينتقض

(قوله وينتقض عهدهم إلخ) لأنهم بذلك صاروا حربا علينا وعقد الذمة ما كان إلا لدفع شر حرابتهم فيعرى عن الفائدة فلا يبقى ولا يبطل أمان ذريته بنقض عهده فتح (قوله بالغلبة على موضع) أي قرية أو حصن فتح وقوله للحرب أي لأجل حربنا، وفي بعض النسخ للحراب بزيادة الألف واحترز بالغلبة المذكورة عما لو كانوا مع أهل البغي يعينوهم على القتال، فإنه لا ينقض عهدهم كما ذكره الزيلعي وغيره في باب البغاة (قوله

মাসআলা:-১৭৮

জিম্মাচুক্তি ভঙ্গের উল্লেখিত চার কারণের কোনো একটি যখন কোনো জিম্মীর মধ্যে পাওয়া যাবে, তখন তার হুকুম মুরতাদের হুকুমের মত হয়ে যাবে। ফলে তাকে মৃত ঘোষণা করে তার সম্পদ তার ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। দারুল ইসলামে অবস্থানরত তার জিম্মী স্ত্রীর সাথে তার বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। সে তাওবা করে ফিরে আসলে তাওবা কবুল করা হবে এবং তার জিম্মাচুক্তিও ফিরে আসবে। তবে তাকে বন্দী করা গেলে হত্যা করা হবে না, বরং গোলাম বানিয়ে বাচিয়ে রাখা হবে। কিন্তু তাকে জিম্মাচুক্তি নবায়নে বাধ্য করা হবে না। [১৬৫]

أو باللحاق بدار الحرب) لا يبعد أن يقال انتقاله إلى المكان الذي تغلبوا فيه كانتقاله إلى دار الحرب بالاتفاق، إن لم يكن ذلك المكان مواخما لدار الإسلام: أي بأن كان متصلا بدار الحرب وإلا فعلى قولهما كما في الفتح (قوله أو بالامتناع عن قبول الجزية) أي بخلاف الامتناع عن أدائها على ما يأتي، لكن الامتناع عن قبولها إنما يكون عند ابتداء وضعها وهو حينئذ لم يكن له عهد ذمة، حتى ينتقض، ويمكن تصويره فيمن دخل في عهد الذمة تبعا ثم صار أهلا كالمجنون والصبي، فإذا أفاق أو بلغ أول الحول توضع عليه فإذا امتنع انتقض عهده أفاده ط.

(قوله أو يجعل نفسه طليعة للمشركين) هذا مما زاده في الفتح أيضا لكن لم يذكره هنا، بل ذكره في النكاح في باب نكاح المشرك (قوله بأن يبعث ليطلع إلخ) صورته أن يدخل مستأمن ويقيم سنة، وتضرب عليه الجزية وقصده التجسس على المسلمين ليخبر العدو ط (قوله فلو لم يبعثوه) بأن كان ذميا أصليا وطرأ عليه هذا القصد ط (قوله وعليه يحمل كلام المحيط) حيث قال لو كان يخبر المشركين بعيوب المسلمين أو يقاتل رجلا من المسلمين ليقتله لا يكون نقضا للعهد، وهذا التوفيق لصاحب البحر وأقره في النهر وغيره، ويشعر به تعبير الفتح بالطليعة فإن الطليعة واحدة الطلائع في الحرب، وهم الذين يبعثون ليطلعوا على أخبار العدو، كما في البحر عن المغرب.

[১৬৫]. **قال فى الدر:** (وصار) الذمي في هذه الأربع صور (كالمرتد) في كل أحكامه (إلا أنه) لو أسر (يسترق) والمرتد يقتل (ولا يجبر على قبول الذمة) والمرتد يجبر على الإسلام. قال الشامی: (قوله في كل أحكامه) فيحكم بموته باللحاق وإذا تاب تقبل توبته وتعود ذمته وتبين منه زوجته الذمية التي خلفها في دار

মাসআলা:-১৭৯

যদি কোনো জিম্মী বলে, আমি জিম্মাচুক্তি ভেঙ্গে ফেললাম। তাহলে এ কথা বলার দ্বারা তার জিম্মাচুক্তি ভঙ্গ হবে না। কারণ, জিম্মাচুক্তি কোনো কথা বলার দ্বারা ভঙ্গ হয় না। এমনিভাবে জিযিয়া আদায়ে অস্বীকৃতি জানালেও জিম্মাচুক্তি ভঙ্গ হয় না। বরং জিযিয়ার বিধান গ্রহণ করে নিতে অস্বীকৃতি জানালে ভঙ্গ হয়।[১৬৬]

মাসআলা:-১৮০

কোনো জিম্মী কাফের যদি কোনো মুসলিম মহিলার সাথে যিনা করে, তাহলে এ ক্ষেত্রেও তার জিম্মাচুক্তি ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে সে ডাকাতি করলে কিংবা কোনো মুসলিমকে দ্বীন সর্ম্পকে বিভ্রান্তিতে ফেললেও তার জিম্মাচুক্তি ভঙ্গ হবে না। বরং যিনা ও ডাকাতির ক্ষেত্রে তার উপর নির্ধারিত হদ/দণ্ড প্রয়োগ করা হবে। আর হদ নির্ধারিত নেই এমন অপরাধ করলে তা'যীর (অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে শাস্তি প্রদান) করা হবে।[১৬৭]

মাসআলা:-১৮১

কোনো জিম্মী কাফের যদি প্রকাশ্যে নবীজী সা.কে গালি দেয়/ কটাক্ষ করে, কিংবা গোপনে নবীজী সা.কে কটাক্ষ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে এই অপরাধে তাকে হত্যা করা হবে। এ বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে চুক্তিনামার ভিতর যদি এই অপরাধের কারণে

الإسلام إجماعا ويقسم ماله بين ورثته فتح وتمامه في البحر (قوله والمرتد يقتل) لأن كفره أغلظ بحر (قوله والمرتد يجبر على الإسلام) أما المرتدة فإنها تسترق بعد اللحاق رواية واحدة وقبله في رواية بحر.

[١٦٦]. **قال فى الدر:** (لا) ينتقض عهده (بقوله نقضت العهد) زيلعي (بخلاف الأمان) للحربي، فإنه ينتقض بالقول بحر (ولا بالإباء عن) أداء (الجزية) بل عن قبولها كما مر.

[١٦٧]. **قال فى الدر:** (و) لا (بالزنا بمسلمة وقتل مسلم) وإفتان مسلم عن دينه وقطع الطريق. قال الشامى: (قوله ولا بالزنا بمسلمة) بل يقام عليه موجبه، وهو الحد وكذا لو نكحها لا ينقض عهده، والنكاح باطل ولو أسلم بعده ويعزران وكذا الساعي بينهما بحر (قوله وإفتان مسلم) مصدر أفتن الرباعي اه ح. قلت: لكن الذي رأيناه في النسخ افتتان بتاءين وفي المصباح: فتن المال الناس من باب ضرب استمالهم، وفتن في دينه وافتتن أيضا بالبناء للمفعول مال عنه اه ومقتضاه: أن الافتتان متعد لا لازم تأمل.

জিম্মাচুক্তি ভঙ্গের কথা উল্লেখ না থাকে, তাহলে এর দ্বারা জিম্মাচুক্তি ভঙ্গ হবে না। [১৬৮]

জিযিয়া, খারাজ, বনু তাগলিব (আরবের এক খ্রিষ্টান সম্প্রদায়) থেকে প্রাপ্ত মাল, মুসলিম সেনাবাহিনী দারুল হারবে প্রবেশের পূর্বে সন্ধির মাধ্যমে অর্জিত মাল এবং অমুসলিম কর্তৃক খলীফা/সুলতানকে প্রদেয় হাদিয়ার ব্যয়-খাত:

মাসআলা:-১৮২

উল্লেখিত মাল নিম্নবর্ণিত খাতে ব্যয় হবে:

সীমান্ত সুরক্ষা, দেশের আভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ, সব ধরণের সশস্ত্রবাহিনীর বেতন-ভাতা প্রদান, সড়ক ও ব্রীজ নির্মাণ,খাল খনন, উলামা, তলাবা, মানুষকে শিক্ষাদানে ব্যস্ত ফকীহ, ইমাম, মুআজ্জিন, বিচারক ও সরকারি কাজে নিয়োজিত আমলাদের বেতন-ভাতা, মসজিদ, মাদরাসা ও

---

[১৬৮]. **قال فى رد المحتار:** مطلب في حكم سب الذمي النبي – ﷺ –

(قوله وسب النبي – ﷺ –) أي إذا لم يعلن، فلو أعلن بشتمه أو اعتاده قتل، ولو امرأة وبه يفتى اليوم در منتقى وهذا حاصل ما سيذكره الشارح هنا وقيده الخير الرملي بقيد آخر حيث قال أقول: هذا إن لم يشترط انتقاضه به أما إذا شرط انتقض به كما هو ظاهر. اهـ. قلت: وقد ذكر الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج في صلح أبي عبيدة، مع أهل الشام أنه صالحهم، واشترط عليهم حين دخلها على أن يترك كنائسهم، وبيعهم على أن لا يحدثوا بناء بيعة، ولا كنيسة، وأن لا يشتموا مسلما، ولا يضربوه إلخ، وذكر العلامة قاسم من رواية الخلال والبيهقي وغيرهما كتاب العهد وفي آخره فلما أتيت عمر بن الخطاب بالكتاب زاد فيه: وأن لا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا لهم ذلك علينا، وعلى أهل ملتنا وقبلنا.

মুসাফিরখানাসহ মুসলিমদের যেকোনো কল্যাণমূলক কাজে উপরিউক্ত মাল ব্যয় করা যাবে।[১৬৯]

মাসআলা:-১৮৩

উলামা, ফুকাহা ও মুজাহিদগণের নাবালেগ সন্তানদের জন্যও বাইতুলমালের উপরিউক্ত খাত থেকে ভাতা প্রদান করা হবে। তাদের মৃত্যুর পরও সন্তানদের জন্য এই ভাতা জারি রাখা হবে। যেন তারা পিতার পদাংক অনুসরণ করতে পারে এবং অন্যান্য মুসলিমগণও এরকম সুযোগ-সুবিধা দেখে ইলম ও জিহাদের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে উৎসাহ বোধ করে। তবে যদি কোনো সন্তান একেবারে বিগড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায় এবং যাচ্ছে তাই করে বেড়ায়, সেক্ষেত্রে তার ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হবে। (প্রাগুক্ত)

মাসআলা:-১৮৪

পতিত সম্পদ, ওয়ারিশহীন মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ, অভিভাবকহীন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে হেফাজত করতে হবে। এসব সম্পদ

---

১৬৯. **قال فى الدر:** (وَمَصْرِفُ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ وَمَالُ التَّغْلِبِيِّ وَهَدِيَّتُهُمْ لِلْإِمَامِ) وَإِنَّمَا يَقْبَلُهَا إذَا وَقَعَ عِنْدَهُمْ إنَّ قِتَالَنَا لِلدِّينِ لَا الدُّنْيَا جَوْهَرَةٌ (وَمَا أُخِذَ مِنْهُمْ بِلَا حَرْبٍ) وَمِنْهُ تَرِكَةُ ذِمِّيٍّ وَمَا أَخَذَهُ عَاشِرٌ مِنْهُمْ ظَهِيرِيَّةٌ (مَصَالِحُنَا) خَبَرُ مَصْرِفٍ (كَسَدِّ ثُغُورٍ وَبِنَاءِ قَنْطَرَةٍ وَجِسْرٍ وَكِفَايَةِ الْعُلَمَاءِ) وَالْمُتَعَلِّمِينَ تَجْنِيسٌ وَبِهِ يَدْخُلُ طَلَبَةُ الْعِلْمِ فَتْحٌ (وَالْقُضَاةِ وَالْعُمَّالِ) كَكَتَبَةِ قُضَاةٍ وَشُهُودِ قِسْمَةٍ وَرُقَبَاءِ سَوَاحِلَ (وَرِزْقِ الْمُقَاتِلَةِ وَذَرَارِيِّهِمْ) أَيْ ذَرَارِيِّ مَنْ ذُكِرَ مِسْكِينٌ وَاعْتَمَدَهُ فِي الْبَحْرِ قَائِلًا: وَهَلْ يُعْطُونَ بَعْدَ مَوْتِ آبَائِهِمْ حَالَةَ الصِّغَرِ؟لَمْ أَرَهُ، وَإِلَى هُنَا تَمَّتْ مَصَارِفُ بَيْتِ الْمَالِ ثَلَاثَةٌ،

قال الشامى: لَكِنَّ مَا مَرَّ عَنْ الْحَاوِي لَمْ أَرَهُ فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ، وَلَا فِي الْحَاوِي الزَّاهِدِيِّ، وَرَاجَعْت مَوَاضِعَ كَثِيرَةً مِنْ كِتَابِ الْخَرَاجِ فَلَمْ أَرَهُ فِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. نَعَمْ قَالَ الْحَمَوِيُّ فِي رِسَالَتِهِ: وَقَدْ ذَكَرَ عُلَمَاؤُنَا أَنَّهُ يُفْرَضُ لِأَوْلَادِهِمْ تَبَعًا وَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ الْأَصْلِ تَرْغِيبًا اه وَذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الْمَقْدِسِيَّ: أَنَّ إعْطَاءَهُمْ بِالْأَوْلَى لِشِدَّةِ احْتِيَاجِهِمْ، سِيَّمَا إذَا كَانُوا يَجْتَهِدُونَ فِي سُلُوكِ طَرِيقِ آبَائِهِمْ. اهـ.... وَإِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا تُوَجَّهُ عَلَى وَلَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ عَلَى طَرِيقَةِ وَالِدِهِ يُعْزَلُ عَنْهَا وَتُوَجَّهُ لِلْأَهْلِ إذْ لَا شَكَّ أَنَّ غَرَضَ الْوَاقِفِ إحْيَاءُ مَا أَوْقَفَهُ مِنْ ذَلِكَ، فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ تَضْيِيعُهُ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِغَرَضِ الشَّرْعِ وَالْوَاقِفِ هَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا مَحِيدَ عَنْهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

কুড়িয়ে পাওয়া নিঃস্ব শিশু এবং অভিভাবকহীন নিঃস্ব ব্যক্তিদের যাবতীয় প্রয়োজনে খরচ করবে। তাদের মৃত্যুর পর কাফন-দাফনও এই প্রকার মাল থেকে করবে। তাদের কৃত অপরাধের আর্থিক দণ্ডও এই মাল থেকে বহন করা হবে।[১৯০]

মাসআলা:-১৮৫

বাইতুল মালের প্রত্যেক প্রকারের মাল ভিন্ন ভিন্ন কামরায় তালাবদ্ধ করে রাখতে হবে। যাতে এক প্রকারের মাল অন্য প্রকারের মালের সাথে মিশে না যায়। কারণ, গনীমতের একপঞ্চমাংশ, ফাই, উশর, খারাজ, জিযিয়া, পতিত মাল ইত্যাদির প্রত্যেকটিরই আলাদা আলাদা ব্যয়খাত রয়েছে। তাই এক প্রকারের মাল আরেক প্রকারের সাথে মিশানো যাবে না।

তবে এক প্রকারের মাল অপর প্রকার মালের ব্যয়খাতের জন্য করজ নিতে পারবে। যেমন, ফাই এর মাল যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে গনীমতের খুমুস থেকে ফাই এর ব্যয়খাতের জন্য করজ নেয়া যাবে। অতঃপর ফাই ফাণ্ডে অর্থ জমা হলে গনীমতের খুমুস থেকে নেওয়া করজ ফিরিয়ে দিবে।[১৯১]

মাসআলা:-১৮৬

যারা বাইতুল মাল থেকে ভাতাপ্রাপ্তির উপযুক্ত বিবেচিত হবে, তাদেরকে সাধারণভাবে তাদের প্রয়োজন পরিমাণ দিতে হবে। কমও দিবে না বেশিও দিবে না। তবে দ্বীন প্রতিষ্ঠা, দ্বীনের বিজয় ও প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে যাদের বিশেষ কৃতিত্ব ও অবদান রয়েছে এবং ইলম ও ফিকহের ক্ষেত্রে যারা অগ্রগামী, তাদেরকে তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশিও দেয়া যাবে। হযরত উমর রাযি.

---

[১৯০]. **قال فى الدر:** وَبَقِيَ رَابِعٌ وَهُوَ لُقَطَةٌ وَتَرِكَةٌ بِلَا وَارِثٍ، وَدِيَةُ مَقْتُولٍ بِلَا وَلِيٍّ، وَمَصْرِفُهَا لَقِيطٌ فَقِيرٌ وَفَقِيرٌ بِلَا وَلِيٍّ. **قال الشامى:** (قَوْلُهُ وَفَقِيرٌ بِلَا وَلِيٍّ) أَيْ لَيْسَ لَهُ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْبَحْرِ: يُعْطُونَ مِنْهُ نَفَقَتَهُمْ وَأَدْوِيَتَهُمْ وَيُكَفَّنُ بِهِ مَوْتَاهُمْ وَيُعْقَلُ بِهِ جِنَايَتُهُمْ. اهـ.

[১৯১]. **قال فى الدر:** وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ لِكُلِّ نَوْعٍ بَيْتًا يَخُصُّهُ وَلَهُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ مِنْ أَحَدِهَا لِيَصْرِفَهُ لِلْآخِرِ.قال الشامى: (قَوْلُهُ بَيْتًا يَخُصُّهُ) فَلَا يُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ لِأَنَّ لِكُلِّ نَوْعٍ حُكْمًا يَخْتَصُّ بِهِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ لِيَصْرِفَهُ لِلْآخِرِ) أَيْ لِأَهْلِهِ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: ثُمَّ إذَا حَصَلَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ شَيْءٌ رَدَّهُ فِي الْمُسْتَقْرِضِ مِنْهُ.

বাইতুল মাল থেকে ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব, অবদান, মর্যাদা, ইলম এবং বংশগত বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করতঃ কমবেশি করতেন।[১৭২]

মাসআলা:-১৮৭

জিম্মী কাফেরকে বাইতুলমালের কোনো প্রকার মাল থেকে কোনো কিছু দেওয়া যাবে না। তবে সে যদি খেতে না পেয়ে মরে যাওয়ার উপক্রম হয়, সেক্ষেত্রে তার জন্য বেঁচে থাকা পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা করা যাবে।[১৭৩]

মাসআলা:-১৮৮

বাইতুলমাল থেকে যারা (বাৎসরিক হিসাবে) নির্ধারিত ভাতা পায়, তাদের কেউ যদি অর্ধ-বছর বা তার আগে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে তার ভাতা থেকে বঞ্চিত হবে। তার ওয়ারিশগণ ঐ অ-গৃহিত ভাতার উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে না।

তবে কেউ যদি বছরের শেষদিকে কিংবা বছর পূর্ণ হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার ভাতা তার ওয়ারিশদেরকে দিয়ে দেওয়া উচিত।

---

[১৭২]. **قال فى الدر:** وَيُعْطِي بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَالْفِقْهِ وَالْفَضْلِ فَإِنْ قَصَّرَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَسِيبًا زَيْلَعِيٌّ. قال الشامى: (قَوْلُهُ وَيُعْطِي بِقَدْرِ الْحَاجَةِ إلَخْ) الَّذِي فِي الزَّيْلَعِيِّ هَكَذَا، وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَيَصْرِفَ إلَى كُلِّ مُسْتَحِقٍّ قَدْرَ حَاجَتِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فَإِنْ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ حَسِيبًا. اهـ. وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْقُنْيَةِ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – يُسَوِّي فِي الْعَطَاءِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَكَانَ عُمَرُ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ وَالْفِقْهِ وَالْفَضْلِ، وَالْأَخْذُ بِهَذَا فِي زَمَانِنَا أَحْسَنُ فَتُعْتَبَرُ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ اهـ أَيْ فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْأَحْوَجَ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ الْأَحْوَجِ، وَكَذَا الْأَفْقَهَ وَالْأَفْضَلَ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمَا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا تُرَاعَى الْحَاجَةُ فِي الْأَفْقَهِ وَالْأَفْضَلِ، وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِهِمَا، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – كَانَ يُعْطِي مَنْ كَانَ لَهُ زِيَادَةُ فَضِيلَةٍ، مِنْ عِلْمٍ، أَوْ نَسَبٍ أَوْ نَحْوِهِ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ، وَفِي الْبَحْرِ أَيْضًا عَنْ الْمُحِيطِ وَالرَّأْيُ إلَى الْإِمَامِ مِنْ تَفْضِيلٍ وَتَسْوِيَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمِيلَ فِي ذَلِكَ إلَى هَوًى، وَفِيهِ عَنْ الْقُنْيَةِ وَلِلْإِمَامِ الْخِيَارُ فِي الْمَنْعِ وَالْإِعْطَاءِ فِي الْحُكْمِ. اهـ.

[১৭৩]. **قال فى الدر:** ولا شيء لذمي في بيت المال إلا أن يهلك لضعفه فيعطيه ما يسد جوعته.

আর কেউ যদি বাইতুল মাল থেকে অগ্রীম ভাতা গ্রহণ করে, অতঃপর বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে যে কয়মাস বেঁচেছিল সে কয়মাসের ভাতা রেখে বাকিটা ফেরত দিতে হবে। [১৭৪]

মুরতাদ-এর বিধি-বিধান

মাসআলা:-১৮৯

ঈমান গ্রহণের পর যদি কোনো সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি মুখে 'কালিমাতুল কুফর' (ঈমান ভঙ্গকারী কোনো শব্দ) উচ্চরণ করে, তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। [১৭৫]

মাসআলা:-১৯০

ইমাম আবু হানীফা রহ. ও মুহাম্মাদ রহ. এর মতে আকল-বুদ্ধি সম্পন্ন নাবালেগ শিশুর উপরও ইরতিদাদের হুকুম আরোপ হবে। তবে তাকে বন্দি করে রাখা হবে। হত্যা করা হবে না। [১৭৬]

---

[১৭৪]. **قال فى الدر:** (ومن مات) ممن ذكر (في نصف الحول حرم من العطاء) لأنه صلة فلا تملك إلا بالقبض، وأهل العطاء في زماننا القاضي والمفتي والمدرس صدر شريعة (ولو) مات (في آخره) أو بعد تمامه كما صححه أخي زاده (يستحب الصرف إلى قريبه) لأنه أوفى تعبه فيندب الوفاء له ومن تعجله ثم مات أو عزل قبل الحول يجب رد ما بقي وقيل لا كالنفقة المعجلة زيلعي

قال الشامى: (قوله قيل يجب إلخ) عبارة الزيلعي قيل يجب رد ما بقي من السنة، وقيل على قياس قول مُحَمَّد في نفقة الزوجة يرجع، وعندهما لا يرجع هو يعتبره بالإنفاق على امرأة ليتزوجها وهما يعتبرانه بالهبة اهـ ونقل في الشرنبلالي تصحيح وجوب الرد عن الهداية والكافي ولكني لم أره فيهما في هذا الموضع فليراجع.

[১৭৫]. **قال فى البدائع:** أَمَّا رُكْنُهَا، فَهُوَ إجْرَاءُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ بَعْدَ وُجُودِ الْإِيمَانِ، إذْ الرِّدَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ الرُّجُوعِ عَنْ الْإِيمَانِ، فَالرُّجُوعُ عَنْ الْإِيمَانِ يُسَمَّى رِدَّةً فِي عُرْفِ الشَّرْعِ.

وَأَمَّا شَرَائِطُ صِحَّتِهَا فَأَنْوَاعٌ، مِنْهَا الْعَقْلُ، فَلَا تَصِحُّ رِدَّةُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ مِنْ شَرَائِطِ الْأَهْلِيَّةِ خُصُوصًا فِي الِاعْتِقَادَاتِ،

[১৭৬]. **قال فى البدائع:** وَأَمَّا الْبُلُوغُ فَهَلْ هُوَ شَرْطٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : لَيْسَ بِشَرْطٍ فَتَصِحُّ رِدَّةُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: شَرْطٌ حَتَّى لَا تَصِحُّ رِدَّتُهُ. (وَجْهُ)

মাসআলা:-১৯১

এক ব্যক্তি কখনো সুস্থ থাকে কখনো পাগল হয়ে যায়। সে যদি সুস্থাবস্থায় মুরতাদ হয়, তাহলে তার উপর ইরতিদাদের হুকুম আরোপ হবে। আর পাগল অবস্থার ইরতিদাদ গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনিভাবে জ্ঞান-বুদ্ধি ঠিক না থাকায় মাতাল ব্যক্তির ইরতিদাদও ইসতিহসানান গ্রহণযোগ্য হবে না।[১৭৭]

মাসআলা:-১৯২

পুরুষ-মহিলা, গোলাম-স্বাধীন নির্বিশেষে যেকেউ মুরতাদ হতে পারে। আকল-বুদ্ধিসম্পন্ন যে কারো মুরতাদ হওয়াই গ্রহণযোগ্য। তবে মহিলা যদি মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে না। বরং তাকে বন্দি করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে। প্রয়োজনে প্রহার করা হবে। কিন্তু কোনো মহিলা যদি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারে কটূক্তি করে, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। এ ক্ষেত্রে তাকে কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না।[১৭৮]

মাসআলা:-১৯৩

قَوْلِهِمَا أَنَّهُ صَحَّ إِيمَانُهُ فَتَصِحُّ رِدَّتُهُ، وَهَذَا لِأَنَّ صِحَّةَ الْإِيمَانِ وَالرِّدَّةِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى وُجُودِ الْإِيمَانِ وَالرِّدَّةِ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ وَالْكُفْرَ مِنْ الْأَفْعَالِ الْحَقِيقِيَّةِ، وَهُمَا أَفْعَالُ خَارِجَةُ الْقَلْبِ بِمَنْزِلَةِ أَفْعَالِ سَائِرِ الْجَوَارِحِ، وَالْإِقْرَارُ الصَّادِرُ عَنْ عَقْلٍ دَلِيلُ وُجُودِهِمَا، وَقَدْ وُجِدَ هَاهُنَا إلَّا أَنَّهُمَا مَعَ وُجُودِهِمَا مِنْهُ حَقِيقَةً لَا يُقْتَلُ، وَلَكِنْ يُحْبَسُ لِمَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ – اللَّهُ تَعَالَى – وَالْقَتْلُ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ الرِّدَّةِ عِنْدَنَا فَإِنَّ الْمُرْتَدَّةَ لَا تُقْتَلُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا، وَالرِّدَّةُ مَوْجُودَةٌ.

১৭৭. **قال فى البدائع:** وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ يُجَنُّ وَيُفِيقُ فَإِنْ ارْتَدَّ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ ارْتَدَّ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ صَحَّتْ؛ لِوُجُودِ دَلِيلِ الرُّجُوعِ فِي إحْدَى الْحَالَتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى، وَكَذَلِكَ السَّكْرَانُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ لَا تَصِحُّ رِدَّتُهُ اسْتِحْسَانًا، وَالْقِيَاسُ أَنْ تَصِحَّ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ.

১৭৮. **قال فى البدائع:** وَأَمَّا الذُّكُورَةُ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ فَتَصِحُّ رِدَّةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَنَا؛ لَكِنَّهَا لَا تُقْتَلُ بَلْ تُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ – رَحِمَهُ اللَّهُ – تُقْتَلُ.

قال فى الهداية: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ لِإِطْلَاقِ الدَّلَائِلِ.

ইরতিদাদ সহীহ হওয়ার আরেকটি শর্ত হল, স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে কুফরী করা। যদি কেউ কারো চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে কুফরী করে, তাহলে সে মুরতাদ হবে না। [১৭৯]

মাসআলা:-১৯৪

বালেগ পুরুষ মুরতাদ হয়ে গেলে তার রক্ত হালাল হয়ে যাবে। তাকে হত্যা করা হবে। তবে ইমামের (খলীফা/সুলতান) জন্য মুস্তাহাব হল, তাকে তিনদিন বন্দি করে রেখে তাওবার সুযোগ দেয়া এবং সে যদি ইসলামের প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে ইসলাম ত্যাগ করে থাকে, তাহলে তার সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করা। তবে সে যদি কোনো সন্দেহ প্রকাশ না করে এবং ভেবে দেখার সময় না চায়, আর ইমামও তার তাওবার ব্যাপারে আশাবাদী না হয়, তাহলে তাকে তৎক্ষণাত কতল করা হবে। [১৮০]

মাসআলা:-১৯৫

ইসলামী হুকুমাত মুরতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই যদি কোনো মুসলিম তাকে ব্যক্তিউদ্যোগে হত্যা করে ফেলে, তাহলে এ কাজটি তার জন্য মাকরূহ হবে। তবে তাকে হত্যার কারণে তার উপর কেসাস বা রক্তপণ ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে সাধারণ মহিলা মুরতাদকেও যদি কেউ ব্যক্তিউদ্যোগে হত্যা

---

[১৭৯]. **قال فى الدر المختار:** (وَشَرَائِطُ صِحَّتِهَا الْعَقْلُ) وَالصَّحْوُ (وَالطَّوْعُ) فَلَا تَصِحُّ رِدَّةُ مَجْنُونٍ، وَمَعْتُوهٍ وَمُوَسْوِسٍ، وَصَبِيٍّ لَا يَعْقِلُ وَسَكْرَانَ وَمُكْرَهٍ عَلَيْهَا،

[১৮০]. **قال فى البدائع:** وَأَمَّا حُكْمُ الرِّدَّةِ فَنَقُولُ – وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: إنَّ لِلرِّدَّةِ أَحْكَامًا كَثِيرَةً بَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْمُرْتَدِّ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى مِلْكِهِ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى تَصَرُّفَاتِهِ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى وَلَدِهِ أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِهِ فَأَنْوَاعٌ: مِنْهَا إبَاحَةُ دَمِهِ إذَا كَانَ رَجُلًا، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا؛ لِسُقُوطِ عِصْمَتِهِ بِالرِّدَّةِ قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» .

وَكَذَا الْعَرَبُ لَمَّا ارْتَدَّتْ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – عَلَى قَتْلِهِمْ، وَمِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَتَابَ وَيُعْرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُسْلِمَ، لَكِنْ لَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ قَدْ بَلَغَتْهُ فَإِنْ أَسْلَمَ فَمَرْحَبًا وَأَهْلًا بِالْإِسْلَامِ، وَإِنْ أَبَى نَظَرَ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ طَمِعَ فِي تَوْبَتِهِ، أَوْ سَأَلَ هُوَ التَّأْجِيلَ، أَجَّلَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فِي تَوْبَتِهِ وَلَمْ يَسْأَلْ هُوَ التَّأْجِيلَ، قَتَلَهُ مِنْ سَاعَتِهِ.

করে ফেলে, সেক্ষেত্রেও তার উপর কেসাস বা রক্তপণ ওয়াজিব হবে না। তবে কাজটি মাকরূহ হবে।[১৮১]

উল্লেখ্য, বর্তমাণ বাংলাদেশ যেহেতু দারুল হারব, তাই এখানে অবস্থানরত কোনো মুসলিম যদি নিজ উদ্যোগে আল্লাহ তাআলা ও নবীজী সা. এর শানে কটূক্তিকারী মুরতাদকে হত্যা করে, তাহলে এ কাজ মাকরূহ তো হবেই না, বরং এর কারণে সে প্রভূত সাওয়াবের অধিকারী হবে ইনশা আল্লাহ। মুরতাদকে ব্যক্তিউদ্যোগে হত্যাকরা মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি এমন ইসলামী হুকুমাতের সাথে খাছ, যারা মুরতাদের উপর হদ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আন্তরিক; এ বিষয়ে কোনো অবহেলা তাদের থেকে ইতোপূর্বে প্রকাশ পায়নি। (দলীলসহ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য 'নেদায়ে তাওহীদ' মুরতাদ অধ্যায়)।

মাসআলা:-১৯৬

মুরতাদ যদি তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসে, তাহলে তার থেকে ইসলাম গ্রহণ করা হবে। তার তাওবার পদ্ধতি হল, কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করতঃ ইসলাম ত্যাগ করে সে যে ধর্ম গ্রহণ করেছিল সে ধর্মের সাথে সম্পর্কছেদের ঘোষণা প্রদান করা। [১৮২]

মাসআলা:-১৯৭

মুরতাদ যদি তাওবা করার পর পুনরায় মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে এক্ষেত্রে তার সাথে প্রথমবার মুরতাদ হওয়ারমত আচরণই করা হবে। দ্বিতীয়বার তাওবা করার পর তৃতীয়বার পুনরায় যদি মুরতাদ হয়, সেক্ষেত্রেও তার সাথে পূর্বের মত আচরণই করা হবে, অর্থাৎ বন্দি করে তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে। তৃতীয়বার/চতুর্থবারও যদি কোনো মুরতাদ তাওবা করে সেক্ষেত্রেও তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, একজন সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির ঈমান অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তবে চতুর্থবার তাওবার পর ইমাম

---

[১৮১] **.قال فى البدائع:** فإن قتله إنسان قبل الاستتابة يكره له ذلك، ولا شيء عليه لزوال عصمته بالردة،

[১৮২] **. قال فى البدائع:** وتوبته أن يأتي بالشهادتين، ويبرأ عن الدين الذي انتقل إليه،

সাহেব (খলীফা/সুলতান) তাকে লাঠিচার্জের মাধ্যমে এই পরিমাণ তাযীর/শাস্তি প্রদান করবেন, যেন সে ভবিষ্যতে এরূপ আচরণ করার হিম্মত না করে। [১৮৩]

মাসআলা:-১৯৮

আল্লাহ তাআলা এবং আল্লাহর রাসূল সা. এর শানে কটূক্তি করা ব্যতীত সাধারণ মুরতাদ মহিলাকে হত্যার বিধান নেই। তবে তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে। আর তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার উপায় হল, তাকে বন্দি করে রেখে প্রতিদিন ইসলাম গ্রহণ করতে বলা হবে এবং ইসলাম ত্যাগ করার অপরাধে তাকে নিয়মিত কিছু বেত্রাঘাতও করা হবে। এভাবে আমরণ তার বন্দি জীবন চলতে থাকবে। তবে সে ইসলাম কবুল করলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে।[১৮৪]

মাসআলা:-১৯৯

মুরতাদ দাসীর ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত হুকুম প্রযোজ্য। তবে দাসীকে তার মনিব নিজ বাড়িতে বন্দি করে রাখবে। ইসলাম গ্রহণের জন্য বলপ্রয়োগ করবে এবং

---

[১৮৩]. **قال فى البدائع:** فإن تاب ثم ارتد ثانيا فحكمه في المرة الثانية كحكمه في المرة الأولى أنه إن تاب في المرة الثانية قبلت توبته، وكذا في المرة الثالثة والرابعة؛ لوجود الإيمان ظاهرا في كل كرة؛ لوجود ركنه، وهو إقرار العاقل وقال الله – تبارك وتعالى – {إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا} [النساء: ١٣٧] فقد أثبت – سبحانه وتعالى – الإيمان بعد وجود الردة منه، والإيمان بعد وجود الردة لا يحتمل الرد، إلا أنه إذا تاب في المرة الرابعة يضربه الإمام ويخلي سبيله.

[১৮৪]. **قال فى البدائع:** وأما المرأة فلا يباح دمها إذا ارتدت، ولا تقتل عندنا، ولكنها تجبر على الإسلام، وإجبارها على الإسلام أن تحبس وتخرج في كل يوم فتستتاب ويعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت وإلا حبست ثانيا، هكذا إلى أن تسلم أو تموت وذكر الكرخي – رحمه الله – وزاد عليه – تضرب أسواطا في كل مرة تعزيرا لها على ما فعلت.

তার সাথে সঙ্গম পরিহার করবে। কারণ, মুরতাদ দাসীর সাথে সঙ্গম হালাল নয়।[১৮৫]

মাসআলা:-২০০

এক নাবালেগ শিশুর মাতা-পিতা মুসলিম হওয়ায় তাকেও মুসলিম গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু সে বালেগ হওয়ার পরপর ইসলামকে স্বীকার করার পূর্বেই কুফরী প্রকাশ করেছে তথা মুরতাদ হয়ে গিয়েছে। তাহলে এমতাবস্থায় সে বালেগ হওয়া সত্ত্বেও তাকে হত্যা করা হবে না। তবে বালেগ হওয়ার পর সে ইসলামকে স্বীকার করার পরে কোনো সময় যদি মুরতাদ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা হবে।[১৮৬]

মাসআলা:-২০১

স্বামী-স্ত্রীর যে কেউ মুরতাদ হয়েগেলে বিবাহ ভেঙ্গে যাবে। তারা একত্রে বসবাস করতে পারবে না। এরপর তাওবা করলে পুনরায় বিবাহের আকদ দোহরাতে হবে। আকদ দোহরানো ব্যতীত শুধু তাওবা/ইসলাম কবুল করা বিবাহের স্থলাভিষিক্ত হবে না। তবে স্বামী-স্ত্রী যদি উভয়ে একসাথে মুরতাদ হয়, অথবা একসাথে তাওবা করে, তখন তাদের বিবাহ বহাল থাকবে। সেক্ষেত্রে বিবাহ দোহরানোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু একজন আরেকজনের আগে তাওবা করে

---

[১৮৫]. **قال فی البدائع:** وكذلك الأمة إذا ارتدت لا تقتل عندنا، وتجبر على الإسلام، ولكن يجبرها مولاها إن احتاج إلى خدمتها، ويحبسها في بيته؛ لأن ملك المولى فيها بعد الردة قائم، وهي مجبورة على الإسلام شرعا فكان الرفع إلى المولى رعاية للحقين، ولا يطؤها؛ لأن المرتدة لا تحل لأحد،

[১৮৬]. **قال فی البدائع:** صبي أبواه مسلمان حتى حكم بإسلامه تبعا لأبويه، فبلغ كافرا ولم يسمع منه إقرار باللسان بعد البلوغ لا يقتل؛ لانعدام الردة منه إذ هي اسم للتكذيب بعد سابقة التصديق، ولم يوجد منه التصديق بعد البلوغ أصلا لانعدام دليله وهو الإقرار، حتى لو أقر بالإسلام ثم ارتد يقتل لوجود الردة منه بوجود دليلها وهو الإقرار، فلم يكن الموجود منه ردة حقيقة فلا يقتل، ولكنه يحبس؛ لأنه كان له حكم الإسلام قبل البلوغ ألا ترى أنه حكم بإسلامه بطريق التبعية؟

ইসলাম কবুল করলে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে যাবে। তখন নতুন করে বিবাহ দোহরাতে হবে।[১৮৭]

মাসআলা:-২০২

মুরতাদ (ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে নাস্তিক্যবাদ কিংবা অন্যকোনো ধর্ম গ্রহণকারী ব্যক্তি) এর জবাইকৃত পশু মুসলিমদের জন্য হালাল নয়।[১৮৮]

মাসআলা:-২০৩

মুরতাদ ব্যক্তি তার পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিসহ অন্য কারোর ওয়ারিশ হবে না, অর্থাৎ যাদের থেকে সে ওয়ারাসাতসূত্রে সম্পদ লাভের উপযুক্ত ছিল তাদের কেউ মারা গেলে, সে তাদের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে কোনো অংশ পাবে না।[১৮৯]

মাসআলা:-২০৪

মুরতাদ ব্যক্তি মুরতাদ হওয়ার ক্ষণ থেকেই তার পূর্বের সমস্ত নেক আমল বাতিল হয়ে যাবে। অতীতেকৃত নেক আমল তার কোনো কাজে আসবে না।[১৯০]

মাসআলা:-২০৫

কোনো ব্যক্তি যখন মুরতাদে পরিণত হয়, তখন তার উপর ইসলামী শরীয়তের কোনো হুকুম-আহকাম পালন ওয়াজিব হয় না। তাই তাওবা করার পর মুরতাদ অবস্থায় অনাদায়কৃত নামায-রোযার কাযা করতে হবে না। তবে তাওবা করার পর

---

[১৮৭]. **قال فى البدائع:** وَمِنْهَا الْفُرْقَةُ إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ الرِّدَّةُ مِنْ الْمَرْأَةِ كَانَتْ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الرَّجُلِ فَفِيهِ خِلَافٌ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، وَلَا تَرْتَفِعُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ بِالْإِسْلَامِ وَلَوْ ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ مَعًا، أَوْ أَسْلَمَا مَعًا، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ زُفَرَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – فَسَدَ النِّكَاحُ.وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ فَسَدَ النِّكَاحُ بِالْإِجْمَاعِ،

[১৮৮]. **قال فى البدائع:** وَمِنْهَا حُرْمَةُ ذَبِيحَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلَّةَ لَهُ لِمَا ذَكَرْنَا،

[১৮৯]. **قال فى البدائع:** وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَرِثُ مِنْ أَحَدٍ لِانْعِدَامِ الْمِلَّةِ وَالْوِلَايَةِ،

[১৯০]. **قال فى البدائع:** وَمِنْهَا أَنَّهُ تُحْبَطُ أَعْمَالُهُ لَكِنْ بِنَفْسِ الرِّدَّة عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ – رَحِمَهُ اللَّهُ – بِشَرِيطَةِ الْمَوْتِ عَلَيْهَا، وَهِيَ مَسْأَلَةُ كِتَابِ الصَّلَاةِ.

পুনরায় হজ্বের সামর্থ্যবান হলে নতুন করে হজ্ব করতে হবে। কারণ, মুরতাদ হওয়ায় তার আগের হজ্ব বাতিল হয়ে গিয়েছে।[১৯১]

মাসআলা:-২০৬

দারুল ইসলামে অবস্থানরত মুরতাদের জন্য তার মালের মধ্যে হস্তক্ষেপ তার ভবিষ্যৎ অবস্থার উপর মওকুফ থাকবে। যদি সে তাওবা করে মুসলিম হয়ে যায়, তাহলে তার হস্তক্ষেপ সঠিক বলে বিবেচিত হবে, আর যদি সে মুরতাদ অবস্থায় মারা যায়, বা তাকে হত্যা করা হয় কিংবা সে দারুল হারবে চলে যায়, তাহলে তার হস্তক্ষেপ বাতিল বলে গণ্য হবে। অতএব, যদি কেউ মুরতাদ হওয়ার পর কোনো গোলামকে আযাদ করে বা মুদাব্বার বানায়, কিংবা কোনো কিছু ক্রয় করে বা বিক্রয় করে বা কাউকে কিছু হাদিয়া দেয়, তাহলে তার এসব কর্মের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা অদূর ভবিষ্যতে তার পুনরায় মুসলিম হওয়া বা মুরতাদ অবস্থায় তার তিরধানের উপর নির্ভর করবে। তবে মুরতাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালার পূর্বপর্যন্ত এসব চুক্তি জায়েয ও নাফেয বলে গণ্য হবে।[১৯২]

উল্লেখ্য, দারুল হারবে অবস্থানরত মুরতাদ তার মালের মধ্যে যেকোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে এবং এক্ষেত্রে তার সব হস্তক্ষেপ সঠিক বলে গণ্য হবে।

মাসআলা:-২০৭

---

[১৯১]. **قال فى البدائع:** وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْعِبَادَاتِ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِشَرَائِعَ هِيَ عِبَادَاتٌ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَجِبُ عَلَيْهِ وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ أُصُولِ الْفِقْهِ.

[১৯২]. **قال فى البدائع:** وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْمِلْكُ فِي أَمْوَالِهِ مَوْقُوفٌ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ حَالِهِ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ بُنِيَ حُكْمُ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ أَنَّهَا جَائِزَةٌ عِنْدَهُمَا كَمَا تَجُوزُ مِنْ الْمُسْلِمِ، حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ أَوْ دَبَّرَ أَوْ كَاتَبَ أَوْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى أَوْ وَهَبَ نَفَذَ ذَلِكَ كُلُّهُ، وَعُقْدَةُ تَصَرُّفَاتِهِ مَوْقُوفَةٌ لِوُقُوفِ أَمْلَاكِهِ، فَإِنْ أَسْلَمَ جَازَ كُلُّهُ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَ كُلُّهُ.

মুরতাদ তার স্ত্রীকে তালাক দিলে তালাক কার্যকর হবে। এমনিভাবে সে যদি তার শুফআর হক (নিজ জমির পার্শ্ববর্তী জমি ক্রয়ের অধিকার) ছেড়ে দেয়, তাহলে তাও কার্যকর হবে। [১৯৩]

মাসআলা:-২০৮

মুরতাদ মহিলার ধন-সম্পদ থেকে তার মালিকানা বিলুপ্ত হয় না। তাই মুরতাদ হওয়ার পরও তার মালিকানাধীন সম্পদে তার যাবতীয় হস্তক্ষেপ বৈধ বলে বিবেচিত হবে। [১৯৪]

মাসআলা:-২০৯

মুরতাদ তাওবা করে মুসলমান হয়েগেলে তার মালের মধ্যে তার যাবতীয় কর্তৃত্ব ফিরে আসবে। বিষয়টা তখন এমন হবে, কেমন যেন সে মুরতাদ হয়-ইনি।

আর যদি সে মুরতাদ অবস্থায় মারা যায় বা তাকে হত্যা করা হয়, তাহলে তার ওয়ারিশগণ তার মালের মালিক বলে গণ্য হবে। তার উম্মে ওয়ালাদ এবং মুদাব্বার দাস-দাসী আযাদ হয়ে যাবে এবং বদলে কিতাবাতের বাকি অংশ ওয়ারিশদের নিকট আদায়ের শর্তে মুকাতাব (নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে আযাদীর চুক্তিতে আবদ্ধ) গোলাম-বাঁদীও আযাদ হয়ে যাবে। আর সে যদি কোনো করজ করে থাকে, তাহলে তৎক্ষণাত সব করজ পরিশোধ করা ওয়ারিশদের উপর ওয়াজিব হবে। মুরতাদ যদি দারুল ইসলাম থেকে দারুল হারবে চলে যায় এবং দারুল ইসলামের বিচারক যদি তার দারুল হারবে চলে যাওয়ার ফায়সালা ঘোষণা করেন, সেক্ষেত্রেও তার হুকুম উপরিউক্ত হুকুমের মতই হবে। [১৯৫]

---

[১৯৩]. **قال فى البدائع:** وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ، وَتَسْلِيمُهُ الشُّفْعَةَ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُؤَثِّرُ فِي مِلْكِ النِّكَاحِ، وَالثَّابِتُ لِلشَّفِيعِ حَقٌّ لَا يَحْتَمِلُ الْإِرْثَ، وَمُعَاوَضَتُهُ مَوْقُوفَةٌ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَاوَاةِ.

[১৯৪]. **قال فى البدائع:** (وَأَمَّا) الْمُرْتَدَّةُ فَلَا يَزُولُ مِلْكُهَا عَنْ أَمْوَالِهَا بِلَا خِلَافٍ، فَتَجُوزُ تَصَرُّفَاتُهَا فِي مَالِهَا بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُقْتَلُ، فَلَمْ تَكُنْ رِدَّتُهَا سَبَبًا لِزَوَالِ مِلْكِهَا عَنْ أَمْوَالِهَا بِلَا خِلَافٍ، فَتَجُوزُ تَصَرُّفَاتُهَا،

[১৯৫]. **قال فى البدائع:** وَإِذَا عُرِفَ حُكْمُ مِلْكِ الْمُرْتَدِّ وَحَالُ تَصَرُّفَاتِهِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَيْهِ، فَحَالُ الْمُرْتَدِّ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يُسْلِمَ، أَوْ يَمُوتَ، أَوْ يُقْتَلَ، أَوْ يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَإِنْ أَسْلَمَ فَقَدْ عَادَ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ الْقَدِيمِ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ

মাসআলা:-২১০

মুরতাদ ব্যক্তি দারুল হারবে চলে যাওয়ার পর কাজীর পক্ষ থেকে তার দারুল হারবে চলে যাওয়ার ফায়সালা ঘোষণার আগেই যদি তাওবা করত মুসলিম হয়ে পুনরায় দারুল ইসলামে চলে আসে, তাহলে তার ধন-সম্পদে তার মালিকানা পূর্ববৎ বহাল থাকবে। [১৯৬]

মাসআলা:-২১১

মুরতাদ ব্যক্তি দারুল হারবে চলে গেল। কাজী সাহেব তার চলে যাওয়ার ফায়সালাও ঘোষণা করলেন। এরপর যদি সে মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে ফিরে আসে, তাহলে ফিরে আসার পর ওয়ারিশদের কাছে অবশিষ্ট সম্পদ তার মালিকানাধীন বলে গণ্য হবে। আর ইতোপূর্বে ওয়ারিশগণ যদি কোনো সম্পদ বিক্রি করে থাকে, বা কোনো দাস-দাসী আযাদ করে থাকে, তাহলে তাও বৈধ

ارْتَفَعَتْ مِنْ الْأَصْلِ حُكْمًا، وَجُعِلَتْ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ أَصْلًا، وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ صَارَ مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ، وَعَتَقَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرُوهُ وَمُكَاتَبُوهُ إذَا أَدَّى إلَى وَرَثَتِهِ، وَتَحِلُّ الدُّيُونُ الَّتِي عَلَيْهِ وَتُقْضَى عَنْهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ أَحْكَامُ الْمَوْتِ، وَكَذَلِكَ إذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا، وَقَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ؛ لِأَنَّ اللَّحَاقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ فِي حَقِّ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ أَمْوَالِهِ الْمَتْرُوكَةِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ زَوَالَ الْمِلْكِ عَنْ الْمَالِ بِالْمَوْتِ حَقِيقَةٌ لِكَوْنِهِ مَالًا فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ لِانْتِهَاءِ حَاجَتِهِ بِالْمَوْتِ وَعَجْزِهِ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ. وَقَدْ وُجِدَ هَذَا الْمَعْنَى فِي اللَّحَاقِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي دَارِ الْإِسْلَامِ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ فِي حَقِّهِ، لِعَجْزِهِ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ، فَكَانَ فِي حُكْمِ الْمَالِ الْفَاضِلِ عَنْ حَاجَتِهِ لِعَجْزِهِ عَنْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ بِهِ، فَكَانَ اللَّحَاقُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ فِي كَوْنِهِ مُزِيلًا لِلْمِلْكِ، فَإِذَا قَضَى الْقَاضِي بِاللَّحَاقِ، يُحْكَمُ بِعِتْقِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرِيهِ، وَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ، وَتَحِلُّ دُيُونُهُ الْمُؤَجَّلَةُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ أَحْكَامٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَوْتِ، وَقَدْ وُجِدَ مَعْنًى.

[১৯৬]. **قال فى البدائع:** وَلَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ عَادَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مُسْلِمًا فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنْ يَعُودَ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَالثَّانِي: أَنْ يَعُودَ بَعْدَ ذَلِكَ.فَإِنْ عَادَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ عَادَ عَلَى حُكْمِ أَمْلَاكِهِ فِي الْمُدَبَّرِينَ وَأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَوْتِ، وَاللُّحُوقُ بِدَارِ الْحَرْبِ لَيْسَ بِمَوْتٍ حَقِيقَةً لَكِنَّهُ يَلْحَقُ بِالْمَوْتِ إذَا اتَّصَلَ بِهِ قَضَاءُ الْقَاضِي بِاللَّحَاقِ، فَإِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ لَمْ يَلْحَقْ، فَإِذَا عَادَ يَعُودُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ،

হস্তক্ষেপ বলে গণ্য হবে। তাই বিক্রিত বস্তু এবং আযাদকৃত গোলাম সে ফেরত পাবে না। [১৯৭]

মাসআলা:-২১২

কাজী কর্তৃক ফায়সালা হওয়ার পর মুরতাদ ব্যক্তি কাফের অবস্থায়ই পুনরায় দারুল ইসলামে এসে তার কিয়দাংশ মাল নিয়ে দারুল হারবে চলে গেল, অতঃপর মুসলিম বাহিনী তার উপর জয়লাভ করল। তাহলে গনীমত বন্টনের আগে মুরতাদের ওয়ারিশগণ যদি উক্ত মাল পেয়ে যায়, তাহলে তারা তা বিনা মূল্যে নিয়ে যাবে। আর যদি বণ্টনের পর পায়, তাহলে মূল্য পরিশোধের শর্তে নিতে পারবে।

আর যদি কাজী কর্তৃক মুরতাদের দারুল হারবে চলে যাওয়ার ফায়সালার পূর্বেই সে পুনরায় মুরতাদ অবস্থায় দারুল ইসলামে এসে কিয়দাংশ মাল নিয়ে দারুল হারবে চলে যায়, তারপর তার উপর মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে, তাহলে তার মাল গনীমত হিসাবে বণ্টন করতে হবে। ওয়ারিশদের এই মালের উপর কোনো অধিকার থাকবে না। তবে এক বর্ণনামতে এই সুরতের হুকুমও পূর্বেউল্লেখিত হুকুমের মতোই। দুই সুরতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। [১৯৮]

---

[১৯৭]. **قال فى البدائع:** وَإِنْ عَادَ بَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي بِاللَّحَاقِ فَمَا وُجِدَ مِنْ مَالِهِ فِي يَدِ وَرَثَتِهِ بِحَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ؛ لِأَنَّ وَلَدَهُ جُعِلَ خَلَفًا لَهُ فِي مَالِهِ، فَكَانَ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ لَهُ كَأَنَّهُ وَكِيلُهُ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا وَجَدَهُ قَائِمًا عَلَى حَالِهِ.وَمَا زَالَ مِلْكُ الْوَارِثِ عَنْهُ بِالْبَيْعِ، أَوْ بِالْعِتْقِ، فَلَا رُجُوعَ فِيهِ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْخَلَفِ كَتَصَرُّفِ الْأَصْلِ، بِمَنْزِلَةِ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ.

[১৯৮]. **قال فى البدائع:** وَلَوْ رَجَعَ كَافِرًا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَأَخَذَ طَائِفَةً مِنْ مَالِهِ وَأَدْخَلَهَا إلَى دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ مَا قُضِيَ بِلَحَاقِهِ فَالْوَرَثَةُ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ وَجَدَتْهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَتْهُ مَجَّانًا بِلَا عِوَضٍ، وَإِنْ وَجَدَتْهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذَتْهُ بِالْقِيمَةِ فِي ذَوَاتِ الْقِيَمِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَحِقَ وَقُضِيَ بِلَحَاقِهِ فَقَدْ زَالَ مِلْكُهُ إلَى الْوَرَثَةِ، فَهَذَا مَالُ مُسْلِمٍ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ الْكَافِرُ وَأَحْرَزَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ فَوَجَدَهُ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ فَالْحُكْمُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا وَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ الْحُكْمِ بِاللَّحَاقِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةِ هَذَا، وَرُجُوعُهُ بَعْدَ الْحُكْمِ بِاللَّحَاقِ سَوَاءٌ، وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ يَكُونُ فَيْئًا لَا حَقَّ لِلْوَرَثَةِ فِيهِ أَصْلًا وَاَللَّهُ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى – أَعْلَمُ

মাসআলা:-২১৩

মুরতাদ ব্যক্তি মুসলিম অবস্থায় যেসব ধন-সম্পদ কামাই করেছে হত্যা, মৃত্যু কিংবা তার দারুল হারবে চলে যাওয়ার ফায়সালার পর উক্ত সম্পদ তার ওয়ারিশগণ পাবে। তবে মুরতাদ অবস্থায় সে যে সম্পদ কামাই করেছে তা ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে ফাই বলে গণ্য হবে। [১৯৯]

মাসআলা:-২১৪

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একত্রে মুরতাদ হয়েগেল। এরপর তাদের সন্তান জন্ম নিল। অতঃপর স্বামীকে ইরতিদাদের কারণে হত্যা করা হল। সেক্ষেত্রে সন্তান যদি তারা মুরতাদ হওয়ার ছয়মাস বা ততোধিক সময়ের পর জন্ম গ্রহণ করে, তাহলে সে তার পিতার ওয়ারিশ হবে না। আর যদি তারা মুরতাদ হওয়ার ছয়মাসের কম সময়ের ভিতর সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তাহলে উক্ত সন্তান তার পিতার ওয়ারিশ সাব্যস্ত হবে। [২০০]

মাসআলা:-২১৫

স্বামী মুরতাদ হয়েছে; স্ত্রী মুরতাদ হয়নি, কিংবা মুরতাদের মুসলিম উম্মেওয়ালাদ দাসী থেকে তার সন্তান হয়েছে। তারপর তাকে হত্যা করা হল। তখন এই সন্তান যদি তার মুরতাদ হওয়ার ছয়মাস বা ততোধিক সময় পরেও জন্ম গ্রহণ করে তথাপি সে তার পিতা থেকে মিরাস পাবে। পিতার অন্যান্য মুসলিম

---

[১৯৯] . **قال فى البدائع:** وَأَمَّا حُكْمُ الْمِيرَاثِ فَنَقُولُ: لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – فِي أَنَّ الْمَالَ الَّذِي اكْتَسَبَهُ فِي حَالَةِ الْإِسْلَامِ يَكُونُ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ إذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ وَقُضِيَ بِاللَّحَاقِ ... وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَالِ الَّذِي اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الرِّدَّةِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – هُوَ فَيْءٌ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ – رَحِمَهُمَا اللَّهُ – هُوَ مِيرَاثٌ... (وَجْهُ) قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الرِّدَّةَ سَبَبٌ لِزَوَالِ الْمِلْكِ مِنْ حِينِ وُجُودِهَا بِطَرِيقِ الظُّهُورِ عَلَى مَا بَيَّنَّا، وَلَا وُجُودَ لِلشَّيْءِ مَعَ وُجُودِ سَبَبِ زَوَالِهِ فَكَانَ الْكَسْبُ فِي الرِّدَّةِ مَالًا لَا مَالِكَ لَهُ، فَلَا يَحْتَمِلُ الْإِرْثَ فَيُوضَعُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ كَاللُّقَطَةِ،

[২০০] . **قال فى البدائع:** ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ مَعًا ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ ثُمَّ قُتِلَ الْأَبُ عَلَى رِدَّتِهِ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الرِّدَّةِ يَرِثُهُ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الْعُلُوقَ حَصَلَ فِي حَالَةِ الْإِسْلَامِ قَطْعًا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ حِينِ الرِّدَّةِ لَمْ يَرِثْهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَقَ فِي حَالَةِ الرِّدَّةِ، فَلَا يَرِثُ مَعَ الشَّكِّ،

ওয়ারিশদের সাথে নবজাতকও ওয়ারিশ হবে। মা মুসলিম হওয়ায় নবজাতককেও মুসলিম বলে গণ্য করা হবে।[২০১]

মাসআলা:-২১৬

কোনো মুসলিম গর্ভবতী স্ত্রী রেখে মারা গেল। অতঃপর স্ত্রী মুরতাদ হয়ে দারুল হারবে চলে গেল এবং সেখানেই সন্তান প্রসব করল। তারপর মুসলিম বাহিনী দারুল হারবে অভিযান করে তাকে গ্রেফতার করল। সেক্ষেত্রে ঐ সন্তানকে গোলাম/দাস বানানো যাবে না, বরং সে তার পিতার অনুগামী হিসাবে স্বাধীন মুসলিম বলে গণ্য হবে এবং সে তার পিতার ওয়ারিশও হবে।

আর যদি সে সন্তান প্রসব করার আগেই তাকে গ্রেফতার করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসা হয় এবং দারুল ইসলামেই সন্তান প্রসব করে, তাহলে এই সন্তান গোলাম বলে বিবেচিত হবে, ফলে সে তার পিতার ওয়ারিশ হবে না। কিন্তু পিতা মুসলিম হওয়ায় সন্তান মুসলিম সাব্যস্ত হবে।[২০২]

মাসআলা:-২১৭

মুরতাদ ব্যক্তি যদি কোনো মুসলিম মহিলাকে বিবাহ করে (যদিও এই বিবাহ শুদ্ধ হবে না) এবং তাদের সন্তান হয় কিংবা সে যদি তার মুসলিম দাসীর সাথে সঙ্গম করে এবং তার থেকে সন্তান হয়, তাহলে মা মুসলিম হওয়ায় এই সন্তান মুসলিম সাব্যস্ত হবে এবং মুরতাদ থেকে তার বংশ প্রমাণিত হবে। আর সে তার পিতার

---

[২০১]. **قال فى البدائع:** وَلَوْ ارْتَدَّ الزَّوْجُ دُونَ الْمَرْأَةِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ مُسْلِمَةٍ وَرِثَهُ مَعَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ مُسْلِمَةٌ، فَكَانَ الْوَلَدُ عَلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ تَبَعًا لِأُمِّهِ فَيَرِثُ أَبَاهُ،

[২০২]. **قال فى البدائع:** ولو مات مسلم عن امرأته وهي حامل فارتدت ولحقت بدار الحرب، فولدت هناك ثم ظهرنا على الدار، فإنه لا يسترق ويرث أباه؛ لأنه مسلم تبعا لأبيه، ولو لم تكن ولدته حتى سبيت ثم ولدته في دار الإسلام، فهو مسلم مرقوق , مسلم تبعا لأبيه، مرقوق تبعا لأمه، ولا يرث أباه؛ لأن الرق من أسباب الحرمان،

ওয়ারিশও হবে। তবে মাও যদি কাফের হয় তাহলে সন্তানকে মুসলিম বলা যাবে না। [২০৩]

উল্লেখ্য, মুরতাদের সাথে কোনো মুসলিম মহিলার বিবাহ শুদ্ধ হয় না।

মাসআলা:-২১৮

মুরতাদ মুসলিম অবস্থায় যেসব ঋণ করেছে তা মুসলিম অবস্থায় কামাইকৃত সম্পদ থেকে আদায় করতে হবে। আর মুরতাদ অবস্থায় কৃত ঋণ মুরতাদ অবস্থায় অর্জিত সম্পদ থেকে আদায় করতে হবে। তবে মুসলিম অবস্থায় কৃত ঋণ যদি এই পরিমাণ হয়, যা মুসলিম অবস্থায় অর্জিত সম্পদ দ্বারা পরিশোধ সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে মুরতাদ অবস্থায় অর্জিত সম্পদ দ্বারাও তা পরিশোধ করা যাবে। [২০৪]

ইরতিদাদ সংক্রান্ত বিবিধ মাসায়েল

মাসআলা:-২১৯

যদি কেউ এমন কথা বলে, যার একাধিক কুফরী দিক রয়েছে, কিন্তু একটা এমন অর্থও বের করা যায় যা কুফরী হয় না। সেক্ষেত্রে মুফতীর দায়িত্ব হল, কুফরী না হওয়ার অর্থ গ্রহণ করে ফতওয়া দেওয়া। আর বাস্তবেও যদি তার ঐ কথা বলার দ্বারা কুফরী উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে সে মুসলিম বলেই গণ্য হবে। তবে যে

---

[২০৩]. **قال فى البدائع:** ولو تزوج المرتد مسلمة فولدت له غلاما، أو وطئ أمة مسلمة فولدت له فهو مسلم تبعا للأم ويرث أباه لثبوت النسب، وإن كانت الأم كافرة لا يحكم بإسلامه؛ لأنه لم يوجد إسلام أحد الأبوين - والله سبحانه وتعالى - أعلم.

[২০৪]. **قال فى البدائع:** وَقَالَ الْحَسَنُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: دَيْنُ الْإِسْلَامِ فِي كَسْبِ الْإِسْلَامِ، وَدَيْنُ الرِّدَّةِ فِي كَسْبِ الرِّدَّةِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ الْحَسَنِ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الْإِنْسَانِ يُقْضَى مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَالِ غَيْرِهِ، وَكَذَا دَيْنُ الْمَيِّتِ يُقْضَى مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَالِ وَارِثِهِ؛ لِأَنَّ قِيَامَ الدَّيْنِ يَمْنَعُ زَوَالَ مِلْكِهِ إلَى وَارِثِهِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ؛ لِكَوْنِ الدَّيْنِ مُقَدَّمًا عَلَى الْإِرْثِ، فَكَانَ قَضَاءُ دَيْنِ كُلِّ مَيِّتٍ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَالِ وَارِثِهِ وَمَالُهُ كَسْبُ الْإِسْلَامِ، فَأَمَّا كَسْبُ الرِّدَّةِ فَمَالُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يُقْضَى مِنْهُ الدَّيْنُ إلَّا لِضَرُورَةٍ، فَإِذَا لَمْ يَفِ بِهِ كَسْبُ الْإِسْلَامِ مَسَّتْ الضَّرُورَةُ فَيَقْضِي الْبَاقِيَ مِنْهُ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ.

লোক কথাটা বলেছে তার যদি উক্ত কথা দ্বারা কুফরী অর্থই উদ্দেশ্য থাকে, অথবা তার কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না, সেক্ষেত্রে মুফতীর ফতওয়া দ্বারা মূলত কোনো ফায়দা হবে না। বরং সে আল্লাহর নিকট কাফের বলেই বিবেচিত হবে। [২০৫]

মাসআলা:-২২০

কোনো মুসলিম নবীজী সা.কে গালি দিলে, নবীজী সা. এর শানে কোনোরূপ কটূক্তি করলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। এমনিভাবে কেউ কোনো ফেরেশতাকে গালি দিলে সেও মুরতাদ হয়ে যাবে। মুরতাদের সাথে যে আচরণ করা হয়, তার সাথেও অনুরূপ আচরণ করা হবে। [২০৬]

মাসআলা:-২২১

যে কেউ হযরত আয়েশা রাযি. এর উপর যিনার অপবাদ আরোপ করবে সে কাফের হয়ে যাবে। এমনিভাবে কেউ যদি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এর সাহাবি হওয়ার বিষয়টা অস্বীকার করে কিংবা এ কথা বলে যে, জিবরাঈল আ. ভুল করে মুহাম্মাদ সা.কে ওহী দিয়েছেন, অথবা হযরত আলী রাযি. এর মধ্যে উলূহিয়্যাত এর আকীদা রাখে, তাহলে সেও কাফের হয়ে যাবে। [২০৭]

---

[২০৫] .**قال فی الدر المختار:** وفي الدرر وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توجب الكفر وواحد يمنعه فعلى المفتي الميل لما يمنعه، ثم لو نيته ذلك فمسلم وإلا لم ينفعه حمل المفتي على خلافه،

قال الشامی: (قوله وإلا) أي وإن لم تكن له نية ذلك الوجه الذي يمنع الكفر بأن أراد الوجه المكفر أو لم تكن له نية أصلا لم ينفعه تأويل المفتي لكلامه وحمله إياه على المعنى الذي لا يكفر، كما لو شتم دين مسلم وحمل المفتي الدين على الأخلاق الرديئة لنفي القتل عنه فلا ينفعه ذلك التأويل فيما بينه وبين ربه تعالى إلا إذا نواه.

[২০৬] . **قال فی الدر نقلا عن النتف:** من سب الرسول - ﷺ - فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد انتهى... وأن شتم الملائكة كالأنبياء فليحرر.

[২০৭] . **قال الشامی فی رد المحتار:** نعم لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها - أو أنكر صحبة الصديق، أو اعتقد الألوهية في علي أو أن جبريل غلط في الوحي، أو نحو ذلك من

বি.দ্র. বর্তমান সময়ের শিয়া সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে উল্লেখিত কুফরী আকীদাসমূহ লালন করে। তাই তারা কাফের। তবে শিয়াদের কোনো দল/উপদল যদি উল্লেখিত কুফরী আকীদাসহ অন্যান্য কুফরী আকীদা থেকে বেঁচে থাকে, তাহলে তাদের উপর কুফর-এর হুকুম আরোপিত হবে না।

মাসআলা:-২২২

এমন জাদুকর যার আকীদার মধ্যে কুফরী আছে কিংবা তার জাদুর কাজের মধ্যেই কুফরী কাজ রয়েছে, তাহলে সে কাফের ও মুরতাদ। তাকে তাওবার সুযোগ দেওয়া ছাড়াই হত্যা করা হবে। মহিলা জাদুকরকেও হত্যা করা হবে। এক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এমনিভাবে মুসলিম, জিম্মী, স্বাধীন ও দাসের মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই। জাদুকর যেই হোকনা কেন, কুফর ও ফাসাদ পাওয়া যাওয়ার শর্তে তাকে কতল করা হবে। তাওবা করারও সুযোগ দেওয়া হবে না। [২০৮]

মাসআলা:-২২৩

যারা ভবিষ্যৎ প্রবক্তা, নিজে ভবিষ্যৎজ্ঞান জানার দাবি করে এবং যারা তাদের কাছে ভবিষ্যৎ জানতে যায় ও তাদের কথা বিশ্বাস করে তারা কাফের।

الكفر الصريح المخالف للقرآن، ولكن لو تاب تقبل توبته، هذا خلاصة ما حررناه في كتابنا تنبيه الولاة والحكام،

[২০৮]. **قال فى الدر:** (و) الكافر بسبب اعتقاد (السحر) لا توبة له (ولو امرأة) في الأصح لسعيها في الأرض بالفساد ذكره الزيلعي، قال الشامى بعد كلام طويل فى هذا المجال: وفي نور العين عن المختارات: ساحر يسحر ويدعي الخلق من نفسه يكفر ويقتل لردته. وساحر يسحر وهو جاحد لا يستتاب منه ويقتل إذا ثبت سحره دفعا للضرر عن الناس. وساحر يسحر تجربة ولا يعتقد به لا يكفر. قال أبو حنيفة: الساحر إذا أقر بسحره أو ثبت بالبينة يقتل ولا يستتاب منه، والمسلم والذمي والحر والعبد فيه سواء... وعلم به وبما نقلناه عن الخانية أنه لا يكفر بمجرد عمل السحر ما لم يكن فيه اعتقاد أو عمل ما هو مكفر، ولذا نقل في [تبيين المحارم] عن الإمام أبي منصور أن القول بأنه كفر على الإطلاق خطأ ويجب البحث عن حقيقته، فإن كان في ذلك رد ما لزم في شرط الإيمان فهو كفر وإلا فلا. اهـ. والظاهر أن ما نقله في الفتح عن أصحابنا مبني على أن السحر لا يكون إلا إذا تضمن كفرا.

এমনিভাবে যারা চুরিকৃত বস্তুর অবস্থান জানার দাবি করে কিংবা বলে জিনের মাধ্যমে আমি চুরিকৃত বস্তুর অবস্থান বলতে পারি, তারাও কাফের। [২০৯]

মাসআলা:-২২৪

মুরতাদ ব্যক্তি মুরতাদ হওয়ার পর তার যাবতীয় আমলের সাথে ওয়াক্‌ফও বাতিল হয়ে যাবে। তার ওয়াকফকৃত সম্পদ সাধারণ সম্পদে পরিণত হবে। তার মৃত্যুর পর উক্ত সম্পদ তার ওয়ারিশদের মালিকানারূপে গণ্য হবে। হত্যা বা মৃত্যুর আগেই যদি সে তাওবা করে, তথাপি উক্ত সম্পদ ওয়াকফী সম্পদে ফিরে আসবে না, যতক্ষণনা সে পুনরায় নতুন করে ওয়াকফ করবে। [২১০]

মাসআলা:-২২৫

কোনো মুসলিম যদি বান্দার হক নষ্ট সংক্রান্ত কোনো অপরাধ করে, যেমন: কারো মাল ছিনিয়ে নেয়, চুরি করে কিংবা কাউকে হত্যা করে অথবা কারো উপর যিনার অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর সে মুরতাদ হয়ে যায়, কিংবা

---

[২০৯]. **قال فى رد المحتار:** مطلب في الكاهن والعراف (قوله الكاهن قيل كالساحر) في الحديث " «من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على مُحَمَّد» أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الحاكم عن أبي هريرة.

والكاهن كما في مختصر النهاية للسيوطي: من يتعاطى الخبر عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار. والعراف: المنجم. وقال الخطابي: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق والضالة ونحوهما. اهـ. والحاصل أن الكاهن من يدعي معرفة الغيب بأسباب وهي مختلفة فلذا انقسم إلى أنواع متعددة كالعراف. والرمال والمنجم: وهو الذي يخبر عن المستقبل بطلوع النجم وغروبه، والذي يضرب بالحصى، والذي يدعي أن له صاحبا من الجن يخبره عما سيكون، والكل مذموم شرعا، محكوم عليهم وعلى مصدقهم بالكفر. وفي البزازية: يكفر بادعاء علم الغيب وبإتيان الكاهن وتصديقه. وفي التتارخانية: يكفر بقوله أنا أعلم المسروقات أو أنا أخبر عن إخبار الجن إياي اهـ.

[২১০]. **قال فى رد المحتار:** (قوله وبطلان وقف) أي الذي وقفه حال إسلامه سواء كان على قربة ابتداء أو على ذريته ثم على المساكين لأنه قربة ولا بقاء لها مع وجود الردة، وإذا عاد مسلما لا يعود وقفه إلا بتجديد منه، وإذا مات أو قتل أو لحق كان الوقف ميراثا بين ورثته بحر عن الخصاف.

মুরতাদ হওয়ার পর দারুল ইসলামে অবস্থানরত অবস্থায় এসব অপরাধ করে। তারপর দারুল হারবে চলে যায়। এরপর যদি কিছু দিন দারুল হারবে অবস্থান করে তাওবা করত মুসলিম হয়ে পুনরায় দারুল ইসলামে আগমন করে, তাহলে উপরিউক্ত অপরাধের কারণে তাকে পাকড়াও করা হবে। উক্ত অপরাধের যথোচিত দণ্ড তার উপর প্রয়োগ করা হবে।

আর যদি সে মুরতাদ হয়ে দারুল হারবে চয়ে যাওয়ার পর (চুপিসারে দারুল ইসলামে এসে) এসব অপরাধ করে, অতঃপর তাওবা করত মুসলিম হয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে, তাহলে উপরিউক্ত অপরাধের কারণে তাকে পাকড়াও করা হবে না। আর মুরতাদ হওয়ার পর আল্লাহর হক নষ্ট সংক্রান্ত অপরাধ করলে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করা হবে না। যেমন, কোনো মুরতাদ যদি দারুল ইসলামে অবস্থানরত অবস্থায়ও যিনা করে বা মদ পান করে, তাহলেও তার উপর এসবের হদ প্রয়োগ করা হবে না। [২১১]

---

[২১১] **.قال فى الدر:** (مُسْلِمٌ أَصَابَ مَالًا أَوْ شَيْئًا يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ أَوْ حَدُّ السَّرِقَةِ) يَعْنِي الْمَالَ الْمَسْرُوقَ لَا الْحَدَّ خَانِيَّةٌ، وَأَصْلُهُ أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِحَقِّ الْعَبْدِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ (أَوْ الدِّيَةُ ثُمَّ ارْتَدَّ أَوْ أَصَابَهُ وَهُوَ مُرْتَدٌّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ لَحِقَ) وَحَارَبَنَا زَمَانًا (ثُمَّ جَاءَ مُسْلِمًا يُؤَاخَذُ بِهِ كُلِّهِ، وَلَوْ أَصَابَهُ بَعْدَمَا لَحِقَ مُرْتَدًّا فَأَسْلَمَ لَا) يُؤَاخَذُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا يُؤَاخَذُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِمَا كَانَ أَصَابَهُ حَالَ كَوْنِهِ مُحَارِبًا لَنَا.

قال الشامي: فَفِي شَرْحِ السِّيَرِ : لَوْ أَصَابَ الْمُسْلِمُ مَالًا أَوْ مَا يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ أَوْ حَدُّ الْقَذْفِ ثُمَّ ارْتَدَّ أَوْ أَصَابَهُ وَهُوَ مُرْتَدٌّ ثُمَّ لَحِقَ ثُمَّ تَابَ فَهُوَ مَأْخُوذٌ بِهِ لَا لَوْ أَصَابَهُ بَعْدَ اللَّحَاقِ ثُمَّ أَسْلَمَ .

وَمَا أَصَابَهُ الْمُسْلِمُ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى فِي زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ ثُمَّ ارْتَدَّ أَوْ أَصَابَهُ بَعْدَ الرِّدَّةِ ثُمَّ لَحِقَ ثُمَّ أَسْلَمَ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ إلَّا أَنَّهُ يَضْمَنُ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ ، وَالدَّمَ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ بِالْقِصَاصِ أَوْ الدِّيَةِ لَوْ خَطَأً عَلَى الْعَاقِلَةِ لَوْ قَبْلَ الرِّدَّةِ ، وَفِي مَالِهِ لَوْ بَعْدَهَا .

وَمَا أَصَابَهُ مِنْ حَدِّ الشُّرْبِ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ اللَّحَاقِ لَا يُؤْخَذُ بِهِ ، وَكَذَا لَوْ أَصَابَهُ وَهُوَ مُرْتَدٌّ مَحْبُوسٌ فِي يَدِ الْإِمَامِ ثُمَّ أَسْلَمَ لِأَنَّ الْحُدُودَ زَوَاجِرُ عَنْ أَسْبَابِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِقَادِ الْمُرْتَكِبِ حُرْمَةَ السَّبَبِ ، وَيُؤْخَذُ بِمَا سِوَاهُ مِنْ حُدُودِهِ تَعَالَى لِاعْتِقَادِهِ حُرْمَةَ السَّبَبِ وَتَمَكُّنِ الْإِمَامِ مِنْ إقَامَتِهِ لِكَوْنِهِ فِي يَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ حِينَ أَصَابَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ اللَّحَاقِ لَا يُؤْخَذُ بِهِ أَيْضًا ا هـ مُلَخَّصًا.

মাসআলা:-২২৬

মুরতাদ মহিলা যদি মুরতাদ হওয়ার পর দারুল ইসলামে বান্দার হক নষ্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন অপরাধ করে দারুল হারবে চলে যায়, অতঃপর মুসলিম বাহিনী দারুল হারবে অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করে। তাহলে সে দাসী হয়ে যাবে। পূর্বেকৃত অপরাধ থেকে কেসাস ছাড়া তার উপর অন্যকোনো দণ্ড আরোপ হবে না। [২১২]

মাসআলা:-২২৭

কোনো মহিলাকে যদি দুইজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ আর দুইজন মহিলা তার স্বামীর মুরতাদ হয়ে যাওয়ার সংবাদ পৌঁছায়, তাহলে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। সে ইদ্দত পালন করে অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে। এক বর্ণনা মতে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সংবাদই যথেষ্ট; দুইজনের সংবাদের প্রয়োজন নেই। [২১৩]

মাসআলা:-২২৮

কারো স্ত্রী যদি অসুস্থাবস্থায় ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে এই মহিলার অন্যান্য মুসলিম ওয়ারিশের সাথে তার স্বামীও তার ওয়ারিশ হবে। আর যদি স্ত্রী সুস্থাবস্থায় মুরতাদ হয়, অতঃপর মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার মুসলিম স্বামী তার ওয়ারিশ হবে না।

---

[২১২]. **قال فى رد المحتار:** (قَوْلُهُ أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِحَقِّ الْعَبْدِ) أَيْ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِالرِّدَّةِ إلَّا إذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يُقْتَلُ بِهَا كَالْمَرْأَةِ وَنَحْوِهَا إذَا لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ فَسُبِيَتْ فَصَارَتْ أَمَةً يَسْقُطُ عَنْهَا جَمِيعُ حُقُوقِ الْعِبَادِ إلَّا الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِيرِيٌّ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.

[২১৩]. **قال فى الدر:** (أخبرت بارتداد زوجها فلها التزوج بآخر بعد العدة) استحسانا. قال الشامى: أي من رجلين أو رجل وامرأتين على رواية السير. وعلى رواية كتاب الاستحسان: يكفي خبر الواحد العدل لأن حل التزوج وحرمته أمر ديني كما لو أخبر بموته. والفرق على الرواية الأولى أن ردة الرجل يتعلق بها استحقاق القتل كما في شرح السير الكبير للسرخسي. ونقل المصنف عنه أن الأصح رواية الاستحسان، ومثله في الشرنبلالية معللا بأن المقصود الإخبار بوقوع الفرقة لا إثبات الردة.

এক্ষেত্রে মুরতাদ স্ত্রী ইদ্দত শেষে মারা যাক কিংবা ইদ্দতের ভিতর মারা যাক উভয় সুরতে একই হুকুম। [২১৪]

মাসআলা:-২২৯

সাধারণ দাস-দাসী, মুকাতাব (নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধের শর্তে মুক্তিচুক্তিতে আবদ্ধ) দাস-দাসী এবং মুদাব্বার (মালিকের মৃত্যুর পর স্বাধীনতা লাভের ওয়াদাপ্রাপ্ত) দাস-দাসী যদি মুরতাদ হওয়ার পর বান্দার হক নষ্ট সংক্রান্ত কোনো অপরাধ করে, সেক্ষেত্রে তাদের অপরাধের হুকুমের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসবে না। মুসলিম অবস্থায় তারা অপরাধ করলে যা বিচার হত, মুরতাদ অবস্থায় কৃত অপরাধের একই বিচার হবে। তবে তারা মুরতাদ হওয়ার পর তাদের সাথে কেউ যদি বাহ্যত কোনো অন্যায় করে, যেমন কেউ তাকে হত্যা করে ফেলল বা হাত-পা কেটে ফেলল, তাহলে এর কোনো বিচার হবে না। কারণ, মুরতাদকে হত্যা করলেও হত্যাকারীর উপর কোনো জরিমানা ওয়াজিব হয় না। [২১৫]

মাসআলা:-২৩০

কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে একজন মুসলিমের এক হাত কেটে ফেলেছে। অতঃপর হস্তকর্তিত ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে গেল এবং মুরতাদ অবস্থাতেই মারাগেল। কিংবা সে হস্ত কর্তনের পর দারুল হারবে চলেগেল এবং কাজী সাহেব তার দারুল হারবে চলে যাওয়ার ফায়সালা ঘোষণা করেদিল, এরপর সে পুনরায় মুসলিম হয়ে

---

[২১৪]. **قال فی الدر:** وَيَرِثُهَا زَوْجُهَا الْمُسْلِمُ لَوْ مَرِيضَةً وَمَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ كَمَا مَرَّ فِي طَلَاقِ الْمَرِيضِ. قُلْت: وَفِي الزَّوَاهِرِ أَنَّهُ لَا يَرِثُهَا لَوْ صَحِيحَةً لِأَنَّهَا لَا تُقْتَلُ فَلَمْ تَكُنْ فَارَّةً فَتَأَمَّلْ. قال الشامى: (قَوْلُهُ فَلَمْ تَكُنْ فَارَّةً) لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ لَا تُقْتَلُ لَمْ تَكُنْ رِدَّتُهَا فِي حُكْمِ مَرَضِ الْمَوْتِ فَلَمْ تَكُنْ فَارَّةً فَلَا يَرِثُهَا لِأَنَّهَا بَانَتْ مِنْهُ وَقَدْ مَاتَتْ كَافِرَةً، بِخِلَافِ رِدَّتِهِ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ مَرَضِ الْمَوْتِ مُطْلَقًا فَتَرِثُهُ مُطْلَقًا.

[২১৫]. **قال فی الدر:** واعلم أن جناية العبد والأمة والمكاتب والمدبر كجنايتهم في غير الردة. قال الشامى: (قوله كجنايتهم في غير الردة) فيخير السيد بين الدفع والفداء، والمكاتب موجب جنايته في كسبه، وأما الجناية عليهم فهدر أفاده في البحر. وأما جناية المدبر فستأتي في الجنايات ط

দারুল ইসলামে চলে এল এবং হস্তকর্তনের কারণে মৃত্যুবরণ করল। এ উভয় অবস্থায় হস্তকর্তনকারী মৃতের ওয়ারিশদের নিকট নিসফে দিয়াত বা অর্ধরক্তপণ আদায় করবে। এ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণে পূর্ণ রক্তপণ আদায় করতে হবে না।[২১৬]

বিদ্রোহ ও বিদ্রোহী সংক্রান্ত হুকুম-আহকাম

মাসআলা:-২৩১

শরীয়তের পরিভাষায় বিদ্রোহী বলা হয় এমন শক্তিধর গোষ্ঠিকে, যারা শরীয়ত অ-সমর্থিত কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে শরীয়ত-স্বীকৃত শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গিয়ে সশস্ত্র দল তৈরি করত শাসক দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে এবং নিজেদেরকেই শাসন ক্ষমতার অধিক হকদার মনে করে। কিন্তু তারা শাসকের পক্ষাবলম্বনকারী মুসলিমদের কাফের মনে করে না, তাদের জান-মাল হালাল মনে করে না এবং তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে দাস-দাসী বানানোও বৈধ মনে করে না।

এরকম বিদ্রোহী গোষ্ঠি যদি কবীরা গুনাহের কারণে তাকফীর করে। শাসক এবং শাসক পক্ষীয় মুসলিমদেরকে কোনো কবীরা গুনাহের কারণে কাফের মনে করে, তাদের জান-মাল নিজেদের জন্য হালাল মনে করে এবং তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে দাস-দাসী বানানো বৈধ মনে করে, তাহলে এ জাতীয় বিদ্রোহীদেরকে শরীয়তের পরিভাষায় 'খারেজী' বলা হয়। এ অধ্যায়ে মৌলিকভাবে প্রথমোক্ত বিদ্রোহীদের আলোচনা হবে।[২১৭]

---

[২১৬] **قال فى الدر:** (قطعت يده عمدا فارتد والعياذ بالله ومات منه أو لحق) فحكم به (فجاء مسلما فمات منه ضمن القاطع نصف الدية في ماله لوارثه) في المسألتين لأن السراية حلت محلا غير معصوم فأهدرت،

[২১৭] **قال فى الدر:** وَشَرْعًا (هُمْ الْخَارِجُونَ عَنْ الْإِمَامِ الْحَقِّ بِغَيْرِ حَقٍّ) فَلَوْ بِحَقٍّ فَلَيْسُوا بِبُغَاةٍ ، وَتَمَامُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ

– ثُمَّ الْخَارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ ثَلَاثَةٌ : قُطَّاعُ طَرِيقٍ وَعُلِمَ حُكْمُهُمْ .

وَبُغَاةٌ وَيَجِيءُ حُكْمُهُمْ وَخَوَارِجُ وَهُمْ قَوْمٌ لَهُمْ مَنَعَةٌ خَرَجُوا عَلَيْهِ بِتَأْوِيلٍ يَرَوْنَ أَنَّهُ عَلَى بَاطِلٍ كُفْرٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ تُوجِبُ قِتَالَهُ بِتَأْوِيلِهِمْ ، وَيَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَنَا وَأَمْوَالَنَا وَيَسْبُونَ نِسَاءَنَا.. ، قال الشامى: (قَوْلُهُ : وَبُغَاةٌ) هُمْ

মাসআলা:-২৩২

শরীয়তস্বীকৃত শাসক দ্বারা উদ্দেশ্য হল, শরীয়ত নির্ধারিত মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ এমন ব্যক্তি, যাকে 'আহলে হল ওয়াল আকদ' (খলীফা নির্বাচন পরিষদ, যারা জ্ঞানে, গুণে এবং সামরিক শক্তিতে সাধারণদের তুলনায় অনন্য সাধারণ এবং যারা সমাজের এমন প্রভাবশালী উচ্চশ্রেণীর মানুষ, যাদের সিদ্ধান্তকে জনসাধারণ খুশি মনে মেনে নেয়) খলীফা হিসাবে নির্বাচন করত বাইয়াত প্রদান করে। আর তাদের বাইয়াতের কারণে সে এমন শক্তি ও ক্ষমতার মালিক হয়, যার দ্বারা সে যে কারো উপর কর্তৃত্ব জাহির করতে পারে, সেই হল শরীয়ত স্বীকৃত শাসক। এমনিভাবে এই শাসক নিজের হায়াতে যাকে পরবর্তী শাসক হিসাবে নির্বাচন করে যায় এবং তার পক্ষে বাইয়াত সংগঠিত হয়, বর্তমান শাসকের মৃত্যুর পর সেও শরীয়তস্বীকৃত শাসক বলে গণ্য হবে। তাছাড়া কোনো অযোগ্য ব্যক্তি যদি বল প্রয়োগ করে শাসনক্ষমতা দখল করে নেয় এবং জনগণের উপর তার কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সেও শরীয়ত স্বীকৃত শাসক বলে বিবেচিত হবে। [২১৮]

كَمَا فِي الْفَتْحِ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ خَرَجُوا عَلَى إمَامِ الْعَدْلِ وَلَمْ يَسْتَبِيحُوا مَا اسْتَبَاحَهُ الْخَوَارِجُ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ ا هـ وَالْمُرَادُ خَرَجُوا بِتَأْوِيلٍ وَإِلَّا فَهُمْ قُطَّاعٌ كَمَا عَلِمْت . وَفِي الِاخْتِيَارِ : أَهْلُ الْبَغْيِ كُلُّ فِئَةٍ لَهُمْ مَنَعَةٌ يَتَغَلَّبُونَ وَيَجْتَمِعُونَ وَيُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْعَدْلِ بِتَأْوِيلٍ يَقُولُونَ الْحَقُّ مَعَنَا وَيَدَّعُونَ الْوِلَايَةَ .ا هـ .

(قَوْلُهُ : وَخَوَارِجُ وَهُمْ قَوْمٌ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ تَعْرِيفُ الْخَوَارِجِ الَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ؛ لِأَنَّ مَنَاطَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبُغَاةِ هُوَ اسْتِبَاحَتُهُمْ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَذَرَارِيَّهُمْ بِسَبَبِ الْكُفْرِ إذْ لَا تُسْبَى الذَّرَارِيُّ ابْتِدَاءً بِدُونِ كُفْرٍ ، لَكِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ كَلَامِ الِاخْتِيَارِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْبُغَاةَ أَعَمُّ ، فَالْمُرَادُ بِالْبُغَاةِ مَا يَشْمَلُ الْفَرِيقَيْنِ ، وَلِذَا فَسَّرَ فِي الْبَدَائِعِ الْبُغَاةَ بِالْخَوَارِجِ لِبَيَانِ أَنَّهُمْ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ الْبُغَاةُ أَعَمَّ ، وَهَذَا مِنْ حَيْثُ الِاصْطِلَاحُ ، وَإِلَّا فَالْبَغْيُ وَالْخُرُوجُ مُتَحَقِّقَانِ فِي كُلٍّ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى السَّوِيَّةِ ، وَلِذَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْخَوَارِجِ : إخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا.

[২১৮]. **قال فى الدر:** (والإمام يصير إماما) بأمرين (بالمبايعة من الأشراف والأعيان ، وبأن ينفذ حكمه في رعيته خوفا من قهره وجبروته ، فإن بايع الناس) الإمام (ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه) عن قهرهم لا يصير إماما ،. قال الشامى: مطلب الإمام يصير إماما بالمبايعة أو بالاستخلاف ممن قبله (قوله : يصير إماما بالمبايعة) وكذا باستخلاف إمام قبله وكذا بالتغلب والقهر كما في شرح المقاصد .قال في المسايرة : ويثبت عقد الإمامة إما باستخلاف الخليفة إياه كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه ، وإما ببيعة جماعة من

মাসআলা:-২৩৩

বিদ্রোহী জনগোষ্ঠি যদি যুদ্ধের জন্য কোথাও সমবেত হয়, চাই কোনো শহরে সমবেত হোক কিংবা মাঠে ময়দানে, তখন শরীয়তস্বীকৃত বৈধ শাসকের জন্য উত্তম হল, তাদের কাছে কোনো দূত প্রেরণ করে তাদের বিদ্রোহের কারণ জানতে চাওয়া এবং তাদেরকে আনুগত্যে ফিরে আসার আহ্বান জানানো। যদি তাদের উপর শাসক কর্তৃক কোনো জুলুম-অত্যাচারের কারণে তারা বিদ্রোহ করে থাকে, তাহলে জুলুম বন্ধ করত তাদেরকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করা শাসকের দায়িত্ব। আর যদি কোনো জুলুম-অত্যাচার ছাড়াই তারা শাসন ক্ষমতার দাবি জানায়, তাহলে যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের উত্তর দিবে। তবে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় যদি তাদেরকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করা যায়, তাহলে সে চেষ্টা করাও শাসকের দায়িত্ব। যুদ্ধের আগে তাদের কাছে দূত প্রেরণ না করলেও কোনো অসুবিধা নেই। তাদের যুদ্ধপ্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে তাদের পক্ষ থেকে হামলা হওয়ার আগেই শাসক পক্ষ তাদের উপর হামলা করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারবে। [২১৯]

العلماء أو من أهل الرأي والتدبير ... (قوله : وبأن ينفذ حكمه) أي يشترط مع وجود المبايعة نفاذ حكمه وكذا هو شرط أيضا مع الاستخلاف فيما يظهر ، بل يصير إماما بالتغلب ونفاذ الحكم والقهر بدون مبايعة أو استخلاف كما علمت.

[২১৯]. **قال فى الدر:** (فَإِذَا خَرَجَ جَمَاعَةٌ مُسْلِمُونَ عَنْ طَاعَتِهِ) أَوْ طَاعَةِ نَائِبِهِ الَّذِي رَضِيَ النَّاسُ بِهِ فِي أَمَانٍ دُرَرٌ (وَغَلَبُوا عَلَى بَلَدٍ دَعَاهُمْ إلَيْهِ) أَيْ إلَى طَاعَتِهِ (وَكَشَفَ شُبْهَتَهُمْ) اسْتِحْبَابًا (فَإِنْ تَحَيَّزُوا مُجْتَمِعِينَ حَلَّ لَنَا قِتَالُهُمْ بَدْءًا حَتَّى نُفَرِّقَ جَمْعَهُمْ) إذْ الْحُكْمُ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِهِ وَهُوَ الِاجْتِمَاعُ وَالِامْتِنَاعُ.

قال الشامى: (قَوْلُهُ: أَيْ إلَى طَاعَتِهِ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ (قَوْلُهُ: وَكَشَفَ شُبْهَتَهُمْ اسْتِحْبَابًا) أَيْ بِأَنْ يَسْأَلَهُمْ عَنْ سَبَبِ خُرُوجِهِمْ، فَإِنْ كَانَ لِظُلْمٍ مِنْهُ أَزَالَهُ، وَإِنْ لِدَعْوَى أَنَّ الْحَقَّ مَعَهُمْ وَالْوِلَايَةَ لَهُمْ فَهُمْ بُغَاةٌ فَلَوْ قَاتَلَهُمْ بِلَا دَعْوَةٍ جَازَ؛ لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا مَا يُقَاتِلُونَ عَلَيْهِ كَالْمُرْتَدِّينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ بَعْدَ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَحَيَّزُوا مُجْتَمِعِينَ) أَيْ مَالُوا إلَى جِهَةٍ مُجْتَمِعِينَ فِيهَا أَوْ إلَى جَمَاعَةٍ، وَهَذَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ وَغَلَبُوا عَلَى بَلَدٍ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِ عَلَى مَا قُلْنَا (قَوْلُهُ: حَلَّ لَنَا قِتَالُهُمْ بَدْءًا) هَذَا اخْتِيَارٌ لِمَا نَقَلَهُ خُوَاهَرْ زَادَهْ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّا نَبْدَؤُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْدَؤُنَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ انْتَظَرَ حَقِيقَةَ قِتَالِهِمْ رُبَّمَا لَا يُمْكِنُهُ الدَّفْعُ، فَيُدَارُ عَلَى الدَّلِيلِ

মাসআলা:-২৩৪

শাসক যদি বিদ্রোহীদের ব্যাপারে জানতে পারে যে, তারা গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করছে, সংগঠিত হচ্ছে এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাহলে তাদেরকে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ না দিয়ে, যাকে যেখানে পাবে সেখান থেকে তাকে গ্রেফতার করে বন্দী করে রাখবে। যাতে তারা ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার সুযোগ না পায়। যতদিন না তারা তাওবা করে শাসকের আনুগাত্যে ফিরে আসে, ততদিন তাদেরকে বন্দী করে রাখবে। [২২০]

মাসআলা:-২৩৫

শরীয়ত স্বীকৃত শাসক বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান করার জন্য যদি নিয়মিত সশস্ত্র ফৌজ ব্যতীত জনসাধারণের মধ্য থেকেও কাউকে আহ্বান জানায়, তাহলে শরঈ কোনো ওজর না থাকলে, তার জন্য শাসকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অভিযানে শরীক হওয়া ফরজ হয়ে যাবে। কারণ, শাসকের বৈধ আদেশ মান্য করা ফরজ। [২২১]

মাসআলা:-২৩৬

বিদ্রোহী গোষ্ঠি যদি শাসক পক্ষের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে চায়। আর যুদ্ধ বিরতি চুক্তিই যদি মুসলিমদের জন্য সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর হয়ে থাকে, তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি করতে কোনো বাঁধা নেই। তবে তাদের

ضَرُورَةَ دَفْعِ شَرِّهِمْ. وَنَقَلَ الْقُدُورِيُّ أَنَّهُ لَا يَبْدَؤُهُمْ حَتَّى يَبْدَؤُهُ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمَذْهَبَ الْأَوَّلُ بَحْرٌ، وَلَوْ انْدَفَعَ شَرُّهُمْ بِأَهْوَنَ مِنْ الْقَتْلِ وَجَبَ بِقَدْرِ مَا يَنْدَفِعُ بِهِ شَرُّهُمْ زَيْلَعِيٌّ.

[২২০]. **قال فى البدائع:** إنْ عَلِمَ الْإِمَامُ أَنَّ الْخَوَارِجَ يُشْهِرُونَ السِّلَاحَ وَيَتَأَهَّبُونَ لِلْقِتَالِ ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمْ وَيَحْبِسَهُمْ حَتَّى يُقْلِعُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَيُحْدِثُوا تَوْبَةً ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُمْ لَسَعَوْا فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ ، فَيَأْخُذُهُمْ عَلَى أَيْدِيهِمْ.

[২২১]. **قال فى الدائع:** وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ دَعَاهُ الْإِمَامُ إلَى قِتَالِهِمْ أَنْ يُجِيبَهُ إلَى ذَلِكَ وَلَا يَسَعُهُ التَّخَلُّفُ إذَا كَانَ عِنْدَهُ غِنًى وَقُدْرَةٌ ؛ لِأَنَّ طَاعَةَ الْإِمَامِ فِيمَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ فَرْضٌ ، فَكَيْفَ فِيمَا هُوَ طَاعَةٌ ؟

থেকে কোনো অর্থ গ্রহণের বিনিময়ে চুক্তি করা যাবে না। আর যুদ্ধ বিরতি চুক্তি কল্যাণকর মনে না হলে চুক্তিও করা যাবে না। [২২২]

মাসআলা:-২৩৭

বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করার সময় যদি প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষের কাছে নিজেদের কিছু লোককে রেহেন/বন্ধক স্বরূপ রাখতে চায় (চুক্তি মজবুত করার জন্য) তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কখনো যদি বিদ্রোহী পক্ষ তাদের জিম্মায় থাকা আমাদের লোকদের হত্যা করে ফেলে, তাহলে আমাদের জন্য তাদের লোকদের হত্যা করা বৈধ হবে না। চুক্তির শর্তে যদি এ কথা উল্লেখও থাকে যে, এক পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করলে অপর পক্ষ নিজেদের জিম্মায় থাকা তাদের লোককে হত্যা করতে পারবে, তথাপি আমাদের জিম্মায় থাকা তাদের লোকদেরকে আমরা হত্যা করতে পারব না। কারণ, একজনের অন্যায়ের কারণে আরেকজনকে হত্যা করা বৈধ নয়। তবে তাদেরকে বন্দী করে রেখে দিবে। [২২৩]

মাসআলা:-২৩৮

যুদ্ধে উপস্থিত বিদ্রোহী সেনাসদস্য ব্যতীত বিদ্রোহীদের যদি আরো এমন কোনো দল বা গোষ্ঠি থাকে, যাদের কাছে আশ্রয় নিয়ে তারা পুনরায় যুদ্ধের শক্তি অর্জনে সক্ষম, তাহলে যুদ্ধে তারা হেরে যাওয়ার পর তাদের পলায়নরত সৈনিকদের পিছু ধাওয়া করে তাদের হত্যা কিংবা বন্দী করা হবে। আর তাদের আহতদের হত্যা করে ফেলা হবে। তাদের বন্দীদের ব্যাপারে মুসলিম শাসক হত্যা ও বন্দী

---

[২২২]. **قال فى الدر:** (وَلَوْ طَلَبُوا الْمُوَادَعَةَ أُجِيبُوا) إلَيْهَا (إنْ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِينَ) كَمَا فِي أَهْلِ الْحَرْبِ (وَإِلَّا لَا) يُجَابُوا بَحْرٌ (وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ شَيْءٌ)، قال الشامى: (قَوْلُهُ وَلَوْ طَلَبُوا الْمُوَادَعَةَ) أَيْ الصُّلْحَ مِنْ تَرْكِ قِتَالِهِمْ ط (قَوْلُهُ: وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ شَيْءٌ) أَيْ عَلَى الْمُوَادَعَةِ؛ لِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ وَمِثْلُهُ فِي الْمُرْتَدِّينَ فَتْحٌ.

[২২৩]. . **قال فى الدر:** فَلَوْ أَخَذْنَا مِنْهُمْ رُهُونًا وَأَخَذُوا مِنَّا رُهُونًا، ثُمَّ غَدَرُوا بِنَا وَقَتَلُوا رُهُونَنَا لَا نَقْتُلُ رُهُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ يُحْبَسُونَ إلَى أَنْ يَهْلِكَ أَهْلُ الْبَغْيِ أَوْ يَتُوبُوا، قال الشامى: (قَوْلُهُ: لَا نَقْتُلُ رُهُونَهُمْ) أَيْ وَإِنْ وَقَعَ الشَّرْطُ عَلَى أَنَّ أَيُّهُمَا غَدَرَ يَقْتُلُ الْآخَرُونَ الرَّهْنَ؛ لِأَنَّهُمْ صَارُوا آمِنِينَ بِالْمُوَادَعَةِ أَوْ بِإِعْطَاءِ الْأَمَانِ لَهُمْ حِينَ أَخَذْنَاهُمْ رَهْنًا وَالْغَدْرُ مِنْ غَيْرِهِمْ لَا يُؤَاخَذُونَ بِهِ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ

করে রাখার মধ্য থেকে যেটা বেশি কল্যাণকর মনে করবেন, সেটাই করার ইখতিয়ার রাখবেন। [২২৪]

মাসআলা:-২৩৯

রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে শক্তি অর্জন করে পুনরায় যুদ্ধে ফিরে আসার মত কোনো দল বা গোষ্ঠি যদি বিদ্রোহী বাহিনীর পিছনে না থাকে, তাহলে তারা যুদ্ধে পরাজিত হলে, তাদের পলায়নরত সৈনিকদের পিছু ধাওয়া করা যাবে না এবং তাদের আহত সৈনিকদেরকে হত্যা করা যাবে না। আর তাদের বন্দীদেরকেও কতল করা যাবে না। [২২৫]

মাসআলা:-২৪০

কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় যেমন হালকা-ভারি সব রকম অস্ত্র ব্যবহার করা যায়, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ও হালকা-ভারি সবরকম অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে। এমনিভাবে কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় তাদের নারী, শিশু এবং অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তিদেরকে যেমন হত্যা করা যায় না, ঠিক তেমনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ও তাদের নারী, শিশু এবং অতিশয় বৃদ্ধদেরকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা যাবে না। তবে এদের কেউ যদি সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে কিংবা যুদ্ধের ব্যাপারে বুদ্ধি-পরামর্শ দেয়, তাহলে তাকে হত্যা করা বৈধ। [২২৬]

মাসআলা:-২৪১

---

[২২৪]. **قال فى البدائع:** الْإِمَامُ إذَا قَاتَلَ أَهْلَ الْبَغْيِ فَهَزَمَهُمْ وَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ يَنْحَازُونَ إلَيْهَا ، فَيَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ يَقْتُلُوا مُدْبِرَهُمْ وَيُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحِهِمْ لِئَلَّا يَتَحَيَّزُوا إلَى الْفِئَةِ فَيَمْتَنِعُوا بِهَا فَيَكُرُّوا عَلَى أَهْلِ الْعَدْلِ وَأَمَّا أَسِيرُهُمْ فَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ قَتَلَهُ اسْتِئْصَالًا لِشَأْفَتِهِمْ ، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهُ لِانْدِفَاعِ شَرِّهِ بِالْأَسْرِ وَالْحَبْسِ ،

[২২৫]. **قال فى البدائع:** وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ يَتَحَيَّزُونَ إلَيْهَا لَمْ يَتْبَعْ مُدْبِرَهُمْ ، وَلَمْ يُجْهِزْ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَلَمْ يَقْتُلْ أَسِيرَهُمْ ؛ لِوُقُوعِ الْأَمْنِ عَنْ شَرِّهِمْ عِنْدَ انْعِدَامِ الْفِئَةِ .

[২২৬]. **قال فى الدر:** (وَنُقَاتِلُهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ وَالْإِغْرَاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَأَهْلِ الْحَرْبِ وَمَا لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ) كَنِسَاءٍ وَشُيُوخٍ (لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ مِنْهُمْ) مَا لَمْ يُقَاتِلُوا،

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে কেউ যদি তার নিকটাত্মীয় (পিতা, পুত্র, পিতামহ, ভাই, চাচা এরূপ) কাউকে শত্রুসারিতে পায়, তাহলে তার জন্য আগবাড়িয়ে তাকে হত্যা করা মাকরূহ। তবে নিকটাত্মীয় যদি তার উপর আক্রমণ চালায় এবং হত্যা করা ব্যতীত তাকে নিবৃত্ত করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করতে কোনো দোষ নেই।[২২৭]

মাসআলা:-২৪২

বিদ্রোহী গোষ্ঠি পরাজিত হওয়ার পর তাদের নারী-শিশুদেরকে বন্দী করা যাবে না। কারণ, তারা মুসলিম হওয়ায় গোলাম-বান্দী হওয়ার উপযুক্ত নয়।[২২৮]

মাসআলা:-২৪৩

বিদ্রোহীদের যেসব ধন-সম্পদ এবং অস্ত্র-শস্ত্র আমাদের হস্তগত হবে, তার মধ্য থেকে শুধু ঘোড়া ও অস্ত্র তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে। তাছাড়া, নগদ অর্থ, সোনা-রূপা এবং ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র থেকে কেউ কোনো কিছু ব্যবহার করতে পারবে না এবং নিতেও পারবে না। বরং তাদের যাবতীয় সম্পদ মুসলিম শাসক জব্দ করে নিজ হেফাজতে রাখবে। যখন তারা তাওবা করে বিদ্রোহ পরিহার করবে এবং মুসলিম শাসকের আনুগত্য মেনে নিবে, তখন তাদেরকে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দিবে।[২২৯]

---

[২২৭]. **قال فى الدر:** وَلَا يَقْتُلُ عَادِلٌ مَحْرَمَهُ مُبَاشَرَةً مَا لَمْ يُرِدْ قَتْلَهُ. قال الشامى: (قَوْلُهُ: وَلَا يَقْتُلُ) أَيْ يُكْرَهُ لَهُ كَمَا فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُرِدْ قَتْلَهُ) فَإِذَا أَرَادَهُ فَلَهُ دَفْعُهُ وَلَوْ بِقَتْلِهِ، وَلَهُ أَنْ يَتَسَبَّبَ لِيَقْتُلَهُ.

[২২৮]. **قال فى الدر:**وَلَمْ تُسْبَ لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ. قال الشامى: (قَوْلُهُ وَلَمْ تُسْبَ لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ) أَيْ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَكَذَا النِّسَاءُ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَمْنَعُ الِاسْتِرْقَاقَ ابْتِدَاءً كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ

[২২৯]. **قال فى الدر:** وَتُحْبَسُ أَمْوَالُهُمْ إلَى ظُهُورِ تَوْبَتِهِمْ) فَتُرَدُّ عَلَيْهِمْ ، وَبَيْعُ الْكُرَاعِ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَنْفَعُ فَتْحٌ وَيُقَاسَ عَلَيْهِ الْعَبِيدُ نَهْرٌ (وَنُقَاتِلُ بِسِلَاحِهِمْ وَخَيْلِهِمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِغَيْرِهِمَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ مُطْلَقًا) وَلَوْ عِنْدَ الْحَاجَةِ سِرَاجٌ . قال الشامى: (قَوْلُهُ : وَبَيْعُ الْكُرَاعِ أَوْلَى) بِضَمِّ الْكَافِ ، مِنْ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ بَعْضِهِ ، لِمَا فِي الْمِصْبَاحِ أَنَّ الْكُرَاعَ مِنْ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ مُسْتَدَقُّ السَّاعِدِ بِمَنْزِلَةِ الْوَظِيفِ مِنْ الْفَرَسِ ، وَهُوَ مُؤَنَّثٌ يُجْمَعُ عَلَى أَكْرُعٍ وَالْأَكْرُعُ عَلَى أَكَارِعَ .

মাসআলা:-২৪৪

বিদ্রোহীদের ধন-সম্পদের মধ্য থেকে ঘোড়া, অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণী এবং দাস-দাসী হেফাজত করতে গেলে যেহেতু তাদের উপর খরচের ঝামেলা আছে, তাই উত্তম হল, এসব বিক্রি করে দিয়ে মূল্য হেফাজত করা। তবে বিক্রি না করে এসব প্রাণী যেমন আছে তেমন হেফাজত করতে চাইলে, বাইতুল মাল থেকে এর খরচ নির্বাহ করবে। অতঃপর ফেরত দেওয়ার সময় যত টাকা খরচ হয়েছে, তা তাদের থেকে রেখে দিবে। (প্রাগুক্ত)

মাসআলা-২৪৫

যুদ্ধ ক্ষেত্রে কোনো বিদ্রোহী সেনা অস্ত্র ফেলে দিয়ে যদি বলে, 'আমি তাওবা করলাম' অথবা অস্ত্র ফেলে দিয়ে বলল, ' আমাকে মেরো না, আমি ভেবে দেখার সুযোগ চাই, হয়তো আমি ফিরে আসবো' তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে না। তবে অস্ত্র না ফেলে যদি বলে, ' আমি তোমার আদর্শের উপর আছি' বা এজাতীয় অন্য কোনো কথা বলে, তাহলে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে না। কারণ, অস্ত্র হাতে থাকাটাই তার না ফেরার আলামত।

উল্লেখ্য, কাফেরদের সাথে যুদ্ধের সময় কোনো কাফের যদি অস্ত্র ফেলে দিয়ে মাফ চায় বা আত্মসমর্পণ করে, সেক্ষেত্রে তার থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়া জরুরী নয়, বরং ঐ অবস্থাতেও তাকে হত্যা করা যাবে।[২৩০]

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْأَكَارِعُ لِلدَّابَّةِ قَوَائِمُهَا (قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَنْفَعُ) أَيْ أَنْفَعُ مِنْ إمْسَاكِهِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، أَوْ لِلرُّجُوعِ عَلَى صَاحِبِهِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْبَحْرِ

قال فى البدائع: أَمْوَالُهُمْ الَّتِي ظَهَرَ أَهْلُ الْعَدْلِ عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَعِينُوا بِكُرَاعِهِمْ وَسِلَاحِهِمْ عَلَى قِتَالِهِمْ كَسْرًا لِشَوْكَتِهِمْ، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا أَمْسَكَهَا الْإِمَامُ لَهُمْ؛ لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ لَا تَحْتَمِلُ التَّمَلُّكَ بِالِاسْتِيلَاءِ لِكَوْنِهِمْ مُسْلِمِينَ، وَلَكِنْ يَحْبِسُهَا عَنْهُمْ إلَى أَنْ يَزُولَ بَغْيُهُمْ فَإِذَا زَالَ رَدَّهَا عَلَيْهِمْ، وَكَذَا مَا سِوَى الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ مِنْ الْأَمْتِعَةِ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ، وَلَكِنْ يُمْسَكُ وَيُحْبَسُ عَنْهُمْ إلَى أَنْ يَزُولَ بَغْيُهُمْ فَيُدْفَعَ إلَيْهِمْ لِمَا قُلْنَا.

[২৩০]. **قال فى الدر:** (وَلَوْ قَالَ الْبَاغِي : تُبْت وَأَلْقَى السِّلَاحَ مِنْ يَدِهِ كُفَّ عَنْهُ ، وَلَوْ قَالَ : كُفَّ عَنِّي لِأَنْظُرَ فِي أَمْرِي لَعَلِّي أَتُوبُ وَأَلْقَى السِّلَاحَ كُفَّ عَنْهُ ، وَلَوْ قَالَ أَنَا عَلَى دِينِك وَمَعَهُ السِّلَاحُ لَا) لِأَنَّ وُجُودَ السِّلَاحِ مَعَهُ قَرِينَةُ بَقَاءِ بَغْيِهِ ، فَمَتَى أَلْقَاهُ كُفَّ عَنْهُ وَإِلَّا لَا فَتْحٌ . قال الشامى: (قَوْلُهُ : فَمَتَى أَلْقَاهُ إلَخْ)

মাসআলা:-২৪৬

বিদ্রোহীদের বন্দী গোলাম যদি তার মনিবের সাথে যুদ্ধে অংশ নিয়ে থাকে, তাহলে তাকে হত্যা করা জায়েয আছে। আর সে যদি মনিবের খেদমত করার জন্য এসে থাকে এবং যুদ্ধে শরীক না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে না। বরং তাকে আটক করে রাখবে। বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ শেষে তাকে ফিরিয়ে দিবে। [২৩১]

মাসআলা:-২৪৭

দারুল ইসলামের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দারুল ইসলামের সৈনিকগণ বিদ্রোহীদের যেসব সৈনিকদের হত্যা করবে, জখম করবে এবং তাদের যেসব মাল ধ্বংস করবে, তার কোনো জরিমানা দিতে হবে না। এমনিভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিদ্রোহী সৈনিকগণ দারুল ইসলামের যেসব সৈনিকদের হত্যা করবে, জখম করবে এবং যেসব মাল ধ্বংস করবে, তাদের উপরও তার জরিমানা ওয়াজিব হবে না। [২৩২]

মাসআলা:-২৪৮

বিদ্রোহী সৈনিকদের মধ্য থেকে যদি একজন আরেকজনকে হত্যা করে ফেলে, অতঃপর দারুল ইসলামের সৈনিকগণ তাদের উপর বিজয় লাভ করে, তাহলে এই হত্যাকাণ্ডের কারণে হত্যাকারীর উপর কোনো দণ্ড ওয়াজিব হবে না এবং

قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَمَا لَمْ يُلْقِ السِّلَاحَ فِي صُورَةٍ مِنْ الصُّوَرِ كَانَ لَهُ قَتْلُهُ ، وَمَتَى أَلْقَاهُ كُفَّ عَنْهُ ، بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ لَا يَلْزَمُهُ الْكَفُّ عَنْهُ بِإِلْقَاءِ السِّلَاحِ.

[২৩১] **قال فى البدائع:** (وَأَمَّا) الْعَبْدُ الْمَأْسُورُ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ فَإِنْ كَانَ قَاتَلَ مَعَ مَوْلَاهُ يَجُوزُ قَتْلُهُ، وَإِنْ كَانَ يَخْدُمُ مَوْلَاهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ، وَلَكِنْ يُحْبَسُ حَتَّى يَزُولَ بَغْيُهُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ.

[২৩২] **قال فى البدائع:** (وَأَمَّا) بَيَانُ حُكْمِ إصَابَةِ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ فَنَقُولُ : لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْعَادِلَ إذَا أَصَابَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ مِنْ دَمٍ أَوْ جِرَاحَةٍ أَوْ مَالٍ اسْتَهْلَكَهُ ، إنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (وَأَمَّا) الْبَاغِي إذَا أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : إنَّ ذَلِكَ مَوْضُوعٌ.

গুনাহও হবে না। কারণ, নিহত ব্যক্তি মূলত মৃত্যুর পূর্বে মুবাহুদদম ছিল। তার রক্ত হালাল ছিল। [২৩৩]

মাসআলা:-২৪৯

বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধে দারুল ইসলামের যেসব সৈনিক/ মুজাহিদ নিহত হবে, তারা শহীদ বলে গণ্য হবে। তাদেরকে গোসল করানো যাবে না। তাদেরকে তাদের পরিধানের সাধারণ কাপড়ের সাথে কাফন পরিয়ে, জানাযা পড়ে দাফন করতে হবে। আর বিদ্রোহী যোদ্ধাদের মধ্য থেকে যারা নিহত হবে, তাদেরকে গোসল করিয়ে, কাফন পরিয়ে দাফন করতে হবে। তবে তাদের জানাযা পড়া নিষিদ্ধ। [২৩৪]

মাসআলা-২৫০

নিহত বিদ্রোহী যোদ্ধাদের মস্তক কর্তন করা নাজায়েয। এমনিভাবে কাফেরদের মস্তক কর্তন করাও নাজায়েয। কারণ, এসব নিষিদ্ধ মুসলার (অঙ্গবিকৃতির) অন্তর্ভুক্ত। তবে কেউ যদি এমন হয়, যার মস্তক কর্তন করে জনপদে ঘুরালে শত্রু

---

[২৩৩]. **قال فى الدر:** (وَلَوْ قَتَلَ بَاغٍ مِثْلَهُ فَظُهِرَ عَلَيْهِمْ فَلَا شَيْءَ فِيهِ) لِكَوْنِهِ مُبَاحَ الدَّمِ فَتْحٌ،

[২৩৪]. **قال فى الدر:** وَقَتْلَانَا شُهَدَاءُ وَلَا يُصَلَّى عَلَى بُغَاةٍ بَلْ يُكَفَّنُونَ وَيُدْفَنُونَ بَدَائِعُ. قال الشامى: (قَوْلُهُ: وَقَتْلَانَا شُهَدَاءُ) أَيْ فَيُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالشُّهَدَاءِ كَافِيٌّ (قَوْلُهُ: بَلْ يُكَفَّنُونَ) أَيْ بَعْدَ أَنْ يُغَسَّلُوا كَمَا فِي الْبَحْرِ ح. **قال فى البدائع:** (وأما) بيان ما يصنع بقتلى الطائفتين فنقول – وبالله تعالى التوفيق: (أما) قتلى أهل العدل فيصنع بهم ما يصنع بسائر الشهداء، لا يغسلون، ويدفنون في ثيابهم، ولا ينزع عنهم إلا ما لا يصلح كفنا، ويصلى عليهم؛ لأنهم شهداء لكونهم مقتولين ظلما وقد روي أن زيد بن صوحان اليمني كان يوم الجمل تحت راية سيدنا علي – رضي الله عنهما – فأوصى في رمقه: لا تنزعوا عني ثوبا، ولا تغسلوا عني دما، وارمسوني في التراب رمسا، فإني رجل محاج أحاج يوم القيامة (وأما) قتلى أهل البغي فلا يصلى عليهم؛ لأنه روي أن سيدنا عليا – رضي الله عنه – ما صلى على أهل حروراء، ولكنهم يغسلون ويكفنون ويدفنون؛ لأن ذلك من سنة موتى بني سيدنا آدم – عليه الصلاة والسلام .

পক্ষের লোকজন সন্ত্রস্ত হবে এবং মুসলিমদের অন্তর প্রশান্ত হবে, তাহলে এতে কোনো বাঁধা নেই। বদর যুদ্ধে আবু জাহালের মস্তক কর্তনের কারণ এ টিই। [২৩৫]

মাসআলা:-২৫১

বিদ্রোহী, খারেজী, ডাকাতদল এবং কাফেরসহ অন্যান্য যারা সমাজে ফাসাদ সৃষ্টি করতে পারে, তাদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা মাকরূহে তাহরীমি/নাজায়েয। তবে লোহা বা যেসব খনীজ দ্বারা অস্ত্র তৈরি করা হয়, তাদরে কাছে তা বিক্রি করা না জায়েয নয়। আর কাফেরদের কাছে অস্ত্র তৈরির কাঁচামাল বিক্রি করা যদিও জায়েয আছে কিন্তু মাকরূহে তানযীহী/ অনুচিত কাজ। [২৩৬]

মাসআলা:-২৫২

---

[২৩৫]. **قال فى البدائع:** ويكره أن تؤخذ رءوسهم، وتبعث إلى الآفاق، وكذلك رءوس أهل الحرب؛ لأن ذلك من باب المثلة، وإنه منهي لقوله – عليه الصلاة والسلام – «لا لا تمثلوا» فيكره إلا إذا كان في ذلك وهن لهم، فلا بأس به لما روي «أن عبد الله بن مسعود – ﷺ – جز رأس أبي جهل – عليه اللعنة – يوم بدر وجاء به إلى رسول الله – ﷺ – فقال رسول الله – ﷺ – إن أبا جهل كان فرعون هذه الأمة» ولم ينكر عليه.

[২৩৬]. **قال فى البدائع:** ويكره بيع السلاح من أهل البغي وفي عساكرهم؛ لأنه إعانة لهم على المعصية، ولا يكره بيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد ونحوه؛ لأنه لا يصير سلاحا إلا بالعمل ونظيره أنه يكره بيع المزامير، ولا يكره بيع ما يتخذ منه المزمار، وهو الخشب والقصب، وكذا بيع الخمر باطل، ولا يبطل بيع ما يتخذ منه، وهو العنب كذا هذا والله – سبحانه وتعالى – أعلم.

قال فى الدر: (وَيُكْرَهُ) تَحْرِيمًا (بَيْعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ إنْ عُلِمَ) لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ (وَبَيْعُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ كَالْحَدِيدِ) وَنَحْوِهِ يُكْرَهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ (لَا) لِأَهْلِ الْبَغْيِ لِعَدَمِ تَفَرُّغِهِمْ لِعَمَلِهِ سِلَاحًا لِقُرْبِ زَوَالِهِمْ، بِخِلَافِ أَهْلِ الْحَرْبِ زَيْلَعِيٌّ.

قال الشامى: (قَوْلُهُ: يُكْرَهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ) مُقْتَضَى مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ الْفَتْحِ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمَنْفِيُّ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ وَالْمُثْبَتُ كَرَاهَةُ التَّنْزِيهِ؛ لِأَنَّ الْحَدِيدَ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ الْمَعْصِيَةُ بِعَيْنِهِ لَكِنْ إذَا كَانَ بَيْعُهُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ سِلَاحًا كَانَ فِيهِ نَوْعُ إعَانَةٍ تَأَمَّلْ.

বিদ্রোহী সেনাকে যদি দারুল ইসলামের অনুগত তার কোনো নিকটাত্মীয় মেরে ফেলে, তাহলে হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির মিরাস থেকে মাহরূম হবে না। আর বিদ্রোহী ব্যক্তি যদি দারুল ইসলামের অনুগত তার নিকটাত্মীয় কাউকে হত্যা করে, আর সে বলে, 'আমি তাকে হত্যা করার সমও হকের উপর ছিলাম এখনও আমি হকের উপর আছি' তাহলে সে নিহত ব্যক্তির মীরাস পাবে; মাহরূম হবে না। তবে যদি সে বলে, আমি তাকে হত্যা করার সময় জানতাম যে, আমি বাতিলের উপর, তাহলে সে মিরাস পাবে না।[২৩৭]

মাসআলা:-২৫৩

বিদ্রোহীদের নিকট বন্দী দারুল ইসলামের অনুগত এক সৈনিক যদি অপর সৈনিককে হত্যা করে ফেলে, কিংবা কোনো অঙ্গ কেটে ফেলে, তাহলে বিদ্রোহীদের উপর বিজয় অর্জনের পর এই হত্যা ও কর্তনের কিসাস নেয়া যাবে না। এমনিভাবে বিদ্রোহীদের নিকট অবস্থানরত দারুল ইসলামের অনুগত এক

---

[২৩৭]. **قال فى البدائع:**ثم لا خلاف في أن العادل إذا قتل باغيا لا يحرم الميراث؛ لأنه لم يوجد قتل نفس بغير حق لسقوط عصمة نفسه وأما الباغي إذا قتل العادل يحرم الميراث عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة ومُحَمَّد إن قال: قتلته، وكنت على حق وأنا الآن على حق لا يحرم الميراث وإن قال: قتلته وأنا أعلم أني على باطل يحرم.
قال فى الدر:(وَإِنْ قَتَلَ عَادِلٌ بَاغِيًا وَرِثَهُ) مُطْلَقًاوَبِالْعَكْسِ (إذَا قَالَ) الْبَاغِي وَقْتَ قَتْلِهِ (أَنَا عَلَى بَاطِلٍ لَا) يَرِثُهُ اتِّفَاقًا لِعَدَمِ الشُّبْهَةِ (وَإِنْ قَالَ: أَنَا عَلَى حَقٍّ) فِي الْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَامِ وَأَصَرَّ عَلَى دَعْوَاهُ (وَرِثَهُ) أَمَّا لَوْ رَجَعَ تَبْطُلُ دِيَانَتُهُ فَلَا إرْثَ ابْنُ كَمَالٍ. قال الشامى:(قَوْلُهُ وَبِالْعَكْسِ) أَيْ إذَا قَتَلَ بَاغٍ عَادِلًا (قَوْلُهُ وَقْتَ قَتْلِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَنَا عَلَى بَاطِلٍ، فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَهُ عَقِبَهُ إذْ لَا يَلْزَمُ قَوْلُهُ ذَلِكَ وَقْتَ قَتْلِهِ، بَلْ اللَّازِمُ اعْتِقَادُ ذَلِكَ وَقْتَهُ، لَكِنْ قَدْ يَأْتِي لَفْظُ قَالَ بِمَعْنَى اعْتَقَدَ تَأَمَّلْ. وَعِبَارَةُ الْبَحْرِ، وَإِنْ قَالَ قَتَلْته وَأَنَا أَعْلَمُ أَنِّي عَلَى بَاطِلٍ لَمْ يَرِثْهُ (قَوْلُهُ: اتِّفَاقًا) أَيْ مِنْ أَبِي يُوسُفَ وَصَاحِبَيْهِ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ الشُّبْهَةِ) وَهِيَ التَّأْوِيلُ بِاعْتِقَادِ كَوْنِهِ عَلَى حَقٍّ (قَوْلُهُ: وَرِثَهُ) أَيْ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ بِتَأْوِيلٍ فَاسِدٍ وَالْفَاسِدُ مِنْهُ مُلْحَقٌ بِالصَّحِيحِ إذَا ضُمَّتْ إلَيْهِ الْمَنَعَةُ فِي حَقِّ الدَّفْعِ كَمَا فِي مَنَعَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَتَأْوِيلُهُمْ.

ব্যবসায়ী যদি আরেক ব্যবসায়ীকে হত্যা করে ফেলে, কিংবা অঙ্গহানি ঘটায়, তাহলে সেক্ষেত্রেও বিজয়ের পর কিসাসের বিধান আরোপ করা যাবে না। [২৩৮]

মাসআলা:-২৫৪

দারুল ইসলামের বিদ্রোহী জনগোষ্ঠি কোনো এক স্থানে সমবেত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত তাদের থেকে সংগঠিত হত্যা-লুণ্ঠনসহ যেকোনো অন্যায়-অবিচারের বিচার বিজয়ের পরও করতে হবে। এমনিভাবে দারুল ইসলামের অনুগত বাহিনীর হামলায় তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ার পর যেসব অন্যায়-অপরাধ করবে, সে সবকেও বিচারের আওতায় আনতে হবে। তবে তারা একস্থানে সমবেত হওয়ার পর (বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে) যেসব হত্যা লুণ্ঠন চালাবে, তাদের উপর বিজয় অর্জনের পর সেসবের বিচার করা যাবে না; কারো মাল ধ্বংস করলে জরিমানা দিতে হবে না, কাউকে হত্যা করে থাকলে, কেসাস ওয়াজিব হবে না। [২৩৯]

---

[২৩৮]. **قال فى البدائع:**وَلَوْ قَتَلَ تَاجِرٌ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ تَاجِرًا آخَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ فِي عَسْكَرِ أَهْلِ الْبَغْيِ، أَوْ قَتَلَ الْأَسِيرُ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ أَسِيرًا آخَرَ أَوْ قَطَعَ، ثُمَّ ظُهِرَ عَلَيْهِ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ لَمْ يَقَعْ مُوجِبًا لِتَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ وَانْعِدَامِ الْوِلَايَةِ، كَمَا لَوْ قَطَعَ فِي دَارِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّ عَسْكَرَ أَهْلِ الْبَغْيِ فِي حَقِّ انْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ وَدَار الْحَرْبِ سَوَاءٌ وَاَللَّهُ – عَزَّ وَجَلَّ – أَعْلَمُ

[২৩৯]. **قال فى رد المحتار:** أهل البغي إذا كانوا كثيرين ذوي منعة وتحيزوا لقتالنا معتقدين حله بتأويل سقط عنهم ضمان ما أتلفوه من دم أو مال دون ما كان قائما ، ويضمنون كل ذلك إذا كانوا قليلين لا منعة لهم أو قبل تحيزهم أو بعد تفرق جمعهم ، وتقدم أن ما أتلفه أهل العدل لا يضمنونه وقيل يضمنونه وقدمنا التوفيق.

وقال الشامى فى موضع اخر: وأصله أن العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأثم ؛ لأنه مأمور بقتالهم دفعا لشرهم كذا في الهداية ونحوه في البدائع .

وفي المحيط : العادل لو أتلف مال الباغي يضمن ؛ لأنه معصوم في حقنا .

ووفق الزيلعي بحمل الأول على إتلافه حال القتال بسبب القتال إذ لا يمكنه أن يقتلهم إلا بإتلاف شيء من أموالهم كالخيل ، وأما في غير هذه الحالة فلا معنى لمنع الضمان لعصمة أموالهم ا هـ ملخصا .

قلت : ويظهر لي التوفيق بوجه آخر ، وهو حمل الضمان على ما قبل تحيزهم وخروجهم أو بعد كسرهم وتفرق جمعهم ، أما إذا تحيزوا لقتالنا مجتمعين فإنهم غير معصومين بدليل حل قتالنا لهم ، ويدل عليه تعليل

মাসআলা:-২৫৫

দারুল ইসলামের বাহিনীর কেউ কিংবা সাধারণ কেউ যদি বিদ্রোহীগোষ্ঠি সমবেত ও সংগঠিত হওয়ার পূর্বে কিংবা তারা পরাজিত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ার পর তাদের কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, কিংবা তাদের কারো মাল নষ্ট করে, তাহলে তাকে বিচারের আওতায় আনতে হবে। মাল নষ্ট করলে জরিমানা দিতে হবে। হত্যা করলে কেসাস বা দিয়াত ওয়াজিব হবে। (প্রাগুক্ত)

মাসআলা:-২৫৬

বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ শেষে তাদের কাছে দারুল ইসলামের অনুগত নাগরিকদের যেসব সম্পদ রক্ষিত পাওয়া যাবে, তা তার মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া হবে। এমনিভাবে দারুল ইসলামের অনুগত নাগরিকদের কারো কাছে তাদের কোনো সম্পদ রক্ষিত থাকলে, তাও ফেরত দিতে হবে। কেউ কারো সম্পদ ভোগদখল করতে পারবে না। (প্রাগুক্ত)

মাসআলা:-২৫৭

বিদ্রোহীরা যদি তাদের বিজিত এলাকার লোকজন থেকে খারাজ ও যাকাত উসুল করে, তাহলে বিজয়ের পর পুনরায় তাদের থেকে তা নেওয়া হবে না। বরং বিদ্রোহীদের উসুলকেই শরয়ী উসুল ধরে নেওয়া হবে। তবে যাকাতের ক্ষেত্রে ইসতিহসান হল, পুনরায় আদায়ের ফাতওয়া দেওয়া। কারণ, যাকাতের মাল তারা সঠিক খাতে ব্যবহার না করার ব্যাপারে প্রবল ধারণা রয়েছে।[২৪০]

الهداية بالأمر بقتالهم إذ لا يؤمر بقتالهم إلا في هذه الحالة ، فلو أتلف العادل منهم شيئا في هذه الحالة لا يضمنه لسقوط العصمة بخلاف غيرها فإنه يضمن ؛ لأنه حينئذ معصوم في حقنا ، ولم أر من ذكر هذا التوفيق ، والله تعالى الموفق.

[২৪০] **قال فى البدائع:** وما أخذوا من البلاد التي ظهروا عليها من الخراج والزكاة التي ولاية أخذها للإمام لا يأخذه الإمام ثانيا؛ لأن حق الأخذ للإمام لمكان حمايته، ولم توجد، إلا أنهم يفتون بأن يعيدوا الزكاة استحسانا؛ لأن الظاهر أنهم لا يصرفونها إلى مصارفها، فأما الخراج فمصرفه المقاتلة، وهم يقاتلون أهل الحرب والله – تعالى – أعلم.

মাসআলা:-২৫৮

যদি কোনো বিদ্রোহী নিরাপত্তা/ভিসা নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করে, অতঃপর দারুল ইসলামের অনুগত কেউ তাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করে ফেলে, তাহলে হত্যাকারীর উপর রক্তপন আদায় ওয়াজিব হবে; কেসাস ওয়াজিব হবে না। নিরাপত্তা/ভিসা নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশকারী কাফেরের বিধানও একই। তার হত্যাকারীর উপরও রক্তপন আদায় ওয়াজিব হবে; কেসাস ওয়াজিব হবে না।[২৪১]

মাসআলা:-২৫৯

বিদ্রোহী গোষ্ঠি কোনো শহর পদানত করার পর সেখানের এক নাগরিক আরেক নাগরিককে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছে। বিদ্রোহী গোষ্ঠি এই হত্যাকাণ্ডের বিচার করার পূর্বেই দারুল ইসলামের বাহিনী পুনরায় শরহ দখল করে নিয়েছে। এখন এই হত্যাকাণ্ডের বিচার দারুল ইসলামের বাহিনী বা কাজী করতে পারবে কিনা? যদি বিদ্রোহী গোষ্ঠি নিজেদের বিজিত এলাকায় পূর্ণাঙ্গ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে, নিজেদের হুকুম-আহকাম, আইনকানুন জারি করে থাকে, তাহলে পুনরায় বিজয়ের পর দারুল ইসলামের বাহিনী/কাজী ঐ হত্যাকাণ্ডের বিচার করতে পারবে না। আর যদি বিদ্রোহীরা পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারে এবং তাদের হুকুম-আহকাম, আইনকানুন জারি করার সুযোগ নাপায়, ইতোমধ্যে দারুল ইসলামের বাহিনী তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়, সেক্ষেত্রে ঐ হত্যাকাণ্ডের বিচার দারুল ইসলামের বাহিনী/কাজী করতে পারবে, হত্যার পরিবর্তে হত্যার বিধান জারি করতে পারবে। প্রথম সুরতে হত্যাকারী কেসাস থেকে পার পেলেও গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে না। অন্যায় হত্যার জন্য আখেরাতে তাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।[২৪২]

---

[২৪১]. **قال فى الدر المختار:** وَفِي الْفَتْحِ : لَوْ دَخَلَ بَاغٍ بِأَمَانٍ فَقَتَلَهُ عَادِلٌ عَمْدًا لَزِمَهُ الدِّيَةُ كَمَا فِي الْمُسْتَأْمَنِ لِبَقَاءِ شُبْهَةِ الْإِبَاحَةِ .

[২৪২]. **قال فى الدر المختار:** (وَلَوْ غَلَبُوا عَلَى مِصْرٍ فَقَتَلَ مِصْرِيٌّ مِثْلَهُ عَمْدًا فَظَهَرَ عَلَى الْمِصْرِ قُتِلَ بِهِ إنْ لَمْ يَجْرِ عَلَى أَهْلِهِ) أَيْ الْمِصْرِ (أَحْكَامُهُمْ) وَإِنْ جَرَى لَا لِانْقِطَاعِ وِلَايَةِ الْإِمَامِ عَنْهُمْ.

মাসআলা:-২৬০

বিদ্রোহী গোষ্ঠি নিজেদের বিজিত এলাকায় নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে কাজী/বিচারক নিয়োগ দিল। এই বিচারক যদি দারুল ইসলামের হুকুমতের মাযহাব মতে ফায়সালা করে, তাহলে তার ফায়সালা কার্যকর হবে, অন্যথায় হবে না।

তাদের কাজী ফায়সালা করার পর দারুল ইসলামের বাহিনী তাদের উপর বিজয়লাভ করেছে। অতঃপর উক্ত কাজীর ফায়সালাকৃত বিষয় দারুল ইসলামের কাজীর নিকট পুনর্বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের কাজী যেসব ফায়সালা দারুল ইসলামের হুকুমতের মাযহাব মতে করেছে, সেসব ফায়সালা এই কাজী বাস্তবায়িত করার নির্দেশ দিবে। এমনিভাবে ইজতিহাদী কোনো বিষয়ে যেসব ফায়সালা সে কোনো মুজতাহিদের রায় মোতাবেক করেছে, তাও কার্যকর হবে, যদিও তা দারুল ইসলামের কাজীর মাযহাবের খেলাফ হোকনা কেন। [২৪৩]

বি.দ্র. উল্লেখিত সকল মাসআলায় বিদ্রোহী এবং খারেজী গোষ্ঠির বিধান একই।

উশর ও খারাজ অধ্যায়

قال الشامى: (قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَجْرِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ أَخْرَجَهُمْ إمَامُ الْعَدْلِ قَبْلَ تَقَرُّرِ حُكْمِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَنْقَطِعْ وِلَايَةُ الْإِمَامِ فَوَجَبَ الْقَوَدُ فَتْحٌ (قَوْلُهُ : وَإِنْ جَرَى لَا) أَيْ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَكِنْ يَسْتَحِقُّ عَذَابَ الْآخِرَةِ فَتْحٌ.

[২৪৩]. **قال فى الدر:** وفي الفتح : ينفذ حكم قاضيهم لو عادلا وإلا لا ، قال الشامى: (قوله : ينفذ) بالتشديد مبنيا للمجهول (قوله : لو عادلا) أي لو كان حكم قاضيهم عادلا : أي على مذهب أهل العدل . قال في الفتح : وإذا ولى البغاة قاضيا على مكان غلبوا عليه فقضى ما شاء ثم ظهر أهل العدل فرفعت أقضيته إلى قاضي العدل نفذ منها ما هو عدل وكذا ما قضى برأي بعض المجتهدين ؛ لأن قضاء القاضي في المجتهدات نافذ وإن كان مخالفا لرأي قاضي العدل .

জিহাদের মাধ্যমে যেসব এলাকা বিজয় হবে, সেসব এলাকার জমি হয়তো উশরী হবে, কিংবা খারাজী হবে। যদি উশরী হয়, তাহলে জমির উৎপাদিত ফসল থেকে উশর আদয় করা ফরয। আর যদি খারাজী হয়, তাহলে খারাজ আদায় করতে হবে। নিম্নে উশরী ও খারাজী জমির পরিচয় এবং এসম্পর্কীয় কিছু মাসাআ আলোচনা করা হলঃ

মাসআলাঃ-২৬১

উশরী জমিঃ যে এলাকার লোকজন স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে (এবং তাদের এলাকা ইসলামী হুকুমাতের অধীনে চলে এসেছে), সে এলাকার জমি উশরী জমি বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে যেসব এলাকা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিজয় করা হয়েছে, আর তার জমি মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়েছে, তাও উশরী জমি বলে গণ্য হবে। [২৪৪]

মাসআলাঃ-২৬২

খারাজী জমিঃ যেসব এলাকা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিজয় হয়েছে, কিন্তু এলাকার জমি মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করা হয়নি, বরং জমি সেখানকার স্থানীয় কাফেরদের মালিকানায় রাখা হয়েছে কিংবা অন্যকোনো কাফের গোষ্ঠির মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়েছে, তা খারাজী জমি বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে যেসব

---

[২৪৪]. **قال فی الدر:** (أَرْضَ الْعَرَبِ) وَهِيَ مِنْ حَدِّ الشَّامِ وَالْكُوفَةِ إلَى أَقْصَى الْيَمَنِ (وَمَا أَسْلَمَ أَهْلُهُ) طَوْعًا (أَوْ فُتِحَ عَنْوَةً وَقُسِمَ بَيْنَ جَيْشَنَا وَالْبَصْرَةَ) أَيْضًا بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ (عُشْرِيَّةٌ) لِأَنَّهُ أَلْيَقُ بِالْمُسْلِمِ وَكَذَا بُسْتَانُ مُسْلِمٍ أَوْ كَرْمُهُ كَانَ دَاره دُرَرٌ وَمَرَّ فِي بَابِ الْعَاشِرِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا وَحَرَّرْنَاهُ فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى ... (وَمَا فُتِحَ عَنْوَةً و) لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ جَيْشِنَا إلَّا مَكَّةَ سَوَاءٌ (أَقَرَّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ) أَوْ نُقِلَ إلَيْهِ كُفَّارٌ أُخَرُ (أَوْ فُتِحَ صُلْحًا خَرَاجِيَّةٌ) لِأَنَّهُ أَلِيقُ بِالْكَافِرِ.

এলাকা সুলাহ বা সন্ধির মাধ্যমে বিজয় হয়েছে, সেসব এলাকার জমিও খারাজী জমি বলে গণ্য হবে। (প্রাগুক্ত)

মাসআলা:২৬৩

দারুল ইসলামের পতিত জমি (মালিকহীন সরকারী খাস জমি) যদি জিম্মী কাফের হুকুমতের অনুমতি নিয়ে চাষাবাদ করতে শুরু করে, তাহলে তা খারাজী জমি বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে জিম্মী কাফের মুজাহিদ বাহিনীর সাথে যুদ্ধে শরীক হওয়ায় গনীমত থেকে যদি তাকে কোনো জমি দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তাও খারাজী জমি বলে গণ্য হবে। [২৪৫]

মাসআলা:-২৬৪

দারুল ইসলামের পতিত জমি যদি কোনো মুসলমান চাষাবাদের উপযুক্ত করে চাষ করতে শুরু করে, তাহলে সেই জমি উশরী হবে নাকি খারাজী হবে তা নির্ভর করবে তার নিকটবর্তী জমির উপর। ঐ জমির সবচেয়ে নিকটের জমি যদি উশরী হয়, তাহলে সেটাকেও উশরী ধরা হবে। আর যদি নিকটের জমি খারাজী হয়, তাহলে সেটাকেও খারাজী ধরা হবে। আর যদি ঐ জমি থেকে উশরী ও খারাজী উভয় প্রকারের জমি সমান দূরত্বে অবস্থিত হয়, তাহলে ঐ জমিকে উশরী গণ্য করা হবে। [২৪৬]

---

[২৪৫]. **قال فى الدر:** (وَمَوَاتٌ أَحْيَاهُ ذِمِّيٌّ بِإِذْنِ الْإِمَامِ) أَوْ رَضَخَ لَهُ كَمَا مَرَّ (خَرَاجِيٌّ. قال الشامى: (قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ ط عَنْ الْمِنَحِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَنَّهُ إذَا قَاتَلَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ دَلَّهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ يَرْضَخُ لَهُ ط (قَوْلُهُ خَرَاجِيٌّ) لِأَنَّهُ ابْتِدَاءً وُضِعَ عَلَى الْكَافِرِ وَهُوَ أَلْيَقُ بِهِ كَمَا مَرَّ.

[২৪৬]. **قال فى الدر:** وَلَوْ أَحْيَاهُ مُسْلِمٌ أُعْتُبِرَ قُرْبُهُ مَا قَارَبَ الشَّيْءَ يُعْطَى حُكْمُهُ.

قال الشامى: (قَوْلُهُ أُعْتُبِرَ قُرْبُهُ) أَيْ قُرْبُ مَا أَحْيَاهُ إنْ كَانَ إلَى أَرْضِ الْخَرَاجِ أَقْرَب كَانَتْ خَرَاجِيَّةً ، وَإِنْ كَانَ إلَى الْعُشْرِ أَقْرَبَ فَعُشْرِيَّةٌ نَهْرٌ .

وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا فَعُشْرِيَّةٌ مُرَاعَاةً لِجَانِبِ الْمُسْلِمِ ، عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَاعْتَبَرَ مُحَمَّدٌ الْمَاءَ فَإِنْ أَحْيَاهَا بِمَاءِ الْخَرَاجِ فَخَرَاجِيَّةٌ وَإِلَّا فَعُشْرِيَّةٌ بَحْرٌ وَبِالْأَوَّلِ يُفْتِي دُرٌّ مُنْتَقًى.

মাসআলা:-২৬৫

উশরী জমিতে সার ও পানির খরচ ব্যতীত যদি ফসল উৎপাদিত হয় অর্থাৎ জমি এমন যে, বৃষ্টি বা প্রাকৃত পানিরধারা (ঝর্ণা, নদী, খালবিল) থেকে সিঞ্চিত হয়, আর এত উর্বর যে সার দিতে হয় না, সেক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসলের একদশমাংশ যাকাতযোগ্য লোকদেরকে দিয়ে দেওয়া ফরয।

আর যদি বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক পানি দ্বারা জমি সিঞ্চিত না হয়, বরং পানির জন্য কোনোরূপ খরচ বহন করতে হয় বা মেহনত করতে হয় যেমন: কূপ থেকে পানি উঠিয়ে দিতে হয় বা মেশিন দিয়ে পানি উঠাতে হয়, অথবা সার ইত্যাদির খরচ বহন করতে হয়, সেক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসলের বিশ ভাগের একভাগ যাকাতযোগ্য লোকদের দেওয়া ফরয।[২৪৭]

মাসআলা:-২৬৬

নাবালেগ, পাগল এবং মুকাতাব গোলামের জমিতে উৎপাদিত ফসলেও উশর ওয়াজিব হয়, যদিও নাবালেগ, পাগল ও গোলামের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। যাকাতের মত উশর বছরে একবার নয়, বরং জমিতে যতবার ফসল হবে,

---

[২৪৭]. **قال فى رد المحتار:** (قوله يجب العشر) ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول : أي يفترض لقوله تعالى { وآتوا حقه يوم حصاده } فإن عامة المفسرين على أنه العشر أو نصفه وهو مجمل بينه قوله ﷺ { ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر }

قال فى الدر: (و) يجب (نصفه في مسقي غرب) أي دلو كبير (ودالية) أي دولاب لكثرة المؤنة وفي كتب الشافعية أو سقاه بماء اشتراه وقواعدنا لا تأباه ولو سقى سيحا وبآلة اعتبر الغالب ولو استويا فنصفه وقيل ثلاثة أرباعه (بلا رفع مؤن) أي كلف (الزرع) وبلا إخراج البذر لتصريحهم بالعشر في كل الخارج

ততবার উশর আদায় করতে হবে। কেউ উশর আদায় না করলে ইসলামী হুকুমত জোরপূর্বক তার থেকে উশর আদায় করতে পারবে ।[২৪৮]

মাসআলা:-২৬৭

উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য ঋণমুক্ত হওয়া কিংবা নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত নয়। বরং ঋণী, ফকীর-মিসকীনের জমিতে উৎপাদিত ফসলেও উশর ওয়াজিব হয়। (প্রাগুক্ত)

মাসআলা:-২৬৮

উশর এর সম্পর্ক উৎপাদিত ফসলের সাথে। জমিনের মালিকানা এখানে মুখ্য বিষয় নয়। তাই ওয়াকফী জমির ফসলেও উশর ওয়াজিব হবে। তাই কোনো ওয়াকফী জমি চাষাবাদ করা হলে উশর আদায় করতে হবে। (প্রাগুক্ত)

মাসআলা:-২৬৯

জমিতে উৎপাদিত সমস্ত ফসলের হিসেবেই উশর দিতে হবে। ফসল থেকে বীজ আলাদা করে রাখা যাবে না। এমনিভাবে ফসল করতে গিয়ে সার, লেবার, পানি

---

[২৪৮]. **قال فی الدر:** (و) تجب في (مسقي سماء) أي مطر (وسيح) كنهر (بلا شرط نصاب) راجع للكل (و) بلا شرط (بقاء) وحولان حول لأن فيه معنى المؤنة ولذا كان للإمام أخذه جبرا ويؤخذ من التركة ويجب مع الدين وفي أرض صغير ومجنون ومكاتب ومأذون ووقف وتسميته زكاة مجاز.

قال الشامی: (قوله : وحولان حول) حتى لو أخرجت الأرض مرارا وجب في كل مرة لإطلاق النصوص عن قيد الحول ولأن العشر في الخارج حقيقة فيتكرر بتكرره وكذا خراج المقاسمة ؛ لأنه في الخارج فأما خراج الوظيفة فلا يجب في السنة إلا مرة ؛ لأنه ليس في الخارج بل في الذمة بدائع... (قوله : وفي أرض صغير ومجنون ومكاتب) من مدخول الغلة فلا يشترط في وجوبه العقل والبلوغ والحرية (قوله : ووقف) أفاد أن ملك الأرض ليس بشرط لوجوب العشر وإنما الشرط ملك الخارج ؛ لأنه يجب في الخارج لا في الأرض ، فكان ملكه لها وعدمه سواء بدائع .

ইত্যাদি বাবদ যত খরচ হয়েছে সেই খরচ পরিমাণ ফসল বাদ দিয়েও উশর হিসাব করা যাবে না। বরং উৎপাদিত সমস্ত ফসল থেকেই উশর দিতে হবে।[২৪৯]

মসাআলা:-২৭০

যদি কোনো জমি কিছু দিন প্রাকৃতিক পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়, আর কিছু দিন খরচ করে বা মেহনত করে পানির ব্যবস্থা করতে হয়, তাহলে অধিকাংশ সময়ের হিসাব করতে হবে। অধিকাংশ সময় যদি প্রাকৃতিক পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তাহলে উৎপাদিত ফসলের একদশমাংশ অন্যথায় একবিশমাংশ উশর হিসাবে আদায় করতে হবে। (প্রাগুক্ত)

মাসআলা:-২৭১

খারাজ দুই প্রকার:

---

[২৪৯]. **قال فى الدر:** (و) يجب (نصفه في مسقي غرب) أي دلو كبير (ودالية) أي دولاب لكثرة المؤنة وفي كتب الشافعية أو سقاه بماء اشتراه وقواعدنا لا تأباه ولو سقى سيحا وبآلة اعتبر الغالب ولو استويا فنصفه وقيل ثلاثة أرباعه (بلا رفع مؤن) أي كلف (الزرع) وبلا إخراج البذر لتصريحهم بالعشر في كل الخارج

قال فى رد المحتار: (قوله : اعتبر الغالب) أي أكثر السنة كما مر في السائمة والعلوفة زيلعي أي إذا أسامها في بعض السنة وعلفها في بعضها يعتبر الأكثر (قوله : ولو استويا فنصفه) كذا في القهستاني عن الاختيار ؛ لأنه وقع الشك في الزيادة على النصف فلا تجب الزيادة بالشك (قوله : بلا رفع مؤن) أي يجب العشر في الأول ونصفه في الثاني بلا رفع أجرة العمال ونفقة البقر وكري الأنهار وأجرة الحافظ ونحو ذلك درر قال في الفتح يعني لا يقال بعدم وجوب العشر في قدر الخارج الذي بمقابلة المؤنة بل يجب العشر في الكل ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة ولو رفعت المؤنة كان الواجب واحدا وهو العشر دائما في الباقي ؛ لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنة والباقي بعد رفع المؤنة لا مؤنة فيه فكان الواجب دائما العشر لكن الواجب قد تفاوت شرعا فعلمنا أنه لم يعتبر شرعا عدم عشر بعض الخارج وهو القدر المساوي للمؤنة أصلا ا هـ وتمامه فيه

১. খারাজে মুকাসামা

২. খারাজে ওজীফা

খরাজে মুকাসামার সম্পর্ক হল, উশরের মত উৎপাদিত ফসলের সাথে। এই প্রকারের খারাজে ফসলের কিয়দাংশকে (যেমন, এক পঞ্চমাংশ) খারাজরূপে নির্ধারণ করা হয়।

খারাজে ওজীফা হল, উমর রাযি. কর্তৃক নির্ধারিত খারাজ। দেশ জয়ের পর উমর রাযি. সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর উপস্থিতিতে যেপরিমাণ জমির উপর যে পরিমাণ খারাজ নির্ধারণ করেছেন, সেটাই হল খারাজে ওজীফা। এমন এক জারীব (দৈর্ঘ প্রস্থে ষাট হাত) চাষাবাদ উপযুক্ত জমি, যাতে গম বা জব চাষ করা হয়েছে তাতে তিনি এক কফীয (এক সা'/ সাড়ে তিন সের) উৎপাদিত ফসল এবং এক দিরহাম নির্ধারণ করেছিলেন। আর শসা, খিরা, তরমুজ, বেগুণজাতীয় ফসল চাষাবাদ করা হয়েছে, এমন এক জারীবে পাঁচ দেরহাম নির্ধারণ করেছিলেন। ঘন সন্নিবেসীত এমন ফলবিথী যার জমিতে অন্যকোনো ফসল চাষ করা যায় না, এরূপ এক জারীবে দশ দেরহাম নির্ধারণ করা হয়েছিল।

যেসব ফসলের ক্ষেত্রে হযরত উমর রাযি. কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ বর্ণিত রয়েছে, সেসব ফসলের ক্ষেত্রে সেই পরিমাণই নির্ধারণ করতে হবে। বেশকম করা যাবে না। আর যেসব ফসলের ক্ষেত্রে হযরত উমর থেকে নির্ধারিত পরিমাণ বর্ণিত নেই, সেক্ষেত্রে ইসলামী হুকুমত নিজ বিবেচনায় নির্ধারণ করে দিবে। তবে নির্ধারণ করতে গিয়ে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেকের বেশি নির্ধারণ করা যাবে না।

খারাজে মুকাসামার সম্পর্ক যেহেতু উশরের মত ফসলের সাথে, তাই বছরে যতবার ফসল হবে ততবার নির্ধারিত পরিমাণ খারাজ আদায় করতে হবে। আর খারাজে ওজীফার সম্পর্ক যেহেতু ব্যক্তির দায়িত্বের সাথে, তাই জমি চাষের

উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যদি চাষ না করা হয়, তথাপি নির্ধারিত পরিমাণ খারাজ আদায় করতে হবে। [২৫০]

---

[২৫০]. **قال فى البدائع:** أما الثاني وهو بيان قدر الواجب من الخراج فالخراج نوعان خراج وظيفة وخراج مقاسمة أما خراج الوظيفة فما وظفه عمر – ﷺ – ففي كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة قفيز مما يزرع فيها ودرهم القفيز صاع والدرهم وزن سبعة، والجريب أرض طولها ستون ذراعا وعرضها ستون ذراعا بذراع كسرى يزيد على ذراع العامة بقصبة وفي جريب الرطبة خمسة دراهم وفي جريب الكرم عشرة دراهم هكذا وظفه عمر بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد ومثله يكون إجماعا.

وأما جريب الأرض التي فيها أشجار مثمرة بحيث لا يمكن زراعتها لم يذكر في ظاهر الرواية.

وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا كانت النخيل ملتفة جعلت عليها الخراج بقدر ما تطيق ولا أزيد على جريب الكرم عشرة دراهم وفي جريب الأرض التي يتخذ فيها الزعفران قدر ما تطيق فينظر إلى غلتها فإن كانت تبلغ غلة الأرض المزروعة يؤخذ منها قدر خراج الأرض المزروعة وإن كانت تبلغ غلة الرطبة يؤخذ منها قدر خراج أرض الرطبة هكذا؛ لأن مبنى الخراج على الطاقة... فدل الحديث على أن مبنى الخراج على الطاقة فيقدر بها فيما وراء الأشياء الثلاثة المذكورة في الخبر فيوضع على أرض الزعفران والبستان في أرض الخراج بقدر ما تطيق وقالوا: نهاية الطاقة قدر نصف الخارج لا يزاد عليه،

قال فى الدر: (وهو) أي الخراج (نوعان خراج مقاسمة إن كان الواجب بعض الخارج كالخمس ونحوه ، وخراج وظيفة إن كان الواجب شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض كما وضع عمر ﷺ على السواد لكل جريب) هو ستون ذراعا في ستين بذراع كسرى سبع قبضات ، وقيل المعتبر في كل بلدة عرفهم ، وعرف مصر التقدير بالفدان فتح وعلى الأول المعول بحر (يبلغه الماء صاعا من بر أو شعير ودرهما) عطف على صاع من أجود النقود زيلعي (ولجريب الرطبة خمسة دراهم ولجريب الكرم أو النخل متصلة) قيد فيهما (ضعفها ولما سواه) مما ليس فيه توظيف عمر (كزعفران وبستان) هو كل أرض يحوطها حائط وفيها أشجار متفرقة يمكن الزرع تحتها فلو ملتفة أي متصلة لا يمكن زراعة أرضها فهو كرم (طاقته و) غاية الطاقة (نصف الخارج) لأن التنصيف عين الإنصاف (فلا يزد عليه) في إخراج المقاسمة ولا في الموظف على مقدار ما وظفه عمر رضي الله تعالى عنه ، وإن أطاقت على الصحيح كافي.

قال فى رد المحتار: قال الخير الرملي : خراج المقاسمة كالموظف مصرفا وكالعشر ما أخذ إلا فرق فيه بين الرطاب والزرع والكرم والنخل المتصل وغيره فيقسم الجميع على حسب ما تطيق الأرض من النصف ، أو الثلث ، أو الربع ، أو الخمس ، وقد تقرر أن خراج المقاسمة كالعشر لتعلقه بالخارج ، ولذا يتكرر بتكرر

মাসআলা:-২৭২

খারাজে ওজীফার সুরতে উৎপাদিত ফসল যদি নির্ধারিত পরিমাণ খারাজের দ্বিগুণ না হয়, তাহলে খারাজ কমিয়ে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক পরিমাণ নির্ধারণ করা ওয়াজিব। আর নির্ধারিত পরিমাণ আদায়ে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও খারাজে ওজীফা কমানো জায়েয আছে। [২৫১]

মাসআলা:-২৭৩

খারাজে মুকাসামা উৎপাদিত ফসলের অর্ধেকের বেশি নির্ধারণ করা জায়েয নেই। এমনিভাবে একপঞ্চমাংশের কমও নির্ধারণ করা উচিত নয়। তবে ফসল

الخارج في السنة وإنما يفارقه في المصرف فكل شيء يؤخذ منه العشر أو نصفه يؤخذ منه خراج المقاسمة ، وتجري الأحكام التي قررت في العشر وفاقا وخلافا . وقال ايضا: (قوله الرطبة) بالفتح والجمع الرطاب : وهي القثاء والخيار والبطيخ والباذنجان ، وما جرى مجراه والبقول غير الرطاب مثل الكراث شرنبلالية.

[২৫১]. قال فى الدر: وينقص مما وظف) عليها (إن لم تطق) بأن لم يبلغ الخارج ضعف الخراج الموظف فينقص إلى نصف الخارج وجوبا وجوازا عند الإطاقة ، وينبغي أن لا يزاد على النصف ولا ينقص عن الخمس حدادي ،

قال الشامى: (قوله وينبغي أن لا يزاد على النصف إلخ) هذا في خراج المقاسمة ولم يقيد به لانفهامه من التعبير بالنصف والخمس فإن خراج الوظيفة ليس فيه جزء معين تأمل . قال في النهر : وسكت عن خراج المقاسمة ، وهو إذا من الإمام عليهم بأراضيهم ورأى أن يضع عليهم جزءا من الخارج كنصف أو ثلث أو ربع ، فإنه يجوز ويكون حكمه حكم العشر ومن حكمه أن لا يزيد على النصف وينبغي أن لا ينقص عن الخمس قاله الحدادي ا هـ وبه علم أن قول الشارح : وينبغي مذكور في غير محله لأن الزيادة على النصف غير جائزة كما مر التصريح به في قوله ولا يزاد عليه وكأن عدم التنقيص عن الخمس غير منقول فذكره الحدادي بحثا ، لكن قال الخير الرملي : يجب أن يحمل على ما إذا كانت تطيق ، فلو كانت قليلة الريع كثيرة المؤن ينقص ، إذ يجب أن يتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة كما في أرض العشر ثم قال : وفي الكافي : وليس للإمام أن يحول الخراج الموظف إلى خراج المقاسمة .

أقول : وكذلك عكسه فيما يظهر من تعليله ؛ لأنه قال لأن فيه نقض العهد وهو حرام .

উৎপাদনে খরচ যদি খুব বেশি হয়, সেক্ষেত্রে বিবেচনা সাপেক্ষে একপঞ্চমাংশের কমও নির্ধারণ করা যেতে পারে। (প্রাগুক্ত)

মাসআলা:-২৭৪

যে জমির উপর খারাজে মুকাসামা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা পরিবর্তন করে খারাজে ওজীফা নির্ধারণ করা যাবে না। এমনিভাবে খারাজে ওজীফা পরিবর্তন করে খারাজে মুকাসামাও নির্ধারণ করা যাবে না। বিজয়ের পর শুরুতে যে জমিতে যে প্রকার খারাজ নির্ধারণ করা হয়েছে, সেই জমির উপর সেই প্রকারের খারাজই সব সময় বহাল থাকবে। (প্রাগুক্ত)

মাসআলা:-২৭৫

জমি যদি পানিতে তলিয়ে যাওয়ার কারণে, কিংবা জমিতে পানি না পৌঁছার কারণে, চাষাবাদ করা সম্ভব না হয়, তাহলে খারাজে মুকাসামা ও ওজীফা কোনোটাই ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে ফসল যদি পুড়ে যায়, ডুবে যায় বা বেশি ঠান্ডা, ঝড়, বৃষ্টি, শীলাবর্ষণ ও এজাতীয় অন্যান্য আসমানী বালামুসিবতের কারণে ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তখনও খারাজ দিতে হবে না। তবে যদি বছরের এই পরিমাণ সময় বাকি থাকে যেসময়ে পুনরায় ফসল করা সম্ভব (যেমন তিন মাস) সেক্ষেত্রে খারাজ ওয়াজিব হবে। [২৫২]

মাসআলা:-২৭৬

আসমানী বালামুসিবত ব্যতীত অন্যকোনো সমস্যার কারণে যদি ফসল নষ্ট হয়ে যায়, যেমন: গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি, বানর কিংবা এজাতীয় অন্যকোনো প্রাণী যদি ফসল নষ্ট করে ফেলে যা থেকে প্রকৃতপক্ষে বাঁচা সম্ভবপর ছিল, সেক্ষেত্রে খারাজ মাফ হবে না। এমনিভাবে ফসল কেটে আনার পর যদি তা নিজের

---

[২৫২] . **قال فى الدر المختار:** ولا خراج إن غلب الماء على أرضه أو انقطع) الماء (أو أصاب الزرع آفة سماوية كغرق وحرق وشدة برد) إلا إذا بقي من السنة ما يمكن الزرع فيه ثانيا. قال الشامى: (قوله ولا خراج إلخ) أي خراج الوظيفة وكذا خراج المقاسمة والعشر بالأولى لتعلق الواجب بعين الخارج فيهما ومثل الزرع الرطبة والكرم ونحوهما خيرية (قوله ما يمكن الزرع فيه ثانيا) قال في الكبرى والفتوى أنه مقدر بثلاثة أشهر نهر.

অবহেলা বশত নষ্ট হয়ে যায়, তখনও খারাজ মাফ হবে না। বরং খারাজ আদায় করতে হবে ।

উল্লেখ্য, ইঁদুর, পোকামাকড় কিংবা ঘাসফড়িং এর প্রাদুর্ভাবের কারণে যদি ফসল নষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে খারাজ ওয়াজিব হবে না। কারণ, এগুলোর উৎপাত থেকে বাঁচা এক রকম অসম্ভব ব্যাপার।

আরো উল্লেখ্য, খারাজে মুকাসামা এবং উশর এর সম্পর্ক যেহেতু মৌলিকভাবে সরাসরি উৎপাদিত ফসলের সাথে, তাই নিজের পক্ষ থেকে সীমালঙ্ঘন ছাড়া যদি ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে উশর ও খারাজে মুকাসামা কোনোটাই ওয়াজিব হবে না (এই সুরতে খারাজে ওজীফাও ওয়াজিব হবে না)। আর সীমালঙ্ঘন কিংবা অবহেলার কারণে যদি ফসল নষ্ট হয়, সেক্ষেত্রে খারাজে মুকাসামার সুরতে যদিও খারাজ আদায় সম্ভব নয়, তবে ইসলামী হুকুমত তার অবহেলার কারণে তার ব্যাপারে যোথোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আর খারাজে ওজীফার ক্ষেত্রে তার থেকে নির্ধারিত খারাজ আদায় করে নিবে। [২৫৩]

---

[২৫৩]. **قال فى الدر:** (أَمَّا إذَا كَانَتْ الْآفَةُ غَيْرَ سَمَاوِيَّةٍ) وَيُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهَا (كَأَكْلِ قِرَدَةٍ وَسِبَاعٍ وَنَحْوِهِمَا) كَأَنْعَامٍ وَفَأْرٍ وَدُودَةِ بَحْرٍ (أَوْ هَلَكَ) الْخَارِجُ (بَعْدَ الْحَصَادِ لَا) يَسْقُطُ وَقَبْلَهُ يَسْقُطُ.

قال الشامى: (قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ احْتِرَازٌ عَنْهَا) خَرَجَ مَا لَا يُمْكِنُ كَالْجَرَادِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ (قَوْلُهُ كَأَنْعَامٍ) وَكَقِرَدَةٍ وَسِبَاعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَفَأْرٍ وَدُودَةٍ) عِبَارَةُ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الدُّودَةَ وَالْفَأْرَةَ إذَا أَكَلَا الزَّرْعَ لَا يَسْقُطُ الْخَرَاجُ .

قُلْت : لَا شَكَّ أَنَّهُمَا مِثْلُ الْجَرَادِ فِي عَدَمِ إمْكَانِ الدَّفْعِ ، وَفِي النَّهْرِ لَا يَنْبَغِي التَّرَدُّدُ فِي كَوْنِ الدُّودَةِ آفَةً سَمَاوِيَّةً ، وَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهَا .

قَالَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ : وَأَقُولُ إنْ كَانَ كَثِيرًا غَالِبًا لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِحِيلَةٍ يَجِبُ أَنْ يَسْقُطَ بِهِ ، وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ لَا يَسْقُطُ هَذَا هُوَ الْمُتَعَيِّنُ لِلصَّوَابِ (قَوْلُهُ أَوْ هَلَكَ الْخَارِجُ بَعْدَ الْحَصَادِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ قَبْلَهُ يَسْقُطُ الْخَرَاجُ لَكِنْ يُخَالِفُهُ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِيمَا لَوْ أَصَابَ الزَّرْعَ آفَةٌ فَإِنَّ الزَّرْعَ اسْمٌ لِلْقَائِمِ فِي أَرْضِهِ ، فَحَيْثُ وَجَبَ الْخَرَاجُ بِهَلَاكِهِ بِآفَةٍ يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهَا عُلِمَ أَنَّهُ يَجِبُ قَبْلَ الْحَصَادِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْهَلَاكُ هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَ بِمَا لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَتَنْدَفِعُ الْمُخَالَفَةُ ... (قوله وقبله يسقط) أي إلا إذا بقي من السنة ما يتمكن فيه من الزراعة كما يؤخذ مما سلف ط .

মাসআলা:-২৭৭

খারাজে ওজীফার সুরতে যদি প্রাকৃতিক দূর্যোগাক্রান্ত হয়ে কিয়দাংশ ফসল নষ্ট হয়, আর কিয়দাংশ রয়ে যায়, সেক্ষেত্রে রয়ে যাওয়া ফসল থেকে হিসাব করে খরচ বাদ দিতে হবে। খরচ বাদ দেওয়ার পর যা থাকবে, তা যদি নির্ধারিত খারাজের দ্বিগুণ পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে নির্ধারিত খারাজ আদায় করতে হবে। আর যদি নির্ধারিত খারাজের চেয়ে কম থাকে, তাহলে খরচ বাদ দেওয়ার পর যা থাকবে তার অর্ধেক খারাজ বাবদ আদায় করতে হবে। [২৫৪]

মাসআলা:-২৭৮

চাষাবাদ উপযুক্ত জমিকে যদি চাষ না করে ফেলে রাখে, আর খারাজ যদি খারাজে ওজীফা হয়, সেক্ষেত্রে বাৎসরিক নির্ধারিত খারাজ দিতে হবে। এমনিভাবে খারাজী জমির মধ্যে এমন এক খণ্ড জমি আছে, যা চাষের উপযুক্ত নয় বটে কিন্তু চেষ্টা করলেই সেটাকে চাষের উপযুক্ত বানানো সম্ভব। সেক্ষেত্রে

قال الخير الرملي : ولو هلك الخارج في خراج المقاسمة قبل الحصاد أو بعده فلا شيء عليه لتعلقه بالخارج حقيقة ، وحكمه حكم الشريك شركة الملك فلا يضمن إلا بالتعدي ، فاعلم ذلك فإنه مهم ويكثر وقوعه في بلادنا وفي الخانية ما هو صريح في سقوطه في حصة رب الأرض بعد الحصاد ووجوبه عليه في حصة الأكار معللا بأن الأرض في حصته بمنزلة المستأجرة .

[২৫৪]. **قال فى الدر:** ولو هلك بعضه إن فضل عما أنفق شيء أخذ منه مقدار ما بينا مصنف سراج وتمامه في الشرنبلالي معزيا للبحر .

قال الشامى: (قوله إن فضل عما أنفق) ينبغي أن يلحق بالنفقة على الزرع ما يأخذه الأعراب وحكام السياسة ظلما كما يعلم مما قدمناه (قوله أخذ منه مقدار ما بينا) أي إن بقي ضعف الخراج كدرهمين وصاعين ، يجب الخراج ، وإن بقي أقل من مقدار الخراج يجب نصفه وأشار الشارح إلى هذا بقوله ، وتمامه في الشرنبلالي فإنه مذكور فيها أفاده ح .

অবহেলা/অলসতা বশত ঐ জমিকে চাষের উপযুক্ত না করলে, ঐ জমিরও খারাজ দিতে হবে। [২৫৫]

মাসআলা:-২৭৯

কোনো মুসলিম যদি জিম্মী কাফের থেকে খারাজী জমি ক্রয় করে, তাহলে ক্রয়ের পর থেকে ঐ জমির উপর নির্ধারিত খারাজ মুসলিমকেই পরিশোধ করতে হবে। মুসলিম খারাজী জমি ক্রয় করায়, খারাজ উশরে পরিবর্তিত হবে না। (প্রাগুক্ত)

মাসআলা:-২৮০

ফসল ফলানোর উপযুক্ত খারাজী জমিকে যদি গোরস্থান বানায় কিংবা তাতে যদি ফসল রাখার ঘর অথবা বসবাসের বাড়ি বানায়, তাহলে খারাজ মওকুফ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে নির্ধারিত খারাজ দিতে হবে না। [২৫৬]

মাসআলা:-২৮১

কারো পক্ষ থেকে বাঁধাবিপত্তির কারণে যদি জমি চাষাবাদ করা সম্ভব না হয়, তাহলে খারাজ ওয়াজিব হবে না। আর বাঁধা ছাড়াই যদি স্বেচ্ছায় অলসতা বশত

---

[২৫৫]. **قال فى الدر:** (فإن عطلها صاحبها وكان خراجها موظفا أو أسلم) صاحبها (أو اشترى مسلم) من ذمي (أرض خراج) يجب الخراج.

قال الشامى: (قوله فإن عطلها صاحبها) أي عطل الأرض الصالحة للزراعة در منتقى .

قلت : في الخانية : له في أرض الخراج أرض سبخة لا تصلح للزراعة أو لا يصلها الماء ، إن أمكنه إصلاحها ولم يصلح فعليه الخراج إلا فلا . (قوله يجب الخراج) أما في التعطيل فلأن التقصير جاء من جهته ، وأما فيما بعده فلأن الخراج فيه معنى المؤنة فأمكن إبقاؤه على المسلم ، وقد صح أن الصحابة اشتروا أراضي الخراج وكانوا يؤدون خراجها وتمامه في الفتح

[২৫৬]. **قال فى رد المحتار:** قلت : ويستثنى من التعطيل ما ذكره في الإسعاف في فصل أحكام المقابر والربط لو جعل أرضه مقبرة أو خانا للغلة أو مسكنا سقط الخراج عنه ، وقيل لا يسقط والصحيح هو الأول وعليه مشى في المنظومة المحبية .

চাষাবাদ না করে, সেক্ষেত্রে খারাজে মুকাসামা ওয়াজিব হয় না। তবে খারাজে ওজীফা ওয়াজিব হয়। [২৫৭]

মাসআলা:-২৮২

খারাজী জমির মালিক যদি খরচের ব্যবস্থা করতে না পারায়, কিংবা চাষের আসবাবপত্র না থাকায়, অথবা অন্যকোনো গ্রহণযোগ্য কারণে জমি চাষে অপারগ হয়ে যায়, তাহলে ইসলামী হুকুমত তার জমির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলোর যেকোনো একটি গ্রহণ করতে পারবে:

১. তার জমি মুযারাআ (বর্গা) এর ভিত্তিতে অন্য কাউকে দিয়ে দিবে। মালিকের প্রাপ্ত অংশ থেকে খারাজ নিয়ে নিবে।

২. অন্যের কাছে ভাড়ায় দিবে । প্রাপ্ত ভাড়া থেকে খারাজ আদায় করে নিবে।

৩. বাইতুল মালের পক্ষ থেকে চাষের ব্যবস্থা করবে। সেক্ষেত্রে বাইতুল মাল খারাজ এবং ফসল থেকে প্রাপ্য অংশ দু'টিই নিবে।

৪. অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে যদি সে অপারগ হয়, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফের মতামত হল, বাইতুল মাল থেকে তাকে সুদমুক্ত ঋণ/ করজে হাসানা দেওয়া হবে।

৫. হুকুমত ভাল মনে করলে, জমি বিক্রি করে দিতে পারবে। সেক্ষেত্রে মূল্য থেকে খারাজ নিয়ে বাকিটা মালিককে দিয়ে দিবে।

---

[২৫৭]. **قال فى الدر:** (ولو منعه إنسان من الزراعة أو كان الخارج) خراج (مقاسمة لا) يجب شيء سراج ، قال الشامى: (قوله يجب الخراج) أما في التعطيل فلأن التقصير جاء من جهته ، وأما فيما بعده فلأن الخراج فيه معنى المؤنة فأمكن إبقاؤه على المسلم ، وقد صح أن الصحابة اشتروا أراضي الخراج وكانوا يؤدون خراجها وتمامه في الفتح (قوله لا يجب شيء) لأنه إذا منع ولم يقدر على دفعه لم يتمكن من الزراعة ولأن خراج المقاسمة يتعلق بعين الخارج مثل العشر فإذا لم يزرع مع القدرة لم يوجد الخارج بخلاف خراج الوظيفة لأنه يجب في الذمة بمجرد التمكن من الزراعة .

উল্লেখ্য, মালিকের অপারগতা দূর হয়ে যদি সক্ষমতা ফিরে আসে, তাহলে তাকে তার জমি ফেরৎ দেওয়া হবে। তবে বিক্রির সুরতে ফেরত দেওয়া যাবে না।[২৫৮]

মাসআলা:-২৮৩

খারাজী জমির মালিক যদি গ্রাম ছেড়ে অন্যকোথাও চলে যায়, বা চলে যেতে চায়, তাহলে তাকে চাষাবাদের জন্য গ্রামে ফিরিয়ে আনা কিংবা গ্রামে অবস্থান করতে বাধ্য করা জায়েয নেই। বরং সে চলে গেলে ইসলামী হুকুমত তার জমির ক্ষেত্রে ২৮২ নং মাসআলায় উল্লেখিত কর্মপন্থার মধ্য থেকে যেকোনো একটি গ্রহণ করবে।

তবে যদি কোনো জমির মালিক এমন হয় যে, সে গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে পুরো গ্রাম অনাবাদ হয়ে যাবে, আর সে কোনো জুলুম-অত্যাচার কিংবা বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে হঠকারিতা বশত চলে যায় বা যেতে চায়, তাহলে তাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে দেওয়া হবে না, আর গিয়ে থাকলে ফিরে আসতে বাধ্য করা হবে।[২৫৯]

---

[২৫৮]. **قال فى رد المحتار:** مطلب فيما لو عجز المالك عن زراعة الأرض الخراجية وبقي ما لو عجز مالكها عن الزراعة لعدم قوته وأسبابه فللإمام أن يدفعها لغيره مزارعة ليأخذ الخراج من نصيب المالك ويمسك الباقي للمالك ، وإن شاء آجرها وأخذ الخراج من الأجرة ، وإن شاء زرعها من بيت المال ، فإن لم يتمكن باعها وأخذ الخراج من ثمنها .

قال في النهاية : وهذا بلا خلاف لأنه من باب صرف الضرر العام بالضرر الخاص ، وعن أبي يوسف يدفع للعاجز كفايته من بيت المال قرضا ليعمل فيها زيلعي ، وفي الذخيرة : لو عادت قدرة مالكها ردها الإمام عليه إلا في البيع .

[২৫৯]. **قال فى رد المحتار:** (قوله وقد علمت إلخ) حاصله دفع ما يتوهم من قولهم : لو عطلها صاحبها يجب الخراج أنه لو ترك الزراعة لعذر أو لغيره أو رحل من القرية يجبر على الزراعة والعود وليس كذلك ؛ أما أولا فلما علمت من قولهم إن الإمام يدفعها لغيره مزارعة أو بالأجرة أو يبيعها ولم يقولوا بإجبار صاحبها ، وأما ثانيا فلما مر من أن الأراضي الشامية خراجها مقاسمة لا وظيفة فلا يجب بالتعطيل أصلا ، وأما ثالثا

মাসআলা:-২৮৪

খারাজী জমি বিক্রির সময় যদি বছরের এই পরিমাণ সময় অবশিষ্ট থাকে, যার ভিতর চাষাবাদ সম্ভব, তাহলে ঐ বছরের খারাজ ক্রেতার উপর বর্তাবে। আর যদি চাষাবাদযোগ্য সময় (তিন মাস) অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে খারাজ যথারীতি বিক্রয়কারীর উপর বর্তাবে। [২৬০]

মাসআলা:-২৮৫

فلأنها لما صارت لبيت المال صار المأخوذ منها أجرة بقدر الخراج ، والأجرة لا تلزم هنا بدون التزام ، إما بعقد الإجارة أو بالزراعة .

قال الخير الرملي في حاشية البحر أقول : رأيت بعض أهل العلم أفتى بأنه إذا رحل الفلاح من قريته ولزم خراب القرية برحيله أنه يجبر على العود وربما اغتر به بعض الجهلة ، وهو محمول على ما إذا رحل لا عن ظلم وجور ولا عن ضرورة بل تعنتا وأمر السلطان بإعادته للمصلحة وهي صيانة القرية عن الخراب ، ولا ضرر عليه في العود ، وأما ما يفعله الظلمة الآن من الإلزام بالرد إلى القرية مع التكاليف الشاقة والجور المفرط فلا يقول به مسلم ، وقد جعل الحصني الشافعي في ذلك رسالة أقام بها الطامة على فاعل ذلك فارجع إليها إن شئت.

[২৬০]. **قال فى الدر:** (باع أرضا خراجية إن بقي من السنة مقدار ما يتمكن المشتري من الزراعة فعليه الخراج وإلا فعلى البائع) عناية .

قال الشامى: (قوله باع أرضا خراجية إلخ) هذا إذا كانت فارغة لكن اختلفوا في اعتبار ما يتمكن المشتري من زراعته ، فقيل : الحنطة والشعير ، وقيل أي زرع كان وفي أنه هل يشترط إدراك الريع بكماله أولا . وفي واقعات الناطفي أن الفتوى على تقديره بثلاثة أشهر ، وهذا منه اعتبار لزرع الدخن وإدراك الريع فإن ريع الدخن يدرك في مثل هذه المدة .

وأما إذا كانت الأرض مزروعة فباعها مع الزرع ، فإن كان قبل بلوغه فالخراج على المشتري مطلقا ، وإن بعد بلوغه وانعقاد حبه فهو كما لو باعها فارغة ، ولو كان لها ريعان خريفي وربيعي وسلم أحدهما للبائع والآخر للمشتري فالخراج عليهما ، ولو تداولتها الأيدي ولم تمكث في ملك أحدهما ثلاثة أشهر فلا خراج على أحد .ا هـ .من التتارخانية ملخصا

খারাজী জমি বিক্রির সময় যদি জমিতে ফসল থাকে, তাহলে দেখতে হবে ফল ধরেছে কিনা। যদি ফল ধরার আগেই বিক্রি করা হয়, তাহলে খারাজ ক্রয়কারীর জিম্মায় বর্তাবে। আর ফল ধরার পর বিক্রি করা হলে, খারাজ বিক্রয়কারীর উপর বর্তাবে। (প্রাগুক্ত)

মাসআলা:-২৮৬

যদি জিমিটি এমন হয় যে, তাতে বছরে শীত ও গৃস্মের দু'মৌসুমে দু'বার ফসল হয়। আর ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের হাতেই জমিটি পূর্ণ এক মৌসুম অবস্থান করে, তাহলে খারাজের দায়িত্ব ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের উপরই বর্তাবে।

তবে যদি এমন হয় যে, একের পর এক বেচাকিনা চলছে। কারো হাতেই চাষাবাদ পরিমাণ সময় জমিটি ছিল না। সেক্ষেত্রে কারো উপরই খারাজ ওয়াজিব হবে না। (প্রাগুক্ত)

মাসআলা:-২৮৭

যে জমির খারাজ খারাজে ওজীফা, সে জমিতে বছরে কয়েকবার ফসল হলেও শুধু একবারই খারাজ আদায় করতে হবে। আর খারাজে মুকাসামার ক্ষেত্রে প্রত্যেকবার ফসল উঠলেই নির্ধারিত অংশ পরিশোধ করতে হবে।[২৬১]

মাসআলা:-২৮৮

কোনো মুসলিম ব্যক্তির এমন জমি আছে, যার খারাজ হলো খারাজে ওজীফা, তাহলে মালিক মুসলিম হওয়ায় ঐ জমির উৎপাদিত ফসল থেকে উশর গ্রহণ করা যাবে না। খারাজে মুকাসামার সুরতেও উশর নেওয়া যাবে না। এমনিভাবে কোনো কাফের যদি মুসলিম থেকে উশরী জমি ক্রয় করে, তাহলে তাকে উশরই

---

[২৬১]. **قال فى الدر:** (ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سنة لو موظفا وإلا) بأن كان خراج مقاسمة (تكرر) لتعلقه بالخارج حقيقة (كالعشر) فإنه يتكرر .

قال الشامى: (قوله ولا يتكرر الخراج إلخ) قال في الفتح : فالخراج له شدة من حيث تعلقه بالتمكن ، وله خفة باعتبار عدم تكرره في السنة ولو زرع فيها مرارا والعشر له شدة وهو تكرره بتكرر خروج الخارج وخفة بتعلقه بعين الخارج فإذا عطلها لا يؤخذ شيء .

দিতে হবে। কারণ, উশরী জমিতে খারাজ এবং খারাজী জমিতে উশর আরোপিত হয় না। [২৬২]

মাসআলা:-২৮৯

ইসলামী হুকুমত কর্তৃপক্ষের জন্য বিশেষ কারো জমির খারাজ না নেওয়া, অথবা নিয়ে তাকে হেবা করে দেওয়া জায়েয আছে। যদিও এটা সুপারিশ বা আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে হোকনা কেন। এমনিভাবে যার জমির খারাজ নেওয়া হয়নি কিংবা যাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে, সে যদি মালে খারাজ ভোগের উপযুক্ত হয় (যেমন: সে যদি মুজাহিদ, মুফতী, মুদাররিস, তালিবুল ইলম, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ওয়াজনসীহতকারী, হুকুমাতের আমলা ইত্যাদি হয়), তাহলে তার জন্য উক্ত মাল ভোগ করাও জায়েয। আর যদি সে খারাজের ব্যয়খাতের মধ্য থেকে কেউ না হয়, তাহলে সে উক্ত মাল সাদাকা করে দিবে। [২৬৩]

মাসআলা:-২৯০

---

[২৬২]. **قال فی الدر:** (ولا يؤخذ العشر من الخارج من أرض الخراج) لأنهما لا يجتمعان خلافا للشافعي

قال الشامی: (قوله ولا يؤخذ العشر إلخ) أي لو كان له أرض خراجها موظف لا يؤخذ منها عشر الخارج وكذا لو كان خراجها مقاسمة من النصف ونحوه وكذا لو كانت عشرية لا يؤخذ منها خراج لأنهما لا يجتمعان ، ولذا لم يفعله أحد من الخلفاء الراشدين ، وإلا لنقل وتمامه في الفتح.

[২৬৩]. **قال فی الدر:** (ترك السلطان) أو نائبه (الخراج لرب الأرض) أو وهبه له ولو بشفاعة (جاز) عند الثاني وحل له لو مصرفا وإلا تصدق به به يفتى ، وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور.

قال الشامی: (قوله أو وهبه له) بأن أخذه منه ثم أعطاه إياه (قوله عند الثاني) أي عند أبي يوسف وقال محمد : لا يجوز بحر ولم يظهر لي وجه قول محمد إن كان مراده أنه لا يجوز ولو كان مصرفا للخراج (قوله وحل له لو مصرفا) أعاده لأن قوله : جاز أي جاز ما فعله السلطان بمعنى أنه لا يضمن ، ولا يلزم من ذلك حله لرب الأرض ، وفي القنية ويعذر في صرفه إلى نفسه إن كان مصرفا كالمفتي ، والمجاهد والمعلم والمتعلم والذاكر والواعظ عن علم ، ولا يجوز لغيرهم ، وكذا إذا ترك عمال السلطان الخراج لأحد بدون علمه . (قوله خلاف المشهور) أي مخالف لما نقله العامة عن أبي يوسف نهر.

ইসলামী হুকুমত কর্তৃপক্ষের জন্য উশরী জমির উশর না নেওয়া বা মওকুফ করে দেওয়া জায়েয নেই। যদি কখনো ইসলামী হুকুমত কর্তৃপক্ষ কারো উশর মওকুফ করেও থাকে, তবু তার জন্য উশর আদায় থেকে বিরত থাক জায়েয নেই। বরং সেক্ষেত্রে তার করণীয় হল, নিজ দায়িত্বে উশর বের করে ফকীর-মিসকীনদেরকে দিয়ে দেওয়া।[২৬৪]

মাসআলা:-২৯১

ইসলামী হুকুমত কর্তৃপক্ষ যেমনিভাবে বাইতুল মালের যেকোনো সম্পদ মাসলাহা অনুযায়ী যেকাউকে দেওয়ার অধিকার রাখে, তেমনিভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমিও মাসলাহা মোতাবেক যেকাউকে দেওয়ার অধিকার রাখে। বাইতুল মালের কোনো জমি যদি কাউকে মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে উক্ত জমির মালিক হয়ে যাবে। সে চাইলে বিক্রিও করতে পারবে। তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ উক্ত জমির মালিক সাব্যস্ত হবে। পরবর্তী কোনো হুকুমাতের জন্য ঐ দান ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ নয়। প্রদানকৃত জমিটি যদি উশরী জমি হয়, তাহলে গ্রহিতা উশর আদায় করবে। আর খারাজী হলে খারাজ আদায় করবে।

উল্লেখ্য, দারুল ইসলামের সমস্ত পতিত জমি এবং এমন সব জমি যা ব্যক্তি মালিকানাধীন নয়, তা বাইতুল মালের সম্পদ বলে বিবেচিত হবে।[২৬৫]

---

[২৬৪]. **قال فى الدر:** (وَلَوْ تَرَكَ الْعُشْرَ لَا) يَجُوزُ إجْمَاعًا وَيُخْرِجُهُ بِنَفْسِهِ لِلْفُقَرَاءِ سِرَاجٌ ، خِلَافًا لِمَا فِي قَاعِدَةِ تَصَرُّفِ الْإِمَامِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ مِنْ الْأَشْبَاهِ مَعْزِيًّا لِلْبَزَّازِيَّةِ فَتَنَبَّهْ.

قال الشامى: (قوله لا يجوز إجماعا) لعل وجهه أن العشر مصرفه مصرف الزكاة لأنه زكاة الخارج ، ولا يكون الإنسان مصرفا لزكاة نفسه بخلاف الخراج ، فإنه ليس زكاة ولذا يوضع على أرض الكافر هذا ما ظهر لي تأمل.

[২৬৫]. **قال فى رد المحتار:** قال أبو يوسف رحمه الله تعالى في كتاب الخراج ، وللإمام أن يقطع كل موات وكل ما ليس فيه ملك لأحد ، ويعمل بما يرى أنه خير للمسلمين ، وأعم نفعا وقال أيضا : وكل أرض ليست لأحد ، ولا عليها أثر عمارة فأقطعها رجلا فعمرها ، فإن كانت في أرض الخراج أدى عنها الخراج وإن كانت عشرية ففيها العشر ، وقال في ذكر القطائع إن عمر اصطفى أموال كسرى ، وأهل كسرى ، وكل من فر عن أرضه أو قتل في المعركة وكل مفيض ماء أو أجمة فكان عمر يقطع من هذا لمن أقطع ، قال أبو

মাসআলা:-২৯২

হানাফী মাযহাব মতে, উশর ও খারাজ আদায় শুধু উৎপাদিত ফসলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং মূল্য দ্বারাও উশর-খারাজ আদায় করা যায়। অতএব, উশর ও খারাজে মুকাসামা উভয় ক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসল না দিয়ে প্রদেয় ফসলের সমপরিমাণ মূল্য আদায় করলেও উশর ও খারাজ আদায় হয়ে যাবে।[৩৬৬]

বি. দ্র. দারুল হারবের জমি উশরীও নয়, খারাজীও নয়। তাই বর্তমান (২০১৯ ইং) বাংলাদেশের জমি উশরীও নয়, খারাজীও নয়। কারণ, বর্তমান বাংলাদেশ দারুল হারব।

يوسف : وذلك بمنزلة بيت المال الذي لم يكن لأحد ، ولا في يد وارث فللإمام العادل أن يجيز منه ويعطي من كان له عناء في الإسلام ، ويضع ذلك موضعه ، ولا يحابي به فكذلك هذه الأرض ، فهذا سبيل القطائع عندي في أرض العراق ، وإنما صارت القطائع يؤخذ منها العشر لأنها بمنزلة الصدقة .

قلت : وهذا صريح في أن القطائع قد تكون من الموات ، وقد تكون من بيت المال لمن هو من مصارفه ، وأنه يملك رقبة الأرض ، ولذا قال يؤخذ منها العشر ، لأنها بمنزلة الصدقة ، ويدل له قوله أيضا : وكل من أقطعه الولاة المهديون أرضا من أرض السواد وأرض العرب والجبال من الأصناف التي ذكرنا أن للإمام أن يقطع منها ، فلا يحل لمن يأتي بعدهم من الخلفاء أن يرد ذلك ، ولا يخرجه من يد من هو في يده وارث أو مشتر ، ثم قال : والأرض عندي بمنزلة المال فللإمام أن يجيز من بيت المال من له عناء في الإسلام ، ومن يقوى به على العدو ويعمل في ذلك بالذي يرى أنه خير للمسلمين وأصلح لأمرهم وكذلك الأرضون يقطع الإمام منها من أحب من الأصناف .

فهذا يدل على أن للإمام أن يعطي الأرض من بيت المال ، على وجه التمليك لرقبتها كما يعطي المال ، حيث رأى المصلحة إذ لا فرق بين الأرض والمال في الدفع للمستحق فاغتنم هذه الفائدة ، فإني لم أر من صرح بها وإنما المشهور في الكتب أن الإقطاع تمليك الخراج مع بقاء رقبة الأرض لبيت المال.

[৩৬৬]. **قال فى البدائع:** وأما صفة الواجب فالواجب جزء من الخارج؛ لأنه عشر الخارج، أو نصف عشره وذلك جزؤه إلا أنه واجب من حيث إنه مال لا من حيث إنه جزء عندنا حتى يجوز أداء قيمته عندنا وعند الشافعي الواجب عين الجزء ولا يجوز غيره وهي مسألة دفع القيم وقد مرت فيما تقدم.

পরিশিষ্ট

এ অধ্যায়ে আমরা জিহাদ-কিতাল সংক্রান্ত বিক্ষিপ্ত কিছু মাসআলা আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

মাসআলা:-২৯৩

ঈমান কিংবা আমান ছাড়া কাফেরদের জান-মাল মুসলিমদের নিকট নিরাপদ নয়। অতএব, প্রত্যেক এমন কাফের যাকে মুসলিমগণ জিম্মাচুক্তি, সন্ধি কিংবা সাময়িক নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে নিরাপত্তা দেয়নি, তার জান ও মাল মুসলিমদের জন্য হালাল। কাফেরকে শুধু কুফরের কারণেই হত্যা করা হালাল। চাই সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে স্বশরীরে কিংবা বুদ্ধিপরামর্শ দিয়ে যুদ্ধে শরীক হোক বা না হোক। সে কাফের, সে আল্লাহকে অস্বীকার করে, এতটুকু অপরাধই তার জান-মাল হালাল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এটা এমন এক ইজমায়ী মাসআলা যে সম্পর্কে কোনো মুজতাহিদ ও ফকীহ-এর দ্বিমত নেই। কুরআন-সুন্নাহয় এ সম্পর্কে ভুরিভুরি দলীল রয়েছে। আমরা যেহেতু সংক্ষেপ করণ হেতু দলীলের আলোচনা থেকে বিরত থেকেছি, তাই এখানে দলীল উল্লেখ করা হল না। তবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য রেফারেন্সে বর্ণিত কিতাবটি দেখার অনুরোধ করা গেল।[২৬৭]

মাসআলা:-২৯৪

এমন হারবী কাফের যাকে মুসলিমগণ নিরাপত্তা দেয়নি, তাকে গুপ্ত হত্যা করা বৈধ। সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎপেতে থেকে তাকে হত্যা করা এবং তার অর্থকড়ি, সামানপত্র ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হালাল।

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. সূরা তাওবার ৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ' তোমরা কাফেরদেরকে হাতের কাছে পেয়ে যাওয়াতেই সন্তুষ্ট হয়ো না। বরং তাদের দিকে অগ্রসর হও। তাদেরকে তাদের দূর্গ ও কেল্লায় অবরোধ করে রাখ। তাদের চলা-ফেরার পথে ওঁৎপেতে বসে থাক। যাতে করে জীবন তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়। এমনকি নিহত হওয়া কিংবা ইসলাম কবুল করার মধ্য

---

[২৬৭]. মাসাইলু মিন ফিকহিল জিহাদ-আবু আবদিল্লাহ আলমুহাজির পৃ.২৯-৪৭

থেকে যেকোনো একটি গ্রহণ করতে তারা বাধ্য হয়ে যায়।' (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা তাওবা আয়াত:৫)।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ যেহেতু দারুল হারব। তাই এদেশে অবস্থানরত কাফেরদেরকে হত্যা করা, তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করা, তাদের মালামাল লুণ্ঠন করা সবই হালাল। তবে কেউ যদি কোনো সহীহ জিহাদী কাফেলার সাথে সংযুক্ত থাকে, তাহলে তার জন্য তার আমীরের নির্দেশনা ছাড়া এ কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। এমনিভাবে এধরণের কাজে অগ্রসর হওয়ার আগে মুসলিমদের উপকার-অপকার, কল্যাণ-অকল্যাণ উভয়দিক বিবেচনা করে অগ্রসর হওয়া উচিত। [২৬৮]

মাসআলা:-২৯৫

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মুজাহিদদের পক্ষ থেকে কাফেরদের উপর যে ফিদাঈ (আত্মঘাতি) হামলা হয়, তা পরিপূর্ণ বৈধ। এ ধরণের হামলার নজীর সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর যুদ্ধকৌশলের মধ্যেও পাওয়া যায়। ফিদাঈ হামলায় একজন মুজাহিদ নিজের পরিধেয় বস্ত্রের ভিতর কিংবা গাড়ি বোঝাই করে বিস্ফোরক নিয়ে আল্লাহর শত্রুদের কোনো আড্ডা বা স্থাপনার উপর বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে মুজাহিদ নিজেও শহীদ হয়, আর আল্লাহর শত্রুদেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। এই ফিদাঈ বা ইস্তিশহাদী হামলা আল্লাহর রহমতে মুজাহিদদের আবিষ্কৃত এমন এক অস্ত্র, যার বিকল্প কোনো অস্ত্র আজ পর্যন্ত কাফেররা ময়দানে আনতে পারেনি। আর পারবেও না ইনশাআল্লাহ।

ফিদাঈ হামলা যেমনিভাবে জান্নাতে যাওয়ার সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ, তেমনি এটা এই মাজলূম ও দুর্বল উম্মাহর জাগরণ, প্রতিশোধ গ্রহণ এবং কাফেরদের শক্তি সামর্থ্য ধ্বংসের এক অব্যর্থ কৌশল। তাই যারা অতিদ্রুত দুনিয়ার ঝামেলা চুকিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার সাথে সাক্ষাত করত জান্নাতের নেয়ামতরাজির মধ্যে হারিয়ে যেতে চায় এবং উম্মাহর জাগরণে তথা দ্বীন

---

[২৬৮]. বিস্তারিত দেখুন: মাসাইলু মিন ফিকহিল জিহাদ-আবু আবদিল্লাহ আলমুহাজির পৃ.৬৫-৭৮

প্রতিষ্ঠায় নিজের জান-মাল উৎসর্গ করতে চায়, তাদের জন্য ফিদাঈ হামলার পথে অগ্রসর হওয়া উচিত। নিজেকে ফিদাঈ হামলার জন্য তৈরি করা উচিত।[২৬৯]

মাসআলা:-২৯৬

কোথাও যদি আল্লাহর শত্রুরা মুজাহিদদের হামলা থেকে বাঁচার জন্য মুসলিম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় নিজেদের কোনো অফিস, ঘাটি, চৌকি ইত্যাদি নির্মাণ করে, তাহলে তাদের বদ উদ্দেশ্যকে বানচাল করে দিয়ে তাদেরকে নিশানা করে ভারি অস্ত্র ব্যবহার করাও জায়েয আছে। অস্ত্রের আঘাতে আশপাশে অবস্থানরত মুসলিমগণ হতাহত হলে বা তাদের ঘর-বাড়ি নষ্ট হলে মুজাহিদদের কোনো গুনাহ হবে না। ক্ষতিপূরণ দেওয়াও ওয়াজিব হবে না। আর নিহত মুসলিমগণ শহীদ বলে গণ্য হবেন।[২৭০]

তবে কোনো জিহাদী সংগঠন এজাতীয় হামলা করতে চাইলে, লাভ-ক্ষতি এবং দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিলে ভাল হবে। গেরিলা যুদ্ধের ক্ষেত্রে গেরিলা মুজাহিদদেরকে অনেক সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। অনেক সময় বদনাম, দুর্নাম, উম্মাহর অজ্ঞতা ইত্যাদি কারণে অনেক বৈধ হামলাও পরিত্যাগ করতে হয়। তাই সতর্কতা কাম্য।

মাসআলা:-২৯৭

যুদ্ধের সুবিধা বা প্রয়োজনে এবং প্রয়োজন ব্যতিরেকেও কাফেরদের ঘর-বাড়ি, দূর্গসহ যেকোনো স্থাপনা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া, ফসলের ক্ষেত মারানো, ফলের বাগান কেটে ফেলা, জ্বালিয়ে দেয়া সবই বৈধ। মোট কথা যেসব জিনিস দ্বারা কাফেরদের শক্তি অর্জন করার সম্ভাবনা রয়েছে, সেসব ভেঙ্গে ফেলা, ধ্বংস করা ও নষ্ট করা মুজাহিদদের জন্য জায়েয।[২৭১]

মাসআলা:-২৯৮

---

[২৬৯]. বিস্তারিত দেখুন: মাসাইলু মিন ফিকহিল জিহাদ-আবু আবদিল্লাহ আলমুহাজির পৃ.৭৯-১১৮

[270]. বিস্তারিত দেখুন: মাসাইলু মিন ফিকহিল জিহাদ-আবু আবদিল্লাহ আলমুহাজির পৃ.১৮৯-২১৯

[২৭১]. বিস্তারিত দেখুন: মাসাইলু মিন ফিকহিল জিহাদ-আবু আবদিল্লাহ আলমুহাজির পৃ.২২১-২৪৩

মুসলিমদের মালিকানাধীন কোনো ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা যদি কাফেরদের হাতে থাকে (হয়তো সেটা তারা ভাড়া নিয়েছে বা অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছে), তাহলে সেটাও ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া জায়েয আছে। যেমন ধরুন, প্রশাসন একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে তারা থানা বা পুলিশ ফাঁড়ি বানাল। তাহলে বাড়ির মালিক মুসলিম হওয়া সাত্ত্বেও মুজাহিদদের জন্য এই বাড়ি বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া জায়েয আছে। সেক্ষেত্রে মুজাহিদদের উপর কোনো ক্ষতিপূরণও ওয়াজিব হবে না। (প্রাগুক্ত)

মাসআলা:-২৯৯

মুজাহিদগণ নিজেদের কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য হারবী কাফেরদেরকে অপহরণ করতে পারবে। এতে শরীয়ত মতে কোনো বাঁধা নেই। যেমনিভাবে একজনকে অপহরণ করা জায়েয তেমনিভাবে একাধিক বা একদল কাফেরকে একসাথে অপহরণ করাও জায়েয। অপহরণকৃতদেরকে রশি, শিকল বা বেড়ি দিয়ে বাঁধাও জায়েয আছে। [২৭২]

মাসআলা:-৩০০

মুসলিমদের মধ্য থেকে কেউ যদি কাফেরদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করে, মুসলিমদের বিভিন্ন সংবাদ কাফেরদের সরবারহ করে। ফলে কাফেররা সেসব সংবাদের ভিত্তিতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে হত্যা, গ্রেফতারসহ বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুযোগ পায়। সেক্ষেত্রে এই ব্যক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করায় এবং কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করায় সে কাফের হয়ে যাবে। তার বিবাহ ভেঙ্গে যাবে। তার সমস্ত নেক আমল বাতিল হয়ে যাবে। আখেরাতে সে চিরকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়া যাবে না এবং তাকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করাও যাবে না। মুসলিমদের জন্য তার জান-মাল হালাল হয়ে যাবে। সুযোগ পেলে তাকে হত্যা করা এবং তার মাল গনীমতরূপে গ্রহণ করা বৈধ। [২৭৩]

---

[২৭২]. বিস্তারিত দেখুন: মাসাইলু মিন ফিকহিল জিহাদ-আবু আবদিল্লাহ আলমুহাজির পৃ.২৪৫-২৫০

[২৭৩]. বিস্তারিত দেখুন: মাসাইলু মিন ফিকহিল জিহাদ-আবু আবদিল্লাহ আলমুহাজির পৃ.৩১৮-৪২৩

উল্লেখ্য, আমেরিকা ও ইন্ডিয়ার গোলাম বর্তমান (২০১৯ইং) বাংলাদেশের মুরতাদ সরকারের বিরুদ্ধে যেসব জিহাদী সংগঠন জিহাদের ঘোষণা দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে যদি কোনো মুসলিম ধারাবাহিক গোয়েন্দাগিরি করে, জঙ্গী মুজাহিদদের সংবাদ নিয়মিত মুরতাদ সরকারের পুলিশ, র‍্যাব, আর্মি, ডিবি ইত্যাদি সংস্থার কাছে পৌঁছে দেয়, মুজাহিদদেরকে ধরিয়ে দেয়, তাহলে ঐ মুসলিমও কাফের-মুরতাদে পরিণত হবে। তার জান-মাল হালাল হয়ে যাবে। তবে এলাকার সাধারণ মানুষ যদি সরকারি প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে মুজাহিদদেরকে ধরিয়ে দেয়, তাহলে অজ্ঞতার কারণে তারা কাফের বা মুরতাদ হবে না বটে। তবে তাদের এ কাজ অনেক বড় গুনাহের কাজ বলে সাব্যস্ত হবে।

মাসআলা:-৩০১

মৌলিকভাবে কাফের, যেমনঃ ইহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, অগ্নিপুজক ইত্যাদি মৌলিক কাফেরদের কেউ যদি মুজাহিদ বাহিনীর কাছে আটক হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা, বন্দি করে রাখা, গোলাম বানানো, বন্দিবিনিময় করা কিংবা অর্থের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া অথবা এমনিতেই ছেড়ে দেয়া জায়েয আছে। আমীরুল মুজাহিদীন যেটা মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর মনে করবেন, সেটাই করতে পারবেন।

তবে কোনো মুরতাদকে বা মুরতাদ বাহিনীর কোনো সদস্যকে গ্রেফতার করা হলে, তাকে হত্যা করা ব্যতীত অন্য কোনো অপশন নেই। তাকে ছেড়েও দেওয়া যাবে না, বন্দিবিনিময়ও করা যাবে না, মুক্তিপনও আদায় করা যাবে না। তার জন্য হত্যাই একমাত্র নির্ধারিত শাস্তি। তবে সে যদি তাওবা করে মুসলিম হয়ে যায়, তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে না। [২৭৪]

মাসআলা:-৩০২

[২৭৪] . বিস্তারিত দেখুন: মাসাইলু মিন ফিকহিল জিহাদ-আবু আবদিল্লাহ আলমুহাজির পৃ.৪৫৫-৪৬৭

তথ্য উদ্ধারের জন্য শত্রু বন্দিকে প্রহার করাসহ বিভিন্ন ধরনের মানসিক ও শারীরিক শাস্তি প্রদান করা বৈধ। তবে তার কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা যাবে না।[২৭৫]

মাসআলা:-৩০৩

মুজাহিদীনের সাথে যুদ্ধে যেসব হারবী কাফের বা মুরতাদ নিহত হবে, তাদের লাশ বিক্রি করা কিংবা লাশের বিনিময়ে কাফেরদের কাছে বন্দি মুসলিমদেরকে ছাড়ানো জায়েয নেই। কোনো বিনিময় ছাড়াই কাফেরদের লাশ কাফেরদের কাছে হস্তান্তর করা হবে, যদি তারা চায়।[২৭৬]

মাসআলা:-৩০৪

নিহত হারবী কাফের-মুরতাদদের লাশ যেখানে সেখানে যেমন তেমন ফেলে রাখা জায়েয আছে। জীবিত অবস্থায় তাদের যেমন কোনো হুরমত বা সম্মান নাই, মৃত অবস্থাতেও তাদের কোনো সম্মান নাই। তবে যদি লাশ পঁচে দুর্গন্ধ ছড়ানোর আশংকা থাকে, মুসলিমদের কষ্ট হওয়ার ভয় থাকে, সেক্ষেত্রে মাটিচাপা দেওয়া উচিত।[২৭৭]

মাসআলা:-৩০৫

কোনো মুসলিমকে কাফেররা চ্যালেঞ্জ করলে তার যদি প্রবল ধারণা হয় যে, কাফেররা বন্দি করে তাকে হত্যা করে ফেলবে, তাহলে তার দায়িত্ব হল, নিজের সাধ্য ও সামর্থ্যানুযায়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং পালানোর চেষ্টা করা। স্বেচ্ছায় তাদের হাতে নিজেকে অর্পণ না করা। এক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলা সবার সমান দায়িত্ব।

---

[২৭৫]. বিস্তারিত দেখুন: মাসাইলু মিন ফিকহিল জিহাদ-আবু আবদিল্লাহ আলমুহাজির পৃ.৪৬৮-৪৭১

[২৭৬]. বিস্তারিত দেখুন: মাসাইলু মিন ফিকহিল জিহাদ-আবু আবদিল্লাহ আলমুহাজির পৃ.৪৭১-৪৭৬

[২৭৭]. বিস্তারিত দেখুন: মাসাইলু মিন ফিকহিল জিহাদ-আবু আবদিল্লাহ আলমুহাজির পৃ.৪৭৬-৪৮৩

আর যদি হত্যার ব্যাপারে প্রবল ধারণা না হয়, বরং কিছু দিন বন্দিত্ব বরণের পর মুক্তিরও আশা থাকে, সেক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ জায়েয আছে।[২৭৮]

মাসআলা:-৩০৬

কোনো মুসলিম মহিলা যদি বুঝতে পারে যে, তাকে গ্রেফতার করে তার শ্লীলতাহানি করা হবে, ধর্ষণ করা হবে, তাহলে বন্দিত্ব এড়ানোর জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা তার জন্য জরুরী। প্রতিরোধ করলে যদি হত্যার আশংকা থাকে, তবুও প্রতিরোধ করতে হবে। নিহত হওয়ার ভয় করা যাবে না। প্রতিরোধ ছাড়াই স্বেচ্ছায় তাদের হাতে নিজেকে অর্পণ করা জায়েয নেই। ইজ্জত বাঁচানোর জন্য তাদের হাতে মৃত্যুবরণ করে নিতেও পিছপা হওয়া যাবে না।

আর যদি গ্রেফতার হয়েও যায়, তবু তাদের হুমকি-ধমকি কিংবা হত্যার ভয়ে শ্লীলতাহানির সুযোগ দেওয়া জায়েয নেই। বরং তাদেরকে প্রতিহত করবে। প্রয়োজনে মৃত্যুকে বরণ করে নিবে। তবু সাধ্য থাকাবস্থায় তাদেরকে বদ কাজের সুযোগ দিবে না।(প্রাগুক্ত)

মাসআলা:-৩০৭

মুসলিম বন্দি যদি কাফেরদের কায়েদখানা থেকে পালানোর কোনো সুযোগ পায়, তাহলে পলায়ন করা জরুরী। কাফের-মুরতাদ প্রহরীকে হত্যা করে পালানোর সুযোগ থাকলে, তাদেরকে হত্যা করে পালাবে।

বন্দি মুজাহিদের প্রবল ধারণা হচ্ছে যে, সে একাকী কাফেরদের উপর চড়াও হলে তাদের বেশ ক্ষতি হবে, কিংবা নিদেন পক্ষে তারা প্রচণ্ড রকম ভীতসন্ত্রস্ত হবে। কিন্তু এটাও নিশ্চিত যে, এই হামলার পর তারা তাকেও মেরে ফেলবে, তাহলে এমতাবস্থায় বন্দি মুজাহিদের জন্য একাকী তাদের উপর চড়াও হওয়া জায়েয আছে। হামলার পর তারা তাকে মেরে ফেললে সে শহীদ হয়ে যাবে।

---

[২৭৮]. বিস্তারিত দেখুন: মাসাইলু মিন ফিকহিল জিহাদ-আবু আবদিল্লাহ আলমুহাজির পৃ.৫২১-৫২৪

আর যদি তাদের কাউকে হত্যা, উল্লেখযোগ্য ক্ষতিসাধন কিংবা প্রচণ্ডরকম ভীতসন্ত্রস্ত করার ব্যাপারে প্রবল ধারণা না হয়, সেক্ষেত্রে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ না করাই শ্রেয়। [২৭৯]

মাসআলা:-৩০৮

বন্দি মুজাহিদদের মধ্য থেকে একজন কাফেরদেরকে বলল, আমি ডাক্তার/ডাক্তারি বিদ্যা জানি। তখন তারা তার কাছে ঔষধ চাইল। সে যদি ইচ্ছাকৃত ভুল ঔষধ দিয়ে কিংবা ঔষদের নামে বিষপান করিয়ে তাদেরকে হত্যা করে, তাহলে তাতে কোনো গুনাহ নেই। বরং এতে সে কাফের হত্যার সাওয়াব পাবে। তবে কাফেরদের মধ্য থেকে ইচ্ছাকৃত যাদেরকে হত্যা করা জায়েয নেই, যেমন: নারী-শিশু তাদেরকে এজাতীয় ঔষধ বা বিষপান করিয়েও হত্যা করা জায়েয হবে না। [২৮০]

মাসআলা:-৩০৯

মুজাহিদ যদি পালানোর জন্য জেলখানার প্রাচীরের উপর ওঠে। আর সেখান থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়, তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই। সে শহীদ বলে গণ্য হবে। তবে প্রাচীর থেকে নিচে পড়লে মৃত্যুনিশ্চিত মনে হলে, কিংবা মৃত্যুর প্রবল ধারণা হলে প্রাচীর ডিঙ্গানোর কাজে অগ্রসর হওয়া মাকরূহ। (প্রাগুক্ত)

মাসআলা:-৩১০

বন্দি মুজাহিদ/মুসলিম থেকে কাফের-মুরতাদ গোষ্ঠি এই মর্মে অঙ্গিকার গ্রহণ করে তাকে ছেড়ে দিল যে, 'সে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে না'। তাহলে এই অঙ্গিকার পালন করা এবং এই অঙ্গিকারের ভিত্তিতে জিহাদ পরিত্যাগ করা মুজাহিদের জন্য জায়েয হবে না। বরং এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাদের বিরুদ্ধে পুনরায় পূর্ণউদ্যমে জিহাদে যোগদান করা জরুরী। কারণ, কোনো ফরয

---

[২৭৯] .শরহুসসিয়ারিল কাবীর:4/৯৭

[২৮০] . শরহুসসিয়ারিল কাবীর:4/৩০৬-১০,

বিস্তারিত দেখুন: মাসাইলু মিন ফিকহিল জিহাদ-আবু আবদিল্লাহ আলমুহাজির পৃ.৫২৫-৫৩৭

ইবাদাত কারো সাথে কৃত অঙ্গীকারের অজুহাতে ছেড়ে দেয়ার অবকাশ শরীয়তে নেই। [২৮১]

মাসআলা:-৩১১

বন্দি মুসলিম বা মুজাহিদকে যদি কাফের-মুরতাদরা প্রচণ্ড প্রহার, হত্যা বা অঙ্গহানির হুমকি দিয়ে মদ বা শুকর খেতে বাধ্য করে, তাহলে তার জন্য মাদ/শুকর ভক্ষণ করে জান ও অঙ্গ বাচানো জরুরী। যদি সে খেতে অস্বীকৃতি জানায়, ফলে তারা তাকে হত্যা করে ফেলে, বা অঙ্গ কর্তন করে ফেলে তাহলে সে গুনাহগার হবে। তবে যদি তাকে প্রচণ্ড প্রহার, হত্যা বা অঙ্গহানির হুমকী দিয়ে কুফরী করতে বাধ্য করে, আর সে কুফরী না করে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়, তাহলে তার কোনো গুনাহ হবে না। বরং এক্ষেত্রে সে প্রভুত সাওয়াবের অধিকারী হবে। এমনিভাবে কোনো মুসলিমকে যদি প্রচণ্ড প্রহার, অঙ্গ কর্তন কিংবা জীবন নাশের হুমকি দিয়ে যিনা, ধর্ষণ বা অন্যকোনো মুসলিমকে হত্যা করতে কিংবা তার সম্পদ ধ্বংস করতে বাধ্য করা হয়, তথাপি তার জন্য এসব কাজ জায়েয হবে না। বরং সে ধৈর্যধারণ করবে এবং মৃত্যুকে বরণ করে নিবে। [২৮২]

মাসআলা:-৩১২

কোনো মুসলিমের উপর যদি কাফের-মুরতাদ গোষ্ঠি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে চায়, তাহলে মুসলিমের জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় তাদেরকে তার হত্যার ব্যাপারে কোনোরূপ সহযোগিতা করা জায়েয নেই। যেমন, তারা যদি বলে তুমি তোমার গর্দান এগিয়ে দাও, তুমি এই জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে প্রবেশ কর, কিংবা বলল, তুমি ফাঁসির রশি গলায় ঝুলাও, তাহলে এসব ক্ষেত্রে তাদের কথা সে মান্য করবে না। বরং তাদেরকেই তাদের কাজ সাড়তে দিবে।

তবে যদি সে মনে করে যে, তাদের কথা মান্য করলে তারা তার উপর রহমদিল হয়ে তাকে ছেড়ে দিতে পারে, কিংবা অতিরিক্ত মারধোর থেকে বাঁচার জন্য অথবা হত্যার

---

[২৮১] . বিস্তারিত দেখুন: মাসাইলু মিন ফিকহিল জিহাদ-আবু আবদিল্লাহ আলমুহাজির পৃ.৫৩৮-৫৩৯

[২৮২] . শরহুসসিয়ারিল কাবীর পৃ.১৪২৭, বাবুল মুকরাহ আলা শুরবিল খমরি ওয়া আকলিল খিনঝীর।

এই পন্থা গ্রহণ না করলে, আরো ভয়ানক কোনো পদ্ধতির ভয় করে, তাহলে এসব ক্ষেত্রে তার জন্য তাদের কথামত কাজ করা জায়েয আছে। [২৮৩]

মাসআলা:-৩১৩

কাফের-মুরতাদগোষ্ঠি যেসব মুসলিমকে বন্দি করে রেখেছে, তাদেরকে তাদের বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করা অন্যান্য মুসলিমদের উপর একটি ফরয দায়িত্ব। বিষেশত জিহাদের কাজের সাথে যুক্ত কেউ যদি বন্দি হয়, তাহলে তাকে উদ্ধার করার গুরুত্ব আরো বেশি বেড়ে যায়। বর্তমান বিশ্বের কাফের ও তাদের দোসর মুরতাদ সরকারের পালিত বাহিনীগুলো বন্দি মুজাহিদীনের সাথে অসভ্য হিংস্র হায়েনার চেয়েও বেশি বিভিষিকাময় আচরণ করে। মুসলিমদেরকে যারপর নাই বেইজ্জত করে। ঈমান-আমল, ধন-সম্পদ সর্বক্ষেত্রে পরীক্ষায় নিপতিত করে। এহেন পরিস্থিতিতে নির্যাতিত বন্দি মুসলিমকে কাফের-মুরতাদ গোষ্ঠির জেলখানা নামক জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করা অন্যান্য মুসলিম বিশেষ করে মুজাহিদদের উপর নিজেদের সর্বোচ্চ সাধ্য ব্যয় করে হলেও বড় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই মুসলিম বন্দিদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা আমাদের কর্তব্য। [২৮৪]

মাসআলা:-৩১৪

যদি কোনো মুসলিম তার যাবতীয় সম্পদের একতৃতীয়াংশ আল্লাহর রাস্তায় দানের ওসিয়াত করে যায়, যেমন সে বলল, 'আমার সম্পদের একতৃতীয়াংশ ফি-সাবীলিল্লাহ/আল্লাহর রাস্তায় দিলাম'- তাহলে তার এই ওয়াসিয়ত কার্যকর হবে। সেক্ষেত্রে তার ওয়াসিয়তকৃত মাল, ফকীর-মিসকীনদেরকে দেওয়া হবে। বিশেষত আল্লাহর পথের মুজাহিদদের মধ্য থেকে যারা ফকীর-মিসকীন এবং হাজতমান্দ এই মাল দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। কারণ, পূর্বাপরের কোনো বিশেষণ মুক্তাবস্থায় যখন 'ফি-সাবীলিল্লাহ' একাকী ব্যবহার

---

[২৮৩]. শরহুসসিয়ারিল কাবীর পৃ.১৪৯৬-৯৭

[২৮৪]. বিস্তারিত দেখুন: মাসাইলু মিন ফিকহিল জিহাদ-আবু আবদিল্লাহ আলমুহাজির পৃ.৫৪৫-৫৫৩

হয়, তখন এর দ্বারা 'জিহাদ' উদ্দেশ্য হয়। তবে এই মাল থেকে ধনী মুজাহিদকে দেওয়া যাবে না।[২৮৫]

মাসআলা:-৩১৫

তাগুতের গোয়েন্দাবাহিনীর সদস্যরা যদি সন্দেহভাজন কোনো মুজাহিদকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে এবং তাকে তার ঈমান-আকীদা ও তাগুতী সরকারের ব্যাপারে তার অবস্থান এবং মুজাহিদীনের সাথে তার কোনো যোগাযোগ আছে কিনা মর্মে জিজ্ঞাসাবাদ করে, সেক্ষেত্রে আটক ব্যক্তির জন্য তাগুতের গ্রেফতারী ও নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য ইশারা ইংগিতে মিথ্যা বলা কিংবা স্পষ্টত অসত্য কথা বলা উভয়-ই জায়েয আছে।[২৮৬]

মাসআলা:-৩১৬

জিহাদের প্রয়োজনে দারুল হারবে অবস্থানকালে বাহ্যিকভাবে কাফেরদের বেশভুষা গ্রহণ করা জায়েয আছে, যেন কাফেররা তাকে আলাদা করতে না পারে। আত্মোগোপন, জান বাঁচানো এবং বিশেষ কোনো জিহাদী অপারেশনের প্রয়োজনে দাড়ি কাঁটা ও ছাঁচা ও জায়েয।

বি.দ্র. কোনো জিহাদী তানযীমের সাথে যুক্ত ব্যক্তি দাড়ির ব্যাপারে নিজে নিজে ফায়সালা নিবে না। বরং উপরস্থ আমীরগণের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।[২৮৭]

মাসআলা:-৩১৭

---

[২৮৫]. وفى شرح السير الكبير: قال مُحَمَّد - رحمه الله تعالى -: إذا أوصى الرجل فقال: ثلث مالي وصية في سبيل الله، ثم مات فثلث ماله في سبيل الله، كما أوصى؛ لأنه أوصى بثلث ماله في طاعة الله - تعالى -، والوصية في طاعة الله جائزة، ويعطى الثلث أهل الحاجة.
لأن المال في سبيل الله يكون صدقة، والصدقة مصرفها الفقراء وأهل الحاجة.
ثم يعطى أهل الحاجة ممن يغزو في سبيل الله لما قلنا: إن عند الإطلاق في سبيل الله يراد به الجهاد، فيصرف إلى أهل الحاجة من الغزاة والمجاهدين،... قال: ولا ينبغي أن يعطى منه غنيا يغزو به في سبيل الله.

[২৮৬]. মিম্বারুততাওহীদ ওয়াল জিহাদ প্রশ্ন নং-১২৫৮

[২৮৭]. মিম্বারুততাওহীদ ওয়াল জিহাদ প্রশ্ন নং-১২৫৮,৯৭৪

যেসব এলাকায় জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে, বিশেষ করে বহিরাগত শত্রুর হামলার কারণে যেখানে জিহাদ ফরযে আইন হয়েছে, শরয়ী ওযর ছাড়া সেখানের কোনো বাসিন্দার জন্য নিজের জিহাদী ভূমি ত্যাগ করে দ্বীনী বা দুনিয়াবী (পড়া-লেখা, তাবলীগী সফর ইত্যাদি) কোনো মাসলাহাতেই অন্যকোনো দেশে চলে যাওয়া জায়েয নেই। তবে বিশেষ কোনো করণে, জিহাদে শরীক হওয়ার নিয়তে এক জিহাদী ভূমি থেকে আরেক জিহাদী ভূমিতে যাওয়া জায়েয আছে। যেমন, ফিলিস্তীন থেকে আফগানিস্তান যাওয়া, কাশ্মীর থেকে পাকিস্তান যাওয়া। কিন্তু জিহাদ থেকে দূরে থাকার জন্য, আরাম আয়েশের জীবন যাপনের জন্য, চাকুরী, পড়ালেখা কিংবা অন্যকোনো বাহানায় নিজের জিহাদী ভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়া সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয। [২৮৮]

মাসআলা:-৩১৮

কোনো কোনো আলেম জিহাদের ব্যাপারে অনেক আজগুবি শর্তারোপ করে থাকেন। যেমন কেউ বলেন, জিহাদের জন্য একজন সর্বজনস্বীকৃত আমীর থাকা অবশ্যক। এমন আমীর না পাওয়া গেলে জিহাদ ফরয হয় না। আবার কেউ বলেন, ঈমান কামেল না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ ফরয হয় না। কেউ বলেন, কাফেরদের যেমন জঙ্গীবিমান, ক্ষেপনাস্ত্র ইত্যাদি অস্ত্র রয়েছে, আমাদেরও সেরকম জঙ্গীবিমান, ক্ষেপনাস্ত্র ইত্যাদি অর্জন না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ ফরয হবে না। আবার কেউ বলেন, জিহাদ বাস্তবায়নের জন্য 'কর্তৃত্ব ও দাপট সম্পন্ন ইমারা লাগবে, তাছাড়া জিহাদ শরয়ী জিহাদ হবে না।'- এসব কথা কুরআন-সুন্নাহর দলীল বিহীন নির্ভেজাল মনগড়া কথা। যারা এসব কথা বলে বেড়ায়, তাদের কেউ আজপর্যন্ত কুরআন-সুন্নাহ থেকে দলীল দিতে পারেনি। পারবেও না ইনশাআল্লাহ। মূলকথা হল, জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, তখন উপরিউক্ত কোনো শর্তই জিহাদের জন্য প্রজোয্য নয়। আর আমরা এখন জিহাদ ফরযে আইনের যমানাতেই বাস করছি।

মাসআলা:-৩১৯

যুদ্ধের ময়দানে শত্রুকে ভীতসন্ত্রস্ত করার জন্য এবং নিজের অন্তরকে স্থির রাখার জন্য জোর আওয়াজে তাকবীর-তাহলীল বলা জায়েয আছে। বরং ইমাম আহমদ

---

[২৮৮] . মিম্বারুততাওহীদ ওয়াল জিহাদ প্রশ্ন নং-২৩১

রহ. সহ সালাফের আরো অনেকে যুদ্ধের সময় জোরে তাকবীর-তাহলীল বলাকে উত্তম বলেছেন।[২৮৯]

মাসআলা:-৩২০

তাগুতী বাহিনীর পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য এক মুজাহিদ কোনো মুসলিমের মালিকানাধীন ফলের বাগানে আশ্রয় নিল। যদি মালিককে জানালে তাগুত পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে বাগান মালিককে নাজানিয়েই মুজাহিদ সেখানে অবস্থান করতে পারবে এবং বাগান থেকে প্রয়োজন পরিমাণ ফল আহারও করতে পারবে। তবে সময়-সুযোগ হলে ফলের মূল্য ফেরত দেওয়া উত্তম; তবে ওয়াজিব নয়।[২৯০]

মাসআলা:-৩২১

আগ্রাসী কাফের এবং স্থানীয় মুরতাদ বাহিনীর অস্ত্র-শস্ত্রসহ যেকোনো সম্পদ যেমন বল প্রয়োগ করে, তাদেরকে পরাভূত করত ছিনিয়ে নেওয়া বৈধ ও হালাল, তেমনিভাবে কাফের-মুরতাদদের অস্ত্র-শস্ত্রসহ যেকোনো সম্পদ তাদেরকে না ঘাটিয়ে গোপনে নেওয়াও জায়েয ও হালাল। (হারবী কাফেরদের ব্যাংক এ্যাকাউন্ট হ্যাক করে অর্থকড়ি সরিয়ে নেওয়াও হালাল)।[২৯১]

মাসআলা:-৩২২

এমন মুসলিম যে আখেরাতে মুক্তি পেতে চায়, অস্থায়ী দুনিয়ার উপর চিরস্থায়ী আখেরাতকে প্রাধান্য দেয় এবং জান্নাতকে নিজের চিরসুখের বাসস্থানজ্ঞান করে, তার জন্য তাগুতী সরকারের সশস্ত্র বাহিনীসমূহ যেমন, র‍্যাব, পুলিশ, আর্মি, বিজিবি, আনসার, কোস্টগার্ড, গোয়েন্দা বাহিনী ইত্যাদির মধ্য থেকে কোনো বাহিনীতে যোগদান এবং অবস্থান জায়েয নেই। তাগুতী সরকারের টিকে থাকার

---

[২৮৯]. মিম্বারুততাওহীদ ওয়াল জিহাদ প্রশ্ন নং-৬১৮

[২৯০]. মিম্বারুততাওহীদ ওয়াল জিহাদ প্রশ্ন নং-৭৪০

[২৯১]. মিম্বারুততাওহীদ ওয়াল জিহাদ প্রশ্ন নং-৮৬৮

ব্যাপারে সব ধরণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা হারাম। এইসব চাকুরীর বেতনও হারাম।[২৯২]

মাসআলা:-৩২৩

জিহাদের উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিদ্যা ও সমর কৌশল রপ্ত করার জন্য হলেও তাগুতী বাহিনীর ক্যাডেট কলেজ বা সমর শিক্ষা বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া জায়েয নেই। এমনিভাবে তাগুতের সশস্ত্র বাহিনীতেও উক্ত উদ্দেশ্যে যোগদান জায়েয নেই। তবে মুজাহিদীনের সাথে যুক্ত কেউ যদি মুজাহিদীনের পরামর্শক্রমে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাগুতী বাহিনীতে যোগ দেয় বা তাদের মধ্যে অবস্থান করে, তাহলে এতে গুনাহ হবে না। বরং সাওয়াব হবে। তবে সেক্ষেত্রেও যথাসম্ভব ঐসব বাহিনীর মধ্যে চলমান অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, ধর্মদ্রোহিতামূলক কাজকর্ম এবং কুফরী-শিরকী কাজ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে।[২৯৩]

মাসআলা:-৩২৪

কোনো নির্দিষ্ট এলাকার বা নির্দিষ্ট প্রকারের দরিদ্র বা হাজতমান্দ লোকদের জন্য যাকাত বা সাদাকার মাল উঠালে তা ঐ এলাকার ঐ লোকদের কাছেই পৌঁছাতে হবে। বর্তমান সময়ে যাকাতের মালের সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত খাত হলো জিহাদের খাত। তাই যাকাতদাতাদের জিহাদের খাতে যাকাত দেওয়া উচিত। মুজাহিদীনের অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়সহ যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে যাকাতের মাল ব্যবহার করা যাবে। মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে মুজাহিদীনের কথা বলে যাকাত উঠানো যদি ঝামেলা হয়, সেক্ষেত্রে এমন শব্দ ব্যবহার করা উচিত যার মধ্যে মুজাহিদীনও শামিল হয়ে যায়। যেমন বলা হল, 'কাশ্মীরের মজলুম-মুহতাজ ভাই-বোনদের জন্য যাকাত দিন।' এ ক্ষেত্রে যাকাতটা মুজাহিদদেরকেও দেওয়া যাবে, তবে কাশ্মীরের মুজাহিদদেরকেই দিতে হবে। অথবা বলা হল, 'ভাই আমার একান্ত জানাশোনা কিছু দরিদ্র-হাজতমান্দ লোক আছে, যারা তাদের প্রয়োজনের কথা মানুষের কাছে বলতেও পারে না। তাদের জন্য যাকাতের কিছু টাকা দিন।' একথা বলে টাকা নিয়ে, বাংলাদেশসহ যেকোনো দেশের জিহাদের

---

[২৯২]. মিম্বারুততাওহীদ ওয়াল জিহাদ প্রশ্ন নং-৮৭৪

[২৯৩]. মিম্বারুততাওহীদ ওয়াল জিহাদ প্রশ্ন নং-১০১৭

ফান্ডে টাকাটা দেওয়া যাবে। কারণ, মুজাহিদগণ অধিকাংশই দরিদ্র আর দরিদ্র না হলেও হাজতমান্দতো বটেই। [২৯৪]

মাসআলা:-৩২৫

ইলম অর্জনের মাকসাদই যেহেতু আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধগুলো জেনে সেমতে আমল করা, তাই ইলম অন্বেষণের বাহানা দিয়ে নিজ সাধ্য ও সামর্থ্যানুযায়ী ফরযুল আইন জিহাদে শরীক হওয়া থেকে পিছিয়ে থাকার অবকাশ নেই। কারণ, ফরযুল আইন জিহাদ অনেক ক্ষেত্রে সালাত ও সিয়ামের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। সালাতের সময় হওয়ার পর কারো জন্য কি ইলম অন্বেষণের বাহানা দিয়ে সালাত ছেড়ে দেওয়া কিংবা ইলম ইন্বেষণের অজুহাতে রমযান মাসের রোযা না রাখা জায়েয হবে? কখনোই নয়। তাহলে জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদাত (যার উপর উম্মাহ ও দ্বীনের বিজয় নির্ভর করে) ইলম অন্বেষণের বাহানায় ছেড়ে দেওয়া জায়েয হবে কীভাবে? তাছাড়া বর্তমানে আল-কায়েদা তালেবানের মত জিহাদী সংগঠনগুলো তাদের সদস্যদেরকে জিহাদ সংশ্লিষ্ট ইলম অর্জনের ব্যাপারে উৎসাহিত করে এবং নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি সরবারহ করে। যার দ্বারা জিহাদ সংশ্লিষ্ট জরুরী ইলম অর্জিত হয়ে যায়। তাই ইলম অন্বেষণের অজুহাত দেখিয়ে ফরযুল আইন জিহাদে শরীক না হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। [২৯৫]

মাসআলা:-৩২৬

আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত শরীয়ত মোতাকেব রাষ্ট্র পরিচালনা না করে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ-এই চার কুফরী তন্ত্রে বিশ্বাসী হওয়ায় এবং এগুলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করায় এদেশের প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রীসভার মন্ত্রীগণ এবং সকল সংসদসদ্য কাফের ও মুরতাদ। তবে কেউ যদি ইসলামের নামে কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে

---

[২৯৪]. মিম্বারুততাওহীদ ওয়াল জিহাদ প্রশ্ন নং-১০১৫

[২৯৫]. মিম্বারুততাওহীদ ওয়াল জিহাদ প্রশ্ন নং-৪১০

সংসদে যায়, তাহলে তাকে কাফের/মুরতাদ বলা যাবে না। বরং সে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট বলে বিবেচিত হবে। [২৯৬]

মাসআলা:-৩২৭

কাফের-মুরতাদদেরকে দেশ পরিচালনায় সহযোগিতা করায় এবং তাদেরকে হেফাজত করায় এদেশের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সমস্ত সদস্য দলগতভাবে কাফের ও মুরতাদ। অতএব, সশস্ত্র বাহিনীর কোনো সদস্য যদি নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতসহ ইসলামের সব হুকুমই আদায় করে তথাপি তার সাথে মুরতাদের মত আচরণই করা হবে। সে মুজাহিদদের হামলার লক্ষ্যবস্তু হওয়া থেকে রেহাই পাবে না। অন্যান্য ধর্মদ্রোহী মুরতাদদের মত তাকে হত্যা করাও মুজাহিদদের জন্য জরুরী। [২৯৭]

মাসআলা:-৩২৮

আল্লাহর শরীয়তকে প্রত্যাক্ষাণ করা, শরীয়তের বিধি-বিধানকে ব্যাঙ্গ করা, ইসলামী দণ্ডবিধিকে মানবতাবিরোধী বলা, সেকেলে বলা, ইসলামী শরীয়তকে অপছন্দ করাসহ আরো অনেক স্পষ্ট কুফরী কর্মকাণ্ড পাওয়া যাওয়ার কারণে মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশের শাসক শ্রেণী মুরতাদে পরিণত হয়েছে। আর কোনো এলাকার মুসলিমদের শাসক মুরতাদে পরিণত হলে, সেই এলাকার মুসলিমদের উপর জিহাদের মাধ্যমে মুরতাদ শাসককে হটিয়ে ন্যায়পরায়ন একজন মুসলিম শাসক নিযুক্ত করা ফরয হয়ে যায়। কারণ, মুসলিম শাসকের উপর শরীয়তের দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন, হত্যার পরিবর্তে হত্যা, জিহাদে ইকদামী, আমরবিল মা'রূফ নাহী আনিল মুনকার, জিযিয়া, খারাজ উত্তোলনসহ শরীয়তের আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফরয হুকুম বাস্তবায়ন নির্ভর করে। আর ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب (যা ছাড়া ওয়াজিব আদায় হয় না তাও ওয়াজিব) শরীয়তের সর্বস্বীকৃত এই মূলনীতির ভিত্তিতে মুসলিম শাসক/ইলামী খিলাফত ও ইমারাহ প্রতিষ্ঠা করাও ফরয। তবে মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক জিহাদ শুরু করা সম্ভব না হলে, গোপনে গোপনে সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ করা ফরয। অতঃপর সমরবিদ

---

[২৯৬] . আল-জাওয়াবুল মুফীদ বিআন্নাল মুশারাকাতা ফিল বারলামান ওয়া ইন্তিখাবাতিহী মুনাকিযাতুন লিততাওহীদ- শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদীসী।

[২৯৭] . প্রাগুক্ত

মুজাহিদগণের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যখন প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে, তখন জিহাদ শুরু করতে হবে।[২৯৮]

দাওয়াতুল হক ও প্রচলিত তাবলীগ

উল্লেখ্য, প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগ এবং দাওয়াতুল হকের মেহনত যদিও উম্মাহর জন্য ক্ষেত্র বিশেষ কল্যাণকর মেহনত, কিন্তু এসব মেহনত জিহাদ নয় এবং জিহাদের প্রস্তুতিরও অন্তর্ভুক্ত নয়। এসব মেহনত দ্বারা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো ভূমিতে আংশিক কিংবা পূর্ণাঙ্গরূপে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়নি, আর হবে বলেও আশা করা যায় না। তাই যেসব উলামায়ে কেরাম উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নেও উম্মাহর সকল সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র দাওয়াতুল হক এবং প্রচলিত তাবলীগের মধ্যেই খোঁজার চেষ্টা করেন, তাদের কাছে আমাদের নিবেদন, আপনারা দয়া করে জিহাদ, ইমারাহ, খেলাফাহ, ই'দাদ, রিদ্দাহ এবং দার-সংশ্লিষ্ট আয়াত-হাদীস ও ফিকহের উপর পুনরায় একবার নজর বুলান। দেখবেন, জিহাদ ও কিতালের মধ্যেই আল্লাহ তাআলা কুফর-শিরক নির্মূল হওয়াসহ মুসলিম উম্মাহর সমস্ত সমস্যার সমাধান রেখেছেন। তাই হে উলামায়ে কেরাম! উম্মাহকে জিহাদ ও কিতালের প্রতি উৎসাহিত করুন, জিহাদ ও কিতালের পথে রাহবারি করুন। উম্মাহ আজ চাতক পাখির ন্যায় আপনাদের ফায়সালার প্রতি তাকিয়ে আছে। নবীজী সা. এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের মত জিহাদ-কিতালসহ সর্ববিষয়ে উম্মাহকে রাহবারি করুন। কিছু দিনের জন্য জায়েয ও মুস্তাহাব সংক্রান্ত বিষয়াদির অধ্যায়ন বন্ধ রেখে হলেও বর্তমান সময়ের ফরয অধ্যায়সমূহ নিয়ে একটু অধ্যায়ন করুন। সাহস, উদ্যম এবং সমস্যা সমাধানকল্পে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অন্তরিকতা নিয়ে অধ্যায়ন করুন। দেখবেন, আমরা যা বলি, কিতাবে তার খেলাফ কিছুই পাবেন না ইনশাআল্লাহ।

আর হ্যাঁ, দীর্ঘ হায়াতের তামান্না এবং দুনিয়ার পদ-পদবী, ইজ্জত-সম্মান ও স্বচ্ছলতাময় ফুলেল জীবনের হাতছানি যেন জিহাদ ও কিতালের রক্ত পিচ্ছিল পথে চলার ক্ষেত্রে বাঁধা না হয়ে দাঁড়ায়। তাগুতের হুংকার, জেল, জুলুম আর নির্যাতন যেন আপনাকে সত্য থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। ওয়াহান তথা দুনিয়াপ্রীতি ও মৃত্যুভীতি যেন আপনাকে কাবু করতে না পারে। শয়তানের

[২৯৮]. বিস্তারিত দেখুন- নেদায়ে তাওহীদ, মুসলিমদের শাসক মুরতাদ হলে করণীয় অধ্যায়।

বন্ধুদের দেখানো ভয় কিংবা দুনিয়ার লোভ যেন আপনাকে পথ থেকে ছিটকে না ফেলতে পারে। সংশয়ের জালে যেন আপনি আটকা না পড়েন, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। আল্লাহ তাআলা আমাদের উলামায়ে কেরামকে জিহাদ ও কিতালের পথে কবুল করুন। ইকামাতুত্দ্বীনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার তাওফীক দান করুন। শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে ধন্য করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

মাসআলা:-৩২৯

যেহেতু মুজাহিদীনে কেরাম শরীয়তের দলীলের আলোকে এদেশের শাসকদেরকে কাফের-মুরতাদ বলে বিশ্বাস করে, তাই এই সরকার যদি কোনো কাফেরকে এই দেশে আসার ভিসা/নিরাপত্তা প্রদান করে, কিংবা এই সরকার যদি অন্যকোনো দেশের সাথে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তাহলে সেই ভিসা ও চুক্তির মান রক্ষা করার কোনো দায়িত্ব মুজাহিদীনের উপর বর্তায় না। কারণ, এক কাফের কর্তৃক আরেক কাফেরকে দেওয়া ভিসা এবং এক কাফেরের সাথে করা আরেক কাফেরের চুক্তি রক্ষা করা মুসলিমদের দায়িত্ব নয়। তাই ভিসা নিয়ে অন্য দেশের কাফেররা এই দেশে আগমন করলে মুজাহিদীনের জন্য তাদের উপরও হামলা করা বৈধ। প্রয়োজনে তাদেরকে অপহরণ করে মুক্তিপণও আদায় করা যাবে।[২৯৯]

মাসআলা:-৩৩০

জিহাদ সহীহ হওয়ার জন্য একটি মৌলিক শর্ত হল, পতাকা সহীহ হওয়া। আপনি যে দলের সাথে যুক্ত হয়ে জিহাদের ফরীযা আদায় করতে চান, তাদের পতাকা খালেস তাওহীদের পতাকা হতে হবে। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা, আল্লাহর কালিমাকে বুলান্দ করাই জিহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে। বিশেষ কোনো ভাষা, বর্ণ কিংবা অন্ধ জাতীয়তাবাদের পতাকা তলে যুদ্ধ করা জিহাদ নয়। সেসব যুদ্ধে নিহতরা শহীদও নয়।[৩০০]

মাসআলা:-৩৩১

---

[২৯৯] . সূরা নিসা:১৪১

[৩০০] . সহীহ বুখারী হাদীস নং-১২৩,২৬৫৫,২৯৫৮, সহীহ মুসলিম হাদীস নং-১৯০৪

মুসলিম সেনাবাহিনী অভিযানের জন্য দারুল হারবের সীমানায় প্রবেশের পর থেকেই কসর নামায পড়বে। পনের দিন কিংবা তার চেয়ে বেশি সময় অবস্থানের নিয়ত করলেও কসর পড়তে হবে। কারণ, অবস্থা কখন কী রকম হয়, কখন সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আর এরূপ অস্থির ও অনিশ্চয়তার অবস্থায় করস পড়তে হয়। চার রাকআত বিশিষ্ট নামায দুই রাকআত পড়তে হবে। আর সুন্নাতে মুআক্কাদাহ পড়তে হবে না। তবে সময় সুযোগ থাকলে পড়ারও অবকাশ রয়েছে।[৩০১]

মাসআলা:-৩৩২

কোনো মুসলিম যদি ভিসা/আমান নিয়ে কোনো দারুল হারবে যায় এবং সেখানে সে ১৫ দিন কিংবা তার চেয়ে বেশি সময় অবস্থানের নিয়ত করে, তাহলে সে সেখানে কসর পড়বে না, বরং পূর্ণাঙ্গ নামায আদায় করবে। (প্রাগুক্ত হাওয়ালা দ্রষ্টব্য)

মাসআলা:-৩৩৩

কোনো মুজাহিদ বাহিনী যদি বিশেষ কোনো অভিযানে বিশেষ কোনো শত্রুর জন্য অপেক্ষারত থাকে এবং তখন নামাযের সময় হয়ে যায়, তাহলে নামাযের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে ঐ অবস্থাতেই নামায আদায় করে নিতে হবে। ওঁৎপেতে বসে থাকার হালতে নামায কাযা করা যাবে না।

আর যদি অবস্থা যুদ্ধের অবস্থা হয়, মারামারি, কাটাকাটির হালত জারি থাকে এবং ৪/৫ মিনিটের জন্যও যুদ্ধ বন্ধ করে কিংবা নিজ অবস্থান ত্যাগ করে নামায আদায় সম্ভবপর না হয়, সেক্ষেত্রে নামায কাযা করা জায়েয আছে। নবীজী সা. গাযওয়াতুল খন্দকে উল্লেখিত অবস্থায় লাগাতার চার ওয়াক্ত নামায কাযা করেছিলেন। তবে যুদ্ধের ময়দানে যদি ইশারা ইংগিতে নামায আদায় করা সম্ভব হয়, তাহলে আদায় করে নিতে হবে।[৩০২]

মাসআলা:-৩৩৪

---

[৩০১]. রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাহ, বাবু সালাতিল মুসাফির।
[৩০২]. সূরা নিসা:১০৩, সূরা তাগাবুন:১৬

মুজাহিদগণ যদি পায়ের টাখনু আবৃত করে ফেলে এমন বুট জুতা পরিহিত অবস্থায় থাকেন, তাহলে অজুর সময় চামড়ার মুজার মত ঐ জুতার উপরও মাসাহ করা যাবে। আর জুতা পবিত্র থাকার শর্তে জুতাসহই নামায পড়তে পারবে। অজু অবস্থায় জুতা পরার পর অজু ভঙ্গের সময় থেকে মুকীম মুজাহিদ একরাত একদিন মাসাহ করতে পারবে, আর মুসাফির মুজাহিদ তিনরাত তিনদিন মাসাহ করতে পারবে।[৩৩৩]

মাসআলা:-৩৩৫

মুজাহিদগণ রোযা রাখলে যদি শত্রুর সাথে লড়াইয়ে দুর্বলতার আশংকা করে, তাহলে রোযা রাখবে না। পরবর্তীতে রোযা কাযা করে নিবে। নবীজী সা. মক্কা বিজয়ের যুদ্ধে দুর্বলতা সৃষ্টির আশংকায় নিজেও রোযা ভেঙ্গেছেন, অন্যদেরকেও রোযা ভাঙ্গতে বলেছেন। তবে কেউ যদি দুর্বলতার আশংকা না করে, তাহলে তার জন্য রোযা রেখে যুদ্ধ করা জায়েয আছে।[৩৩৪]

গাযওয়াতুল হিন্দ

ধীরে ধীরে ভারত উপমহাদেশ জিহাদের ভূমিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। হাদীসের মাওউদ (ভবিষ্যদ্বানীকৃত) গাযওয়াতুল হিন্দ এর চূড়ান্ত পর্ব মঞ্চস্থ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। ইসকন, আর এস এস, বজরং, শিবসেনাসহ অন্যান্য হিন্দু উগ্রবাদী সংগঠনগুলোর কর্যক্রম তো তাই বলছে। কারণে অকারণে হিন্দুস্তানে নিয়মিত মুসলিমদেরকে পিটিয়ে হত্যা করা তো সে দিকেই ইংগিত করছে। হিন্দুদের অতিমাত্রায় সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠা, অখণ্ড ভারত নিয়ে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা সে দিকেই ইশারা করছে। এ দেশের ৮% হিন্দুর ২৫% সরকারি বড় বড় পদ দখলে নেওয়া। র‍্যাব, পুলিশ, আর্মিতে ভারতীয় হিন্দুদের অনুপ্রবেশ। প্রিয়াসাহার মিথ্যাচার। সিলেটে ইসকনের বিরুদ্ধে বলায় অজানা লোকদের হাতে ইমাম সাহেবের নিহত হওয়া। বি.বাড়িয়ায় মসজিদে আগুন লাগিয়ে দেওয়া। চিটাগংয়ে মুসলিমদের স্কুলের ছোট বাচ্চাদেরকে পূঁজার প্রাসাদ খাইয়ে বাচ্চাদের দ্বারা হরে রাম, হরে কৃষ্ণর শ্লোগান আওড়ানো। সম্প্রতি চাকমাদের দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের সাথে যুক্ত করার দাবি উঠানো।

[৩৩৩] . রদ্দুল মুহতার, কিতাবুত তাহারাহ, শুরূতুল মাসহি আলাল খুফ্‌ফাইন।
[৩৩৪] . সহীহ মুসলিম হাদীস নং-১১১৪

২০২১ইং এর মধ্যে হিন্দুস্তান থেকে সমস্ত মুসলিমকে তাড়িয়ে দেওয়ার স্পষ্ট হুমকি। ব্যাপকভাবে হিন্দু যুবক-যুবতী, এমনকি শিশু-কিশোরদেরকেও অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া-এসব কি একজন জ্ঞানীকে নাড়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়? এসব কি একজন দূরদর্শী ব্যক্তিকে ভাবানোর জন্য উপযুক্ত নয়?

হে আমার মুসলিম ভাই! প্রলয়ংকারী এক মহাঝড় আপনার দিকে ধেয়ে আসছে। হয়তো আগামী ৫/৬ বছরের মধ্যেই এই ঝড় এদেশে আঘাত হানবে। ঝনঝা বিক্ষুব্ধ এই ঝড়ে হয়তো আপনার পরিবার-পরিজন, বাড়ি-ঘর সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাবে। আপনার স্বপ্নগুলোর জ্যান্ত কবর রচিত হবে। আপনার ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই হে আমার ভাই! উঠুন, জাগুন। জিহাদ ও কিতালের জন্য প্রস্তুত হোন। কমপক্ষে নিজের ঈমান, নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে বাঁচানোর জন্য হলেও অগ্রসর হোন। মুজাহিদীনকে তালাশ করে বের করুন। তাদের সাথে লেগে থাকুন। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলুন। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকার ও দরবারী মৌলভীদের প্রপাগাণ্ডায় বিভ্রান্ত না হয়ে জঙ্গিবাদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করুন। নিজেকে একজন খালেস জঙ্গীরূপে গড়ে তুলুন। জান-মাল দিয়ে আসন্ন গাযওয়াতুল হিন্দে শরীক হোন। আর জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ কিংবা উঁচু পর্যায়ের শাহাদাতের মর্যাদা হাসিল করে নিন। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করেন।

বি.দ্র. অনেক মুসলিম ভাই-বোন মনে করতে পারে, “আমি তো মৌলবাদী মুসলিম নই, আমার তো দাড়ি-টুপি নেই, পর্দা করি না, রোযা রাখি না, নামায পড়ি না, ধর্মের ধারধারি না, তাই এ দেশে হিন্দুদের আগ্রাসন হলেও তারা আমাকে কিছুই বলবে না।” না ভাই। আপনি ভুলের মধ্যে আছেন। মুসলিম নাম এবং আদমশুমারিতে মুসলিমদের দলে থাকাই আপনার ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য যথেষ্ট হবে। আরাকানের মুসলিমদের প্রতি লক্ষ্য করুন। তাদের মধ্যে অনেকেই মোটেও ধর্মকর্ম করে না। অনেকেরই দাড়ি-টুপি নেই। তা সত্ত্বেও কিন্তু তারা বাঁচতে পারেনি। তাই তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। নিজেকে এখন থেকেই মৌলবাদী ও জঙ্গী মুসলিমরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করুন। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করেন। আমীন।

জিহাদ, আইম্মায়ে আরবাআ এবং আমাদের বড়রা

মূল: ইলম ও জিহাদ, সিনিয়র মেম্বার, দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরাম।

পরিমার্জন: আবু উমার আল-মুহাজির

আমাদের সমাজের জিহাদবিদ্বেষী অনেক বড় বড় আলেম, মুফতী, আল্লামা, শাইখুল হাদীস, পীর, শাইখ এবং হযরতওয়ালাগণ নিজেদের ছাত্র ও ভক্তবৃন্দকে জিহাদ থেকে নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে, জিহাদের প্রতি নিরুৎসাহী বানানোর জন্য বলে থাকেন, ' ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ রহ. এই চারজন বড় ইমামের কেউই জিহাদ করেননি। তারা কি জিহাদ না করার কারণে জাহান্নামী হবেন? তারা কি জিহাদ ছাড়ার কারণে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ছিলেন? তাদের মত বড় বড় ব্যক্তি যদি জিহাদ না করে থাকেন, তাহলে তোমরা কেন জিহাদ নিয়ে এত মাথাঘামাও? আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নিতে চাও কেন?' এদের অনেকে বলে থাকেন, জযবাতীরা জিহাদের নামে বোমা মারা, মানুষ হত্যা ছেড়ে দিয়ে যদি দাওয়াতের কাজ করতো, তাহলে তাদের দ্বারা অনেক মানুষ হেদায়াত পেত। উল্লেখিত উলামায়ে কেরামের আইম্মায়ে আরবাআ প্রসঙ্গে দেওয়া বক্তব্য ও বিবৃতির সারমর্ম এমনই। মূলত এই প্রকারের লোক কুরআন-সুন্নাহ এড়িয়ে গিয়ে আইম্মায়ে আরবাআকে জিহাদের বিরুদ্ধে দলীল হিসাবে পেশ করতে চায়। আইম্মায়ে আরবাআর নজীর টেনে তারা ভক্তদেরকে বুঝাতে চায়, তাঁরা যেহেতু জিহাদ করেননি, তাই তোমরাও জিহাদে যেও না।

আইম্মায়ে আরবাআ জিহাদ করেছেন কিনা সে ব্যাপারে আলোচনা করার পূর্বে আমরা কয়েকটি বিষয় পাঠককে অবগত করা ভাল মনে করছি:

এক.

জিহাদবিদ্বেষী সেসব আলেমগণ দলীল হিসেবে আইম্মায়ে আরবাআকে বেছে নিলেন কেন? কুরআন, সুন্নাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সীরাতে কি এর কোন দলীল বা নজীর বিদ্যমান নেই যে, সব কিছু বাদ দিয়ে আইম্মায়ে আরবাআকে ধরতে হচ্ছে?

আইম্মায়ে আরবাআর কথা-কাজ তো শরীয়তের দলীল নয়। আইম্মায়ে আরবাআ স্বয়ং নিজেরাই যে কুরআন, সুন্নাহ, সীরাতে রাসূল ও সীরাতে সাহাবাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তারা সেগুলোকে দলীলরূপে পেশ করতে নারাজ হলেন কেন? তারা তো বলতে পারতেন: "ওহে জযবাতির দল! তোমরা যে জিহাদ জিহাদ কর, কুরআনে কোথায় জিহাদের কথা আছে? হাদীসের কোথায় জিহাদের কথা আছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জীবনে কোনো জিহাদ করেছেন? কোনো সাহাবি কি জীবনে কোনো জিহাদ করেছেন? তাদের কেউ তো কোন একটা জিহাদও করেননি, তাহলে তোমরা জিহাদ কোথায় পেলে?"

এভাবে কুরআন সুন্নাহকে তারা দলীলরূপে পেশ করতে পারতেন। কিন্তু কেন করেন না?

এর উত্তর মোটামুটি সকলের কাছেই পরিষ্কার যে, কুরআন, সুন্নাহ, সীরাতে রাসূল ও সীরাতে সাহাবা দেখতে গেলে দেখা যাবে: কুরআনের পাতায় পাতায় জিহাদের কথা, হাদিসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জিহাদের কথা, রাসূলের সমগ্র জিন্দেগী-ই জিহাদ, প্রত্যেক সাহাবিই মুজাহিদ। তাই এদিকে হাত দিতে গেলেই মুশকিল।

অধিকন্তু তখন প্রশ্ন আসবে, রাসূল কি খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? কোনো সাহাবির কি কোনো খানকাহ বা কোনো মুরীদ ছিল? যদি না থাকে, তাহলে ওহে পীর-মাশায়েখ ও হযরতওয়ালাগণ! আপনারা খানকাহ কোথায় পেলেন?

দুই.

প্রথম ইমাম আবু হানীফা রহ. এর জন্ম ৮০ হিজরীতে আর চতুর্থ ইমাম আহমাদ রহ. এর ইন্তেকাল ২৪১ হিজরীতে। এর মাঝখানে সময় হল ১৬১ বছর। বলতে গেলে সাহাবায়ে কেরামের পর বিশ্বজোড়া ইসলামের বিজয় এ সময়টাতেই হয়েছে। এ সময়ে-ই উমাইয়া ও আব্বাসী খলীফারা কাফের রাষ্ট্রগুলো বিজয় করে ইসলামী ভূখণ্ডে পরিণত করেছেন। জিহাদ বিদ্বেষী ঐসব উলামায়ে কেরামের কাছে প্রশ্ন: এ বিজয়গুলো কিভাবে হয়েছে? যোদ্ধা বাহিনী পাঠানো হয়েছিল কিনা? অস্ত্র চালানো হয়েছিল কিনা? যুদ্ধ হয়েছিল কিনা? মানুষ হত্যা হয়েছিল কিনা?

যদি বলেন, এগুলোর কিছুই হয়নি, যিকির ও ইলমের চর্চা দ্বারাই বিজয় হয়েছিল: তাহলে লোকজন আপনাদেরকে পাগল বলবে। অতএব, না বলে উপায় নেই যে, এসব কিছুই হয়েছিল।

প্রশ্ন হল, সেগুলো জিহাদ ছিল কিনা? সেগুলোতে উলামায়ে কেরামের সম্মতি ও অংশগ্রহণ ছিল কিনা? সেগুলো উলামায়ে কেরামের নির্দেশনায় শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত হতো কিনা? মুজাহিদীনে কেরামের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল উলামায়ে কেরাম বলতেন কিনা? তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ কাজী সাহেবগণ মীমাংসা করতেন কিনা? গনীমতের মাল এবং গোলাম-বাঁদি কাজী সাহেবগণের তত্বাবধানে বণ্টন হতো কিনা? না বলে উপায় নেই যে, এ সব কিছুই হয়েছে।

ঐসব উলামায়ে কেরামের কাছে আরো প্রশ্ন: এসব জিহাদ আইম্মায়ে আরবাআর সামনেই সংঘটিত হয়েছিল কিনা? তাদের সম্মতি ছিল কিনা?

না বলে উপায় নেই যে, তাদের সম্মতিতেই হয়েছিল। বরং বলতে গেলে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীরা এবং আইম্মায়ে আরবাআর শাগরেদ ও ভক্তবৃন্দরাই এসব জিহাদ করেছেন। আর আইম্মায়ে আরবাআ মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় মাসায়েল বলে ও সংকলন করে মুজাহিদদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। এগুলো অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। তাই জযবাতিরা জিহাদ কোথায় পেল? এ প্রশ্নের আর উত্তর দেয়ার দরকার নেই। আইম্মায়ে আরবাআসহ অন্য সকল উলামায়ে কেরামের সামনে এবং তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশনা ও তত্বাবধানে যেসব জিহাদ হতো, জযবাতিরা সেগুলোই যিন্দা করছে- আর অন্যেরা সেগুলো মিটিয়ে দিচ্ছে।

তিন.

এ সময়কালে (হিজরী ৮০-২৪১) জিহাদ ফরযে আইন ছিল নাকি ফরযে কিফায়া ছিল?

উত্তর: ফরযে কিফায়া ছিল। কারণ, তখন কোন মুসলিম ভূমি কাফের মুরতাদদের দখলে ছিল না। সাময়িক সময়ে যদি কোথাও কাফেরদের পক্ষ থেকে আক্রমণ হতো, মুসলমানগণ দ্রুত তা প্রতিহত করে দিতেন। মুসলিম

ভূমি কাফেরদের দখলে থেকে যাওয়ার মতো অবস্থা হতো না। বরং মুসলমানগণ নতুন নতুন বিজয়াভিযান পরিচালনা করে দিন দিন কাফেরদের ভূমি দখল করতে থাকতেন। মোটকথা তখন জিহাদ ফরযে কিফায়া ছিল, ফরযে আইন ছিল না। আর ফরযে কিফায়ার বিধান আমাদের জানা আছে যে, যথেষ্ট পরিমাণ মুসলমান জিহাদ করতে থাকলে বাকি মুসলমানদের উপর জিহাদে বের হওয়া আবশ্যক থাকে না। ইচ্ছে করলে বের হতে পারে, আবার ইচ্ছে করলে অন্যান্য কাজ/খেদমতেও মশগুল থাকতে পারে। এ সময়ে জিহাদ উত্তম নাকি ইলম নিয়ে মশগুল থাকা উত্তম তা একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা। কারও কারও মতে জিহাদ উত্তম, আবার কারও কারও মতে ইলমী মাশগালা উত্তম।

যেহেতু সে সময়ে জিহাদ ফরযে আইন ছিল না, তাই যার ইচ্ছা জিহাদ করতেন, আর যার ইচ্ছা ইলমী মাশগালাসহ দ্বীনের অন্যান্য খিদমত আনজাম দিতেন। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনটাতেই কোন বাঁধা-নিষেধ ছিল না। পক্ষান্তরে বর্তমানে মুসলিম ভূমিগুলো কাফের-মুরতাদদের দখলদারিত্বের শিকার হওয়ায় জিহাদ ফরযে আইন। মা'যূর নয় এমন প্রত্যেক মুসলমানের উপর জিহাদে শরীক হওয়া বর্তমানে নামায-রোযার মতোই ফরযে আইন। এ সময়ে কেউ জিহাদ থেকে বিরত থাকার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু আইম্মায়ে আরবাআর যামানা এর ব্যতিক্রম ছিল। অতএব, সে যামানার কোন আলেম যদি জিহাদে শরীক নাও হতেন, তাহলেও তা এ বিষয়ের দলীল হতো না যে, আলেমদের জন্য বা অন্যান্য মুসলমানদের জন্য জিহাদ নাজায়েয। তখন জিহাদও ফরযে কিফায়া ছিল, ইলমও ফরযে কিফায়া ছিল। যার যেটা ইচ্ছা করতেন। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা ব্যতিক্রম। এ সময়ে জিহাদ একেবারে তরক করে দিয়ে অন্যান্য খিদমতে লিপ্ত থাকা নাজায়েয। আইম্মায়ে আরবাআর যামানা দিয়ে বর্তমান যামানার উপর আপত্তি করা, জিহাদ বিদ্বেষী ঐসব উলামায়ে কেরামের ইলমী কমতি বরং জাহালত ও অজ্ঞতার প্রমাণ।

চার.

আইম্মায়ে আরবাআ যদি জিহাদ না করে থাকেন (অবশ্য তাঁদের ব্যাপারে এ কথা সঠিক নয়, আমরা পরে তা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ), তাহলে এর দ্বারা জিহাদ হারাম প্রমাণ হয় না। বেশির চেয়ে বেশি এ কথা বলা যায় যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ ব্যক্তির জন্য জিহাদ না করে বসে থাকার বৈধতা

আছে। স্বয়ং আইম্মায়ে আরবাআর যামানাতেই আরো হাজারো উলামায়ে কেরাম জিহাদ করে গেছেন। যদি আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদ না করার দ্বারা জিহাদ হারাম প্রমাণিত হয়, তাহলে তখনকার সময়ে যেসকল উলামা ও মুসলমান জিহাদ করেছেন, তারা কি সব হারাম করেছেন? তখন যেসব অভিযান পরিচালিত হয়েছে সেগুলো কি সব হারাম হয়েছে? বরং প্রমাণিত আছে যে, আইম্মায়ে আরবাআর শাগরেদগণই সেসব জিহাদ করেছেন এবং আইম্মায়ে আরবাআ সেগুলো সমর্থন করে গেছেন। এরপরও ঐসব জিহাদ বিদ্বেষী আলেমরা কিভাবে যে আইম্মায়ে আরবাআকে জিহাদের বিপক্ষে দাঁড় করাচ্ছেন এবং জিহাদ হারাম সাব্যস্ত করছেন, তা বোধগম্য নয়।

তখনকার উলামায়ে কেরামের জিহাদী খেদমাত

পাঁচ.

আইম্মায়ে আরবাআসহ তখনকার সকল উলামা-মাশায়েখ মূলত জিহাদী ছিলেন। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ বিভিন্নভাবে তারা জিহাদ করেছেন ও সমর্থন যুগিয়েছেন। তাদের জিহাদী খিদমাতগুলো বিভিন্ন ক্যাটাগরির ছিল। যেমন:

ক. তখনকার বহু ইমাম সরাসরি জিহাদের ময়দানে কাটিয়েছেন। যেমন- আবু হানীফা রহ. এর বিশিষ্ট শাগরেদ ও ফিকহি বোর্ডের অন্যতম সদস্য, আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. (১৮১ হি.)। [দেখুন: সিয়ারু আ'লামিন নুবালা- যাহাবি: ৭/৩৬৫, ৩৭৬]; ইমাম মালেক, কাজী আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর বিশিষ্ট শাগরেদ আসাদ ইবনুল ফুরাত রহ. (২১৩ হি.)। [দেখুন: সিয়ারু আ'লামিন নুবালা- যাহাবি: ৮/৩৫০-৩৫১]।

খ. অনেকে রিবাত তথা সীমান্ত পাহারার জন্য দূর-দূরান্তের সীমান্তে চলে গেছেন এবং রিবাতরত অবস্থায়ই ইন্তেকাল করেছেন। যেমন- ইমামু আহলিশ শাম ইমাম আওযায়ী রহ. (১৫৭ হি.)। [দেখুন: আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া- ইবনে কাসীর: ১০/১২৮]; হাফেয আবু ইসহাক আলজাওহারি রহ. (২৪৭ হি.) (ইমাম মুসলিমসহ সুনানে আরবাআর সকলেই যার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন)। [দেখুন: সিয়ারু আ'লামিন নুবালা- যাহাবি: ৯/৫১০-৫১১]।

গ. জিহাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং জিহাদের প্রয়োজনীয় মাসায়েল বয়ানের জন্য স্বতন্ত্র কিতাব লিখে দিয়েছেন। যেমনঃ কিতাবুল জিহাদ- ইবনুল মুবারক রহ. (১৮১ হি.); আসসিয়ারুস সগীর ও আসসিয়ারুল কাবীর- ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯ হি.)।

ঘ. হাদীসের কিতাবাদিতে জিহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো স্বতন্ত্রভাবে এবং স্বতন্ত্র ও উপযুক্ত শিরোনামে বিভক্ত করে করে বর্ণনা করেছেন; যেন মুজাহিদদের হাদীসের প্রয়োজনও পূরণ হয়, হাদীস থেকে উদঘাটিত মাসআলারও অবগতি হয়। যেমনঃ কিতাবুল আসার- আবু হানীফা, মুআত্তা- মালেক, কুতুবে সিত্তাহ ও এ জাতীয় অন্যান্য হাদীসের কিতাব।

ঙ. ফুকাহায়ে কেরাম ফিকহের কিতাবাদিতে কিতাবুল জিহাদ, সিয়ার, মাগাজি, কিতালু আহলির রিদ্দাহ, কিতালু আহলিল বাগি ইত্যাদি শিরোনামে জিহাদের প্রয়োজনীয় সকল মাসআলা বলে দিয়েছেন, যেন মুজাহিদগণের মাসআলার প্রয়োজন হলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন।

চ. কাজী ও বিচারকগণ মুজাহিদদের মাঝে সংঘটিত সকল বিবাদ-বিসম্বাদের সুরাহা করে দিয়েছেন। গনীমত, গোলাম-বাঁদি ও বিজিত ভূমি মুসলিম উমারা, উলামা ও কাজীগণের সুষ্ঠ তত্ত্বাবধানে বণ্টিত হয়েছে।

ছ. যারা জিহাদে সরাসরি অংশ নিতে পারেননি, তারা নিজেদের সম্পদ দিয়ে অন্য মুসলমানদের জিহাদে পাঠিয়ে জিহাদে অংশ নিয়েছেন।

জ. উলামায়ে কেরাম সাধারণ মুসলমানদের জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এজন্য প্রতি বছরই কাফের ভূমিতে মুসলিম সেনাবাহিনী হামলা করত আর নতুন নতুন এলাকা বিজয় করত। কোথাও কখনও হামলা হলে নিজেদের জান-মাল উৎস্বর্গ করে মুসলমানগণ তা প্রতিহত করতেন। এজন্য তখন এমন হয়নি যে, কোন মুসলিম ভূখণ্ড কাফেররা দখল করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

ঝ. মুজাহিদগণ জিহাদে যাওয়ার পর থেকে নামাযান্তে মসজিদে মসজিদে তাদের জন্য দোয়া হতো। তাদের দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা বিজয় দিতেন।

ঞ. জিহাদ থেকে ফেরার পর মুজাহিদদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে ইস্তেকবাল করা হতো এবং আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা হতো।

আর আমাদের বর্তমান জিহাদ বিদ্বেষী বড়রা

এ ছিল আইম্মায়ে আরবাআর যামানার উলামা-মাশায়েখ ও তাদের জিহাদ প্রেমের অবস্থা। পক্ষান্তরে আমাদের বর্তমান বড় বড় উলামায়ে কেরামের অবস্থা হল:

নামাযে পর্যন্ত তারা জিহাদের আয়াতগুলোর তিলাওয়াত শুনতে নারাজ। এতে নাকি তাদের খুশু-খুজু নষ্ট হয়। যদি কেউ তাদের সামনে সঠিক জিহাদের আলোচনা তোলেন, তাহলে তাদের অবস্থা হয়ে যায় এমন:

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ

“তারা তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তির ন্যায়।” (মুহাম্মাদ: ২০)

জিহাদের আয়াত ও হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং সে সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল তো পরের কথা; তাফসীর, হাদীস বা ফিকহের পৃষ্ঠাগুলো উল্টিয়ে দেখতেও তারা নারাজ। আর দু'চার পৃষ্ঠা উল্টালেও সঠিকভাবে বুঝতে চান না। উল্টো বুঝেন। বাঁচার পথ খুজেন। আল্লাহ রক্ষা করুন, অবস্থা যেন আল্লাহ তাআলা যেমন বলেছেন:

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

“তারা ঘরে বসে থাকা লোকদের সাথে অবস্থান করাকেই পছন্দ করে নিয়েছে এবং তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। ফলে তারা কিছুই বুঝতে পারে না।” (তাওবা: ৮৭)

কিন্তু ফতোয়াবাজি করার সময় এমন ভাব দেখান, এসব ব্যাপারে যেন তিনিই বিশ্বের সবচেয়ে বিজ্ঞ লোকটি। যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ

“যখন তারা কথা বলবে, (বাকপটুতার কারণে) তুমি তাদের কথা শুনতেও চাইবে।” (মুনাফিকুন: ৪)

গা বাঁচিয়ে যে শুধু খানকাহ আর মাদরাসাতেই পড়ে থাকেন তাই না, নিজেদের সাধু প্রমাণ করতে জিহাদ হারাম ফতোয়া দিতেও লজ্জা বোধ করেন না। যেমনটা নবিযুগের জিহাদবিদ্বেষীরা বলতো:

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ

"যদি (শরয়ী) যুদ্ধ বলে জানতাম, তাহলে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম।" (আলে ইমরান: ১৬৭)

মুজাহিদদের আলোচনা আসলে অতি জযবাতি, দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞ, সন্ত্রাসী, ফাসাদি, অপরিণামদর্শী, খাহেশপূজারি ইত্যাদি গালিগালাজ মুখে ফেনা আসা পর্যন্ত করতে থাকেন। যেমনটা নবিযুগের জিহাদবিদ্বেষীরা মুজাহিদদের ব্যাপারে বলতো:

غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ

"এদের ধর্ম এদের বিভ্রান্ত করেছে।" (আনফাল: ৪৯)

لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا

"এরা যদি আমাদের কাছে থেকে যেতো তাহলে মারাও যেতো না, (অন্যদের হাতে) মারাও পড়তো না।" (আলে ইমরান: ১৫৬)

لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا

"এরা যদি আমাদের কথা শুনতো (এবং যুদ্ধ পরিত্যাগ করতো), তাহলে (অন্যদের হাতে) মারা পড়তে হতো না।" (আলে ইমরান: ১৬৮)

কোন মুরীদ বা ছাত্রের মাঝে জিহাদের আভাস দেখলে তার সনদ কেটে দেন এবং খানকাহ ও মাদরাসা থেকে বের করে দেন। যেমনটা নবিযুগের জিহাদবিদ্বেষী মুনাফিকরা করতে চাইতো। তারা বলতো:

لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

“আমরা মদীনায় ফিরে গেলে মর্যাদাবান লোকেরা হীনদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে।” (মুনাফিকুন: ৮)

এ হল বর্তমান অধিকাংশ জিহাদ বিদ্বেষী বড় বড় আলেম, মুফতী, মুহাদ্দিস, শাইখুল হাদীস, মুদীর, আমীনুত্ তা'লীম এবং হযরতওয়ালাদের মোটামুটি অবস্থা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এসব বড়দের ফেতনা থেকে হেফাজতে রাখুন। আমীন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশাকরি উল্লেখিত উলামায়ে কেরামের এ আপত্তির জওয়াব পেয়ে যাবেন, “তারা সবাই (চার ইমাম) জিহাদ না করার কারণে জাহান্নামী হবেন? কিংবা তারা কি গুনাহে কবীরাতে লিপ্ত ছিলেন?”

উত্তর পরিষ্কার যে, তারা জাহান্নামীও হবেন না, কবীরা গুনাহেও লিপ্ত ছিলেন না। কারণ, তারা সকলেই মুজাহিদ ছিলেন কিংবা অন্তত জিহাদপ্রেমী ছিলেন। এখনকার বড়দের মতো জিহাদবিদ্বেষী ছিলেন না। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যার যেভাবে সম্ভব জিহাদের খেদমত করে গেছেন। অধিকন্তু যদি তারা কিছু নাও করতেন, তথাপি জাহান্নামী হতেন না কিংবা কবীরা গুনাহ হতো না। কারণ, এখনকার মতো জিহাদ তখন ফরযে আইন ছিল না। ওয়াল্লাহু তাআলা আ'লাম।

আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদ প্রসঙ্গ

জিহাদবিদ্বেষী উলামায়ে কেরাম বহু জোর গলায় দাবি করে থাকেন যে, আইম্মায়ে আরবাআ কেউ জিহাদ করেননি। তরবারি ধরেননি। ধরতেও বলেননি। এসব বলে তারা জিহাদ অপছন্দীয় ও হারাম হওয়ার পক্ষে দলীল দিয়ে থাকেন।

ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য ধারণা রাখে এমন কারো কাছেই অস্পষ্ট নয় যে, জিহাদবিদ্বেষী এসব বড়রা এখানে কত মাত্রার অজ্ঞতার প্রমাণ বহন করেন। যদি তারা ইতিহাসের কিতাবাদির দিকে একটু নজর দিতেন, তাহলে তারা নিজেরাও লজ্জিত হতেন। আমরা ইনশাআল্লাহ আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদ সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করবো।

এর আগে প্রথমেই বলে রাখি- যেমনটা আগেও বলেছি:

ক. আইম্মায়ে আরবাআর যামানায় জিহাদ ফরযে কিফায়া ছিল। তাই তখন কেউ জিহাদে না গেলে আপত্তির কিছু নেই। এর দ্বারা ফরযে আইনের সময়েও জিহাদে না যাওয়া, জিহাদ অপছন্দনীয় হওয়া কিংবা জিহাদ হারাম সাব্যস্ত হয় না।

খ. দ্বিতীয়ত তখনকার সময়ে যত জিহাদ হয়েছে আইম্মায়ে আরবাআ সেগুলো সমর্থন করেছেন। হাদীস ও ফিকহ সংকলন করে জিহাদের মাসআলা মুজাহিদদের সামনে তুলে ধরেছেন। অধিকন্তু আইম্মায়ে আরবাআর শাগরেদ, অনুসারী ও ভক্তবৃন্দের দ্বারাই তখনকার জিহাদগুলো হয়েছিল। এরপরও তাদেরকে জিহাদ বিরোধী দাঁড় করানো তাদের নামে অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

ইমাম আবু হানীফা রহ. এবং জিহাদ

আশ্চর্যের বিষয় যে, বর্তমান বড়রা আবু হানীফা রহ. এর মুকাল্লিদ হয়েও নিজ ইমাম সম্পর্কে এতটা অজ্ঞ। অথচ সকলেরই জানা যে, জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণেই আবু হানীফা রহ. নির্যাতিত হয়েছেন এবং অবশেষে বিষপ্রয়োগে শহীদী মৃত্যু লাভ করেছেন। উমাইয়া-আব্বাসী উভয় আমলেই জালেম শাসকের বিরুদ্ধে আবু হানীফা রহ. বিদ্রোহ করেছিলেন। এ কারণে উভয় যামানাতেই তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে।

উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

জুলুম-অত্যাচার এবং আহলে বাইতের প্রতি নির্যাতনের কারণে আবু হানীফা রহ. উমাইয়াদের প্রতি নারাজ হয়ে পড়েছিলেন। এ শাসন পরিবর্তন হয়ে ইনসাফের শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার তিনি স্বপ্ন দেখতেন। এ সময়ে ১২১ হিজরীতে আহলে বাইতের হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাতি যাইনুল আবিদিন হযরত যায়দ বিন আলি রহ. গোপনে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানান। আস্তে আস্তে তার দল ভারি হতে থাকে। বিভিন্ন দিক থেকে উলামা-মাশায়েখ ও সাধারণ মুসলমান গোপনে তার হাতে বাইয়াত হতে থাকে।

ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪ হি.) বলেন,

استمر يبايع الناس في الباطن في الكوفة، على كتاب الله وسنة رسوله حتى استفحل أمره بها في الباطن. اهـ

"যায়দ বিন আলী রহ. গোপনে কূফায় কুরআন সুন্নাহর উপর লোকদের থেকে বাইয়াত নিতে থাকেন। এভাবে গোপনে গোপনে সেখানে তার দল ভারি হতে থাকে।"- আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/৩৫৮

আবু হানীফা রহ. গোপনে যায়দ বিন আলি রহ.কে সমর্থন করেন। তার পক্ষে যোগ দেয়ার জন্য লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করেন। নিজে অসুস্থ থাকায় যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। তবে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত যায়দ বিন আলি রহ. কামিয়াব হতে পারেননি। বিপদ মূহুর্তে কূফাবাসী তাকে পরিত্যাগ করে। বর্ণিত আছে, আবু হানীফা রহ. এমনটাই আশঙ্কা করেছিলেন। তথাপি তিনি গোপনে তার পক্ষাবলম্বন করেন।

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০ হি.) বলেন,

وكان مذهبه مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور، ولذلك قال الأوزاعي: احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف يعني قتال الظلمة فلم نحتمله، وكان من قوله: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض بالقول، فإن لم يؤتمر له فبالسيف، على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ... وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن. اهـ

"জালেম ও অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে আবু হানীফা রহ. এর অভিমত প্রসিদ্ধ। এ কারণেই আওযায়ী রহ. বলেন, 'আবু হানীফাকে আমরা সকল বিষয়ে বরদাশত করেছি। কিন্তু যখন তিনি তরবারি তথা জালেমদের বিরুদ্ধে কিতালের পর্ব নিয়ে আসলেন, তখন আর বরদাশত করতে পারিনি'। আবু হানীফা রহ. এর অভিমত ছিল, আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার (প্রথমে) যবান দ্বারা ফরয, তাতে কাজ না হলে তরবারি দ্বারা; যেমনটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। ... যায়দ বিন আলী রহ. এর সাথে তার ঘটনা প্রসিদ্ধ। তিনি গোপনে তার কাছে আর্থিক সাহায্য প্রেরণ করেছিলেন এবং ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, তাকে নুসরত করা এবং তার পক্ষ

হয়ে যুদ্ধ করা আবশ্যক। তদ্রূপ, আব্দুল্লাহ বিন হাসান তনয় মুহাম্মাদ ও ইব্রাহিমের সাথেও তার ঘটনা প্রসিদ্ধ।" (আহাকমুল কুরআন ১/৮৭)

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ রহ. ও ইব্রাহীম বিন আব্দুল্লাহ রহ.- এর আলোচনা ইনশাআল্লাহ আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আলোচনায় আসবে।

১২১ হিজরীর আলোচনায় ইবনুল ইমাদ রহ. (১০৮৯ হি.) বলেন,

وفيها قتل الإمام الشهيد زيد بن عليّ بن الحسين رضي الله عنهم، بالكوفة، وكان قد بايعه خلق كثير، وحارب متولي العراق يومئذ لهشام بن عبد الملك، يوسف بن عمر الثقفي ... وكان ممن بايعه منصور بن المعتمر، ومحمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، وهلال بن خبّاب بن الأرتّ، قاضي المدائن، وابن شبرمة، ومسعر بن كدام، وغيرهم، وأرسل إليه أبو حنيفة بثلاثين ألف درهم، وحثّ النّاس على نصره، وكان مريضا. اهـ

"এ বৎসরে শহীদ ইমাম যায়দ বিন আলী বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম কূফায় শহীদ হন। অসংখ্য লোক তার হাতে বাইয়াত দিয়েছিল। তিনি তখনকার খলীফা হিশাম বিন আব্দুল মালিকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত ইরাকের গভর্নর ইউসুফ বিন উমার আসসাকাফির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ... তার হাতে যারা বাইয়াত দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন: মানসূর ইবনুল মু'তামির, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবি লাইলা, মাদায়িনের কাজী হিলাল ইবনু খাব্বাব ইবনুল আরাত্ত, ইবনু শুবরুমা, মিসআর বিন কিদাম এবং আরো অনেকে। আবু হানীফা রহ. তার কাছে ত্রিশ হাজার দিরহাম (আর্থিক সাহায্য) পাঠান এবং তাকে নুসরত করার জন্য লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করেন। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন (তাই যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি)।" (শাযারাতুয যাহাব ২/২৩০)

তবে আল্লাহ তাআলার ফায়াসালা ভিন্ন ছিল। যায়দ বিন আলী রহ. পরাজিত ও নিহত হন। তার পর আহলে বাইতের আরো কয়েকজন উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তবে সবাই পরাজিত হন। আহলে বাইতের পক্ষাবলম্বন করায় আবু হানীফা রহ.কে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। জেলে বন্দী হন। অমানবিক প্রহারের শিকার হন। অবশেষে নির্যাতনের মুখে তিনি কূফা ছেড়ে মক্কায় চলে যান। সেখানকার মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কেরাম থেকে ইলম তলব ও গবেষণায়

মগ্ন হন। এরপর যখন আব্বাসীদের হাতে উমাইয়াদের পতন হয় এবং পরিস্থিতি শান্ত হয়, তখন আবার কূফায় ফিরে আসেন।

আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

আব্বাসীদের হাতে উমাইয়াদের পতনের পর যখন পরিস্থিতি শান্ত হয়, তখন আবু হানীফা রহ. মক্কা থেকে আবার কূফায় ফিরে আসেন। আব্বাসীরা ক্ষমতা লাভের পূর্বে আহলে বাইতের পক্ষে ছিল। অধিকন্তু তারা ছিল রাসূল বংশের লোক। তিনি ধারণা করেছিলেন, আব্বাসীরা ইনসাফ করবে। আহলে বাইতের প্রতি সুবিচার করবে। জুলুম-অত্যাচারমুক্ত শাসন করবে। কিন্তু ক্ষমতা লাভের পর আব্বাসীরা জুলুম শুরু করে। আহলে বাইতের লোকদের ধরে ধরে হত্যা করতে থাকে। অমানবিক পন্থায় নির্যাতন করতে থাকে। সন্দেহজনকভাবে মুসলমানদের হত্যা করতে থাকে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করতে থাকে। আবু হানীফা রহ. এর ধারণা পাল্টে যায়। পরিস্থিতি আবার অশান্ত হয়ে ওঠে। আহলে বাইতের পক্ষ থেকে আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মেঘ দানা বাঁধতে থাকে।

একসময় আহলে বাইতের দুই ভাই মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান রহ. (নফসে যাকিয়্যা) এবং ইব্রাহীম বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান রহ. গোপনে আব্বাসী খলীফা আবু জা'ফর মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানান। মুহাম্মাদ রহ. মদীনায় এবং ইব্রাহীম রহ. বসরায় লোকদের থেকে বাইয়াত নেন। প্রথমে নফসে যাকিয়্যা রহ. মদীনায় বিদ্রোহ করেন। ইমাম মালেক রহ. তার হাতে বাইয়াত হওয়ার ফতোয়া দেন (যার আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ)। তবে তিনি কামিয়াব হতে পারেননি। ১৪৫ হিজরীতে তিনি পরাজিত ও শহীদ হন।

নফসে যাকিয়্যা রহ. শহীদ হওয়ার পর তার ভাই ইব্রাহীম রহ. বসরায় মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাইয়াত নেন। গোপনে গোপনে তার দল যথেষ্ট ভারি হতে থাকে। সৈন্য সংখ্যা এক লাখে পৌঁছে যায়। আবু হানীফা রহ. কূফায় ছিলেন। তিনি ইব্রাহীম রহ.কে সমর্থন করেন। তার পক্ষে যোগ দেয়ার জন্য গোপনে লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করেন। অবশ্য শেষে তিনিও কামিয়াব হতে পারেননি। পরাজিত ও শহীদ হন। খলীফা মানসূর বিভিন্নভাবে আন্দাজ করতে পারে যে,

আবু হানীফা তার বিরোধী। ফলে তার উপর নির্যাতনের খড়্গ নেমে আসে। অবশেষে নির্যাতনের মুখেই তিনি শহীদ হন।

ইবনুল ইমাদ রহ. (১০৮৯ হি.) বলেন,

وكان خرج مع إبراهيم كثير من القرّاء، والعلماء، منهم: هشيم، وأبو خالد الأحمر وعيسى بن يونس، وعبّاد بن العوّام، ويزيد بن هارون، وأبو حنيفة، وكان يجاهر في أمره، ويحثّ النّاس على الخروج معه، كما كان مالك يحثّ النّاس على الخروج مع أخيه محمّد.

وقال أبو إسحاق الفزاريّ لأبي حنيفة: ما اتّقيت الله حيث حثثت أخي على الخروج مع إبراهيم فقتل، فقال: إنه كما لو قتل يوم بدر. اهـ

"ইব্রাহীম রহ. এর পক্ষ হয়ে অনেক মাশায়েখ ও আলেম-উলামা বিদ্রোহ করেছিলেন। যেমন: হুশাইম, আবু খালেদ আলআহমার, ঈসা বিন ইউনুস, আব্বাদ ইবুল আওয়াম, ইয়াজিদ বিন হারুন ও আবু হানীফা রহ.। আবু হানীফা রহ. প্রকাশ্যেই তার পক্ষ নিয়েছিলেন। তার সাথে মিলে বিদ্রোহ করার জন্য লোকদের উদ্বুদ্ধ করতেন, যেমন ইমাম মালেক রহ. তার ভাই মুহাম্মাদের সাথে মিলে বিদ্রোহের জন্য লোকদের উদ্বুদ্ধ করতেন। আবু ইসহাক ফাযারি রহ. আপত্তি করে আবু হানীফা রহ.কে বলেছিলো, 'আপনি তো আল্লাহকে ভয় করেননি। আপনি আমার ভাইকে ইব্রাহীমের পক্ষ হয়ে বিদ্রোহে করতে উৎসাহ দিয়েছেন ফলে সে নিহত হয়েছে।' তিনি উত্তর দেন, 'তোমার ভাইয়ের শাহাদাত বদরের দিনে শহীদ হওয়ার মতোই মর্যাদাপূর্ণ'।" (শাজারাতুয যাহাব ২/২০৩)

খতীবে বাগদাদি রহ. (৪৬৩ হি.) আবু ইসহাক ফাযারি রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

قتل أخي مع إبراهيم الفاطمي بالبصرة، فركبت لأنظر في تركته، فلقيت أبا حنيفة، فقال لي: من أين أقبلت؟ وأين أردت؟ فأخبرته أني أقبلت من المصيصة، وأردت أخا لي قتل مع إبراهيم، فقال لو أنك قتلت مع أخيك كان خيرا لك من المكان الذي جئت منه، قلت: فما منعك أنت من ذاك؟ قال: لولا ودائع كانت عندي وأشياء للناس، ما استأنيت في ذلك. اهـ

“ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার বংশধর ইব্রাহীমের সাথে বসরায় আমার ভাই নিহত হয়। আমি তার রেখে যাওয়া সম্পদ দেখার জন্য সওয়ার হয়ে রওয়ানা দিলাম। পথিমধ্যে আবু হানীফার সাথে দেখা হল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে এসেছ, আর কোথায় যাচ্ছ? আমি জানালাম, মিসসিসাহ্ থেকে এসেছি। আমার এক ভাই যে ইব্রাহীমের সাথে নিহত হয়েছে, তাকে দেখতে যাচ্ছি। তিনি বললেন, তুমি যেখান থেকে এসেছো, তার চেয়ে যদি তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে নিহত হতে, তাহলে সেটাই তোমার জন্য অধিক ভাল ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘তাহলে এ থেকে আপনাকে কিসে বাঁধা দিল? তিনি উত্তর দিলেন, যদি আমার কাছে লোকজনের রাখা অনেকগুলো আমানত ও গচ্ছিত সম্পদ না থাকতো, তাহলে আমি এতে কোন শিথিলতা করতাম না।” (তারিখে বাগদাদ ১৫/৫১৬-৫১৭)

অর্থাৎ আবু হানীফা রহ. এর কাছে অনেকের রাখা অনেক আমানতের মাল ছিল। তিনি ভয় করছিলেন যে, যদি তিনি যুদ্ধে নিহত হয়ে যান, তাহলে এ আমানতের মালগুলো লোকজনের হাতে পৌঁছাতে পারবেন না। এ জন্য তিনি সরাসরি যুদ্ধে যোগ দেননি।

ইমাম যাহাবি রহ. (৭৪৮ হি.) বলেন,

وقد روي أن المنصور سقاه السم فمات شهيداً رحمه الله؛ سمّه لقيامه مع إبراهيم. اهـ

“বর্ণিত আছে, ইব্রাহীম রহ. এর পক্ষাবলম্বনের কারণেই খলীফা মানসূর আবু হানীফা রহ.কে বিষ প্রয়োগে শহীদ করে।” (আলইবার ফি খাবারি মান গাবার ১/১৬৪)

প্রিয় পাঠক! এই হলেন আবু হানীফা রহ.। জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যিনি শহীদ হয়েছেন। আর আমাদের বড়রা বলছেন, আবু হানীফা রহ. নাকি কোনো জিহাদ করেননি। কোনো তরবারি ধরেননি। ধরতেও বলেননি। এ যেন দিবালোকে সূর্য অস্বীকার করারই নামান্তর।

লক্ষ্যণীয়, উমাইয়া-আব্বাসী উভয় খেলাফতই কুরআন সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে ক্ষমতার দখল ও টিকানোর স্বার্থে তারা অনেকের উপর জুলুম

করেছে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ অনেক সময় অন্যায় ব্যবহার করেছে। কিন্তু শাসন সম্পূর্ণই ইসলামী ছিল। বরং সে যুগটাই তো ছিল ইসলামের স্বর্ণ যুগ। হাদীস ও ফিকহ সংকলনের কাজ তো সে যামানাতেই হয়েছে। সালাফে সালেহীন আইম্মায়ে কেরাম তো সে যুগেই জন্মগ্রহণ করেছেন। এতদসত্ত্বেও শুধু ফিসক ও জুলুমের কারণে আবু হানীফা রহ. তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। তাহলে আজ যদি তিনি এ তাগুতী শাসন দেখতেন- যারা ইসলামকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে কুফর গ্রহণ করেছে এবং ইসলামকে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য তাদের সর্ব-সামর্থ্য ব্যয় করছে- যদি আবু হানীফা রহ. এ তাগুতী শাসন দেখতেন, তাহলে তিনি কি করতেন? উত্তরের আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু উম্মাহর বীর সন্তানরা যখন সালাফে সালেহীনের পথ ধরে জীবন বাজি রেখে আল্লাহর শরীয়তের জন্য তাগুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছেন, তখন আমাদের বড়রা এবং হযরতওয়ালারা তাদের শানে খাহেশপূজারি, জযবাতি, ভাসাভাসা জ্ঞানের অধিকারী ইত্যাদি ঘৃণ্য বিশেষণ ব্যবহার করছেন। হে আল্লাহ! তোমার কাছেই সকল অভিযোগ। তুমিই তোমার দ্বীনের হিফাজতকারী।

ইমাম মালেক রহ. এর জিহাদ

আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, নফসে যাকিয়্যাহ মুহাম্মাদ রহ. মদীনায় এবং তার ভাই ইব্রাহীম রহ. বসরায় খলীফা মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ইব্রাহীম রহ.কে আবু হানীফা রহ. সমর্থন করেন, সহায়তা করেন এবং তার পক্ষে ফতোয়া দেন। আর মুহাম্মাদ রহ.কে ইমাম মালেক রহ. সমর্থন করেন এবং তার পক্ষে ফতোয়া দেন।

ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪হি.) বলেন,

وقد روى ابن جرير عن الإمام مالك: أنه أفتى الناس بمبايعته، فقيل له: فإن في أعناقنا بيعة للمنصور، فقال: إنما كنتم مكرهين وليس لمكره بيعة. فبايعه الناس عند ذلك عن قول مالك، ولزم مالك بيته. اهـ

“ইবনে জারির (ত্ববারি) রহ. ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি লোকদের মুহাম্মাদ রহ. এর হাতে বাইয়াত হতে ফতোয়া দেন। তখন তাকে প্রশ্ন করা হয় যে, আমাদের গর্দানে তো মানসূরের বাইয়াত বিদ্যমান আছে (তা

ভঙ্গ করে আমরা কিভাবে মুহাম্মাদকে বাইয়াত দেবো)? তিনি উত্তর দেন, তোমাদেরকে তো (বাইয়াত দিতে) জবরদস্তি বাধ্য করা হয়েছিল। আর যাকে জবরদস্তি বাধ্য করা হয় (শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে) তার বাইয়াত কার্যকর হয় না। মালেক রহ. এর ফতোয়ার কারণে তখন লোকজন তার হাতে বাইয়াত দেয়। আর মালেক রহ. আপন গৃহে বসে পড়েন (এবং বাহিরে যাওয়া বন্ধ করে দেন)।" (আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ১০/৮৭)

কাজী ইয়াজ রহ. (৫৪৪হি.) দারাওয়ারদি রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন,

أفتى الناس عند قيام محمد بن عبد الله بن حسن العلوي المسمى بالمهدي بأن بيعة أبي جعفر لا تلزم لأنها على الإكراه. اهـ

"আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান- যিনি মাহদি উপাধী ধারণ করেছিলেন- তিনি যখন বিদ্রোহ করেন, তখন মালেক রহ. ফতোয়া দেন যে, আবু জা'ফর (মানসূর)- এর বাইয়াত মেনে চলা আবশ্যক নয়। কেননা, তা জবরদস্তি গ্রহণ করা হয়েছিল।" (তারতিবুল মাদারিক ২/১৩৪)

ইমাম মালেক রহ. এর উক্ত ফতোয়ার কথা কতক হিংসুক লোক মদীনায় মানসূরের পক্ষ থেকে নিয়োজিত তৎকালীন গভর্নর জা'ফর বিন সুলাইমানের কাছে পৌঁছায়। এতে জা'ফর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং মালেক রহ.কে অমানবিক নির্যাতন করে। ফলে মালেক রহ. আজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে পড়েন। এ পঙ্গু অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেন। বলা হয়, নির্যাতনের পর মালেক রহ. আর কখনো ঘরের বাইরে যেতেন না। মসজিদে জামাতে শরীক হতেন না। জুমআতেও যেতেন না। কারণ, বেত্রাঘাতের কারণে তার অবস্থা এমন হয়ে পড়েছিল যে, বেশিক্ষণ অজু ধরে রাখতে পারতেন না। বলা হয়, এজন্যই তিনি জুমআয় ও জামাতে শরীক হতেন না।

কাজী ইয়াজ রহ. মুনযির রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, বনী মাখযুমের এক ব্যক্তি মালেক রহ. এর ফতোয়ার ব্যাপারে জা'ফর বিন সুলাইমানের কাছে নালিশ করেছিল। এরপর জা'ফর তা মানসূরকে পত্র মারফত অবগত করে। মানসূর মালেক রহ.কে প্রহার করার আদেশ দেয়। কাজী ইয়াজ রহ. বর্ণনা করেন,

فكتب بذلك جعفر إلى الخليفة فكتب إليه: أن اجلده. فجلده ومد يده بين العقابين فلذلك كان لا يأتي المسجد لإنزال ريح تخرج من موضع الكتف. اهـ

“জা’ফর এ ব্যাপারে খলীফার কাছে পত্র লিখে। খলীফা উত্তর পাঠায়, ‘মালেককে প্রহার কর’। এতে জা’ফর তাকে বেত্রাঘাত করে। দু’টি পিলারের মাঝখানে তার হাত টানা দেয়া হয়। এ কারণেই তিনি মসজিদে যেতেন না। কারণ, কাঁধের দিক থেকে বায়ু বের হতো।” (তারতিবুল মাদারিক ২/১৩৬)

কাজি ইয়াজ রহ. ওয়াকিদি রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

فغضب جعفر ودعا به فاحتج عليه فما رفع إليه. ثم جره ومده فضربه بالسياط ومدت يده حتى انخلعت كتفه وفي رواية عنه ومدت يداه حتى انخلع كتفاه وكذلك اختلف على مصعب الزبيري. وقال الحنيني بقي مالك بعد الضرب مطابق اليدين لا يستطيع أن يدفعهما وارتكب منه أمر عظيم فو الله لمالك بعد ذلك الضرب في رفعة في الناس وعلو وإعظام حتى كأنما كانت تلك الأسواط حلياً حلي بها. اهـ

“নালিশ শুনে জা’ফর ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ে। মালেক রহ.কে ডেকে দরবারে হাজির করায়। উত্থাপিত নালিশের ভিত্তিতে তাকে অভিযুক্ত করে। এরপর তাকে নিয়ে টানা-হেঁচরা করে। সটান করে টানা দেয়। তারপর চাবুক দ্বারা বেত্রাঘাত করে। তার এক হাত এত জোরে টানা হয় যে, কাঁধ আপন জায়গা থেকে সরে পড়ে। তার থেকে অন্য বর্ণনায় আছে, উভয় হাত ধরে সজোরে টানা হয় ফলে উভয় কাঁধ আপন স্থান থেকে সরে পড়ে। ... হুনাইনি রহ. বলেন, এরপর থেকে মালেক রহ. এর উভয় হাত পঙ্গু হয়ে পড়ে। হাত নাড়ানোর সামর্থ্য তার ছিল না। তার সাথে নিদারুন অমানবিক আচরণ করা হয়। আল্লাহর কসম! এ নির্যাতনের পর থেকে লোকজনের নিকট মালেকের সম্মান ও মর্যাদা বাড়তে থাকে। যেন ঐসব চাবুক কতগুলো অলংকার ছিল আর তিনি সেগুলো পরিধান করে সুসজ্জিত হয়েছেন।” (তারতিবুল মাদারিক ২/১৩০-১৩১)

মুতাররিফ রহ. বলেন,

فرأيت آثار السياط في ظهره قد شرحته تشريحاً ... خلعوا كتفيه حتى كان ما يستطيع أن يسوي رداءه.اهـ

“মালেক রহ. এর পৃষ্ঠে আমি চাবুকের চিহ্ন দেখেছি। আঘাতে পৃষ্ঠে গভীর ক্ষত হয়ে গিয়েছিল ... তারা তার কাঁধ আপন স্থান থেকে সরিয়ে ফেলেছিল। এমনকি তিনি তার চাদরও সোজা করতে পারতেন না।” (তারতিবুল মাদারিক ২/১৩৩)

কাজী ইয়াজ রহ. আরো বর্ণনা করেন,

لما ضرب مالك رحمه الله تعالى ونيل منه حمل مغشياً عليه فدخل الناس عليه فأفاق فقال: أشهدكم إني جعلت ضاربي في حل. اهـ

“মালেক রহ.কে যখন বেত্রাঘাত ও নির্যাতন করা হল, তখন বেহুঁশ অবস্থায় তাকে বহন করে আনা হল। এরপর লোকজন তার ঘরে প্রবেশ করল। তখন তিনি হুঁশে আসেন। হুঁশে এসে বলেন, আমি তোমাদের সাক্ষ্যি রাখছি যে, আমি আমার বেত্রাঘাতকারীকে মাফ করে দিয়েছি।”- তারতিবুল মাদারিক ২/১৩২

উল্লেখ্য, বেত্রাঘাতকারী মুসলামান ছিল তাই তাকে মাফ করে দিয়েছেন। আর আমাদের বর্তমান তাগুতগুলো মুরতাদ। এদেরকে মুসলমানদের ঘাড়ে চেপে থাকতে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“আল্লাহ কিছুতেই কাফেরদের জন্য মুমিনদের উপর (চড়াও হয়ে তাদের মূলোৎপাটন করার) কোন রাস্তা রাখবেন না।” (নিসা: ১৪১)

নির্যাতিত হওয়ার পর মালেক রহ. বলেছিলেন,

ولقد ضرب فيما ضربت فيه محمد بن المنكدر وربيعة وابن المسيب ولا خير فيمن لا يؤذى في هذا الأمر. اهـ

“যে পথে আমি প্রহৃত হয়েছি, সে পথে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, রবিআ ও ইবনুল মুসায়্যিব প্রহৃত হয়েছেন। এ পথে যার উপর কোনো নির্যাতন আসে না,

তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।” (তারতিবুল মাদারিক ২/১৩২, ছাপাঃ আলমাগরিব)

সুবহানাল্লাহ! লক্ষ করুন, ***“এ পথে যার উপর কোনো নির্যাতন আসে না, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।”*** দ্বীনের জন্য যার উপর নির্যাতন আসে না, জেল-জরিমানা, বন্দী বা রিমান্ডের শিকার হয় না, তিনি বলছেন, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। হতে পারেন তিনি অনেক বড় হযরতওয়ালা, অনেক বড় মুফতী, মুহাদ্দিস, শাইখুল হাদীস, কিন্তু মালেক রহ. এর দৃষ্টিতে তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। কোথায় ইমাম মালেক আর কোথায় আমরা! আজ যদি কোন আলেম বা কোনো মুজাহিদ দ্বীনের কারণে, জিহাদের কারণে গ্রেফতার হন, রিমান্ডে যান বা ফাঁসি দেয়া হয়, তাহলে বলা হয়, সে অতি জযবাতি ছিল, ভাসা ভাসা বুঝের ছিল- গভীর বুঝ ছিল না, মাসলাহাত বুঝতো না, হেকমত জানতো না, বেশি বুঝে ফেলেছিল, বড়দের সাথে বেয়াদবির ফল ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের বিশেষণ। আর ইমাম মালেকের দৃষ্টিতে এদের মাঝেই কল্যাণ নিহিত। আর যারা বড় বড় হযরতওয়ালা বা বড় বড় মুদীর, আমীন, মুরুব্বী ও শাইখুল হাদীস হয়ে বসে আছেন কিন্তু দ্বীনের পথে একটা ফুলের টোকাও তাদের শরীরে পড়েনি, ইমাম মালেকের দৃষ্টিতে তাদের মাঝে কোন কল্যাণ নেই। হে আল্লাহ আমাদের হেফাজত কর। তোমার দ্বীনের জন্য কবুল কর। আমীন।

ইমাম শাফিয়ী রহ. এর জিহাদ

যুদ্ধবিদ্যা ইমাম শাফিয়ী রহ. এর অন্যতম শখের বিষয় ছিল। ছোট বেলা থেকেই এটি তার প্রিয় বিষয় ছিল। এজন্য তিনি একজন বিশিষ্ট তীরন্দাজ ও ঘোড়সওয়ার মুজাহিদে পরিণত হন। তিনি বলেন,

ولدت بعسقلان، فلما أتى عليّ سنتان حملتني أمي إلى مكة، وكانت نَهْمتي في شيئين: في الرّمي، وطلب العلم، فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من عشَرة عشرة. اهـ

“আমার জন্ম আসকালানে। দু’ বছর বয়সে আমার মা আমাকে নিয়ে মক্কায় চলে আসেন। আমার শখ ছিল দু’টি বিষয়ঃ ১. তীরন্দাজি ২. ইলম অন্বেষণ।

তীরন্দাজিতে আমি এমনই পারদর্শীতা অর্জন করেছি যে, দশটিতে দশটিই টার্গেটে গিয়ে বিঁধতো।" (মানাকিবুশ শাফিয়ী লিলবাইহাকি ২/১২৭-১২৮)

অন্য বর্ণনায় আছে যে তিনি বলেন,

تمنيت من الدنيا شيئين: العلم والرمي. فأما الرّمي فإني كنت أصيب من عشرة عشرة. اهـ

"দুনিয়াতে আমার আকাঙ্খার বস্তু ছিল দু'টি: ইলম ও তীরন্দাজি। তীরন্দাজিতে আমি এমনই পারদর্শীতা অর্জন করেছি যে, দশটিতে দশটিই টার্গেটে গিয়ে বিঁধতো।" (মানাকিবুশ শাফিয়ী লিলবাইহাকি ২/১২৮)

অন্য বর্ণনায় বলেন,

كنت ألزم الرمي حتى كان الطبيب يقول لي: أخاف أن يصيبك السل من كثرة وقوفك في الحر. اهـ

"আমি তীরন্দাজি নিয়ে পড়ে থাকতাম। এমনকি ডাক্তার আমাকে বলতো, 'তুমি রোদ্রে যেভাবে পড়ে থাক, আমার ভয় হচ্ছে যে, তুমি যক্ষায় আক্রান্ত হয়ে পড়বে।" (তারিখে বাগদাদ ২/৩৯২)

ইমাম শাফিয়ী রহ. এর বিশিষ্ট শাগরেদ রবি বিন সুলাইমান রহ. বলেন,

كان الشافعي أفرس خلق الله وأشجعه، وكان يأخذ بأذنه وأذن الفرس، والفرس يعدو، فيثب على ظهره وهو يعدو. اهـ

"শাফিয়ী রহ. অতুলনীয় ঘোড় সওয়ার এবং নেহায়েত বীর বাহাদুর ছিলেন। (এমনকি) তিনি এক হাতে নিজের কান আরেক হাতে ঘোড়ার কান ধরে ঘোড়া দৌড়াতে পারতেন। ঘোড়া প্রবল বেগে দৌড়তে থাকতো। ঘোড়া দৌড়তো আর তিনি ঘোড়ার পিঠে লাফাতে থাকতেন।" (মানাকিবুশ শাফিয়ী লিলবাইহাকি ২/১২৯)

তার আরেক শাগরেদ ইমাম মুযানী রহ. বলেন,

كان الشافعي يسميني القطامي الرامي، ووضع كتاب السبق والرمي بسببي، وأملاه عليّ. اهـ

“শাফিয়ী রহ. আমাকে তীরন্দাজ কাতামি নামে ডাকতেন। আমার জন্যই তিনি كتاب السبق والرمي (ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতা ও তীরন্দাজির বিধি বিধান) কিতাবটি লেখেন এবং ইমলা করিয়ে আমাকে তা লিখিয়ে দেন।” (মানাকিবুশ শাফিয়ী লিলবাইহাকি ২/১২৯)

ইমলা বলা হয়: উস্তাদ বসে মুখস্থ বলবেন আর শাগরেদরা লিখবে। আগের যুগে এভাবেই পাঠ দেয়া হতো।

লক্ষ্যণীয়, তীরন্দাজি শাফিয়ী রহ. এর কাছে এতই প্রিয় ছিল যে, তার প্রিয় শাগরেদ মুযানী রহ.কে তীরন্দাজ বলে ডাকতেন। সম্ভবত তিনি দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। পাশাপাশি শাগরেদের জন্য তিনি তীরন্দাজি ও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার বিধিবিধান সম্বলিত একটা কিতাবই রচনা করেছেন এবং ইমলা করিয়ে শাগরেদকে তা লিখিয়েও দিয়েছেন।

শাফিয়ী রহ. এর মূল ব্যস্ততা যদিও ইলম নিয়ে ছিল, তথাপি তিনি আল্লাহর রাস্তায় রিবাত তথা ইসলামী সীমান্ত প্রহরার দায়িত্ব পালন করেছেন বলে বর্ণিত আছে।

তার বিশিষ্ট শাগরেদ রবি বিন সুলাইমান রহ. বলেন,

خرجت مع محمد بن إدريس الشافعي من الفسطاط إلى الإسكندرية مرابطا، وكان يصلي الصلوات الخمس في المسجد الجامع، ثم يسير إلى المَحْرَس فيستقبل البحر بوجهه جالساً يقرأ القرآن في الليل والنهار حتى أُحصيت عليه ستين ختمة في شهر رمضان. اهـ

“মুহাম্মাদ বিন ইদরিস শাফিয়ী রহ. এর সাথে একবার ফুসতাত থেকে ইস্কানদারিয়ায় রিবাত তথা সীমান্ত প্রহরায় বের হলাম। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায তিনি জামে মসজিদে পড়তেন। এরপর পাহারার স্থানে চলে যেতেন। সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসে পড়তেন। বসে বসে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। দিন-রাত সর্বক্ষণ তিলাওয়াত করতে থাকতেন। এমনকি আমি রমজান মাসে হিসেব

করে দেখিছি যে, তিনি ষাট খতম করেছেন।” (মানাকিবুশ শাফিয়ী লিলবাইহাকি ২/১৫৮)

রিবাত: দারুল ইসলামের এমন সীমান্ত অঞ্চল, যেদিক দিয়ে কাফেরদের আক্রমণের আশংকা থাকে, সেখানে গিয়ে পাহারাদারি করাকে রিবাত বলা হয়।

হাদীসে এসেছে,

رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها

“একদিন রিবাতের দায়িত্ব পালন করা দুনিয়া এবং তার মাঝে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।” (সহীহ বুখারি হাদীস নং- ২৮৯২)

অন্য হাদিসে এসেছে,

رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان.

“এক দিন ও এক রাত রিবাতের দায়িত্ব পালন করা এক মাসের নামায ও রোযা থেকেও উত্তম। যদি রিবাতরত অবস্থায় মারা যায়, তাহলে সে যেসকল নেক আমল করতো, সেগুলো তার নামে জারি থাকবে (তথা সেগুলোর সওয়াব পেতে থাকবে)। তার রিযিক জারি হয়ে যাবে এবং কবরে আযাবের ফিরিশতার হাত থেকে নিরাপদ থাকবে।” (সহীহ মুসলিম হাদীস নং- ১৯১৩)

রিবাতের এত ফজিলতের কারণেই বড় বড় উলামায়ে কেরাম সীমান্ত অঞ্চলে চলে যেতেন রিবাতের জন্য। অনেকে সপরিবারে সীমান্ত অঞ্চলে গিয়ে বসবাস করতেন। উদ্দেশ্য থাকতো সীমান্ত পাহারা। বর্ণনা থেকে বুঝা গেল, ইমাম শাফিয়ী রহ. সুযোগ মতো রিবাতে চলে যেতেন। পাহারা দিতেন আর ইবাদাত বন্দেগী করতেন। কারণ, ঘরে বসে যিকির আযকার, তিলাওয়াত ও ইবাদাত বন্দেগী করলে যে সওয়াব পাওয়া যাবে, ময়দানে গিয়ে করলে তার চেয়ে হাজারো গুণ বেশি পাওয়া যাবে। কিন্তু হায় আফসূস! আমাদের বড়রা আর হযরতওয়ালারা বুঝেছেন ঠিক উল্টোটা।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এর জিহাদ

ইমাম যাহাবি রহ. (৭৪৮ হি.) আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এর জিহাদের স্বতন্ত্র শিরোনাম কায়েম করেছেন। তিনি বলেন,

من جهاده

قال عبد الله بن محمود بن الفرج: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: خرج أبي إلى طرسوس، ورابط بها، وغزا ... وعن أحمد، أنه قال لرجل: عليك بالثغر، عليك بقزوين، وكانت ثغرا. اهـ

"ইমাম আহমাদ রহ. এর জিহাদ:

আব্দুল্লাহ ইবনু মাহমূদ ইবনুল ফারাজ বলেন, আমি আহমাদ রহ. এর পুত্র আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি যে তিনি বলেন, 'আমার পিতা (সীমান্ত এলাকা) ত্বরাসূসে গিয়েছেন। সেখানে রিবাতের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং যুদ্ধ করেছেন'। আহমাদ রহ. থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি এক ব্যক্তিকে বলেছেন, 'তুমি সীমান্তে চলে যাও। কাযবিনে চলে যাও'। কাযবিন তখন সীমান্ত এলাকা ছিল।" (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/৩৩১)

যাহাবি রহ. আরো বর্ণনা করেন,

قال عبد الله بن أحمد: خرج أبي إلى طرسوس ماشيا اهـ

"আহমাদ রহ. এর পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন, আমার পিতা ত্বরাসূস যেতে পায়দল চলেছেন (কোনো বাহনে আরোহন করেননি)।" (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/২২১)

আরো বর্ণনা করেন,

وعن أحمد، قال: ... كنا خرجنا إلى طرسوس على أرجلنا. اهـ

"আহমাদ রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা ত্বরাসূস গিয়েছিলাম পায়ে হেঁটে।" (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/৩০৮)

যাহাবি রহ. এর বর্ণনা থেকে বুঝা গেল,

ক. আহমাদ রহ. পায়ে হেঁটে সীমান্তে গিয়েছেন।

খ. সীমান্তে রিবাতের দায়িত্ব পালন করেছেন তথা সীমান্ত পাহারা দিয়েছেন।

গ. যুদ্ধও করেছেন।

ঘ. অন্যদেরকে সীমান্ত পাহারায় উদ্ধুদ্ধ করেছেন।

সীমান্তবাসী মুজাহিদীনে কেরাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। অনেক সময় তারা আহমাদ রহ. এর তরফ থেকে গোলা ছোঁড়তেন। আল্লাহ তাআলা তাতে বরকত দান করতেন। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে,

قدم رجل من طرسوس، فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدأ الليل، رفعوا أصواتهم بالدعاء، ادعوا لأبي عبد الله، وكنا نمد المنجنيق، ونرمي عن أبي عبد الله. ولقد رمي عنه بحجر، والعلج على الحصن متترس بدرقة، فذهب برأسه وبالدرقة. اهـ

"এক লোক ত্বরাসূস থেকে আসল। বলল, আমরা রোমে যুদ্ধে ছিলাম। যখন নিঝুম রাত হল দোআয় সকলে জোরো জোরো বলতে লাগল, সকলে আবু আব্দুল্লাহ (আহমাদ বিন হাম্বল)- এর জন্য দোআ কর। আমরা অনেক সময় মিনজানীক (ক্ষেপণাস্ত্র) ফিট করে আবু আব্দুল্লাহ (আহমাদ বিন হাম্বল) এর তরফ থেকে ছোঁড়তাম। একবার তার তরফ থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হল। শত্রু সৈন্যটি দূর্গের উপর ছিল। একটি ঢাল দিয়ে আত্মরক্ষা করছিল। পাথরটি সৈন্যটির ঢালসহ মাথা গুঁড়িয়ে দিল।" (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/২১০)

অনেক সময় সীমান্তবাসী মুজাহিদীনে কেরাম বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করে আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এর কাছে চিঠি পাঠাতেন। তিনিও প্রতিউত্তর লিখে চিঠি পাঠাতেন। যেমন, একবার তারা এক বিদআতি লোকের ব্যাপারে জানতে চেয়ে চিঠি পাঠান। আহমাদ রহ. বলেন,

كتب إلي أهل الثغر يسألوني عن أمره، فكتبت إليهم، فأخبرتهم بمذهبه وما أحدث، وأمرتهم أن لا يجالسوه. اهـ

“সীমান্তবাসীরা আমার কাছে এক লোকের ব্যাপারে জানতে চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল। আমি তার মাযহাব-মতাদর্শ ও তার আবিষ্কৃত বিদআত সম্পর্কে তাদের অবগত করিয়ে প্রতিউত্তর পাঠাই এবং তাদের আদেশ দিই, যেন তারা তার সাথে উঠাবসা না করে।” (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/২১১)

আহমাদ বিন হাম্বল রহ. জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করতেন এবং জিহাদের কথা স্মরণ হলে কাঁদতেন। ইবনে কুদামা রহ. (৬২০ হি.) বলেন,

قال أبو عبد الله: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد روى هذه المسألة عن أحمد جماعة من أصحابه، قال الأثرم: قال أحمد: لا نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من السبيل. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله، وذكر له أمر العدو؟ فجعل يبكي، ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه. وقال عنه غيره: ليس يعدل لقاء العدو شيء. اهـ

“আবু আব্দুল্লাহ (আহমাদ বিন হাম্বল রহ.) বলেন, ‘ফরযের পর আমার জানা মতে জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন আমল নেই’। আহমাদ রহ. এর অনেক শাগরেদ তার থেকে এ মাসআলাটি বর্ণনা করেছেন। আসরাম রহ. বলেন, আহমাদ রহ. বলেছেন, ‘জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর চেয়ে উত্তম কোন নেক আমল আছে বলে আমার জানা নেই’। ফজল বিন যিয়াদ রহ. বলেন, ‘একবার শত্রুর (তথা কাফেরদের সাথে যুদ্ধের) আলোচনা উঠল। আবু আব্দুল্লাহ (আহমাদ রহ.) কাঁদতে লাগলেন এবং আমি শুনেছি যে, তিনি বলতে লাগলেন, ‘জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন আমল নেই’। অন্য কেউ কেউ তার থেকে বর্ণনা করেছেন, ‘শত্রুর মোকাবেলার চেয়ে উত্তম কিছু নেই’।” (আলমুগনি ৯/১৯৯)

আহমাদ রহ. এর কাছে জিহাদ এতই প্রিয় ছিল যে, খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ- যিনি খালকে কুরআনকে সমর্থন না করায় আহমাদ রহ.কে নিদারুণ ও নির্মম নির্যাতন করেছেন- তিনি যখন বাতেনী কাফের বাবাক আলখুররামি ও তার বাহিনিকে পরাজিত করতে সক্ষম হন, তখন আহমাদ রহ. খুশি হয়ে তাকে মাফ করে দেন। ইমাম যাহাবি রহ. আহমাদ বিন সিনান রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

بلغني أن أحمد بن حنبل جعل المعتصم في حل يوم فتح عاصمة بابك، وظفر به، أو في فتح عمورية، فقال: هو في حل من ضربي. اهـ

“আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, মু'তাসিম বিল্লাহ যেদিন বাবাকের রাজধানী বিজয় করেন এবং বাবাককে পাকড়াও করতে সক্ষম হন কিংবা যখন তিনি আমুরিয়া বিজয় করেন, তখন আহমাদ রহ. তাকে মাফ করে দেন এবং বলেন, ‘আমি তাকে আমার প্রহারের অপরাধ মাফ করে দিলাম।” (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/২৫৭-২৫৮)

মু'তাসিম বিল্লাহ আহমাদ রহ.কে কতটুকু নির্মম নির্যাতন করেছিল তা সকলের জানা। আড়াই বছর পর্যন্ত জেলে ভরে রেখেছেন। তাকে এমনও শিকল পরানো হতো যে, শিকলের ভারেই তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। খালি গায়ে দু' হাত দুই দিকে টানা দিয়ে বেঁধে মু'তাসিম বিল্লাহর সামনে হাজির করা হল ইমাম আহমাদ রহ.কে। মু'তাসিম বিল্লাহ বললেন, আহমাদ! আমার কথায় সাড়া দাও, কুরআন মাখলূক মেনে নাও, আমি নিজ হাতে তোমার শিকল খুলে তোমাকে মুক্ত করে দেবো। আহমাদ রহ. জওয়াব দিলেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনার মতের পক্ষে কোনো একটা আয়াত বা একটা হাদীস যদি পারেন দেখান। মু'তাসিম বিল্লাহ ভড়কে গেল। কিন্তু দরবারি মোল্লারা বুঝাল, আমীরুল মু'মিনীন! এ লোকটা কাফের হয়ে গেছে। একে হত্যা করুন। মু'তাসিম জল্লাদকে আদেশ দিল, একে চাবুক মারো। চাবুক শুরু হল। একেকটা আঘাত এমন ছিল যেন, মৃত্যু প্রতিক্ষা করছিল। মু'তাসিম বিল্লাহ আবারও প্রস্তাব দিলেন, আহমাদ! আমার কথায় সাড়া দাও, কুরআন মাখলূক মেনে নাও, আমি নিজ হাতে তোমার শিকল খুলে তোমাকে মুক্ত করে দেবো। আহমাদ রহ. আগের মতোই জওয়াব দিলেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনার মতের পক্ষে কোনো একটা আয়াত বা একটা হাদীস যদি পারেন দেখান। মু'তাসিম আবারও জল্লাদকে আদেশ দিল। আবারও চাবুক শুরু হল। আহমাদ রহ. জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। কিছুক্ষণ চাবুক বন্ধ রইল। কিছুক্ষণ পর যখন জ্ঞান ফিরল, আবার শুরু হল চাবুক। আবারও তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। আবার হুঁশে আসলেন। আবার শুরু হল চাবুক। এভাবেই আহমাদ রহ.কে নির্যাতন করতো মু'তাসিম বিল্লাহ। কিন্তু যিন্দিক বাবাক আলখুররামি- যাকে বিশ বছর যাবৎ পরাজিত করা যাচ্ছিল না- তার বিরুদ্ধে যখন তিনি জয় লাভ করলেন, আহমাদ রহ. তাকে ক্ষমা করে দিলেন। জিহাদকে তিনি এমনই ভালবাসতেন।

ইমাম আহমাদ রহ. যদিও জালেম খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি, কিন্তু আহলে সুন্নাহর বিশিষ্ট ইমাম আহমাদ বিন নাসর আলখুজায়ি রহ. যখন

মু'তাসিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শহীদ হন, তখন তিনি তার প্রশংসা করেন। ২৩১ হিজরীর আলোচনায় ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

فلما كان شهر شعبان من هذه السنة انتظمت البيعة لأحمد بن نصر الخزاعي في السر على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخروج على السلطان لبدعته ودعوته إلى القول بخلق القرآن، ولما هو عليه وأمراؤه وحاشيته من المعاصي والفواحش وغيرها. اهـ

"এ বছরের শা'বান মাসে গোপনে আহমাদ বিন নাসর আলখুজায়ি রহ. এর হাতে বাইয়াত সংঘটিত হয়। আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সুলতানের বিদআত, খালকে কুরআনের দিকে দাওয়াত এবং তার উমারা ও ঘনিষ্টজনদের পাপাচারসহ আরো বিভিন্ন কারণে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য এ বাইয়াত সংঘটিত হয়।" (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১০/৩৩৬)

কিন্তু তিনি কামিয়াব হতে পারেননি। সুলতানের হাতে বন্দী হন এবং শহীদ হন। একদিন আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এর সামনে তার আলোচনা উঠলে তিনি তার প্রতি আপ্লুত হয়ে বলেন,

رحمه الله ما كان أسخاه بنفسه لله، لقد جاد بنفسه له. اهـ

"আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করুন। আল্লাহর জন্য আপন প্রাণ বিলিয়ে দিতে তিনি কতই না অগ্রগামী ছিলেন। আল্লাহ তাআলার জন্য তিনি আপন প্রাণ উৎস্বর্গ করে গেছেন।" (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১০/৩৩৬)

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো থেকে দিবালোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. একজন প্রকৃত মুজাহিদ ছিলেন। আল্লাহর রাস্তায় রিবাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। দ্বীনের পথে স্বশরীরে জিহাদ করেছেন। অন্যদের উৎসাহিত করেছেন। জিহাদকে ভালবেসেছেন। অন্যের জিহাদে খুশি হয়েছেন। জিহাদকে সকল আমলের চেয়ে উত্তম মনে করেছেন।

শেষকথা

আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদের ব্যাপারে এ হল সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আশাকরি এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই পরিষ্কার যে, তাদের সকলেই মুজাহিদ ছিলেন। জিহাদের পথে জীবন দিয়েছেন। নির্যাতিত হয়েছেন। শহীদ হয়েছেন। আমাদের জিহাদে তাঁরাই আমাদের অনুসরণীয়। মুজাহিদীনে কেরাম যা করছেন তাঁদেরই অনুসরণে করছেন। তাদের দিয়ে যাওয়া ফতোয়ার ভিত্তিতেই করছেন। কিন্তু হায়! আজ এমনসব লোক আমাদের নেতৃত্বের আসনে বসে গেছে, যারা নিজেদেরকে আইম্মায়ে আরবাআর অনুসারী বলে দাবি তো করে, কিন্তু তাদের সীরাতের ব্যাপারে কোন ধারণাই তারা রাখে না। তাদের রেখে যাওয়া আদর্শের ব্যাপারেও তারা বেখবর। যে পথে তারা জীবন দিয়ে গেছেন, সে পথকেই তারা অস্বীকার করছেন। কোনো দিন তারা সে পথে চলেননি বলেও দাবি করছেন। বরং সে পথকে অস্বীকার করতে তাদেরকেই দলীল হিসেবে দাঁড় করাচ্ছেন। কত বড় অজ্ঞতা! কত বড় জাহালত! নয়তো কত বড় ইফতিরা! কত বড় বুহতান! কত সাংঘাতিক অপবাদ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জিহাদবিদ্বেষী বড়দের জাহালত ও ভ্রষ্টতা থেকে হেফাজত করেন। এইসব বড়দেরকে এড়িয়ে সাহাবায়ে কেরাম এবং সালাফুস সালেহীনকে নিজেদের আদর্শরূপে গ্রহণ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।